সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

সিডনি শেলডন

আর ইউ অ্যাফ্রেড অভ দ্য ডার্ক?

অনুবাদ। অনীশ দাস অপু



নিউইয়র্ক, ডেনভার, প্যারিস ও বার্লিন। চারজন লোক চারটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল।

ওরা দুই নারী– দুই বিধবা নারী। হঠাৎই ওদের ওপর শুরু হয়ে গেল নির্মম হামলা। আতঙ্ক ও ভয়ের জগতে প্রবেশ ঘটল দুজনের। কিন্তু ওরা কেন অজানা শত্রুর আক্রমণের টার্গেট হল? এর কারণ কি এটা যে ওদের মধ্যে একজন একটি বিখ্যাত ক্রিমিনাল ট্রায়ালের সাক্ষী? অথবা এর সঙ্গে ওদের স্বামীদের মৃত্যুরহস্যের কোনও যোগাযোগ রয়েছে?

এদিকে একটি আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংকের প্রধান নির্বাহী ট্যানার কিংসলে এমন একটি জিনিস আবিষ্কার করতে চলেছে যা দুনিয়ার ভবিষ্যৎ বদলে দেবে। আবিষ্কারের ফলাফল কোম্পানিকে এনে দেবে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। কিন্তু এ ভয়ংকর গোপনীয়তার সঙ্গে রহস্যময় মৃত্যুগুলোর কোনও যোগাযোগ আছে কি? আরও মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হবে?

পাতায় পাতায় সাসপেন্স আর রোমাঞ্চ নিয়ে রচিত *আর ইউ অ্যাফ্রেড অভ দ্য ডার্ক?* শেলডনের পাঠকদের শিহরিত করে তুলবেই।

ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

আর ইউ অ্যাফ্রেড অভ দ্য ডার্ক?

সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

আর ইউ অ্যাফ্রেড অভ দ্য ডার্ক?

অনুবাদ অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৬, ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

ARE YOU AFRIED OF THE DARK?
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1/Kha Hamandro Das Road Dhaka-1100 Phone 717 29 66
email anindyaprokash@yahoo.com
First Published in February 2010

Price : Taka 300.00
US $ 10

ISBN 978-984-414-194-0

উৎসর্গ

শামীম শাহেদ
মিডিয়া ভুবনে ক্রমশ উজ্জ্বল একটি নাম

অনিন্দ্য থেকে প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

ব্লাড লাইন (থ্রিলার)	মূল	সিডনি শেলডন	২০০.০০
দ্য নেকেড ফেস	মূল	সিডনি শেলডন	১৩০.০০
মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট	মূল	সিডনি শেলডন	২০০.০০
দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস	মূল	সিডনি শেলডন	১৭৫.০০
দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট	মূল	সিডনি শেলডন	৩০০.০০
মেমোরিজ অভ মিডনাইট	মূল	সিডনি শেলডন	২২৫.০০
দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি	মূল	সিডনি শেলডন	২৫০.০০
দ্য স্কাই ইজ ফলিং	মূল	সিডনি শেলডন	২২০.০০
দ্য স্টারস শাইন ডাউন	মূল	সিডনি শেলডন	১৪০.০০
টেল মি ইয়োর ড্রিমস	মূল	সিডনি শেলডন	৩০০.০০
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস	মূল	সিডনি শেলডন	২৫০.০০
উইন্ডমিলস্ অব দ্য গডস্	মূল	সিডনি শেলডন	২৫০.০০
দ্য স্যান্ডস অব টাইম	মূল	সিডনি শেলডন	৩৩০.০০
অ্যালিয়েন ইনভ্যাসন (কিশোর সায়েন্স ফিকশন)	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬৫.০০
ইনভ্যাসন অভ দ্য নো ওয়ানস "	মূল :	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
অ্যাটাক অভ দ্য জায়ান্ট ক্র্যাবস	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
দ্য উইচেস রিভেঞ্জ	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬৫.০০
টাইম টেরর	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬৫.০০
এলিয়েন ইন দ্য স্কাই	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
স্পিসিজ (সায়েন্স ফিকশন)	মূল	ইভন নাভারো	১৫০.০০
ইনভ্যাসন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স (হরর সায়েন্স ফিকশন)	মূল	জ্যাক ফিনি	১২০.০০
দ্য আরব প্লেগ (স্পাই থ্রিলার)	মূল	নিক কার্টার	১০০.০০
মুণ্ডুহীন প্রেত (ভৌতিক গল্প সংকলন)		অনীশ দাস অপু	২২৫.০০
গ্রহান্তরের বিভীষিকা (হরর-সায়েন্স ফিকশন সংকলন)		অনীশ দাস অপু	২৪০.০০
পিশাচ বাড়ি (হরর গল্প সংকলন)		অনীশ দাস অপু	২২৫.০০

পূর্বাভাস
বার্লিন জার্মান

সোনজা ভারক্রুগ কল্পনাও করেনি আজই তার জীবনের শেষ দিন। উন্টার ডেন লিনডেনের ফুটপাত গিজগিজ করছে সামার ট্যুরিস্টে। উপচে পড়া ভিড় ঠেলে কোনমতে এগোচ্ছিল সোনজা। আতংকিত হয়ো না, নিজেকে বলল ও। শান্ত থাকো।

ফ্রাঞ্জ ওকে যে মেসেজটি পাঠিয়েছে কম্পিউটারে তা দেখে আতংক জাগাই স্বাভাবিক। *'ভাগো, সোনজা! আর্তেমিসিয়া হোটেলে যাও। ওখানে তুমি নিরাপদ থাকবে। ওখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না–'*

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায় মেসেজ। ফ্রাঞ্জ মেসেজ শেষ করেনি কেন? কী হয়েছে ওর?

ফ্রাউ ভারক্রুগ ব্রানডেনব্রাগিশ স্ট্রাসের কাছাকাছি চলে এসেছে। এখানেই আর্তেমিসিয়া হোটেল। এ হোটেলে শুধু নারীদের প্রবেশাধিকার। আমি ওখানে ফ্রাঞ্জের জন্য অপেক্ষা করব ও আসুক। এসে সব ব্যাখা করবে, মনে মনে ভাবল সোনজা।

সোনজা ভারক্রুগ রাস্তার পরবর্তী মোড়ে পৌঁছেছে, ট্রাফিকের আলো লাল হয়ে গেল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কে যেন পেছন থেকে ধাক্কা মারল ওকে। হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল সোনজা। রাস্তায় পার্ক করা একটি লিমুজিন হঠাৎ ছুটে এল ওর দিকে, অল্পের জন্য চাপা দিল না। পাশ ঘেঁষে সাঁ করে চলে গেল। গায়ে ঘষা খেল সোনজা। পথচারীরা দ্রুত ওকে ঘিরে ধরল।

'মহিলা অ্যাক্সিডেন্ট করেনি তো?'

'Ist thr etwas parrient?'

'peut-elle mancher?

এমন সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল ভিড়ের পাশে। অ্যামুলেন্স থেকে দ্রুত নেমে এল দুজন অ্যাটেনডেন্ট। বলল, 'সবাই সরুন। আমরা দেখছি।'

সোনজা ভারক্রুগকে তারা পাঁজাকোলা করে তুলে নিল অ্যাম্বুলেন্সে। ধাঁই করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, এক মুহূর্ত পরে গতি তুলে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

স্ট্রেচারে স্ট্র্যাপ দিয়ে সোনজার শরীর বাঁধা, উঠে বসার চেষ্টা করল ও। 'আমি ঠিক আছি,' আপত্তির সুরে বলল। 'আমার কিছু হয়নি। আমি–'

একজন অ্যাটেনডেন্ট ঝুঁকে এল ওর কাছে। 'ইটস অলরাইট, ফ্রাউ ভারক্রুগ। জাস্ট রিল্যাক্স।'

সোনজা লোকটার দিকে তাকাল। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'তুমি আমার নাম জানলে–?'

বাহুতে হাইপড়ারমিক সুচের তীক্ষ্ণ খোঁচা খেল সোনজা। এক সেকেন্ড পরে নিশ্ছিদ্র আঁধার গ্রাস করল ওকে।

প্যারিস, ফ্রান্স

আইফেল টাওয়ারের অবজারভেশন ডেকে একা দাঁড়িয়ে আছে মার্ক হ্যারিস। ঝরঝর ধারার বৃষ্টি ওকে যে ভিজিয়ে দিচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। আলোতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো হীরের মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

সীন নদীর তীরে প্যালেস ডি শ্যালট এবং ট্রোকাডেরো গার্ডেন। তবে ওই দুটি রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্যের দিকে নজর নেই মার্কের। সে ভাবছে একটি খবর নিয়ে। আশ্চর্য ও অদ্ভুত এ খবরটি শীঘ্রি বিশ্ববাসী জানতে পারবে।

বাতাসের বেগ বেড়েছে। হাওয়া চাবুক কষাচ্ছে বৃষ্টির গায়ে। ঘূর্ণি তৈরি করছে। মার্ক হ্যারিস আস্তিন দিয়ে ঘড়ি ঢাকল। দেখল সময়। ওরা দেরি করে ফেলেছে। আর মাঝরাতে এখানে সাক্ষাৎ করতে চাইবার কারণ কী? এসব কথা ভাবছে মার্ক, শুনল টাওয়ারের লিফটের দরজা খুলে গেছে। দুজন লোক প্রবল বৃষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এগিয়ে এল ওর কাছে।

মার্ক হ্যারিস চিনতে পেরেছে ওদেরকে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'তোমরা দেরি করে ফেলেছ।'

'বিশ্রী আবহাওয়াই এ জন্য দায়ী, মার্ক। দুঃখিত।'

'যাক, তবু তো এসেছ। মীটিং ওয়াশিংটনে হচ্ছে, তাই না?'

'এ ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। কীভাবে বিষয়টি সামাল দেয়া হবে সে ব্যাপারে আজ সকালে দীর্ঘ আলাপ চলেছে । এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি–'

ওরা কথা বলছে, দ্বিতীয় লোকটি এসে দাঁড়াল মার্ক হ্যারিসের পেছনে। তারপর প্রায় একই সঙ্গে দুটো জিনিস ঘটল। ভারী এবং ভোঁতা একটা যন্ত্র দিয়ে বাড়ি মেরে চৌচির করে দেয়া হলো মার্কের খুলি এবং পরমুহূর্তে ওকে চ্যাংদোলা করে ছুড়ে ফেলে দেয়া হলো। আটত্রিশ তলা থেকে ডিগবাজি খেতে খেতে মার্কের শরীর রওনা হয়ে গেল নীচের ফুটপাতে।

ডেনভার, কলোরাডো

গ্যারি রেনল্ডস বড় হয়েছে কানাডার রুক্ষ কেলোনা শহরে। এটা ভ্যাংকুভারের কাছে। এখানে সে তার ফ্লাইট ট্রেনিং পেয়েছে। কাজেই বিপজ্জনক পাহাড়ি অঞ্চলে প্লেন চালাতে সে অভ্যস্ত। সে এ মুহূর্তে একটি সেশনা সাইটেশন টু বিমান চালাচ্ছে। সতর্ক চোখ তাকে ঘিরে রাখা বরফ ঢাকা পাহাড় চুড়োয়।

প্লেনটিতে পাইলটের সঙ্গে একজন ককপিট ক্রু থাকার কথা। কিন্তু আজ কোনও কো-পাইলট নেই। এবারের ট্রিপে অন্তত নেই, গম্ভীর চেহারা নিয়ে ভাবল গ্যারি।

সে কেনেডি এয়ারপোর্টে যাবার ফলস ফ্লাইট প্ল্যান দিয়েছে। কেউ তাকে ডেনভারে খুঁজবে না। রাতটা সে বোনের বাড়ি কাটাবে, কাল সকালে যাবে পুবে, অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন, এবং—'

রেডিওতে ভেসে আসা একটি কণ্ঠ ওর চিন্তার সুতোটা ছিড়ে দিল। 'সাইটেশন ওয়ান ওয়ান ওয়ান লিমা ফক্সট্রট, দিস ইজ দি অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল টাওয়ার অ্যাট ডেনভার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। কাম ইন, প্লীজ।'

রেডিওর বোতামে চাপ দিল গ্যারি রেনল্ডস। 'দিস ইজ সাইটেশন ওয়ান ওয়ান ওয়ান লিমা ফক্সটট, আমি অবতরণ করার জন্য ক্লিয়ারেন্স চাইছি।'

'ওয়ান লিমা ফক্সট্রট, তোমার পজিশন বলো।'

'ওয়ান লিমা ফক্সট্রট, আমি ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে পনের মাইল উত্তর-পশ্চিমে আছি। অলটিচিউড ১৫,০০০ ফুট।'

গ্যারি দেখল ওর ডান দিকে উঁকি দিচ্ছে পাইক পাহাড়ের চুড়ো। আকাশ ঝকঝকে নীল, আবহাওয়া পরিষ্কার। শুভ সংকেত, ভাবল ও।

সংক্ষিপ্ত নীরবতা। তারপর টাওয়ার থেকে আবার শোনা গেল কণ্ঠটি। 'ওয়ান লিমা ফক্সট্রট, ইউ আর ক্লিয়ারড টু ল্যান্ড অ্যাট রানওয়ে টু-সিক্স। রিপিট, রানওয়ে টু-সিক্স।' 'ওয়ান লিমা ফক্সট্রট, রজার।'

হঠাৎ প্লেনটা মস্ত একটা ঝাঁকি খেল। বিস্মিত গারি ককপিটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তীব্র একটা বাতাস ধেয়ে আসছে ওর দিকে, মুহূর্তে হাওয়ার প্রচণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেল সেসনা। হুইল ধরে টানাটানি শুরু করল গ্যারি, ওপরে উঠতে চাইছে। কিন্তু কাজ হলো না। ও ভয়াবহ এক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়েছে। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে প্লেন। রেডিও বাটনে থাবড়া মারল গ্যারি।

'দিস ইজ ওয়ান লিমা ফক্সট্রট। আই হ্যাভ অ্যান ইমার্জেন্সি।'

'ওয়ান লিমা ফক্সট্রট, তোমার ইমার্জেন্সির ধরণ কী?'

মাইক্রোফোনে রীতিমতো চিৎকার করছে গ্যারি। 'আমি ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছি। ভয়ানক ঘূর্ণিবাতাস। প্রচণ্ড এক হ্যারিকেনের মাঝখানে আমি এখন।'

'ওয়ান লিমা ফক্সট্রট, তুমি ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র সাড়ে চার মিনিটের দূরত্বে রয়েছ। আমাদের পর্দায় ঘূর্ণিবাতাসের কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি পর্দায় কী দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ তাতে আমার কিছু আসে যায় না! আমি বলছি তো–' গ্যারির স্বর হঠাৎ আর্তনাদে পরিণত হলো। মে ডে! মে–'

কন্ট্রোল টাওয়ারে ওরা স্তম্ভিত হয়ে দেখল রেডারের পর্দা থেকে আলোর কণিকাটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

ভোরবেলা। সতের নম্বর জেটির কাছে, ইস্ট রিভারের ম্যানহাটান ব্রিজের নীচের একটি এলাকায় হাজির হয়েছে উর্দিধারী আধডজন পুলিশ এবং সাদা পোশাক পরা কয়েকজন গোয়েন্দা। নদীর কিনারে চিৎ হয়ে ভাসতে থাকা একটি লাশকে ঘিরে রেখেছে তারা। লাশটি পোশাক পরা। স্রোতের টান আর ঢেউয়ের ধাক্কায় লাশের মাথা অদ্ভুতভাবে একবার পানিতে ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে।

দলনেতা ডিটেকটিভ আর্ল গ্রীনবার্গ, সে এসেছে ম্যানহাটন সাউথ হোমিসাইড স্কোয়াড থেকে, একটু আগে অফিশিয়াল প্রসিডিওর শেষ করেছে। লাশের ছবি তোলার আগ পর্যন্ত কাউকে ওখানে ঘেঁষতে দেয়া হয়নি। অফিসাররা প্রমাণ খুঁজতে ব্যস্ত, সে ততক্ষণে নোট নিয়েছে। ভিক্টিমের হাত প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়ে বাঁধা।

মেডিকেল পরীক্ষক কার্ল ওয়ার্ড পরীক্ষা শেষ করে সিধে হলো, ট্রাউজার্সে লেগে থাকা ময়লা ঝেড়ে ফেলল হাত দিয়ে। তাকাল দুই সিনিয়র গোয়েন্দার দিকে। ডিটেকটিভ আর্ল গ্রীনবার্গ একজন প্রফেশনাল, দেখলেই বোঝা যায় সমর্থ একজন মানুষ, তার রেকর্ডও বেশ ভালো। ডিটেকটিভ রবার্ট প্রেগিটজারের ভালুকের মতো দেখতে চুলের রঙ ধূসর। চেহারায় সবজান্তা ভাব।

ওয়ার্ড ফিরল গ্রীনবার্গের দিকে। 'কাজ শেষ, আর্ল।'

'তো আমরা কী পেলাম?'

'গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে ভিক্টিমকে। হাঁটুর মালাইচাকি দুটোই ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, কয়েকটা পাঁজরও ভাঙা। কেউ হত্যার আগে ভিক্টিমকে প্রচণ্ড মেরেছে।'

'ভিক্টিম মারা গেছে কখন?'

ওয়ার্ড পানিতে ভেসে থাকা লাশের দিকে তাকাল, 'বলা মুশকিল। তবে আমার ধারণা মাঝরাতের পরে ভিক্টিমকে এখানে ফেলে রেখে গেছে। মর্গে পাঠানোর পরে এ ব্যাপারে আমি ফুল রিপোর্ট দিতে পারব।'

গ্রীনবার্গ লাশের দিকে মনোযোগ ফেরাল। ধূসর জ্যাকেট, গাঢ় নীল ট্রাউজার্স, হালকা নীল টাই, বাম হাতে দামী ঘড়ি। হাঁটু মুড়ে বসল সে। হাতড়াল লাশের জ্যাকেটের পকেট। এক টুকরো কাগজ পেল। খুলল।

'ইটালিয়ান ভাষায় লেখা,' চারপাশে চোখ বুলাল গ্রীনবার্গ।

'গিয়ানেপ্লি!'

ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ ছুটে এল তার কাছে।

'জ্বী, স্যার?

গ্রীনবার্গ চিরকুটটি তাকে দিল। 'পড়তে পারবে?'

গিয়ানেপ্পি ধীরে এবং জোর গলায় পড়ল, 'শেষ সুযোগ। সতের নাম্বার জেটিতে আমার সঙ্গে দেখা করো বাকি মাল নিয়ে নতুবা মাছের সঙ্গে সাঁতার কাটতে হবে।' কাগজের টুকরোটি ফিরিয়ে দিল সে।

বিস্মিত দেখাল রবার্টকে। 'মাফিয়াদের কাণ্ড? ওরা এভাবে খোলামেলা হত্যাকাণ্ড কেন ঘটাতে যাবে?'

'গুড কোশ্চেন,' লাশের অন্যান্য পকেট হাতাতে হাতাতে মন্তব্য করল গ্রীনবার্গ। একটি ওয়ালেট পেয়ে খুলল। ভেতরে অনেক টাকা। 'ওরা টাকার জন্য একে খুন করেনি,' ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করল সে। 'ভিক্টিমের নাম রিচার্ড স্টিভেনস।'

কপাল কুঁচকে গেল রবার্টের। 'রিচার্ড স্টিভেনস...এর ব্যাপারে না ক'দিন আগেই কাগজে লেখালেখি হয়েছে?'

গ্রীনবার্গ বলল, 'তার স্ত্রীর ব্যাপারে। ডিয়ানে স্টিভেনস। সে এখন কোর্টে আছে। টনি আলটিয়েরির হত্যা মামলা।'

রবার্ট বলল, 'জ্বী। মহিলা কাপু ডি কাপুসের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ দিচ্ছে।'

দুজনেই এবারে তাকাল রিচার্ড স্টিভেনসের লাশের দিকে।

এক

ম্যানহাটানের ১৮০, সেন্টার স্ট্রিটের সুপ্রিম কোর্ট ক্রিমিনাল টার্ম বিল্ডিংগের ৩৭ নম্বর আদালত কক্ষে অ্যান্থনি (টনি) আলটিয়েরির বিরুদ্ধে হত্যা মামলার বিচার চলছে। বৃহদায়তনের আদালত কক্ষ সংবাদপত্রের লোকজন আর দর্শকের ভিড়ে কানায় কানায় পূর্ণ।

বিবাদীর টেবিলের পাশে একটি হুইলচেয়ারে কুঁজো হয়ে বসে আছে অ্যান্থনি আলটিয়েরি। তাকে দেখাচ্ছে মোটা, বিবর্ণ একটি ব্যাঙের মতো। শুধু চোখজোড়া জ্যান্ত। যতবার সে সাক্ষীর চেয়ারে বসা ডিয়ানে স্টিভেনসের দিকে তাকাচ্ছে, অ্যান্থনির তীব্র ঘৃণা ভরা চাউনিতে যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে ডিয়ানে।

আলটিয়েরির পাশে বসেছে জেক রুবেনস্টাইন, তার ডিফেন্স অ্যাটর্নি। দুটি জিনিসের জন্য বিখ্যাত রুবেনস্টাইন তার হাই প্রোফাইল মক্কেলদের তালিকা যাদের মধ্যে বেশিরভাগ গুণ্ডা-পাণ্ডা আর সে তার মক্কেলদের সবাইকে বেকসুর খালাস করে দিতে পারে।

রুবেনস্টাইন বেঁটেখাটো, পরিপাটি একজন মানুষ। তার মস্তিষ্ক চলে ঝড়ের গতিতে এবং কল্পনাশক্তি খুবই প্রখর ও পরিষ্কার। আদালতকক্ষে বিভিন্ন মূডে তাকে দেখা যায়। নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ এ মানুষটি প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলতে মহা ওস্তাদ। খুব সহজেই প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্বল দিকগুলো সে যেন গন্ধ শুঁকে বের করে ফেলে। রুবেনস্টাইনকে কখনও বর্ণনা দেয়া যায় সিংহ হিসেবে যে তার অসচেতন শিকারের দিকে নিঃশব্দে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত...কিংবা চতুর এক মাকড়সা, জাল বুনছে যা দিয়ে শত্রুকে ফাঁদে ফেলে অসহায় করে তুলবে...কখনও বা সে ধৈর্যশীল মৎস্য শিকারী, পানিতে বড়শি ফেলে বসে থাকে, ধীরে ধীরে নাড়তে থাকে সুতো, যতক্ষণ না টোপ গেলে সাক্ষী।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় বসা মহিলাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে ধুরন্ধর আইনজীবী। ডিয়ানে স্টিভেনসের বয়স ৩১/৩২, চেহারায় আভিজাত্য। রোমানদের মতো মুখমণ্ডল। মাথা ভর্তি নরম, সোনালি চুল। সবুজ চোখ। চমৎকার ফিগার। তবে তার অবয়বে পাশের বাড়ির মেয়েটির মতো একটি ভাব আছে। সে নিখুঁতভাবে কাটা কালো, দামী একটি সুট পরেছে। জেক রুবেনস্টাইনের জানা আছে গতকাল এই মহিলা জুরীদের ওপর বিশেষ একটি প্রভাব বিস্তার করেছে। খুব সাবধানে একে সামাল দিতে হবে। *মৎস্যশিকারী*, সিদ্ধান্ত নিল আইনজীবী।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় যেতে সময় নিল রুবেনস্টাইন, কথা বলল নরম গলায়। 'মিসেস স্টিভেনস, গতকাল আপনি ১৪ অক্টোবরের ঘটনার বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন আপনি হেনরী হাডসন পার্কওয়ে ধরে দক্ষিণে যাচ্ছিলেন গাড়ি চড়ে। এমন সময় আপনার গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে যায় এবং আপনি ১৫৮ স্ট্রিট এক্সিটের হাইওয়েতে গাড়ি থামান। ওটি একটি সার্ভিস রোড যা ফোর্ট ওয়াশিংটন পার্কের দিকে চলে গেছে।

'জ্বী,' নরম, মার্জিত কণ্ঠ ডিয়ানের।

'ঠিক ওই জায়গাতেই গাড়ি থামাতে হলো কেন?'

'টায়ার পাংচার হবার কারণে মেইন রোড থেকে আমাকে সরে আসতে হয়েছে। গাছপালার আড়ালে একটি কেবিনের ছাদ চোখে পড়ে আমার। ভাবলাম ওখানে হয়তো সাহায্যের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে। আমার কাছে অতিরিক্ত চাকা ছিল না।'

'আপনি একটি অটো ক্লাবের সদস্য?'

'জ্বী।'

'আপনার গাড়িতে ফোন আছে?'

'আছে।'

'তাহলে অটোক্লাবে ফোন করলেন না কেন?'

'ভেবেছি ওদের আসতে অনেক দেরি হবে।'

সহানুভূতির স্বরে রুবেনস্টাইন বলল, 'তা বটে। তাছাড়া একটি কেবিনও আপনার চোখে পড়েছিল।'

'জ্বী।'

'তাই আপনি কেবিনে গেলেন সাহায্যের আশায়?'

'হুঁ।'

'তখন কি বাইরে আলো ছিল?'

'ছিল। তখন বিকেল পাঁচটা বাজে।'

'তারমানে আপনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন?'

'তা পাচ্ছিলাম।'

'আপনি কী দেখলেন, মিসেস স্টিভেনস?'

'দেখলাম অ্যান্থনি আলটিয়েরি—'

'ওহ্, তাঁর সঙ্গে আপনার আগে পরিচয় ছিল?'

'না।'

'তাহলে কী করে বুঝলেন উনি অ্যান্থনি আলটিয়েরি ছিলেন?'

'আমি খবরের কাগজে তার ছবি দেখেছি–'

'তার মানে আপনি ছবি দেখেছেন যার সঙ্গে বিবাদীর চেহারা মিলে যায়?'

'মানে–'

'কেবিনে গিয়ে কী দেখলেন?'

কেঁপে উঠল ডিয়ানে স্টিভেনস। ধীরে ধীরে কথা বলল, মনশ্চক্ষে ফুটে উঠছে দৃশ্যটার। 'ঘরে চারজন লোক ছিল। একজন ছিল চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। মি. আলটিয়েরি তাকে জেরা করছিলেন। অপর দুজন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।' গলার স্বর কাঁপছে ডিয়ানের। 'মি. আলটিয়েরি একটি বন্দুক বের করলেন, চিৎকার করে কী যেন বললেন, তারপর– তারপর লোকটার মাথার পেছনে গুলি চালিয়ে দিলেন।'

জেক রুবেনস্টাইন আড়চোখে দেখল জুরীদেরকে। তারা ডিয়ানের সাক্ষ্যৎ বিশ্বাস করছেন।

'তখন আপনি কী করলেন, মিসেস স্টিভেনস?'

'আমি দৌড়ে যাই আমার গাড়িতে এবং সেলফোনে ৯১১-এ ফোন করি।'

'তারপর?'

'আমি গাড়ি নিয়ে চলে আসি।'

'পাংচার টায়ার নিয়ে?'

'জ্বী।'

সুতো টানার সময় হয়েছে। 'পুলিশের জন্য অপেক্ষা করলেন না কেন?'

বিবাদীর টেবিলে তাকাল ডিয়ানে। প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে আলটিয়েরি।

অন্যদিকে তাকাল ডিয়ানে। 'আমি ওখানে থাকার সাহস পাইনি কারণ আমি– আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছি লোকগুলো কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে যদি আমাকে দেখে ফেলে!

'এ যুক্তি বোধগম্য।' কঠোর হলো রুবেনস্টাইনের কণ্ঠ। 'তবে যা বোধগম্য নয় তা হলো পুলিশ আপনার ৯১১-এর ফোন কলে সাড়া দিয়ে যখন কেবিনে যায়, তখন তারা ওখানে কাউকে দেখতে পায়নি। মিসেস স্টিভেনস, পুলিশ কাউকে শুধু যে দেখতে পায়নি তা নয়, ওখানে যে কেউ ছিল সেরকম কোনও আলামতও তারা খুঁজে পায়নি। হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন দূরে থাক।'

'এতে আমার কী বলার আছে। আমি–'

'আপনি একজন চিত্রশিল্পী, তাই না?'

এ প্রশ্নে অবাক হলো ডিয়ানে। 'হ্যাঁ। আমি—'

'আপনি কি একজন সফল চিত্রকর?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়। তবে এর সঙ্গে—'

এবারে বড়শি তোলার সময় উপস্থিত।

'অল্পস্বল্প পাবলিসিটি হলে ক্ষতি কী, না? গোটা দেশ টিভির রাতের খবরের আপনাকে দেখেছে। সবগুলো কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আপনার—'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আইনজীবীর দিকে তাকাল ডিয়ানে। 'আমি পাবলিসিটির জন্য কিছু

করিনি। আমি একজন নিরপরাধ লোককে কোনদিনই—'

'আসল কথাটি হলো নিরপরাধ, মিসেস স্টিভেনস। এবং আমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দেব মি. আলটিয়েরি একজন নিরপরাধ মানুষ। ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ।'

ডিয়ানে স্টিভেনস নিজের আসনে এসে বসল। রাগে ফুঁসছে। সে তার আইনজীবীর কানে কানে কিছু বলে পা বাড়াল দরজায়, চলে এল পার্কিং লটে। বিবাদী পক্ষের উকিলের কণ্ঠ বাজছে কানে,' আপনি একজন চিত্রশিল্পী, তাই না?...অল্পস্বল্প পাবলিসিটি হলে ক্ষতি কী, না?' ওকে রীতিমতো অপমান করা হয়েছে। তবু ও সন্তুষ্ট যে ভালোভাবে সাক্ষ্য দিতে পেরেছে। সে যা দেখেছে সব খুলে বলেছে জুরীদের। জুরীদের ওর কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। অ্যান্থনি আলটিয়েরি দোষী সাব্যস্ত হবে এবং বাকি জীবনটা জেলে পচে মরবে। তবে লোকটা কেমন বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে মনে পড়তে শিউরে উঠল ডিয়ানে।

ডিয়ানে পার্কের অ্যাটেনডেন্টকে তার টিকেট দিল। লোকটা চলে গেল গাড়ি নিয়ে আসতে।

দুই মিনিটের মাথায় গাড়ি নিয়ে রাস্তায় উঠে এল ডিয়ানে, চলেছে উত্তরে, নিজের বাড়ি অভিমুখে।

মোড়ে স্টপ সাইন জ্বলে উঠল। ব্রেক কষল ডিয়ানে। ফুটপাতে দাঁড়ানো সুবেশী এক লোক এগিয়ে এল ওর গাড়ির দিকে। 'এক্সকিউজ মী, আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। আপনি কি—'

জানালার কাঁচ নামাল ডিয়ানে।

'হল্যান্ড টানেলে কী করে যাব বলতে পারবেন?' লোকটার উচ্চারণে ইটালিয়ান টান।

'খুব সহজ। সোজা যান—'

হাত তুলল লোকটা। ভোজবাজির মতো হাতে চলে এসেছে সাইলেন্সার পেঁচানো একটি অস্ত্র। 'গাড়ি থেকে নেমে পড়ো, জলদি।'

ডিয়ানের মুখ শুকিয়ে গেল। 'আচ্ছা, আচ্ছা। নামছি। প্লিজ গুলি কোরো না—' দরজা খুলছে ও, এক কদম পেছাল লোকটা। ডিয়ানে পা চেপে ধরল অ্যাকসিলেটরে, বাঘের মতো সামনে লাফ মারল গাড়ি। পেছনের জানালার কাচ ঝনঝন শব্দে ভাঙল বুলেট, আরেকটা ঢুকল গাড়ির পেছনে। পাঁজরে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ডিয়ানে।

গাড়ি হাইজ্যাকিং-এর গল্প শুনেছে ও, কিন্তু সে সব তো নির্জন এলাকায় ঘটে, জনারণ্যে গাড়ি ছিনতাইয়ের সাহস খুব কম লোকেই দেখায়। আর এ লোকটা ওকে খুন করতে চেয়েছে। গাড়ি চোরেরা কি এতটা বেপরোয়া হয়? ডিয়ানে মোবাইল ফোন তুলে নিল। ডায়াল করল ৯১১-এ। দুই মিনিট পরে সাড়া দিল অপারেটর।

'৯১১। আপনি কেন ফোন করেছেন?'

ডিয়ানে ঘটনা ব্যাখ্যা করল। যদিও জানে এতে কোনও লাভ হবে না। লোকটা এতক্ষণে কেটে পড়েছে।

'আমি অকুস্থলে একজন অফিসারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার পেতে পারি কি?'

ডিয়ানে ওর নাম-ঠিকানা জানাল। বেহুদা, ভাবছে ও। ভাঙা জানালায় একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কেঁপে উঠল শরীর রিচার্ড এখন অফিসে। ওকে ফোন করে সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু জানে অত্যন্ত জরুরী একটি প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত রিচার্ড। ওকে ফোন করলে ঘটনা শুনলে দারুণ বিচলিত হয়ে পড়বে রিচার্ড। কাজটাজ ফেলে রেখেই ছুটে আসবে। ওর কাজের ক্ষতি হোক তা চায় না ডিয়ানে। বাড়ি ফিরলে রিচার্ডকে সব বলা যাবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে গা হিম হয়ে এল ডিয়ানের লোকটা কি ওর জন্য ওখানে অপেক্ষা করছিল নাকি এটা স্রেফ কাকতালীয় ঘটনা? হত্যা মামলার বিচার শুরু হবার আগে রিচার্ডের সঙ্গে ওর কথোপকথন মনে পড়ে গেল।

'আমার মনে হয় তোমার সাক্ষী দিতে যাওয়া উচিত হচ্ছে না, ডিয়ানে। কাজটা তোমার বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। আলটিয়েরি দোষী সাব্যস্ত হবেই। জীবনেও কোনদিন জেল থেকে বেরুতে পারবে না।'

'কিন্তু ওর নিশ্চয় বন্ধুবান্ধব আছে—'

'রিচার্ড, আমি যদি সাক্ষী দিতে না যাই, এ জন্য জীবনেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

নাহ্, যা ঘটেছে তা স্রেফ কাকতালীয় ঘটনা, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল ডিয়ানে। আলটিয়েরি আমাকে খুন করার জন্য খুনী ভাড়া করার মতো পাগলামী করবে না বিশেষ করে যখন ওর বিচার চলছে, উপসংহার টানল ও।

ডিয়ানে মোড় ঘুরল, চলল পশ্চিমে। ইস্ট সেভেনটি ফিফথ স্ট্রিটে ওর বাড়ি। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে গাড়ি রাখার আগে রিয়ার ভিউ মিররে শেষবারের মতো সতর্ক দৃষ্টি বুলাল ও। নাহ্, সবকিছু স্বাভাবিকই লাগছে।

অ্যাপার্টমেন্টটি গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ডুপ্লেক্স বাড়ি। প্রচুর আলোবাতাস আছে। লিভিংরুমটি বেশ প্রশস্ত, প্রকাণ্ড জানালাগুলো মেঝে থেকে ছাদ ছুঁয়েছে, বিশালাকারের ফায়ার প্লেসটি মার্বেল পাথরের। স্প্রিং-এর গদি লাগানো ফুলছাপ দেয়া সোফা, আর্মচেয়ার, বিল্ট-ইন বুক কেস এবং বেশ বড়সড় একটি টিভি। দেয়াল রংধনু হয়ে আছে বর্ণিল পেইন্টিং-এ। চাইল্ড হালাম, জুলে পাসচিন, টমাস বার্চ এবং জর্জ হিচককের আঁকা ছবি। দেয়ালের আরেকটি অংশ দখল করেছে ডিয়ানের চিত্র-সম্পদ।

পরের ফ্লোরে মাস্টার বেডরুম, বাথরুম, গেস্ট বেডরুম এবং সূর্যালোকিত একটি কক্ষ যেখানে বসে ছবি আঁকে ডিয়ানে। তার অসংখ্য চিত্র দেয়ালে ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে, ঈজেলে রয়েছে একখানা অর্ধ-সমাপ্ত ছবি।

ডিয়ানে বাড়িতে প্রবেশ করেই প্রথমে এ ঘরে চলে এল। ঈজেল থেকে সরিয়ে নিল অর্ধসমাপ্ত ছবিটি, ওখানে ফাঁকা একটি ক্যানভাস টাঙিয়ে দিল। তারপর যে লোকটা ওকে খুন করতে চেয়েছিল তার ছবি আঁকতে শুরু করল। কিন্তু হাত এমন কাঁপছে বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত দিল ডিয়ানে।

ডিয়ানে স্টিভেনস-এর বাড়িতে যেতে যেতে বিরক্তি প্রকাশ করল গোয়েন্দা আর্ল গ্রীনবার্গ। 'কাজের এ অংশটা আমার সবচেয়ে অপছন্দ।'

রবার্ট প্রেগিটজার বলল, 'সান্ধ্য সংবাদে জানার চেয়ে আমরা আগে বললেই তো ভালো,' সে তাকাল গ্রীনবার্গের দিকে। 'তুমি ওকে বলবে?'

অখুশি চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল আর্ল। মনে পড়ল সেই গোয়েন্দার গল্পের কথা যে মিসেস অ্যাডামস নামে এক পেট্রলম্যানের স্ত্রীকে তার স্বামী খুন হয়েছে এ কথাটি বলতে যাচ্ছিল।

'মহিলা কিন্তু খুব সেনসিটিভ,' গোয়েন্দাকে সাবধান করে দিয়েছিল তার চিফ। 'সাবধানে কথাটা বলবে।'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। এসব আমার কাছে ডাল-ভাত।'

গোয়েন্দা অ্যাডামসদের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। অ্যাডামসের স্ত্রী খুলে দিল দরজা। গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি বিধবা মিসেস অ্যাডামস?'

ফ্রন্ট ডোরবেলের শব্দে চমকে উঠল ডিয়ানে। সে কাউকে আশা করেনি। ইন্টারকমে কথা বলল। 'কে?'

'ডিটেকটিভ আর্ল গ্রীনবার্গ। আপনার সঙ্গে কথা আছে, মিসেস স্টিভেনস।'

নিশ্চয় গাড়ি ছিনতাইয়ের বিষয়, ভাবল ডিয়ানে। পুলিশ বেশ জলদিই এসে পড়েছে।

বাযার টিপল ও। গ্রীনবার্গ ঢুকল হলওয়েতে। হেঁটে এল ওর দরজার কাছে।

'হ্যালো।'

'মিসেস্ স্টিভেনস?'

'জ্বী। এত তাড়াতাড়ি আসার জন্য ধন্যবাদ। আমি ওই লোকটার একটা ছবি আঁকছিলাম। কিন্তু আমি... বুক ভরে দম নিল ডিয়ানে। 'লোকটার গায়ের রঙ শ্যামলা, হালকা বাদামী চোখ, থুতনিতে একটা ছোট আব আছে। পিস্তলে সাইলেন্সার মোড়ানো ছিল—'

গ্রীনবার্গ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডিয়ানের দিকে।

'আমি দুঃখিত। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি—'

'গাড়ি হাইজ্যাকারের কথা বলছি। আমি ৯১১-এ ফোন করেছিলাম এবং—' ডিটেকটিভের চেহারায় হতভম্ব ভাব দেখে থেমে গেল ডিয়ানে। 'আপনি গাড়ি ছিনতাই নিয়ে কথা বলতে আসেননি?'

'না, ম্যাম,' একটু বিরতি দিল গ্রীনবার্গ। 'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'অবশ্যই।'

গ্রীনবার্গ ঢুকল অ্যাপার্টমেন্টে।

ভুরু কুঁচকে গোয়েন্দাকে লক্ষ করছে ডিয়ানে। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? কোনও সমস্যা?'

শব্দগুলো বের করতে কষ্ট হলো। 'জ্বী, আমি দুঃখিত। আমি— আমি একটি খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছি। আপনার স্বামীর ব্যাপারে।'

'কী হয়েছে?' গলা কেঁপে গেল ডিয়ানের।

'ওনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

গা হিম হয়ে গেল ডিয়ানের। 'কী ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট?'

গভীর দম নিল গ্রীনবার্গ। 'গত রাতে উনি খুন হয়েছেন, মিসেস স্টিভেনস। আজ সকালে ইস্ট রিভারের ব্রিজের নিচে তাঁর লাশ পেয়েছি আমরা।'

ডিয়ানে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ডানে-বামে মাথা নাড়ল।

'আপনারা ভুল লোককে দেখেছেন, লেফটেনেন্ট। আমার স্বামী তার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন।'

যা ভেবেছিল তারচেয়ে কাজটা এখন আরও কঠিন হবে মনে হচ্ছে। 'মিসেস স্টিভেনস, আপনার স্বামী কি গত রাতে বাড়ি ফিরেছিলেন?'

'না, তবে রিচার্ড মাঝে মাঝেই সারা রাত কাজ করে। ও একজন বিজ্ঞানী।' উত্তেজিত হয়ে উঠছে ডিয়ানে।

'মিসেস স্টিভেনস, আপনি কি জানতেন মাফিয়ার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক ছিল?'

ফাঁকা দৃষ্টি ফুটল ডিয়ানের চোখে। 'মাফিয়া? আপনার মাথাটাথা খারাপ নাকি?'

'আমরা দেখেছি—'

রেগে উঠল ডিয়ানে। 'আপনার পরিচয় পত্র দেখি।'

'নিশ্চয়।' ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ তার আইডি কার্ড বের করে ডিয়ানেকে দিল।

ডিয়ানে পরিচয় পত্রে একবার চোখ বুলিয়ে ওটা ফিরিয়ে দিল গোয়েন্দাকে। তারপর সজোরে চড় কষাল গ্রীনবার্গের গালে। 'নিরীহ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য কি আপনাদেরকে বেতন দেয়া হয়? আমার স্বামী মরেনি! সে কাজ করছে।' চিৎকার করছে ডিয়ানে।

গ্রীনবার্গ ডিয়ানের চোখে তাকাল। পরিষ্কার শক্ ও চোখে আর সত্য মেনে নিতে অনীহা। 'মিসেস স্টিভেনস, আমি কি আপনার দেখাশোনার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দেব?'

'আপনার দেখাশোনার জন্য বরং কাউকে পাঠাতে বলুন। এখন চলে যান এখান থেকে।'

'মিসেস স্টিভেনস—'

'যান বলছি!'

গ্রীনবার্গ একটি বিজনেস কার্ড বের করে কাছের টেবিলে রাখল।

'আমাকে যদি কোনও দরকার হয়, এ নাম্বারে ফোন করলেই পাবেন।'

আর্ল গ্রীনবার্গ চলে যাবার পরে ডিয়ানে সামনের দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর একটা শ্বাস নিল। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস।

গর্দভ কাহিকা। ভুল অ্যাপার্টমেন্টে এসে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা। ওর নামে নালিশ করব আমি। ঘড়ি দেখল ডিয়ানে। রিচার্ড একটু পরেই বাড়ি ফিরবে। ডিনারের আয়োজন করতে হয়। আজ রিচার্ডের প্রিয় ডিশ পায়েল্লা রাঁধবে ডিয়ানে। সে রান্না ঘরে ঢুকল। পায়েল্লা রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

রিচার্ড নীরবে কাজ করতে পছন্দ করে বলে ডিয়ানে কখনও গবেষণাগারে গিয়ে তাকে বিরক্ত করে না। রিচার্ড ফোন না করলে ডিয়ানে বুঝতে পারে তার আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। রাত আটটার মধ্যে পায়েল্লা রেডি হয়ে গেল। একটু চেখে দেখল ডিয়ানে। দারুণ হয়েছে। রিচার্ডের খুব পছন্দ হবে। দশটার সময়ও স্বামী ফিরল না দেখে পায়েল্লা রেফ্রিজারেটরে ঢোকাল ডিয়ানে। ফ্রিজের দরজায় একটি চিরকুট সেঁটে রাখল *ডার্লিং, ফ্রিজে তোমার জন্য সাপার রেডি। তুমি আসার পরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিও।*

রিচার্ড বাড়ি ফেরার সময় নিশ্চয় খুব ক্ষুধার্ত থাকবে।

ডিয়ানের হঠাৎ ক্লান্ত লাগল নিজেকে। ও কাপড় ছেড়ে গায়ে একটি নাইট গাউন চাপাল। দাঁত মেজে শুয়ে পড়ল বিছানায়। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত তিনটার সময় বিকট চিৎকার দিয়ে জেগে গেল ডিয়ানে।

দুই

ভোর হবার আগ পর্যন্ত ডিয়ানের শরীরের কম্পন থামল না। ওর সমস্ত শরীর বরফ-ঠাণ্ডা। মারা গেছে রিচার্ড। ওকে আর দেখতে পাবে না সে, শুনবে না কণ্ঠ, ওর স্পর্শ আর অনুভব করা যাবে না। ডিয়ানে ভাবছে আমারই দোষ। আদালতে যাওয়া একদম উচিত হয়নি আমার। ওহ্, রিচার্ড, আমাকে মাফ করো...প্লিজ, ক্ষমা করে দাও...তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি ছিলে আমার জীবন, আমার বেঁচে থাকার কারণ। এখন আমার আর কেউ রইল না।

ডিয়ানের ইচ্ছে করল অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইচ্ছে করল মরে যায়।

বিছানায় শুয়ে রইল সে, হতশ্রী, মনে পড়ছে অতীত, কীভাবে রিচার্ড বদলে দিয়েছিল ওর জীবন...

ডিয়ানে ওয়েস্ট বড় হয়েছে নিউইয়র্কের স্যান্ডস পয়েন্টে। অভিজাত এক এলাকা। ওর বাবা ছিলেন সার্জন, মা আর্টিস্ট। তিন বছর বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করে ডিয়ানে। সে পড়াশোনা করেছে সেন্ট পল'স বোর্ডিং স্কুলে। কলেজে পড়াকালীন অংকের সুদর্শন শিক্ষকটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ডিয়ানে। লোকটা ডিয়ানেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কারণ পৃথিবীতে নাকি ডিয়ানেই তার জীবনের একমাত্র নারী। ডিয়ানে যেদিন জানল তার অংকের শিক্ষকটি বিবাহিত এবং তিন সন্তানের পিতা, সে ওই কলেজ ছেড়ে ওয়েলেসলি কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো।

চিত্রকলা খুব ভালো লাগত ডিয়ানের। অবসর মুহূর্তগুলো কেটে যেত ছবি এঁকে। গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে ডিয়ানে তার আঁকা ছবি বিক্রি শুরু করে দেয় এবং উদীয়মান চিত্রশিল্পী হিসেবে তার একটা পরিচিতি গড়ে ওঠে।

এক শরতে ফিফথ এভিন্যুর একটি প্রখ্যাত গ্যালারি ডিয়ানের নিজের চিত্র প্রদর্শনীর সুযোগ দেয়। প্রদর্শনটি দারুণ সফল হয়। গ্যালারির মালিক পল ডিকন একজন ধনবান, পণ্ডিত আফ্রো-আমেরিকান। সে ডিয়ানের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল।

উদ্বোধনীর রাতে লোকের ভিড়ে গমগম করছে গ্যালারি, ডিকন দ্রুত এগিয়ে গেল ডিয়ানের দিকে। মুখে চওড়া হাসি।

'অভিনন্দন! তোমার বেশিরভাগ ছবি বিক্রি হয়ে গেছে। মাস কয়েকের মধ্যে তোমার আরেকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আমি করব। তুমি এর মধ্যে প্রস্তুতি নিতে পারলেই হলো।'

রোমাঞ্চ অনুভব করল ডিয়ানে। 'সে তো খুবই ভালো কথা, পল।'

'এটা তোমার পাওনা,' ডিয়ানের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে চলে গেল ডিকন।

ডিয়ানে অটোগ্রাফ দিচ্ছে, এমন সময় এক লোক ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার খাজভাঁজগুলো খুবই সুন্দর।'

আড়স্ট হয়ে গেল ডিয়ানে, গনগনে মুখ নিয়ে পাঁই করে ঘুরল, খুব কড়া একটা কথা বলার আগেই লোকটা বলে উঠল, 'আপনার ছবিতে রোসেট্টি এবং ম্যানেটের কমনীয়তা রয়েছে।'

পেশীতে ঢিল পড়ল ডিয়ানের। 'ওহ্' লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মধ্য ত্রিশ। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, অ্যাথলেটদের মতো সুঠাম শরীর, ঝকমকে নীল চোখ। পরনে সুট, সাদা শার্ট এবং বাদামী টাই।

'আ— ধন্যবাদ।'

'ছবি আঁকায় হাত দিয়েছেন কবে থেকে?'

'শৈশবে। আমার মা-ও ছবি আঁকতেন।'

হাসল যুবক। 'আমার মা রাঁধুনী ছিলেন তবে আমি রান্না করতে জানি না। আমি আপনার নাম জানি। আমার নাম রিচার্ড স্টিভেনস।'

এমন সময় তিনটে প্যাকেজ নিয়ে হাজির হলো পল ডিকন। 'এই যে আপনার ছবি, মি. স্টিভেনস। এনজয় দেম।' সে প্যাকেজগুলো রিচার্ডের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল। ডিয়ানে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল রিচার্ডের দিকে। 'আপনি আমার তিনটে ছবি কিনেছেন?'

'আরও দুটো আছে আমার অ্যাপার্টমেন্টে।'

'আ-আমি আত্মশ্লাঘা বোধ করছি।'

'আমি প্রতিভাবানদেরকে পছন্দ করি।'

'ধন্যবাদ।'

ইতস্তত করল রিচার্ড। 'আপনি বোধহয় ব্যস্ত। আমি বরং আজ যাই—'

ডিয়ানের মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল, 'না, না। আমি তেমন ব্যস্ত নই।'

হাসল রিচার্ড। 'গুড।' আবার ইতস্তত ভঙ্গিটা ফিরে এল তার মাঝে। 'আমার একটা উপকার করবেন, মিস ওয়েস্ট?'

ডিয়ানের যুবকের বাম হাতে তাকাল। আঙুলে বিয়ের আংটি নেই। 'বলুন?'

'আমার কাছে ঘটনাক্রমে নোয়েল কাওয়ার্ডের ব্লাইদ স্পিরিট-এর আগামীকাল রাতের শোয়ের দুটো টিকেট চলে এসেছে। আমার সঙ্গে যাবার মতো কেউ নেই। আপনি যদি ফ্রি থাকেন—'

ডিয়ানে তাকে একনজর দেখল। খুবই চিত্তাকর্ষক যুবক। তবে অচেনা মানুষ, সমস্যা সেটাই। আর অচেনা মানুষরা বিপজ্জনক হয়। একে দেখে মনে হচ্ছে একটু বেশিই বিপজ্জনক। কিন্তু ডিয়ানে দেখল তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, 'আমার যেতে আপত্তি নেই।'

পরদিন সন্ধ্যাটি কাটল চমৎকার। সঙ্গী হিসেবে রিচার্ড স্টিভেনস খুব মজার। ওদের রুচিতেও রয়েছে আশ্চর্য মিল। আর্ট এবং মিউজিক নিয়ে ওরা কথা বলল। আরও নানান বিষয় চলে এল আড্ডায়। যুবকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে ডিয়ানে, তবে তার প্রতি রিচার্ডের অনুভূতি একইরকম কিনা জানে না সে।

বিদায় নেয়ার সময় রিচার্ড জিজ্ঞেস করল, 'কাল সন্ধ্যায় ফ্রি আছ?'

জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ডিয়ানে। 'হ্যাঁ।'

পরদিন সন্ধ্যাটা ওরা কাটাল সোহোর এক নির্জন রেস্তোরায়।

'তোমার কথা বলো, রিচার্ড।'

'আমার সম্পর্কে বলার মতো কিছু নেই। আমার জন্ম শিকাগোতে। বাবা ছিলেন আর্কিটেক্ট, সারা পৃথিবী জুড়ে বিল্ডিং-এর ডিজাইন এঁকে বেড়াতেন। মা এবং আমি বাবার সঙ্গে ঘুরতাম। আমি ডজনখানেক বিদেশী স্কুলে পড়েছি, নিজের চেষ্টায় কয়েকটি ভাষাও শিখেছি।'

'তুমি কী কর? মানে তোমার জীবিকা কী?'

'আমি KIG তে কাজ করি— Kingsley International Group. এটি একটি বৃহদাকারের থিংক ট্যাংক।'

'বেশ তো!'

'দারুণ বলো। আমরা টেকনোলজি রিসার্চের সঙ্গে জড়িত। আমাদের একটি মোটো আছে, 'আজ জবাব না পেলে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

ডিনার শেষে রিচার্ড ডিয়ানেকে তার বাড়ি পৌঁছে দিল। দোরগোড়ায় ডিয়ানের হাত ধরে বলল, 'সন্ধ্যাটা চমৎকার উপভোগ করেছি। ধন্যবাদ।'

চলে গেল সে।

ডিয়ানে ওখানে দাঁড়িয়ে ক্রমশ অপসৃয়মাণ রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, আমি খুশি যে ও নেকড়ে নয়, একজন ভদ্রলোক। আমি সত্যি খুশি।

তারপর থেকে প্রতিরাতে ওরা সাক্ষাৎ করতে লাগল। রিচার্ডের সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে ডিয়ানের প্রতিবার একই উষ্ণ অনুভূতি জেগেছে অন্তরে।

এক শুক্রবার সন্ধ্যায় রিচার্ড বলল, 'শনিবার আমি একটি ছোটখাট লীগ টিমকে কোচিং করাই। তুমি দেখতে আসবে?'

মাথা দোলাল ডিয়ানে। 'আসব।'

পরদিন সকালে ডিয়ানে গেল রিচার্ডের কোচিং দেখতে। তরুণ খেলোয়াড়দের সে ট্রেনিং দিচ্ছে। ধৈর্যশীল, যত্নবান এবং ভদ্র একজন কোচ। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডিয়ানে মনে মনে বলতে লাগল, আমি প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। আমি প্রেমে পড়ে যাচ্ছি।

কয়েকদিন পরে কজন বান্ধবীর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ শেষ করে ওরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, চোখে পড়ল এক জিপসী ফরচুন টেলারের দোকান।

ডিয়ানে বলল, 'চলো, জেনে আসি আমাদের কার ভাগ্যে কী আছে।'

'আমি যেতে পারব না, ডিয়ানে। কাজে ফিরতে হবে।'

'আমারও।'

'আমার জনিকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হবে।'

'তুমি যাও। ফরচুন টেলার কী বলল আমাদেরকে জানিয়ো।'

'আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি।'

পাঁচ মিনিট পরে ডিয়ানে এক থুত্থুড়ে জিপসী বুড়ির সামনে এসে বসল। বুড়ির মুখ ভর্তি সোনার দাঁত, মাথা নোংরা শালে ঢাকা।

গাধার মতো একটা কাজ হয়ে গেল, ভাবছে ডিয়ানে। এখানে কী জন্য এসেছি আমি? কিন্তু ও ভালো করেই জানে কেন এসেছে। জানতে চায় ওর আর রিচার্ডের ভাগ্যে কী আছে।

ডিয়ানে দেখল বুড়ি ট্যারট কার্ডের একটা বাক্স থেকে কতগুলো কার্ড তুলে এনে শাফল শুরু করল। একবারও মুখ তুলে তাকাল না।

'আমি জানতে চাই—'

'শ্‌শ্‌,' বুড়ি একটি কার্ড ওল্টাল। এক নির্বোধের ছবি, পরনে রঙচঙে পোশাক, হাতে একটা বটুয়া। কার্ডটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বুড়ি বলল, 'অনেক কথা জানার আছে তোমার, আরেকটি ট্যারট কার্ড ওল্টাল সে।

'এটা চাঁদ। তুমি যা চাইছ তাতে তোমার মধ্যে অনিশ্চয়তা কাজ করছে।'

ডিয়ানে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'এর মধ্যে কি কোনও পুরুষ মানুষ জড়িত?'

'হুঁ।'

বুড়ি আরেকটি কার্ড উল্টে দেখল। 'এটি লাভার্স কার্ড।'

হাসল ডিয়ানে। 'শুভ কোনও লক্ষণ?'

'একটু পরেই তা জানতে পারবে। আগামী তিনটে কার্ড এ ব্যাপারে আভাস দেবে।' আরেকটি কার্ড তুলল সে।

'হ্যাংগম্যান।' কপালে ভাঁজ পড়ল বুড়ির। একটু দ্বিধা নিয়ে পরের কার্ডটি ওল্টাল। 'শয়তান।'

'খারাপ কিছু?' হালকা গলায় প্রশ্ন করল ডিয়ানে।

জবাব দিল না জিপসী জ্যোতিষী।

সে পরের কার্ডটি ওল্টাল। মাথা নাড়ল। কথা বলার সময় শান্ত রইল গলা। 'মৃত্যুর কার্ড।'

ডিয়ানে সিধে হলো। 'এসব আমি বিশ্বাস করি না,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ওর।

বৃদ্ধা ওর দিকে মুখ তুলে চাইল, ফাঁপা গলায় বলে উঠল, 'তুমি বিশ্বাস কর আর না-ই করো, মৃত্যু তোমায় ঘিরে আছে চারদিক থেকে।'

তিন
বার্লিন, জার্মানী

পোলিজাই কমান্ডান্ট অটো শিফার, দুজন ইউনিফর্মধারী পুলিশ অফিসার এবং অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সুপারিনটেন্ডেন্ট হের কার্ল গোয়েজ বাথটাবের নিচে পড়ে থাকা দলা পাকানো, চামড়া কুঁচকে যাওয়া নগ্ন নারী শরীরের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মহিলার ঘাড়ে হালকা আঘাতের চিহ্ন।

পোলিজাই কমান্ডান্ট টপটপ শব্দে পানি পড়তে থাকা ট্যাপের নিচে আঙুল নিয়ে গেল। 'ঠাণ্ডা,'। টাবের পাশে রাখা খালি মদের বোতল নাকের কাছে এনে শুঁকল। তাকাল বিল্ডিং সুপারিনটেনডেন্টের দিকে। 'মহিলার নাম কী?'

'সোনজা ভারব্রুগ। স্বামীর নাম ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগ। বিজ্ঞানী।'

'মহিলা এ অ্যাপার্টমেন্টে তার স্বামীর সঙ্গে থাকতেন?'

'গত সাত বছর ধরে। খুব ভালো ভাড়াটে ছিলেন তারা। ঠিক সময়ে ভাড়া দিতেন। কখনও কোনও ঝামেলা করেননি। সবাই তাদেরকে ভালোবাসত।'

'ফ্রাউ ভারব্রুগ কোনও চাকরি করতেন?'

'জ্বী। ইন্টারনেট ক্যাফেতে।'

'আপনি লাশ কীভাবে দেখলেন?'

'বাথটাবের ঠাণ্ডা পানির ট্যাপ কাজ করছিল না। বেশ কয়েকবার মেরামতের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবু ট্যাপ থেকে অনবরত পানি ঝরত।'

'তো?'

'আজ সকালে নিচতলার এক ভাড়াটে অভিযোগ করে তার ঘরের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ছে। আমি এ অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসি, দরজায় কড়া নাড়ি, কিন্তু কারও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে পাস কী দিয়ে খুলে ফেলি দরজা। চলে আসি বাথরুমে। এবং দেখি...' তার গলা বুজে এল।

এক ডিটেকটিভ ঢুকল বাথরুমে। 'কেবিনেটে লিকারের কোনও বোতল নেই। স্রেফ ওয়াইন।'

কমান্ডান্ট মাথা ঝাঁকাল। 'আচ্ছা,' টাবের পাশে রাখা মদের বোতলে ইংগিতে করে বলল, 'ওতে আঙুলের ছাপ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবে।'

'জ্বী, স্যার।'

কমান্ডান্ট ফিরল কার্ল গোয়েজের দিকে। 'হের ভারক্রুগ কোথায় আছেন, জানো?'

'না, তাঁর সঙ্গে শুধু সকাল বেলায় দেখা হয়। ওই সময় তিনি বেরিয়ে যান কাজে।'

'আজ সকালে দেখা হয়নি?'

'না।'

'হের ভারক্রুগ কোথাও যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কি?'

'না, স্যার। তেমন কিছু শুনিনি।'

কমান্ডান্ট তাকাল গোয়েন্দার দিকে। 'অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে কথা বলো। ফ্রাউ ভারক্রুগকে ইদানিং হতাশ লাগছিল কিনা অথবা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করেছিলেন কিনা। অথবা ভদ্রমহিলা খুব বেশি মদ্যপান করতেন কিনা খোঁজ নাও।' তাকাল কার্ল গোয়েজের দিকে। 'আমরা ভদ্রমহিলার স্বামীর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেব। আপনি যদি তাঁর ব্যাপারে কোনও তথ্য দিতে পারেন—'

কার্ল গোয়েজ বলল, 'এ তথ্যটি আপনাদের কাজে আসবে কিনা জানি না তবু বলছি। আমার এক ভাড়াটে বলেছে গত রাতে সে বিল্ডিং-এর সামনে একটি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কেউ অসুস্থ কিনা। আমি অ্যাম্বুলেন্সটি দেখতে গিয়ে দেখি ওটা চলে গেছে।'

কমান্ডান্ট বলল, 'আমরা এ ব্যাপারে খোঁজ নেব।'

'এর— লাশের কী হবে?' নার্ভাস গলায় জানতে চাইল কার্ল গোয়েজ।

'একজন মেডিকেল এক্সামিনার আসছে। টাব খালি করুন। তোয়ালে দিয়ে লাশটাকে ঢেকে দিন।'

চার

‘একটা খারাপ খবর আছে...কাল রাতে একটা খুন হয়েছে...ব্রিজের নিচে তার লাশ পেয়েছি আমরা...

ডিয়ানে স্টিভেনসের জন্য পাথর হয়ে গেছে সময়। বৃহৎ অ্যাপার্টমেন্টে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কত স্মৃতি ভিড় করছে মনে। ভাবছে এ বাড়ির আরাম আয়েশ চলে গেছে...বিদায় নিয়েছে উষ্ণতা...রিচার্ড ছাড়া এ বাড়ি স্রেফ কতগুলো ঠাণ্ডা ইটের স্তূপ। এ বাড়ি আর কোনদিন জীবন্ত হয়ে উঠবে না।

ডিয়ানে ধপ করে বসে পড়ল একটি কাউচে। চোখ বুজল। রিচার্ড, ডার্লিং, বিয়ের দিন তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে উপহার হিসেবে আমি কী পেতে চাই। বলেছিলাম কোনও উপহার আমার চাই না। কিন্তু এখন চাই। তুমি ফিরে এসো আমার কাছে। তোমাকে আমার দেখতে না পেলেও চলবে। শুধু জড়িয়ে ধরে রাখো। আমি জানব তুমি এখানেই আছ। আমি তোমার পরশ আরেকবার চাই। তুমি আমার বুকে আদর করছ সেই স্পর্শ চাই...আমি কল্পনা করতে চাই তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি। তুমি বলছ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পায়েল্লা রাঁধতে পারি আমি...আমি শুনতে চাই তুমি মানা করছ আমি যেন তোমার গা থেকে চাদর টেনে ফেলে না দিই...আমি শুনতে চাই তুমি বলছ তুমি আমাকে ভালবাস। চোখ উপছে বাঁধভাঙা বন্যার মতো জল আসছে। বন্যাটাকে ঠেকাতে চাইল ডিয়ানে। পারল না।

রিচার্ড খুন হয়েছে জানার দিন থেকে সেই যে অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে ডিয়ানে, তারপর থেকে সে ফোনও ধরছে না দরজায় কেউ কড়া নাড়লে দোরও খুলছে না। আহত জানোয়ারের মতো লুকিয়ে থাকতে চাইছে ডিয়ানে। নিজের যন্ত্রণা নিয়ে একা থাকতে চাইছে।

কিন্তু যখন অনবরত ফোন বেজেই চলল এবং ডোর বেলের শব্দ কোনওভাবেই থামছে না, ডিয়ানে বাধ্য হলো দরজা খুলতে।

ক্যারোলিন টার, ডিয়ানের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে সে আঁতকে উঠল, ‘তোমাকে তো নরকের মতো লাগছে।’ তারপর গলার স্বর নরম করল। ‘সবাই তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে, হানি। তোমার দুশ্চিন্তায় আমরা সবাই অস্থির।’

'আমি দুঃখিত, ক্যারোলিন। তবে—'

ডিয়ানের একটি হাত ধরল ক্যারোলিন। 'বুঝতে পারছি তোমার কথা। কিন্তু তোমার অনেক বন্ধু আছে যারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

মাথা নাড়ল ডিয়ানে, 'না। আমি দেখা—'

'ডিয়ানে, রিচার্ড মারা গেছে। কিন্তু তুমি তো বেঁচে আছ। যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের কাছ থেকে নিজেকে এভাবে গুটিয়ে নিও না। আমি ওদেরকে ফোন করছি।

ডিয়ানে এবং রিচার্ডের বন্ধুরা ফোন করতে লাগল, আসছে অ্যাপার্টমেন্টে। ডিয়ানেকে গতানুগতিক সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে চলল

'বিষয়টি এভাবে চিন্তা করো, ডিয়ানে। রিচার্ড শান্তিতে আছে...

'ওকে ঈশ্বর ডেকে নিয়ে গেছে, ডার্লিং...'

'রিচার্ড এখন স্বর্গে, তোমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে...

'ও এখন দেবদূতদের কাছে...'

ডিয়ানের ইচ্ছে করল চিৎকার দিয়ে ওঠে।

দর্শনার্থীদের স্রোত অবিরাম। পল ডিকন, আর্ট গ্যালারির মালিক, এল ডিয়ানের বাসায়। ডিয়ানের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'বেশ কয়েকদিন ধরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু—'

'জানি আমি।'

'রিচার্ডের জন্য খুব খারাপ লাগছে। সে ছিল যথার্থ একজন ভদ্রলোক। কিন্তু ডিয়ানে, নিজেকে এভাবে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখো না। লোকে তোমার সুন্দর সুন্দর কাজগুলো আরও দেখতে চায়।'

'আমি পারব না। ওসবের আর প্রয়োজন নেই, পল। কোনও কিছুই এখন আর আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি শেষ হয়ে গেছি।'

ওকে বোঝানো সম্ভব নয়।

পরদিন যখন ডোর বেল বাজল, দরজা খুলতে দারুণ বিরক্ত বোধ করল ডিয়ানে। দরজার পিপ হোল দিয়ে তাকাল। ছোটখাট একটা ভিড় দরজার ওপাশে। বিস্মিত ডিয়ানে দরজা খুলল। হলওয়েতে বারো/তেরোটি বাচ্চা ছেলে। তাদের একজনের হাতে ফুলের ছোট একটি তোড়া। 'গুড মর্নিং, মিসেস স্টিভেনস।' ফুলের তোড়াটি তুলে দিল সে ডিয়ানের হাতে।

'ধন্যবাদ,' হঠাৎ ছেলেগুলোকে চিনতে পারল ডিয়ানে। এরা সফটবল টীমের সদস্য। এদেরকে ট্রেনিং দিত রিচার্ড।

শোকে সান্ত্বনা জানাতে বহুজন ওকে বহু ফুলের তোড়া দিয়েছে, পাঠিয়েছে ই-মেইল। কিন্তু এ উপহারটি সবার থেকে আলাদা।

'ভেতরে এসো,' বলল ডিয়ানে।

ঘরে ঢুকল ছেলেরা। 'আমরা শোক জানাতে এসেছি। আপনার স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিলেন।'

'কোচ হিসেবেও ছিলেন অসাধারণ।'

বহু কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখল ডিয়ানে। 'ধন্যবাদ। সে-ও তোমাদেরকে খুব পছন্দ করত। তোমাদের সকলকে নিয়ে তার অনেক গর্ব ছিল।' গভীর দম নিল। 'তোমরা কিছু খাবে? সফট ড্রিংকস বা—'

দশ বছরের টিম হোম বলল, 'না, ধন্যবাদ, মিসেস স্টিভেনস। আমরা বলতে এসেছি আমরা তাঁকে খুব মিস করব। আমরা তাঁর মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত।'

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে ডিয়ানের মনে পড়ল রিচার্ড এ ছেলেগুলোর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলত যেন সে এদের বয়সী। রিচার্ডের ওই শিশুসুলভ সারল্যের জন্যই আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাবছে ডিয়ানে।

বাইরে কড়কড় কড়াৎ শব্দে কোথাও বাজ পড়ল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে জানালার কাছে, যেন ঈশ্বরের অশ্রু। *বৃষ্টি।* সেটা ছিল সাপ্তাহিক ছুটির একটি দিন।

'তুমি পিকনিক করতে ভালোবাস?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

'খুব।'

হাসল রিচার্ড। 'জানতাম। তুমি আর আমি পিকনিক করব বলে প্ল্যান করেছি। কাল দুপুরে তোমাকে তুলে নেব।'

চমৎকার ঝলমলে একটি দিন। সেন্ট্রাল পার্কের মাঝখানে পিকনিক করার প্ল্যান করেছে রিচার্ড। রুপোর বাসনকোসন আর লিনেন এনেছে। পিকনিক বাস্কেট তুলে খাবারের বহর দেখে হেসে উঠল ডিয়ানে। বীফ রোস্ট...হ্যাম...চিজ...দুটো প্রকাণ্ড প্যাটিস...প্রচুর ড্রিংক এবং আধডজন নানান মিষ্টি।

'এ দিয়ে তো ছোটখাট একটি সেনাবাহিনী খাওয়ানো যাবে! আমাদের সঙ্গে আর কে যোগ দেবে? মনের মাঝে উঁকি দিল একটি নাম *বিয়ের পাদ্রী।* লাজ রাঙা হলো ডিয়ানের মুখ।

ওকে লক্ষ করছিল রিচার্ড। 'আর ইউ অল রাইট?'

অল রাইট? আমি জীবনেও এত সুখী থাকিনি, ভাবল ডিয়ানে। বলল, 'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি, রিচার্ড।'

মাথা দোলাল রিচার্ড, 'গুড। আমরা সেনাবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। নাও, শুরু করো।'

খেতে খেতে দু'জনে অনেক কথা হলো। আর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ওদেরকে আরও কাছে টেনে নিয়ে এল। দুজনের মধ্যে প্রবল যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনুভব করছে উভয়ে। আর যথার্থ এ দুপুরের মাঝখানে, বলা নেই কওয়া নেই, শুরু হয়ে গেল বেরসিক বর্ষণ। এক মিনিটের মধ্যে দুজনেই ভিজে চুপচুপে।

রিচার্ড অপরাধীর গলায় বলল, 'এমন হুট করে বৃষ্টি আসবে কল্পনাও করিনি। পেপারে তো আকস্মিক বর্ষণের কথা কিছুই লেখেনি। পিকনিকের মজাটাই দিল নষ্ট করে।'

ডিয়ানে ওর কাছ ঘেঁষে এল, মৃদু গলায় বলল, 'দিয়েছে নাকি?'

ওকে জড়িয়ে ধরল রিচার্ড, অধর খুঁজে পেল ওষ্ঠ, ডিয়ানে টের পাচ্ছে ওর শরীর গরম হয়ে উঠছে। যখন শেষ হলো চুম্বন, ডিয়ানে বলল, 'ভেজা জামা-কাপড় ছাড়া দরকার।'

হাসল রিচার্ড। 'ঠিক বলেছ। চাই না ঠাণ্ডা লেগে—'

ডিয়ানে বলল, 'তোমার বাসায় নাকি আমার বাড়িতে?'

হঠাৎ আড়স্ট হয়ে গেল রিচার্ড। 'ডিয়ানে, আর ইউ শিওর? আমি জিজ্ঞেস করছি..কারণ এটা এক রাতের সম্পর্ক নয়।'

নরম গলায় ডিয়ানে বলল, 'জানি আমি।'

আধঘণ্টা পরে ওরা চলে এল ডিয়ানের অ্যাপার্টমেন্টে। কাপড় খুলছে, সেই সঙ্গে হাত ব্যস্ত রইল একে অন্যের শরীর আবিষ্কারে। আর সহ্য করতে পারল না ওরা। উঠে এল বিছানায়।

প্রেমিক হিসেবে রিচার্ড ভদ্র, ধৈর্যশীল এবং উন্মত্ত। ডিয়ানেকে আদর করতে জিভ ব্যবহার করল সে। ধীরে ধীরে সারা শরীরে জিভ বুলাতে লাগর রিচার্ড। ডিয়ানের মনে হলো সে মখমলের সৈকতে শুয়ে আছে আর একটার পর একটা উষ্ণ ঢেউ ওর গায়ে আছড়ে পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত, রোমাঞ্চিত হচ্ছে সে।

বিকেলের পুরোটা সময় একত্রে কাটাল ওরা। আর রাতটা কেটে গেল গল্প এবং প্রেম করে। একে অন্যের কাছে হৃদয় উন্মীলিত করল ওরা, আর শারীরিক সুখ যেটা পেল তা স্রেফ শব্দ সাজিয়ে বর্ণনা করা যাবে না।

সকালে, ডিয়ানে নাশতা বানাচ্ছে, রিচার্ড জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে, ডিয়ানে?'

ঘুরল ডিয়ানে, নরম স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

এক মাস পরে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে ও দোয়া করতে এল দুপক্ষের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন। রিচার্ডের হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে ডিয়ানে ভাবল জিপসী বুড়ি যে ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিল তা একদম ফালতু।

বিয়ের হপ্তাখানেক বাদে ফ্রান্সে মধুচন্দ্রিমা যাপনের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু রিচার্ড তার অফিস থেকে একদিন ফোন করে বলল, 'নতুন একটা প্রজেক্টে হাত দিয়েছি। এখন বাইরে যেতে পারব না। কমাস পরে গেলে কী খুব রাগ করবে? সরি, বেবি।'

ডিয়ানে বলল, 'ঠিক আছে, ডার্লিং।'

'চলো না আজ বাইরে একসঙ্গে লাঞ্চ করি?'

'আমার আপত্তি নেই।'

'তুমি ফরাসী খাবার পছন্দ কর। আমার চেনা খুব ভালো ফরাসী একটা রেস্তোরা আছে। তোমাকে তুলে নিতে আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

ত্রিশ মিনিট পরে রিচার্ড এল। ডিয়ানেকে বলল, 'হাই, হানি। আমার এক ক্লায়েন্টকে এয়ার পোর্টে সী অফ করতে যাব। সে ইউরোপে যাচ্ছে। ওকে বিদায় জানিয়ে তারপর আমরা লাঞ্চ করব।'

স্বামীকে আলিঙ্গন করল ডিয়ানে, 'আচ্ছা।'

কেনেডি এয়ার পোর্টে পৌছার পরে রিচার্ড বলল, 'ওর ব্যক্তিগত বিমান আছে। টারমাকে ওর সঙ্গে দেখা করব।'

সংরক্ষিত এলাকায় ওরা গাড়ি নিয়ে ঢুকল। দেখতে পেল একটি চ্যালেঞ্জার বিমান উড়ালের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে চোখ বুলাল রিচার্ড। 'এখনও আসেনি দেখছি। চলো, প্লেনে গিয়ে বসি।'

'আচ্ছা।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা, ঢুকল বিলাসবহুল এয়ার ক্রাফটে। ইঞ্জিন চলছে।

ককপিট থেকে উদয় হলো স্টুয়ার্ডেস। 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং,' বলল রিচার্ড।

ডিয়ানে হাসল। 'গুড মর্নিং।'

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট বন্ধ করে দিল কেবিনের দরজা। ডিয়ানে তাকাল রিচার্ডের দিকে। 'তোমার ক্লায়েন্টের আসতে আর কত দেরি?'

'বেশি দেরি হবার কথা নয়।'

জেট বিমানের ইঞ্জিনের গর্জন বেড়ে চলল। গড়াতে শুরু করেছে প্লেন।

ডিয়ানে জানালার বাইরে তাকাল। শুকিয়ে গেছে মুখ।

'রিচার্ড, প্লেন ছেড়ে দিয়েছে।'

রিচার্ড বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ডিয়ানের দিকে। 'তাই নাকি?'

'জানালা দিয়ে দেখো,' আতংকিত ডিয়ানে। 'পা-পাইলটকে বলো—'

'কী বলব?'

'থামতে বলবে!'

'পারব না। সে প্লেন ছেড়ে দিয়েছে।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। ডিয়ানে চোখ বড় বড় করে তাকাল রিচার্ডের দিকে। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তোমাকে বলিনি বুঝি? আমরা যাচ্ছি প্যারিসে। তোমার না ফরাসী খাবার খুব পছন্দ।'

আঁতকে উঠল ডিয়ানে। বদলে গেছে মুখের ভঙ্গি।

'রিচার্ড, আমি এখন প্যারিসে যেতে পারব না। সঙ্গে জামাকাপড় কিছু নেই। মেকআপ করিনি। আমার কাছে—'

রিচার্ড বলল, 'প্যারিসে দোকানের অভাব নেই।'

স্বামীর দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ডিয়ানে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে।

'ওহ্, ইউ ফুল, ইউ। আই লাভ ইউ।'

মুচকি হাসল রিচার্ড। 'তুমি হানিমুনে যেতে চেয়েছিলে। এখন যাচ্ছ।'

পাঁচ

ওর্লিতে, একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। নিয়ে যাবে হোটেল প্লাজা এথিনিতে।

ওরা হোটেলে পৌঁছার পরে ম্যানেজার বলল, 'আপনাদের জন্য সুইট রেডি, মি. এবং মিসেস স্টিভেনস।'

'ধন্যবাদ।'

৩১০ নম্বর সুইট বুক করা হয়েছে ওদের জন্য। দরজা খুলে দিল ম্যানেজার। ডিয়ানে এবং রিচার্ড ঢুকল ভেতরে। দাঁড়িয়ে পড়ল ডিয়ানে। বিস্মিত। দেয়ালে ওর আঁকা আধডজন ছবি শোভা পাচ্ছে। ডিয়ানে ফিরল রিচার্ডের দিকে। 'আমি—কীভাবে—?' চেহারায় সারল্য ফুটিয়ে বলল রিচার্ড, 'কী জানি কীভাবে তোমার ছবি এল এখানে। ওরাও ভালো ছবির সমঝদার বোঝা গেল।'

ডিয়ানে দীর্ঘ, আবেগমথিত চুম্বন উপহার দিল স্বামীকে।

প্যারিস যেন জাদুর দেশ। ওরা প্রথম গিভেন্সিতে গেল দুজনের জন্য পোশাক কিনতে। তারপর ঢুকল লুই ভুইটনে। নতুন জামাকাপড় রাখার জন্য লাগেজ কিনবে।

অলস ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াল প্লেস ডি লা কনকর্ডের শ্যাম্পস-ইলিসিস-এ। দেখল লা ম্যাডেলিন এবং প্যালেইস বুরবন। ঘুরে বেড়াল লা প্লেস ভেনডমে, একটি দিন কাটাল মুসে ডি ল্যুভর-এ। মুসে রডিন-এর স্থাপত্য বাগানে ঘুরল, রোমান্টিক ডিনার সারল অবার্জ ডি নোয়াস বনহিউর্স, অ পেতিত শেজ সোই এবং ডি শেজ ইউক্রে।

শুধু একটা জিনিসই ডিয়ানের কাছে বিদ্‌ঘুটে ঠেকল। আর তা হলো বিদ্‌ঘুটে সময়ে রিচার্ডের কাছে আসা ফোন। 'কে ফোন করেছে?' একবার জিজ্ঞেস করল ডিয়ানে, রাত তখন তিনটা বাজে। ফোনে কথা বলা শেষ করেছে রিচার্ড।

'জাস্ট রুটিন বিজনেস।'

মধ্যরাতে? অবাক হয় ডিয়ানে।

'ডিয়ানে! ডিয়ানে!'

স্বপ্নজাল থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসা হলো ওকে। ক্যারোলিন টার দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আ—আমি ঠিক আছি।'

ক্যারোলিন জড়িয়ে ধরল বান্ধবীকে। 'তোমার আরও কিছু সময়ের দরকার। মাত্র তো কদিন হলো।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'ভালো কথা, অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার কী করলে?'

অন্ত্যেস্টিক্রিয়া। এ শব্দটির মধ্যে মিশে আছে মৃত্যুর গন্ধ, হতাশার প্রতিধ্বনি।

'আ—আমি এখনও ঠিক—'

'আমি ব্যবস্থা করছি। আমি একটা শবাধার কিনব—'

'না!' কর্কশ সুরে বলতে না চাইলেও শব্দটা অমনই শোনাল।

ক্যারোলিন তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে আছে ডিয়ানের দিকে।

ডিয়ানে আবার যখন কথা বলার শক্তি ফিরে পেল, কাঁপা শোনাল কণ্ঠ। 'তুমি বুঝতে পারছ না, এটা—আমার রিচার্ডের জন্য কিছু একটা করার এটাই শেষ সুযোগ। আমি বিশেষভাবে ওর অন্ত্যেস্টিক্রিয়া পালন করতে চাই। ওর সমস্ত বন্ধুরা ওখানে উপস্থিত থাকবে ওকে বিদায় জানাতে।' গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

'ডিয়ানে—'

'আমি নিজে শবাধার পছন্দ করে কিনব যাতে ভেতরে আরাম করে ঘুমাতে পারে রিচার্ড।

ক্যারোলিনের আর কিছু বলার নেই।

সেদিন আর্ল গ্রীনবার্গ বসে আছে অফিসে, এমন সময় ফোন কল এল।

'ডিয়ানে স্টিভেনস লাইনে আছেন, স্যার।'

'ওহ্, নো!' ডিয়ানের হাতে থাপ্পর খাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে গেছে গোয়েন্দার। এখন আবার কী? সে ফোন তুলল, 'ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ বলছি।'

'আমি ডিয়ানে স্টিভেনস। আমি দুটো কারণে ফোন করেছি। প্রথমটি ক্ষমা চাইবার জন্য। আমি সেদিন আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। আমাকে মাফ করে দিন। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

অবাক হলো গ্রীনবার্গ। 'না, না এ জন্য আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না, মিসেস স্টিভেনস। আমি বুঝতে পারছি আপনি কীসের মাঝ দিয়ে যাচ্ছেন।'

অপেক্ষা করছে সে। নীরবতা।

'বলেছিলেন দুটো কারণে ফোন করেছেন।'

'হ্যাঁ, আমার স্বামী—' গলা ধরে এল ডিয়ানের। 'আমার স্বামীর লাশ পুলিশের জিম্মায়। কিন্তু রিচার্ডকে আমি কীভাবে ফিরে পেতে পারি? আমি ডালটন মরচুয়াড়িতে ওর অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করছি।'

গ্রীনবার্গ বলল, 'মিসেস স্টিভেনস, আমার ধারণা এর মধ্যে লাল ফিতার কিছু দৌরাত্ম রয়েছে। প্রথমে অটোপসির ওপর করোনারের অফিস একটি ফাইল তৈরি

করবে। তারপর ওটা বিভিন্ন জায়গায় যাবে নোটিফাই করতে—' একটু ভেবে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল গ্রীনবার্গ। 'আপনার এখন মনমেজাজ ভালো নেই। আপনাকে এ নিয়ে টেনশন করতে হবে না। আমি আপনার হয়ে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলব। বড় জোর দুদিন সময় লাগবে।'

'ওহ্, অনেক অনেক ধন্যবাদ,' আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল ডিয়ানের, কেটে দিল লাইন।

চেয়ারে একঠায় অনেকক্ষণ বসে রইল গ্রীনবার্গ, ডিয়ানের যন্ত্রণাদগ্ধ দিনগুলোর কথা ভাবছে। তারপর সে লাল ফিতার বিঘ্ন কাটানোর কাজে নেমে পড়ল।

ডালটন মর্চুয়ারি ম্যাডিসন এভিন্যুর পুব দিকে। দোতলা, সুদৃশ্য একটি ভবন, সম্মুখভাগ দক্ষিণী প্রাসাদের মতো। ভেতরের ডেকোরেশন মনোহর। নরম আলো জ্বলছে। দরজা-জানালার পর্দাগুলো ম্লান রঙের।

ডিয়ানে রিসেপশনিস্টকে বলল, 'মি. জোনসের সঙ্গে আমার একটি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। আমি ডিয়ানে স্টিভেনস।'

রিসেপশনিস্ট ফোনে কথা বলল। একটু পরে ধূসর চুলের, প্রফুল্ল চেহারার ম্যানেজার এল ডিয়ানের কাছে।

'আমি রন জোনস। আপনার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। এ সময়টা একেকজন মানুষের কত কষ্টে যায় তা আমাদের জানা আছে, মিসেস স্টিভেনস। আমরা আছি আপনা: সেই কষ্ট লাঘবের জন্য। শুধু বলুন কী চাই আপনার। তারপর আপনার হুকুম তামিল করা হবে।'

ডিয়ানে দ্বিধান্বিত গলায় বলল, 'ক-কী চাইব তাই তো বুঝতে পারছি না।'

মাথা দোলাল রন জোনস। 'আমাদের এখানে কী কী সাহায্য পাবেন তা আগে বলে নিই। আমাদের সেবার মধ্যে রয়েছে শবাধার, আপনার বন্ধুদের জন্য মেমোরিয়াল সার্ভিস, কবরের জমি এবং লাশ দাফনের ব্যবস্থা।'

একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'কাগজে আপনার স্বামীর মৃত্যুর খবর পড়েছি, মিসেস স্টিভেনস। আপনি বোধহয় মেমোরিয়াল সার্ভিসের জন্য বন্ধ শবাধার চাইছেন। তো—'

'না!'

'বিস্মিত ম্যানেজার। 'কিন্তু।'

'আমি খোলা শবাধার চাই। আমি চাই রিচার্ড যেন তার সকল বন্ধুবান্ধবকে দেখতে পারে...' ডিয়ানের গলা বুজে এল। জোনস সহানুভূতির সুরে বলল, 'ও আচ্ছা। তাহলে আপনাকে একটি পরামর্শ দিই। এক কসমেটিশিয়ানকে চিনি। সে খুব ভালো কাজ জানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করি?'

রিচার্ড হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করত না। কিন্তু...ভাবল ডিয়ানে।

'ঠিক আছে, করুন,' বলল ও।

'আরেকটা কথা। লাশ দাফন করার সময় আপনার স্বামীর জামা-কাপড় দরকার হবে।'

অচেনা লোকের শীতল হাত রিচার্ডের শরীর ছানাছানি করছে, ওকে কাপড় পরাচ্ছে, ভাবতেই পারছে না ডিয়ানে।

'মিসেস স্টিভেনস?'

রিচার্ডকে আমি নিজে কাপড় পরাতে চাই। কিন্তু ওরা ওকে মেরে এমন চেহারা করেছে ওদিকে আমি তাকাব কী করে? ডিয়ানের চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল।

'মিসেস স্টিভেনস?'

ঢোক গিলল ডিয়ানে। 'আমি বিষয়টি নিয়ে এখনও চিন্তা করিনি।' ওর গলা দিয়ে রা বেরুতে চাইছে না। 'আমি দুঃখিত।' চলে যাবার জন্য সাড়া দিচ্ছে না পা। টলতে টলতে ঘর থেকে বেরুল ডিয়ানে। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল।

বাড়ি ফিরে রিচার্ডের ক্লজিট খুলল ডিয়ানে। দুটো তাক বোঝাই ওর সুট। প্রতিটি পোশাক একেকটি মূল্যবান স্মৃতি। কোনও সুট পরে রিচার্ড ডিয়ানের আর্ট গ্যালারিতে দিয়েছি, কোনটি পরে সেন্ট্রাল পার্কে পিকনিক করেছে। পিন স্ট্রাইপড সুটটি পরে রিচার্ড-ডিয়ানেকে নিয়ে প্যারিসে গিয়েছিল...

শেষে চোখ বুজে একটা সুট নিয়ে ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে এল ডিয়ানে।

পরদিন বিকেলে ডিয়ানের ভয়েস মেইলে একটি মেসেজ এল

মিসেস স্টিভেনস, ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ বলছি। সবকিছু আপনার জন্য রেডি করেছি। ডালটন মর্চুয়ারির সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন, কেউ বাধা দেবে না... একটু বিরতি। আপনার মঙ্গল কামনা করছি...বিদায়।

ডিয়ানে মর্চুয়ারিতে রন জোনসকে ফোন করল, 'শুনলাম আমার স্বামীর লাশ আপনার কাছে পৌঁছে গেছে।'

'জ্বী, মিসেস স্টিভেনস। একজন কসমেটিস্ট্রের কাজ শুরু করেও দিয়েছে আপনার পাঠানো পোশাক আমরা পেয়েছি। ধন্যবাদ।'

'আসছে শুক্রবার কি অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা সম্ভব?'

'সম্ভব। ধরুন সকাল এগারোটার দিকে।'

আর তিনদিন পরে আমি আর রিচার্ড চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।

বৃ স্পতিবার সকালে ডিয়ানে অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার চূড়ান্ত কাজ শেষ করতে ব্যস্ত, একটি ফোন এল ওর কাছে।

'মিসেস স্টিভেনস?'

'বলছি।'

'রন জোনস। আপনার সেক্রেটারি নতুন নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুসারে আমরা কাজ শেষ করেছি।

হতভম্ব ডিয়ানে, 'আমার সেক্রেটারি?'

'জ্বী, ফোনে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।'

'কিন্তু আমার তো কোনও—

'সত্যি বলতে কী আমি নিজেও খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। তবে আপনার সিদ্ধান্ত বলে কথা। আমরা এক ঘণ্টা আগে আপনার স্বামীর দাহ সম্পন্ন করেছি।'

ছয়
প্যারিস, ফ্রান্স

ফ্যাশন জগতে কেলি হ্যারিস বিস্ফোরিত হয়েছিল রোমান ক্যান্ডলের মতো। তার বয়স পঁচিশ। সে আফ্রিকান-আমেরিকান। গায়ের রঙ মধুর মতো। মুখখানা যে কোনও ফটোগ্রাফারের স্বপ্ন। তার নরম, বাদামী চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, পুরুষ্ট অধরে যৌনাবেদন স্পষ্ট। লম্বা পা জোড়া সুঠাম ও সুগঠিত, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো ফিগারে যৌন আমন্ত্রণ। কালো, খাটো কেশরাজি ইচ্ছে করে শিথিল। কয়েক গুচ্ছ চুল খেলা করছে ছোট্ট ললাটে। এ বছরের শুরুর দিকে Elle এবং Madmoiselle ম্যাগাজিন কেলিকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মডেল হিসেবে ঘোষণা করেছে।

পোশাক পরার পরে কেলি পেন্টহাউজের চারপাশে চোখ বুলাল। বরাবরের মতো এবারেও বিস্ময়ের পুলক জাগল শরীরে। দারুণ সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট। প্যারিসের ফোর্থ অ্যারনডিসেমেন্ট-এর সেন্ট লুই-এনলেলে অবস্থিত এই সুরম্য বাড়ি। অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ডাবল— ডোর এন্ট্রি। দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেই উঁচু ছাদঅলা অভিজাত হলরুম, নরম হলদে রঙের ওয়াল প্যানেল, লিভিং রুম সাজানো হয়েছে ফরাসী এবং রিজেন্সি আসবাব দিয়ে। টেরেস থেকে সীন নদীর ওপারে নতরদাম গির্জা চোখে পড়ে।

আগামী সাপ্তাহিক ছুটির দিনটির জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে কেলি। তার স্বামী ওইদিন তাকে ঘুরতে নিয়ে যাবে। আর এ ভ্রমণে কোনও না কোনও বিস্ময় থাকবেই।

'সেজেগুজে রেডি হয়ে থাকবে, হানি। আমরা যেখানে যাব, জায়গাটা তোমার অবশ্যই পছন্দ হবে,' বলেছে সে কেলিকে।

কেলি আপন মনে হাসল। মার্কের মতো মানুষই হয় না। কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল কেলি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আমার আরও আগে রওনা হওয়া উচিত ছিল। আর আধঘণ্টা পরে শুরু হবে শো।

কিছুক্ষণ পরে অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়ল কেলি। হলওয়ে ধরে পা বাড়াল লিফটে। ওর পাশের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল, করিডরে বেরিয়ে এলেন মাদাম জোসেটি লাপয়েন্টি। বেঁটেখাটো, ফুটবলের মতো গোল মহিলা। কেলির সঙ্গে দেখা হলেই আন্তরিকভাবে ওর খোঁজ-খবর নেন।

'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম হ্যারিস।' 'আপনাকে বরাবরের মতোই সুন্দর লাগছে।'

'ধন্যবাদ,' লিফটের বোতাম টিপে দিল কেলি।

হাত দশেক দূরে, শ্রমিকের পোশাক পরা স্থূলকায় এক লোক দেয়াল মেরামত করছিল। সে এক ঝলক দেখল দুই মহিলাকে তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'মডেলিং কেমন চলছে?' জিজ্ঞেস করলেন মাদাম লপিয়েন্টি।

'চমৎকার, ধন্যবাদ।'

'শীঘ্রি আপনার ফ্যাশন শো দেখতে যাব।'

'আপনি এলে খুশি হবো।'

লিফট চলে এসেছে। কেলি এবং মাদাম লাপয়েন্টি ভেতরে ঢুকল। শ্রমিকের পোশাক পরা লোকটা পকেট থেকে একটি ছোট ওয়াকি-টকি বের করে দ্রুত কার সঙ্গে যেন কথা বলে চলে গেল ওখান থেকে।

লিফটের দরজা বন্ধ হচ্ছে, কেলি শুনল ওর অ্যাপার্টমেন্টে ফোন বাজছে। ইতস্তত করছে কেলি। ওর তাড়া আছে। কিন্তু মার্ক যদি ফোন করে!

'আপনি যান,' বলল ও মাদাম লপিয়েন্টিকে।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল কেলি, ব্যাগ হাতড়ে বের করল চাবি, খুলল দরজা। ছুটে গেল ফোনের দিকে। তুলল রিসিভার। "মার্ক?'

একটি অচেনা কণ্ঠ বলল, 'Nanelte?'

হতাশ হলো কেলি। *'Il hny a personne qui repond a ce nom ici !'*

'Pardonnez moi !'

রং নাম্বার। ফোন নামিয়ে রাখল কেলি। এমন সময় বিকট শব্দে কিছু একটা ধসে পড়ল, গোটা বিল্ডিং কেঁপে উঠল থরথর করে। তারপর ভেসে এল মানুষজনের চিৎকার। ভীত কেলি হলঘরে ছুটে গেল কী হয়েছে দেখতে। নিচ থেকে ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি। কেলি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। লবিতে পৌঁছেছে, বেযমেন্ট থেকে শোনা গেল উচ্চ কলরব।

উৎকণ্ঠা নিয়ে বেযমেন্টের সিঁড়িতে পা বাড়াল ও। স্তম্ভিত হয়ে দেখল এলিভেটরটি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে মাটিতে, ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত মাদাম লাপয়েন্টি। এক নজরেই বোঝা যায় মারা গেছেন ভদ্রমহিলা। বনবন করে ঘুরে উঠল কেলির মাথা। বেচারী। এক মিনিট আগেও বেঁচে ছিলেন আর এখন... আমারও তো একই দশা হতো! যদি ফোনটা না বাজত...ভাবছে কেলি।

মানুষজন ভিড় করেছে ভাঙা লিফট কার ঘিরে, দূর থেকে ভেসে এল সাইরেনের আওয়াজ। আমার এখানে থাকা উচিত ছিল, অপরাধ বোধে ভুগছে ও,

কিন্তু থাকতে পারব না। আমাকে চলে যেতে হবে। লাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করল ও, 'আমি দুঃখিত, মাদাম লাপয়েন্টি।'

ফ্যাশন সেলুনে চলে এল কেলি। স্টেজ ডোর দিয়ে ঢুকল ভেতরে। ফ্যাশন কো-অর্ডিনেটর পিয়েরে ওর জন্য অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করছিল।

কেলিকে দেখে ছুটে এল। 'কেলি! কেলি! তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। শো শুরু হয়ে গেছে।'

'আমি দুঃখিত, পিয়েরে। একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

উৎকণ্ঠা নিয়ে কেলির দিকে তাকাল পিয়েরে। 'তোমার কিছু হয়নি তো?'

'না,' এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল কেলি। যে দৃশ্য ও দেখে এসেছে, তারপর ফ্যাশন শোয়ে অংশগ্রহণ, ওর বমি বমি লাগছে। কিন্তু কোনও উপায় নেই। ওকে কাজ করতেই হবে। কারণ ও আজকের শো-র প্রধান আকর্ষণ।

'জলদি!' বলল পিয়েরে।

কেলি পা বাড়াল নিজের ড্রেসিংরুমে।

বছরের সবচেয়ে নামী ও দামী ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩১, রু ক্যাম্বনে, শ্যানেলের নিজস্ব সেলুনে। পাপারাজ্জিরা সারির প্রথম দিকের আসনগুলো দখল করে রেখেছে। অডিটরিয়ামে একটি আসনও খালি নেই, অডিটরিয়াম সাজানো হয়েছে ফুল এবং ফ্যাব্রিক দিয়ে। তবে সাজ-সজ্জার দিকে কারও নজর নেই। সবার মনোযোগ লম্বা রানওয়েতে— ওখানে রং, সৌন্দর্য আর স্টাইলের নদী বয়ে যাচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে মিউজিক, ধীর, সেক্সি বিট, স্টেজের মুভমেন্টের সঙ্গে তাল রেখে।

একের পর এক সুন্দরী মডেলরা আসছে যাচ্ছে আর লাউড-স্পীকারে পোশাকের রানিং কমেন্ট্রি চলছে।

তবে সবাই যে মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল সে সময় অবশেষে উপস্থিত হলো। সুইডিশ এক মডেল শরীরে হিল্লোল তুলে চলে যাবার পরে খালি হয়ে গেল ক্যাটওয়াক। লাউডস্পীকারে ঘোষিত হল, 'এবারে সেই সুইমিং সিজন। আমরা আমাদের নতুন ধরনের সৈকত পোশাক প্রদর্শিত করতে পেরে আনন্দিত।'

সবাই উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে, এমন সময় ক্যাটওয়াকে উদয় হলো কেলি হ্যারিস। পরনে সাদা বিকিনি, ব্রা। সংক্ষিপ্ত বক্ষবন্ধনী ওর সুডোল, ভরাট বুকের সৌন্দর্য খুব কমই গোপন করতে পেরেছে। গোটা শরীরে যৌবনের অপূর্ব ছন্দ তুলে যখন ক্যাটওয়াক দিয়ে হেঁটে আসতে লাগল কেলি, দর্শক প্রতিক্রিয়া

হলো দেখার মতো। হাততালির চোটে ঘর ফেটে যাবার দশা। কেলি ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করল, রানওয়ে বৃত্তাকারে পরিদর্শন করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পেছনের স্টেজে দুজন লোক অপেক্ষা করছিল কেলির জন্য।

'মিসেস হ্যারিস, আপনার সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি?'

'দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল কেলি। 'আমার ড্রেস বদলাতে হবে, 'সে হাঁটা দিল।

'দাঁড়ান! মিসেস হ্যারিস! আমরা পুলিশ বিভাগ থেকে এসেছি। আমি চিফ ইন্সপেক্টর ডুন আর ইনি ইন্সপেক্টর স্টিউনো। আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

দাঁড়িয়ে পড়ল কেলি। 'পুলিশ? আমার কাছে কী চাই?'

'আপনি মিসেস হ্যারিসতো?'

'হ্যাঁ,' হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল কেলি।

'সেক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে— আপনার স্বামী কাল রাতে মারা গেছেন।'

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল কেলির। 'আমার স্বামী—? কীভাবে?'

'দৃশ্যত মনে হচ্ছে উনি আত্মহত্যা করেছেন।'

কেলির কানে শোঁ শোঁ গর্জন। কিছু শুনতে পাচ্ছে না। চিফ ইন্সপেক্টরের কথা অস্পষ্ট ঢুকছে কানে।...আইফেল টাওয়ারে ট্যুর...মধ্যরাত...চিরকুট...খুবই দুঃখজনক...

কথাগুলো যেন বাস্তব নয়। টুকরো টুকরো অর্থহীন শব্দ।

'ম্যাডাম—'

'সেজেগুজে রেডি হয়ে থেকো, হানি। আমরা যেখানে যাব, জায়গাটা তোমার অবশ্যই পছন্দ হবে,' এগুলো ছিল মার্কের বলা শেষ কথা।

'কোথাও কোনও ভুল হয়েছে,' বলল কেলি। 'মার্ক কেন—'

'আমি দুঃখিত,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছেন চিফ ইন্সপেক্টর।

'আপনি ঠিক আছেন তো, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ,' তবে আমার জীবনটা এইমাত্র শেষ হয়ে গেল, ভাবছে কেলি।

পিয়েরে চমৎকার দেখতে একটি স্ট্রাইপড বিকিনি নিয়ে এল কেলির কাছে। 'চেরি, জলদি পোশাক বদলে নাও। নষ্ট করার সময় নেই একদম।' কেলির হাতে গুঁজে দিল বিকিনি।

'vite! vite.

কেলির হাত গলে বিকিনি পড়ে গেল মেঝেতে।

'পিয়েরে?'

অবাক হয়ে কেলিকে দেখছে পিয়েরে, 'বলো?'

'তুমি ওটা পরো।'

লিমুজিনে বাড়ি পাঠানো হলো কেলিকে। সেলুন ম্যানেজার ওর সঙ্গে একজন লোক দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজি হয়নি কেলি। সে একা থাকতে চায়। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে ও, দেখতে পেল বাড়ির সুপারিনটেনডেন্ট ফিলিপ্পি সেভর এবং ওভারঅল পরা একজন লোককে একদল ভাড়াটে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

এক ভাড়াটে বলল, 'বেচারী মাদাম লাপয়েন্টি। অ্যাক্সিডেন্টে বেঘোরে প্রাণটা হারাল।'

ওভারঅল পরা লোকটা দ্বিখণ্ডিত ভারী একটি তার তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না, মাদাম। কেউ লিফটের সেফটি ব্রেক কেটে ফেলেছিল।'

সাত

ভোর সাড়ে চারটা। কেলি চেয়ারে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। বুদ্বুদের মতো কণ্ঠ শুনছে। পুলিশ বিভাগ...আপনার সঙ্গে কথা আছে...আইফেল টাওয়ার...সুইসাইড নোট...মারা গেছে মার্ক...মারা গেছে মার্ক...মারা গেছে মার্ক। শব্দগুলো ঠাসঠাস বাড়ি খাচ্ছে কেলির মগজে।

সে দেখতে পাচ্ছে মার্ক ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। ও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্বামীকে ধরার জন্য। কিন্তু পেভমেন্টে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মার্ক।

তুমি কি আমার জন্য মরেছ? আমি কি কোনও অন্যায় করেছি? আমি কি তোমাকে কিছু বলেছিলাম? তুমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছ আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম, ডার্লিং। তোমাকে বিদায় বলারও সুযোগ পাইনি। তোমাকে চুমু খেতে পারিনি, বলতে পারিনি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমি তোমাকে ছাড়া চলতে পারব না। আমাকে সাহায্য করো, মার্ক। আমাকে সাহায্য করো— যেভাবে তুমি আমাকে সবসময় সাহায্য করেছ...চেয়ারে হেলান দিল ও, মনে পড়ছে মার্কের সঙ্গে পরিচয় হবার আগের কষ্টের দিনগুলোর কথা...

কেলির জন্ম ফিলাডেলফিয়ায়। সে ইথেল হ্যাকওয়ার্থ নামে এক কৃষ্ণাঙ্গী চাকরানির অবৈধ কন্যা। ইথেন শহরের সবচেয়ে নামী শ্বেতাঙ্গ পরিবারে কাজ করত। ইথেলের বয়স তখন সতের। সুন্দরী। টার্নার পরিবারের কুড়ি বছর বয়সী সুদর্শন, স্বর্ণকেশী ছেলেটি আকর্ষণ বোধ করত কেলির প্রতি। সে পটিয়ে ফেলে ইথেলকে। একমাস পরে ইথেল জানতে পারে সে গর্ভবতী।

রসকে ঘটনা জানালে সে 'চমৎকার-চমৎকার' বলতে বলতে তার বাবার স্টাডি রুমে ছুটে যায় দুসংবাদটা দিতে।

রসের বিচারপতি পিতা পরদিন সকালে ইথেলকে তাঁর স্টাডিরুমে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, 'এ বাড়িতে কোনও বেশ্যার স্থান নেই। তোমার চাকরি খতম।'

ইথেলের কোনও সঞ্চয় ছিল না, ছিল না লেখাপড়া, শুধু লোকের বাড়িতে কাজ

করার স্বল্প দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা পুঁজি করে সে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং-এ ঝাড়ুদারের কাজ নেয়। নবজাতক কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে দীর্ঘসময়ের এ চাকরিটা করতে থাকে। পাঁচ বছরের মাথায় ইথেলের হাতে বেশ কিছু টাকা জমে যায়। সে একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি কিনে ওটাকে বোর্ডিং হাউজে রূপান্তর ঘটায়। বাড়িতে ছিল একটি লিভিংরুম, একটি ডাইনিং রুম, চারটে ক্ষুদ্রাকৃতির বেডরুম, দুটো বাথরুম, একটি কিচেন এবং সরু ও ছোট একটি ইউটিলিটি রুম যেখানে কেলি ঘুমাত।

বোর্ডিং হাউজে ভাড়াটের সংখ্যার কখনও কমতি ছিল না। তারা আসত এবং যেত।

'এরা সবাই তোমার আংকেল,' ইথেল বলত কেলিকে। 'এদেরকে কখনও বিরক্ত করবে না।'

এত বড় পরিবার পেয়ে ছোট্ট কেলি খুব খুশিই ছিল। কিন্তু বড় হয়ে জানতে পারল লোকগুলোর সঙ্গে তার রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা নিতান্তই আগন্তুক।

কেলির বয়স তখন আট, ছোট, অন্ধকার বেডরুমে ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ ঘরঘরে গলার ফিসফিস শুনে জেগে গেল ও। 'শ্‌শ্‌! কোনও কথা বলো না!'

কেলি টের পেল তার নাইটগাউন কোমরের ওপর তুলে ফেলা হচ্ছে এবং ও বাধা দেয়ার আগেই ওর একজন 'আংকেল' হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরল। কেলি টের পেল জোর করে তার দু'পা ফাঁক করা হচ্ছে। ও নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করার সুযোগও পেল না। লোকটা শক্ত হাতে ওকে ধরে রেখেছে। তারপর এল ভয়াবহ এক ব্যথা। কেলির দুই উরুর মাঝখানে যেন আগুন ধরে গেল। তীব্র বেদনায় নীল হয়ে গেল মুখ। নির্দয় লোকটা প্রবল বেগে ওর শরীরে প্রবেশ করল, ওকে ছিঁড়েখুড়ে একসা করল। কেলি টের পেল গরম রক্ত গড়িয়ে পড়ছে উরু বেয়ে। মুখে হাত চাপা দেয়া, নিঃশব্দে চিৎকার করছে কেলি, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। নিকষ আঁধার ওকে চারপাশ দিয়ে আটকে রেখেছে।

অবশেষে, মনে হয়েছিল এর বুঝি শেষ নেই, শরীরের ওপর উন্মত্তের মতো কুস্তি করতে থাকা লোকটা বারকয়েক কেঁপে উঠল, তারপর নেমে গেল।

ফিসফিস করল লোকটা, 'আমি গেলাম। কিন্তু এ কথা তোমার মাকে বলেছ কী, আমি আবার ফিরে আসব। খুন করব তোমাকে।' চলে গেল সে।

পরের হপ্তাটা অবিশ্বাস্য শারীরিক যন্ত্রণায় কাটল কেলির। ব্যথার চোটে হাঁটতে পারত না, সুস্থির হয়ে বসতে পারত না। তবু মা'র চোখ এড়িয়ে ছিন্নভিন্ন শরীরটার

যতটুকু সম্ভব যত্ন নিল। আস্তে আস্তে কমে এল ব্যথা। মাকে বলতে চেয়েছিল ঘটনাটা, সাহস পায়নি।

কয়েক মিনিটের ঘটনা, কিন্তু ওই কয়েকটা মিনিটই বদলে দিল কেলিকে। ও স্বপ্ন দেখত স্বামী আর সংসারের, কিন্তু ধর্ষিতা হবার পরে প্রতিজ্ঞা করল আর কোনদিন কোনও পুরুষকে নিজের শরীর স্পর্শ করতে দেবে না।

ওই রাত থেকে অন্ধকার ভয় পেতে লাগল কেলি।

আট

কেলির দশ বছর বয়সে মা ইথেল তাকে বোর্ডিং হাউজের কাজে লাগিয়ে দিল। কেলি প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে জাগে, টয়লেট পরিষ্কার করে, রান্নাঘরের মেঝে ঝাঁট দেয়, বোর্ডারদের জন্য নাস্তা তৈরিতে সাহায্য করে মাকে। স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ধোয়, মোছে মেঝে এবং মাকে ডিনার তৈরিতে সহযোগিতা করে। তার জীবন হয়ে উঠল বৈচিত্র্যহীন, ক্লান্তিকর।

মাকে কেলি সব কাজে সাহায্য করতে চায়, করেও। শুধু মা'র কাছ থেকে একটু প্রশংসা শোনার লোভে। কিন্তু ইথেল মেয়েকে ধন্যবাদ জানায় না, প্রশংসা করে না। সে বোর্ডারদের সেবা করতে এমনই ব্যস্ত, মেয়ের দিকে নজর দেয়ার সময় কোথায় তার?

ছেলেবেলায় এক ভাড়াটে একদিন কেলিকে 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর গল্প পড়ে শুনিয়েছিল। খরগোশের জাদুর গর্ত দিয়ে এলিসের পলায়নের গল্প শুনে সে রীতিমতো মুগ্ধ। কেলিও এ পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। ভাবে সারা দিন টয়লেট আর মেঝে পরিষ্কার এবং বোর্ডারদের নোংরা জামাকাপড় ধুয়ে আমার বাকি জীবন কাটাতে চাই না।

একদিন কেলি তার জাদুর খরগোশের গর্তের সন্ধান পেয়ে গেল। কল্পনার জগতে ডুব দিল ও। কল্পনার সাগরে ভেলা ভাসিয়ে ও যেখানে-সেখানে যেতে পারে। নিজের জীবনখাতা নতুন করে লিখতে শুরু করল কেলি...

কেলি কল্পনা করে ওর বাবা ছিল, মায়ের মতোই তার গায়ের রঙ। বাবা-মা কখনও ঝগড়া করে না, ওকে বকা দেয় না। ওরা সুন্দর একটি বাড়িতে বাস করে। বাবা-মাকে কেলিকে খুব ভালোবাসে। বাবা-মা ওকে খুব ভালোবাসে। বাবা-মা ওকে খুব ভালোবাসে...।

কেলির বয়স তখন চোদ্দ। ওর মা ওদের বোর্ডিং হাউজের এক ভাড়াটেকে বিয়ে করল। লোকটার নাম ড্যান বার্ক। পেশায় বারটেন্ডার, খিটখিটে, মধ্যবয়স্ক, সবকিছুর প্রতি তার দৃষ্টি নেতিবাচক। কেলি কোনওভাবেই তাকে খুশি করতে পারে না।

'ডিনার কিস্যু হয়নি...

'তোমাকে এ রঙের জামায় একদম মানায়নি...

'বেডরুমের শেডটা এখনও ভাঙা। ওটা ঠিক করে দিতে বলেছিলাম।'

'এখনও তোমার বাথরুম পরিষ্কার করা হলো না...'

কেলির সৎ পিতা ভয়ানক মদ্যপ। কেলির বেডরুম আর তার মা ও সৎবাপের বেডরুমের মাঝখানের দেয়ালটা পাতলা। ফলে ও ঘরে চিৎকার-চেঁচামেচি হলে সবই শুনতে পায় কেলি। ড্যান মদ খেয়ে মাতাল হলেই বউকে ধরে পেটায়। মাকে ঘুসি মারার শব্দ, কান্নার আওয়াজ শোনে কেলি। সকালে কালশিটে পরা চেহারা আর চোখের নিচের কালো দাগ ঢাকতে ভারী মেকআপ নেয় ইথেল।

কেলির আর ভালো লাগে না এখানে। কবে যে আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারব ভাবে ও। মাকে আমি ভালোবাসি। মা-ও আমাকে ভালোবাসে।

এক রাতে ঘুম এসেছে কেলির, চটকা ভেঙে গেল পাশের ঘরে চেঁচামেচিতে। 'মেয়েটা জন্ম নেয়ার আগেই ওকে নষ্ট করে দাওনি কেন? ওকে পৃথিবীতে আনলে কেন?'

'আনতে তো চাইনি, ড্যান। নষ্ট করে দিতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু কাজ হয়নি।'

কেলি বুকে যেন প্রচণ্ড ঘুসি খেল। দম বন্ধ হয়ে এল। মা চায়নি ও পৃথিবীতে আসুক। কেউ ওকে এ পৃথিবীতে চায় না।

জীবনের গ্লানি আর হতাশা থেকে মুক্তি পাবার আরেকটি উপায় পেয়ে গেছে কেলি বইয়ের জগত। বুভুক্ষু একজন পাঠক ও। যতটা সময় পারে পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়ে কাটিয়ে দেয়।

হপ্তা শেষে কেলির কাছে কোনও হাতখরচ থাকে না। সে বেবী সিটারের চাকরি পেয়ে গেল। সুখি পরিবারগুলোকে হিংসে করে কেলি। কারণ জানে এরকম সুখ কোনদিন ভোগ করার সুযোগ ওর হবে না।

সতের বছর বয়সে দারুণ সুন্দরী হয়ে উঠল কেলি, রূপসী এ তরুণীর দিকে একবার চোখ পড়লে নজর ফেরানো দায়। ওর মা-ও তারুণ্যে এরকম রূপবতী ছিল। স্কুলে ছেলেরা ওর সঙ্গে ডেটিং করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল। তাদের সকল প্রস্তাব বীতশ্রদ্ধভাবে প্রত্যাখ্যান করল কেলি।

শনিবার কেলির স্কুল ছুটি, কাজ শেষ করেই পাবলিক লাইব্রেরিতে ছোটে ও, বই পড়ে কেটে যায় বিকেল।

লাইব্রেরিয়ান মিসেস লিসা মেরী হাউস্টন বুদ্ধিমতী, সহানুভূতিশীল এক মহিলা। বন্ধুসুলভ তাঁর আচরণ। কেলিকে প্রায়ই লাইব্রেরিতে আসতে দেখে মেয়েটির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

একদিন বললেন, 'তোমার বয়সী একটি মেয়ে এত বই পড়ে! পড়ার প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমার ভালোই লাগে।'

এ ছিল বন্ধুত্বের সূচনার প্রথম পদক্ষেপ। সময় যায়, কেলি তার ভয়, আশা, স্বপ্নের কথা গড়গড় করে বলতে থাকে লাইব্রেরিয়ানের কাছে।

'বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও, কেলি?'

'শিক্ষক।'

'আমার ধারণা, শিক্ষকতার পেশায় তুমি ভালো করবে। বিশ্বের অন্যতম সেরা পেশা হলো শিক্ষকতা।'

কেলি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। এক সপ্তা আগে, নাশতার টেবিলে বসে মা এবং সৎবাবার সঙ্গে বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেছে। কেলি বলেছিল, 'আমি কলেজে পড়তে চাই। আমি শিক্ষক হবো।'

'শিক্ষক?' খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠেছিল ড্যান। 'আর কোনও পেশা পেলে না। বরং মেঝে পরিষ্কার করে শিক্ষকদের চেয়ে বেশি কামাই করতে পারবে। সে যাক গে, আসল কথা হলো তোমাকে কলেজে পড়ানোর মতো পয়সা আমাদের নেই।'

'কিন্তু আমি তো বৃত্তি পেয়েছি—'

'তাতে কী? বেহুদাই চারটা বছর নষ্ট করবে। কলেজে পড়ার কথা ভুলে যাও। তোমার যা জবরদস্ত চেহারা আর ফিগার, কাজে লাগাতে পারলে অনেক কামাতে পারবে।'

আর কোনও কথা না বলে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছে কেলি।

মিসেস হাউস্টনকে সে বলল, 'একটা সমস্যা আছে। আমার বাবা-মা আমাকে কলেজে পড়তে দিতে চায় না। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠ। 'বাকি জীবনটা আমার এসব হাবিজাবি কাজ করেই কাটবে।'

'অবশ্যই না,' দৃঢ় গলা মিসেস হাউস্টনের। 'তোমার বয়স কত?'

'তিন মাস পরে আঠেরোয় পা দেব।'

'তখন নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা অর্জন করবে তুমি। তুমি যে অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে, কেলি, তা কি তুমি জান?'

'না, জানি না,' জবাব দিল কেলি। ভদ্রমহিলাকে কী করে বলব নিজেকে আমার মোটেই সুন্দরী মনে হয় না?

'আমার এ জীবনটাকে আমি ঘৃণা করি, মিসেস হাউস্টন। আমি এ শহর ছেড়ে পালাতে চাই। ভিন্ন রকম কিছু করতে চাই। কিন্তু সে সুযোগ হয়তো জীবনেও পাব না।'

নিজের আবেগ সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে ও। 'আমি কোনদিন কিছু করার বা কিছু হবার সুযোগ পাব না।'

'কেলি—'

'আমার আসলে এসব বই পড়া উচিত হয়নি,' তেতো শোনাল কেলির কণ্ঠ।

'কেন?'

'কারণ এগুলো সব মিথ্যার ফুলঝুড়িতে বোঝাই। শুধু সুন্দর সুন্দর মানুষ, সুন্দর জায়গা আর জাদু...' মাথা নাড়ল ও। 'জীবনে জাদু বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।'

মিসেস হাউস্টন মেয়েটিকে লক্ষ করছেন। কেলির আত্মবিশ্বাস দারুণ নাড়া খেয়েছে, সন্দেহ নেই। 'কেলি, জাদু আছে। তবে জাদু দেখতে চাইলে আগে তোমাকে জাদুকর হতে হবে। জাদু তোমার নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে।'

'তাই নাকি?' নৈরাশ্য কেলির চেহারায়। 'কীভাবে করব তা?'

'প্রথমে জানতে হবে তোমার স্বপ্নগুলো কী। তুমি স্বপ্ন দেখবে উত্তেজক জীবন নিয়ে যেখানে আকর্ষণীয় মানুষজনের বাস, স্বপ্ন দেখবে সুন্দর সুন্দর জায়গা নিয়ে। ভাববে এগুলো সব তোমার হবে। আবার যখন তুমি আসবে, আমি শিখিয়ে দেব কীভাবে সত্যি করা যায় স্বপ্ন।'

মিথ্যাবাদী, মনে মনে বলল কেলি।

কেলি গ্রাজুয়েট হবার পরের হপ্তায় লাইব্রেরিতে গেল। মিসেস হাউস্টন বললেন, 'কেলি, মনে আছে তোমার নিজের জাদু সৃষ্টির ব্যাপারে তোমাকে কী বলেছিলাম?'

কেলি জবাব দিল, 'হু।'

মিসেস হাউস্টন ডেস্কের পেছনে গিয়ে একতাড়া পত্রিকা নিয়ে এলেন cosmogirl, Seventeen, Glamour, Mademoiselle, Essence, Allure... পত্রিকাগুলো কেলির হাতে দিলেন।

কেলি পত্রিকাগুলোর ওপর নজর বুলাল, 'এগুলো দিয়ে কী করব?'

'মডেলিং করার চিন্তা করেছ কখনও?'

'না।'

'পত্রিকাগুলো পড়ো। তারপর আমাকে জানিয়ো এগুলো থেকে কোনও আইডিয়া পেলে কিনা যা তোমার জীবনে জাদু সৃষ্টি করতে পারবে।'

ভদ্রমহিলা আমার মঙ্গল চান, ভাবছে কেলি। 'ধন্যবাদ, মিসেস হাউস্টন। পড়ব আমি।'

কেলি পত্রিকাগুলো নিয়ে বোর্ডিং হাউজে চলে এল। ঘরের এক কোণে ওগুলো রাখল ও এবং ভুলে গেল। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

রাতের বেলা বিধ্বস্ত, ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে কেলি, মিসেস হাউস্টনের দেয়া পত্রিকাগুলোর কথা মনে পড়ল। সে কৌতূহল নিয়ে কয়েকটি পত্রিকা টেনে নিল। ওল্টাতে লাগল পৃষ্ঠা। এ ভিন্ন আরেক দুনিয়া। মডেলগুলোর পরনে সুন্দর

সুন্দর পোশাক, তাদের পাশে দাঁড়ানো সুদর্শন সব পুরুষ। লন্ডন, প্যারিসসহ বিশ্বের দারুণ দারুণ জায়গায় পোজ দিয়েছে এসব মডেল। হঠাৎ প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করল কেলি। দ্রুত একটি ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়াল ও, চলল বাথরুমে।

আয়নায় নিজেকে দেখল কেলি। খুব সুন্দর লাগছে ওকে আয়নায়। সবাই ওকে সুন্দরী বলে। ফিলাডেলফিয়ায় ওর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবছে ও। আবার তাকাল আয়নায়। সবাইকেই কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হয়।

তোমাকে জাদুকর হতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে নিজের জাদু, নিজেকে বলল ও।

পরদিন সকালে কেলি লাইব্রেরিতে মিসেস হাউস্টনের কাছে গেল।

এত তাড়াতাড়ি লাইব্রেরিতে কেলিকে দেখে অবাক মিসেস হাউস্টন। 'সুপ্রভাত, কেলি। পত্রিকাগুলো পড়েছ?'

'পড়েছি,' গভীর দম নিল কেলি। 'আমি মডেল হবার চেষ্টা করব। কিন্তু সমস্যা হলো কোত্থেকে শুরু করব জানি না।'

হাসলেন মিসেস হাউস্টন। 'আমি জানি। নিউইয়র্ক টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে কতগুলো ফোন নাম্বার আর ঠিকানা টুকে নিয়েছি আমি। তুমি বলেছিলে এ শহরে আর থাকার ইচ্ছে তোমার নেই।' হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাইপ করা এক তাড়া কাগজ দিলেন তিনি কেলিকে। 'এর মধ্যে ম্যানহাটানের এক ডজন শীর্ষস্থানীয় মডেল এজেন্সির নাম-ঠিকানা আছে। ফোন নাম্বারসহ।' কেলির হাতে মৃদু চাপ দিলেন তিনি।

'শুরু করলে সেরাগুলো দিয়ে শুরু করাই ভালো।'

কেলি অভিভূত। 'আ—আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ—'

'কীভাবে ধন্যবাদ জানাবে বলছি। এ পত্রিকায় একদিন তোমার ছবি ছাপা হয়েছে দেখতে চাই।'

সেদিন ডিনার টেবিলে বসে কেলি বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মডেলিং করব।'

খেঁকিয়ে উঠল সৎ বাপ। 'গর্দভের মতো সিদ্ধান্ত নিও না। তোমার হয়েছেটা কী? সব মডেলই বেশ্যা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেলির মা। 'কেলি, আমার মতো ভুল করিস না। আমিও অনেক মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছি। তুই কালো এবং গরীব। তুই কিছুই করতে পারবি না।'

কথাগুলো ওর কফিনে পেরেক মারার মতোই মনে হলো কেলির।

পরদিন ভোর পাঁচটায় কেলি একটি সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বাস স্টেশনে রওনা হলো। হাত ব্যাগে বেবী সিটিং করে উপার্জিত দুশো ডলার।

বাসে করে ম্যানহাটানে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগল। এই দু'ঘণ্টা নিজের ভবিষ্যৎ

নিয়ে সুখ-স্বপ্নে বিভোর থাকল কেলি। একজন প্রফেশনাল মডেল হবে ও। তবে 'কেলি হ্যাকওয়ার্থ' নামটা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। আমি শুধু আমার ফার্স্ট নেম ব্যবহার করব, চিন্তা করছে কেলি। বার বার কথাটা আওড়াল মনে। 'এবারে আসছেন আমাদের টপ মডেল কেলি।'

একটি সস্তা হোটেলে উঠল কেলি। সকাল ন'টায় তালিকা মিলিয়ে শীর্ষস্থানীয় একটি মডেলিং এজেন্সিতে চলে এল ও। ও কোনও মেক-আপ নেয়নি, পরনে যাত্রার ঝক্কিতে কোঁচকানো পোশাক।

লবির রিসেপশন ডেস্কে কেউ নেই। একটি অফিসের টেবিলে বসে এক লোক কী যেন লিখছে। কেলি তার দিকে এগিয়ে গেল।

'এক্সকিউজ মী,' বলল কেলি।

লোকটা মুখ না তুলেই ঘোঁতঘোঁত করে উঠল।

ইতস্তত করল কেলি। 'আপনাদের কি মডেল দরকার?'

'না,' বিড়বিড় করল লোকটা, 'আমাদের কোনও মডেল দরকার নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেলি। 'ধন্যবাদ।' চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এমন সময় লোকটা ওর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার ভাব বদলে গেল। 'দাঁড়াও! দাঁড়াও। যেয়ো না। এক মিনিট।' লাফ মেরে খাড়া হলো সে।

'মাই গড, তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

বিস্মিত দেখাল কেলিকে। 'ফিলাডেলফিয়া।'

'তুমি কি আগে কখনও মডেলিং করেছ?'

'নাহ্।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। 'তোমাকে আমরা শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব।'

গলার ভেতরটা হঠাৎ শুকিয়ে এল কেলির। 'আমি কি মডেল হতে পারব।'

হাসল লোকটা। 'অবশ্যই পারবে। আমাদের ক্লায়েন্টরা তোমাকে দেখে পাগল হয়ে যাবে।'

ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না কেলির। শহরের সবচেয়ে বড় মডেলিং এজেন্সি এটি আর ওরা—

'আমার নাম বিল লার্নার। আমি এ এজেন্সির মালিক। তোমার নাম কী?'

এ মুহূর্তটির স্বপ্নই দেখছিল কেলি। এই প্রথম সে নতুন, এক শব্দের, পেশাদার একটি নাম ব্যবহার করবে।

লার্নার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কেলির দিকে। 'তোমার কোনও নাম নেই নাকি?'

শিরদাঁড়া টানটান করল কেলি, আত্মবিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করল, 'অবশ্যই আছে। কেলি।'

নয়

মাথার ওপরে প্লেনের মৃদু গর্জন শুনে মুচকি হাসি ফুটল লয়েস রেনল্ডসের মুখে। গ্যারি। ওর আসতে দেরি হয়ে গেছে। লয়েস গ্যারিকে বলেছিল সে এয়ারপোর্টে যাবে ওকে নিয়ে আসতে। কিন্তু গ্যারি বলেছিল, 'দুশ্চিন্তা করিস না, বোন। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসব।'

'কিন্তু, ভাইয়া আমি—'

'তুই বরং বাড়িতেই থাকিস। আমার জন্য অপেক্ষা করিস।'

'ঠিক আছে, ভাইয়া।'

লয়েসের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি হলো তার বড় ভাই। গ্যারি। কেলোনায় ও বেড়ে উঠছিল। দুঃস্বপ্নের মতো ছিল দিনগুলো। ছেলেবেলায় লয়েসের মনে হতো গোটা দুনিয়া ওর বিরুদ্ধাচারণ করছে। গ্ল্যামার ম্যাগাজিনের ফ্যাশন মডেল এবং তারকা অভিনেত্রীদের দেখে তাদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে মরমে মরে যেত লয়েস। কারণ ওর গড়ন ছিল একটু মোটার দিকে। কোন্ সংবিধানে লেখা আছে যে বড় বক্ষের মেয়েরা শুঁটকিদের মতো সুন্দরী নয়? লয়েস রেনল্ডস প্রায়ই আয়নায় দেখে নিজেকে। তার সোনালি চুল কোমর ছাপিয়েছে, নীল চোখ, মসৃণ ত্বক, স্বাস্থ্যের বন্যা উপচে পড়ছে শরীরে। পুরুষরা মোষের মতো পেট মোটা হলেও তাদের কোনও দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েদের একটু ওজন বাড়লেই 'গেল! গেল!' রব ওঠে। মেয়েদের ফিগারের মাপ হতে হবে ৩৬-২৬-৩৬, এ পরিমাপ নির্ধারণের অধিকার আছে কোন্ দর্গভ পুরুষের?

লয়েস স্কুলের বান্ধবীরা প্রায়ই 'মুটকি' 'ফুটবল' 'ঘটি' ইত্যাদি বলে খ্যাপাত। ভীষণ কষ্ট পেত লয়েস। কিন্তু তার পক্ষে সবসময় এসে দাঁড়াত গ্যারি।

টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লয়েস গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে। মি. ওয়ান্ডারফুল যদি সত্যিকারের একজন নারীর খোঁজ করে তো আমি আছি এখানে, নিজেকে শোনাত লয়েস।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মি. ওয়ান্ডারফুলের আগমন ঘটল। তার নাম হেনরি ল্সন। চার্চের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে দুজনের পরিচয়। লয়েস হেনরিকে দেখা

মাত্র তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করল। হেনরি লম্বা, রোগা, সোনালি চুল, মুখের গড়ন এমন মনে হয় সবসময় হাসছে। তার বাবা গির্জার পাদ্রি। লয়েস ওই অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ সময় কাটাল হেনরীর সঙ্গে গল্প করে। জানল হেনরী একটি চালু নার্সারীর স্বত্বাধিকারী এবং একজন প্রকৃতি প্রেমিক।

'কাল রাতে যদি ব্যস্ত না থাকো,' বলল হেনরী। 'তোমাকে নিয়ে আমি ডিনারে যেতে চাই।'

জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না লয়েস। 'ধন্যবাদ।'

হেনরী লসন ওকে নিয়ে গেল টরেন্টোর অন্যতম সেরা রেস্টুরেন্ট সাসাফ্রাজ-এ। মেনু দেখলেই জিভে জল আসে কিন্তু লয়েস হালকা ডিশের অর্ডার দিল যাতে হেনরী তাকে পেটুক না ভাবে।

হেনরী লক্ষ করল লয়েস শুধু সালাদ খাচ্ছে। সে বলল, 'এত কম খেলে চলবে?'

'আমি ওজন কমানোর চেষ্টা করছি,' মিথ্যা বলল লয়েস।

ওর বাহুতে হাত রাখল হেনরী। 'তোমাকে ওজন কমাতে হবে না, লয়েস। তোমার এ চেহারাটাই আমার পছন্দ।'

রোমাঞ্চ অনুভব করল লয়েস। ও-ই লয়েসের জীবনের প্রথম পুরুষ যে এরকম একটি কথা বলল।

'আমি তোমার জন্য স্টিক, পটেটো আর সিজার সালাদের অর্ডার দিচ্ছি,' বলল হেনরী।

ভাবতে ভালো লাগছে লয়েসের অবশেষে এমন একজন মানুষের ও দেখা পেয়েছে যে তার খিদেটা বোঝে এবং খেতে মানাও করে না।

পরবর্তী কয়েক হপ্তা ওরা যখনই সময় পেল, একত্রিত হলো। প্রথম ডেটের একমাসও যায়নি, হেনরি বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লয়েস। তোমাকে আমি আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।'

এ কথাগুলো শোনার সৌভাগ্য কোনদিন হবে ভাবেনি লয়েস। সে হেনরির হাতে হাত রেখে বলল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, হেনরি। আমি তোমার বউ হতে চাই।'

যে গির্জায় ওদের পরিচয় হয়েছিল, পাঁচদিন পরে সেখানেই বিয়েটা হলো। গ্যারির কজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এল বিয়েতে। বিয়ে পড়ালেন হেনরির বাবা। এত সুখি নিজেকে জীবনেও মনে হয়নি লয়েসের।

'তোমরা হানিমুন করতে কোথায় যাবে?' জানতে চাইলেন রেভারেন্ড লসন।

'লেক লুইজিতে,' জবাব দিল হেনরী। 'খুব রোমান্টিক জায়গা।'

'বেশ।'

হেনরী জড়িয়ে ধরল লয়েসকে। 'বাকি জীবনের প্রতিটি দিন যেন আমাদের হানিমুনের মতো কাটে।'

সুখে চোখ বুজে এল লয়েসের।

বিয়ের পরপরই ওরা হানিমুন করতে লেক লুইজিতে গেল। ক্যানাডিয়ান রকি পর্বতমালার ঠিক মাঝখানে, ব্যানফ ন্যাশনাল পার্কের মরুদ্যান যেন লেক লুইজি।

শেষ বিকেলে গন্তব্যে পৌছাল ওরা, লেকের পানিতে তখন অস্তগামী রবির রঙের খেলা।

হেনরী পাঁজাকোলা করে তুলে নিল লয়েসকে। 'তোমার খিদে পেয়েছে?'

স্বামীর চোখে চোখ রেখে হাসল লয়েস। 'না।'

'আমারও না। তাহলে আমরা এখনও পোশাক পরে আছি কেন?'

'তাই তো!'

দশ মিনিট পরে বিছানায় উঠে এল দুজনে। হেনরী শয্যার প্রেমিক হিসেবেও চমৎকার। সুখে জ্ঞান হারাবার দশা লয়েসের।

'ওহ্, ডার্লিং, আই লাভ ইউ সো মাচ।'

'আই লাভ ইউ টু, লয়েস,' বলল হেনরী। তারপর সিধে হলো। 'এখন আমরা ইন্দ্রিয়ের পাপ মোচন করব।'

বিস্মিত দেখাল লয়েসকে। 'কী করব?'

'হাঁটু মুড়ে বসো।'

হাসল লয়েস। 'তুমি ক্লান্ত হওনি, ডার্লিং?'

'হাঁটু মুড়ে বসো।'

হাসি ধরে রেখে মাথা দোলাল লয়েস। 'আচ্ছা, বসছি।'

উপুড় হয়ে বসল ও। অবাক হয়ে দেখল হেনরী ট্রাউজার্স থেকে লম্বা বেল্ট খুলে নিচ্ছে! হেঁটে এল লয়েসের কাছে। কী ঘটছে বোঝার আগেই সাঁই করে বেল্ট আছড়ে পড়ল লয়েসের নগ্ন নিতম্বে।

আর্তনাদ করে উঠল লয়েস। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল।

'তুমি কী—?'

ধাক্কা মেরে ওকে বসিয়ে দিল হেনরী। 'বললাম না ডার্লিং, আমরা ইন্দ্রিয়ের পাপ মোচন করব।' বেল্ট তুলে আবার মারল সে।

'থামো! থামো বলছি!'

'বসে থাকো,' উল্লসিত গলায় হুকুম দিল হেনরি।

লয়েস সিধে হবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। শক্ত হাতে ওকে চেপে ধরে রাখল হেনরি, আরেক হাতে সজোরে বেল্ট আবার আছড়ে পড়ল গায়ে।

লয়েসের মনে হচ্ছে ওর নিতম্ব ছিঁড়ে যাচ্ছে, আগুন ধরে গেছে জায়গাটায়।

'হেনরি! মাই গড! স্টপ ইট!'

অবশেষে ওকে ছেড়ে দিল হেনরি। সিধে হয়ে কাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'হয়ে গেছে।'

নড়াচড়া করতে পারছে না লয়েস। নিতম্বের নরম চামড়া কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। অনেক কষ্টে খাড়া হলো। মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। স্বামীর দিকে ভীত-আতংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'সেক্স পাপের কাজ। কামনার বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে।'

মাথা নাড়ল লয়েস, এখনও বাক্যহারা, যা ঘটেছে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'অ্যাডাম এবং ইভের কথা চিন্তা করো, মানুষের পতন শুরু তো ওখান থেকেই,' বলে চলল হেনরি।

কাঁদতে শুরু করল লয়েস, ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে।

'বললাম তো হয়ে গেছে,' লয়েসকে বুকে টেনে নিল হেনরি।

'আই লাভ ইউ।'

লয়েস অনিশ্চিত গলায় বলল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু—'

'ভয় নেই। আমরা কামনা জয় করেছি।'

লয়েস ভাবল তার মানে এ ঘটনার এখানেই সমাপ্তি। পাদ্রির সন্তান বলে বোধহয় সেক্স নিয়ে হেনরির মনে অনুশাসন বেশি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এটা শেষ হয়েছে।

হেনরী গাঢ় গলায় বলল, 'আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। চলো, ডিনার করে আসি।'

রেস্তোরায় গিয়ে চেয়ারে বসতেই পারছিল না লয়েস। কোমরের নিচে প্রচণ্ড ব্যথা। তবে বসার জন্য নরম কিছু চাইতে লজ্জা করছিল ওর।

'আমি অর্ডার দেব,' বলল হেনরি। নিজের জন্য সালাদ আর লয়েসের জন্যে প্রচুর খাবারের অর্ডার দিল সে। 'তোমার শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে, প্রিয়তমা।'

খাওয়ার সময় লয়েস কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি ভাবছিল। হেনরির মতো চমৎকার মানুষ জীবনে দেখেনি ও। কিন্তু মানুষটার এ উদ্ভট আচরণ ওকে বিমূঢ় করে তুলেছে। হেনরি কি মর্ষকামী? যাক, যা গেছে গেছে। আর তো এরকম কিছু ঘটবে না। লয়েস এ মানুষটার ঠিকমতো যত্ন আত্তি করবে, সারাজীবন ওকে ভালোবাসবে।

খাওয়া শেষ হলে হেনরী লয়েসের জন্য অতিরিক্ত ডেসার্টের অর্ডার দিল। ডেসার্ট পর্ব শেষ হলে হেনরি বলল, 'চলো, ঘরে যাই।'

'চলো।'

ঘরে ঢুকেই ওরা জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। হেনরী ওকে বুকে টেনে নিতেই শারীরিক সমস্ত বেদনা দূর হয়ে গেল লয়েসের। ওর লাভমেকিং-এর ধরনটা ভারী মধুর। আগেরবারের চেয়েও বেশি মজা পেল লয়েস।

মিলন শেষে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে লয়েস বলল, 'দারুণ লেগেছে।

'আমারও,' সায় দিল হেনরি। 'এসো, এখন পাপ মোচন করি। তুমি হাঁটু গেড়ে বসো।'

মাঝ রাতে, হেনরি ঘুমাচ্ছে, লয়েস নিঃশব্দে ওর সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে পালাল। প্লেনে চলে এল ভ্যাংকুভার। ফোন করল গ্যারিকে। লাঞ্চে সাক্ষাৎ হলো দু ভাই-বোনের। যা ঘটেছে গ্যারিকে সব খুলে বলল লয়েস।

'আমি ওকে ডিভোর্স দেব,' বলল লয়েস, 'তবে এ শহরে আমি আর থাকছি না।'

একটু চিন্তা করল গ্যারি। 'ডেনভারে আমার এক বন্ধুর একটি ইনসিওরেন্স এজেন্সি আছে, বোন। এখান থেকে ১৫০০ মাইল দূরে।'

'চমৎকার। আমি ওখানেই যেতে চাই।'

গ্যারি বলল, 'ঠিক আছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

দুই হপ্তা বাদে লয়েস ইনসিওরেন্স এজেন্সিতে যোগ দিল। গ্যারির সঙ্গে ওর নিয়মিত যোগাযোগ হয়। একটি ছোট, সুন্দর বাংলো কিনেছে লয়েস। দূরে রকি পর্বতমালা দেখা যায়। তার ভাইয়া প্রায়ই আসে ছোট বোনকে দেখতে। স্কি করে, মাছ ধরে কিংবা সোফায় বসে গল্প করে চমৎকার কেটে যায় সময়। 'তোমাকে নিয়ে আমার অনেক গর্ব, বোন,' লয়েসকে সবসময় কথাটা বলে গ্যারি। লয়েসও তার ভাইয়াকে নিয়ে গর্ব করে। গ্যারি বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছে, আন্তর্জাতিক একটি কর্পোরেশনে চাকরি করে, বিমান চালানো তার শখ।

লয়েস গ্যারির কথা ভাবছে, সদর দরজায় নক্ হলো। জানালা দিয়ে তাকাল ও কে এল দেখতে। টম হুয়েবনার। লম্বা, রুখু চেহারার এক চার্টার-পাইলট, গ্যারির বন্ধু।

দরজা খুলে দিল লয়েস। ঘরে ঢুকল টম।

'হাই, টম!'

'লয়েস।'

'গ্যারি এখনও পৌঁছায়নি। ওর প্লেনের শব্দ বোধহয় পেয়েছি খানিক আগে। যে কোনও মুহূর্তে চলে আসবে। তুমি কি বসবে নাকি—।'

টম স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ করছে লয়েসকে। 'তুমি খবর দেখনি?'

মাথা নাড়ল লয়েস। 'না। কী হয়েছে? নিশ্চয় যুদ্ধটুদ্ধ বাধেনি—'

'লয়েস, একটা খারাপ খবর আছে। খুবই খারাপ খবর।' শক্ত শোনাল কণ্ঠ। 'গ্যারিকে নিয়ে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল লয়েস। 'ওকে নিয়ে কী?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল ও,' বলল টম। 'অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওর। মারা গেছে।' দপ করে লয়েসের চোখ থেকে নিভে গেল আলো। 'আমি দুঃখিত। জানি তোমরা দুজন দুজনকে কী গভীর ভালোবাসতে।' কথা বলার চেষ্টা করল, জড়িয়ে গেল জিভ। 'কীভাবে— কীভাবে— কীভাবে—?'

টম ওর হাত ধরে একটি সোফায় নিয়ে গেল।

সোফায় বসে গভীর দম নিল লয়েস। 'কী— কীভাবে ঘটল?'

'ডেনভার থেকে কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে গেছে গ্যারির প্লেন।'

জ্ঞান হারাবার দশা হলো লয়েসের। 'টম, আমি একটু একা থাকতে চাই।'

টম উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল, 'আমি তোমাকে সঙ্গ দিই?'

'ধন্যবাদ, না, তোমাকে সঙ্গ দিতে হবে না। তুমি চলে যাও, প্লিজ।'

অস্থির চিত্তে সোফা ছাড়ল টম। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার কাছে আমার ফোন নাম্বার তো আছেই। দরকার হলেই ফোন কোরো।'

ও কখন চলে গেছে জানে না লয়েস। স্থানূর মতো বসে রইল। যেন কেউ ওকে বলেছে ও মারা গেছে।

শৈশবের কথা মনে পড়ছে। গ্যারি সবসময়ই ছিল ওর রক্ষাকর্তা। কোনও ছেলে লয়েসকে আপত্তিকর কিছু বললেই তেড়ে আসত ওর ভাইয়া। বড় হবার পরে গ্যারি ওকে নিয়ে বেসবল খেলা দেখতে যেত, যেত সিনেমায় এবং পার্টিতে। মাত্র হপ্তাখানেক আগেও ওরা একত্রে ছিল। দৃশ্যটা লয়েসের অশ্রুসজল চোখে ফুটে উঠল।

ডাইনিংরুমে বসে ছিল দুজনে। 'তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না, ভাইয়া।'

'রান্না খুব ভালো হয়েছে, বোন। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না। খিদে নেই।'

বড় ভাইকে এক নজর পরখ করল লয়েস। 'তোমার কী হয়েছে? অফিসে কোনও ঝামেলা?'

'হ্যাঁ,' প্লেটটি ঠেলে সরিয়ে দিল গ্যারি। 'আমার জীবন বিপদাপন্ন।'

চমকে উঠল লয়েস, 'কী?'

'বোন, সারা দুনিয়ায় মাত্র আধডজন লোকে জানে কী ঘটছে। সোমবার আমি তোর এখানে আসব। রাতটা থাকব। মঙ্গলবার সকালে ওয়াশিংটন যাব।'

বিস্মিত লয়েস। 'ওয়াশিংটন কেন?'

'প্রাইমা নিয়ে কথা বলতে।'

তারপর গ্যারি বিষয়টি ব্যাখ্যা করল লয়েসকে।

এখন গ্যারি মারা গেছে। 'আমার জীবন বিপদাপন্ন।' বলছিল ও। দুর্ঘটনায় মারা যায়নি ওর ভাইয়া। তাকে কেউ খুন করেছে।

ঘড়ি দেখল লয়েস। এত রাতে কিছু করা যাবে না। তবে কাল সকালে ও একটা ফোন করবে। ওর ভাইয়ের খুনের বদলা নেবে। গ্যারি যে কাজটি করার পরিকল্পনা করেছিল তা শেষ করবে লয়েস। হঠাৎ প্রচণ্ড ক্লান্তি ভর করল ওর শরীরে। কাউচ থেকে খাড়া হতে রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হলো। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

সোজা বেডরুমে ঢুকল লয়েস। বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। এমন ক্লান্ত শরীর, কাপড় ছাড়ার শক্তিও নেই। বিছানায় হতবুদ্ধির মতো শুয়ে থাকল ও। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

লয়েস স্বপ্ন দেখল সে আর গ্যারি দ্রুতগতির একটি ট্রেনে চড়েছে। ক্যারেজের সকল যাত্রী ধূমপান করছে। গরম হয়ে উঠছে ঘর, ধোঁয়া নাকে যেতে কেশে উঠল লয়েস। কাশতে কাশতে ঘুম থেকে জেগে গেল ও। চোখ মেলে চাইল। চারপাশে তাকাতেই ধড়াশ করে উঠল কলজে। বেডরুমে দাউদাউ জ্বলছে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে দরজা-জানালার পর্দা। সারা ঘরে ধোঁয়া। লয়েস হাচড়ে পাচড়ে নামল বিছানা থেকে কাশতে কাশতে। দম বন্ধ করে টলতে টলতে ঢুকল লিভিংরুমে। আগুন এ ঘরের পুরোটাই গ্রাস করে নিয়েছে, ধোঁয়ার ঘনকুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। দরজার দিকে বড়জোর দু কদম এগোতে পারল লয়েস, নিঃশেষ হয়ে এল শক্তি, হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে লয়েস রেনল্ডস দেখল অগ্নিশিখা ক্ষুধার্ত জিভ বের করে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে ওকে লেহন করার জন্য।

দশ

কেলির জীবনে সবকিছুই অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ঘটে চলছিল। মডেলিং-এর মূল বিষয়গুলো ও দ্রুত শিখে নিয়েছিল, ইমেজ প্রটেকশনের ট্রেনিং দিয়েছে ওকে মডেলিং এজেন্সি। জুগিয়েছে সাহস এবং শিখিয়েছে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। মডেলিং-এর বেশিরভাগটাই অ্যাটিটিউড নির্ভর, কেলির কাছে এর অর্থ স্রেফ অভিনয়।

'ওভারনাইট সেনসেশন' কথাটি বোধ করি কেলির জন্যই আবিষ্কার করা হয়েছে। সে শুধু উত্তেজক এবং উদ্দীপকই নয়, নিজেকে এমনভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখেছে যে ব্যাপারটি পুরুষদের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মতো মনে হয়। দুবছরের মধ্যে কেলি শীর্ষস্থানীয় মডেলদের কাতারে চলে এল। সে অন্তত এক ডজন দেশের পণ্যের বিজ্ঞাপন করছিল। কেলির বেশিরভাগ সময় কেটে যায় প্যারিসে, ওখানে তার এজেন্সির বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্টের অফিস।

একবার নিউইয়র্কে সফল একটি ফ্যাশন শো করার পরে, প্যারিসে ফেরার আগে কেলি গেল ওর মা'র সঙ্গে দেখা করতে। মাকে দেখে মনে হলো বয়স বেড়েছে দশ বছর, বিধ্বস্ত একটা চেহারা। মাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, ভাবল কেলি। মাকে খুব সুন্দর একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দেব আমি, যত্ন নেব।

মা মেয়েকে দেখে খুশিই হলো। 'তুই কাজে বেশ উন্নতি করছিস, কেলি। আমাকে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছিস এ জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই, মা। তোমার সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আমি চাই না তুমি আর এখানে—'

'দ্যাখো, কে এসেছে— হার হাইনেস,' কেলির সৎ বাবা ঘরে ঢুকল। 'তুমি এখানে কী চাও? যাও, ঝলমলে ড্রেস পরে ফ্যাশন প্যারেড করো গে।'

মাকে কথাটা পরে কোন একদিন বলব, মনে মনে ভাবল কেলি।

কেলির আরেকটা জায়গায় যাওয়া দরকার। সে চলে এল পাবলিক লাইব্রেরিতে। এখানে কেটেছে তার অনেক সুন্দর সময়।

হাতে আধ ডজন ম্যাগাজিন নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সময় অসংখ্য স্মৃতি ভিড় করে এল মনে।

ডেস্কে নেই মিসেস হাউস্টন। কেলি ভেতরে গেল। ভদ্রমহিলা করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন, পরনে সুন্দর একটি পোশাক, তাকে বই রাখছেন।

দরজা খোলার শব্দে মিসেস হাউস্টন বললেন, 'আসছি আমি এখুনি,' ঘুরেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কেলি! তুমি!' ওরা একজন আরেকজনের দিকে ছুটে গেল। জড়িয়ে ধরল।

মিসেস হাউস্টন কেলিকে ছেড়ে দিয়ে এককদম পেছালেন।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না সত্যি তুমি! তুমি এখানে কী করছ?'

'মাকে দেখতে এসেছিলাম। তবে আপনার সঙ্গেও দেখা করতে খুব ইচ্ছে করছিল।'

'তোমাকে নিয়ে যে কত গর্ব করি আমি তুমি ভাবতেও পারবে না।'

'মিসেস হাউস্টন, মনে আছে আমি আপনাকে বলেছিলাম কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব? আপনি বলেছিলেন যেদিন আপনি ফ্যাশন ম্যাগাজিনে আমার ছবি দেখতে পাবেন, সেদিনই মনে হবে ধন্যবাদটি পেয়ে গেছেন। এই যে দেখুন।' কেলি ম্যাগাজিনগুলো মিসেস হাউস্টনের হাতে দিল। এর মধ্যে রয়েছে এল্, কসমোপলিটান, ভ্যানিটি ফেয়ার এবং ভোগ পত্রিকা। প্রতিটি পত্রিকার প্রচ্ছদে কেলির ছবি।

'খুব সুন্দর হয়েছে তোমার ছবি। উদ্ভাসিত মিসেস হাউস্টন। 'এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।' তিনি নিজের ডেস্ক খুলে ওই পত্রিকাগুলোর কপি বের করলেন।

মুখে রা ফুটতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল কেলির। 'আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব আমি? আপনি আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছেন।'

'না, তুমি নিজেই বদলে ফেলেছ তোমার জীবন। আমি শুধু তোমাকে পেছন থেকে অল্প একটা ধাক্কা দিয়েছি।'

কেলি নিজের ব্যক্তি জীবন ক্ষুণ্ন হতে দিতে রাজি নয়, কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনা বলে একটা ব্যাপার থাকেই। ঝাঁকে ঝাঁকে ফটোগ্রাফাররা ওকে যত বেশি বিরক্ত করতে লাগল ওর মধ্যে ততই অপছন্দের লোকদের প্রতি একটা ফোবিয়া তৈরি হলো। কেলি একা থাকতে পছন্দ করে, ভাবে মার্কের কথা। ফিরে যায় অতীতে। সেদিনটির কথা মনে পড়ে ওর...

জর্জ ভি হোটেলের রেস্টুরেন্ট লো সিঙ্ক-এ লাঞ্চ করছে কেলি, প্রায় ভিখিরিদের মতো পোশাক পরা এক লোক ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফ্যাকাশে চামড়া, যেন সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত অনেকদিন। হাতে Elle পত্রিকার একটি কপি। সে পত্রিকা খুলে কেলির ছবি বের করল।

'এক্সকিউজ মী,' বলল আগন্তুক।

বিরক্ত চেহারা নিয়ে মুখ তুলে চাইল কেলি, 'বলুন?'

'আমি আপনার ছবি— এ পত্রিকায় আপনাকে নিয়ে একটি লেখা পড়লাম। বলছে আপনার জন্ম নাকি ফিলাডেলফিয়ায়।' লোকটার গলায় উৎসাহের সুর।

'আমারও জন্ম ওখানে। আপনার ছবি দেখে মনে হলো আমি যেন অনেক দিন ধরে আপনাকে চিনি এবং—'

শীতল গলায় কেলি বলল, 'না, আপনি আমাকে চেনেন না। এবং অচেনা কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে আমি মোটেই আগ্রহী নই।'

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' ঢোক গিলল লোকটা। 'আমি ঠিক ওভাবে— মানে— আমার নাম মার্ক হ্যারিস। আমি কিংসলে ইন্টারন্যাশনালে কাজ করি। আপনাকে এখানে দেখে ভাবলাম আপনার হয়তো একা একা লাঞ্চ করতে ভাল্লাগছে না তাই আমি—'

কঠোর হলো কেলির চাউনি।

'আপনি ভুল ভেবেছেন। এখন আপনি চলে গেলেই খুশি হই।'

তোতলাচ্ছে লোকটা। 'আ—আমি ঠিক বিরক্ত করতে চাইনি। আমি মানে—' কেলির চোখে অগ্নিদৃষ্টি। 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

বেশ কিছু পত্রিকার লে আউট করে দেয়ার জন্য চুক্তি করেছে কেলি। মার্ক হ্যারিসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন ও মডেলদের ড্রেসিংরুমে বসে পোশাক পরছিল, এমন সময় ওর কাছে তিন ডজন গোলাপ পৌঁছুল। কার্ডে লেখা *আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দয়া করে ক্ষমা করবেন। মার্ক হ্যারিস।*

কেলি ছিঁড়ে ফেলল কার্ড। 'ফুলগুলো কোনও শিশু হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

পরদিন সকালে ওয়ার্ডরোব মিস্ট্রেস আবার এল ড্রেসিংরুমে, হাতে একটা প্যাকেট। 'আপনার জন্য এক লোক এটা পাঠিয়েছে।'

একটি মাত্র অর্কিড। কার্ডে লেখা *আশা করি আমি ক্ষমা পেয়েছি। মার্ক হ্যারিস।*

কেলি ছিঁড়ে ফেলল কার্ড। 'ফুলগুলো রেখে দাও।'

এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন মার্ক হ্যারিস নানান উপহার পাঠাতে লাগল ঝুড়ি বোঝাই ফল, মুড রিং, খেলনা সান্তা ক্লস। কেলি সবগুলো উপহার ছুড়ে ফেলে দিল। পরের উপহারটি হলো অবশ্য একটু ভিন্নরকম ফরাসী একটি কুকুরছানা, তুলতুলে, ভারী সুন্দর দেখতে। তার গলায় একটি লাল ফিতে। ফিতের সঙ্গে আটকানো কার্ডে লেখা *এর নাম অ্যাঞ্জেল। আশা করি একে আমি যেমন ভালোবাসি আপনিও তেমন বাসবেন। মার্ক হ্যারিস।*

কেলি ইনফরমেশন বিভাগে ফোন করে কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের নাম্বার জোগাড় করল। প্রতিষ্ঠানটির অপারেটর সাড়া দিলে কেলি জানতে চাইল, 'আপনাদের ওখানে কি মার্ক হ্যারিস নামে কেউ কাজ করে?'

'জ্বী, মাদমোয়াজ্জেল।'

'আমি কি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'এক মিনিট।'

এক মিনিট পরে কেলি মার্কের পরিচিত কণ্ঠটি শুনতে পেল। 'হ্যালো?'

'মি. হ্যারিস?'

'বলছি।'

'আমি কেলি। আপনাকে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করার আমন্ত্রণ জানাতে ফোন করেছি।'

ওপাশে হতবুদ্ধি মার্ক। তারপর 'সত্যি? বাহ্, বেশ। খুব ভালো।'

মার্কের কণ্ঠে উত্তেজনা।

'লরেন্টে আজ আসুন। বেলা একটার সময় কেমন?'

'আসব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি—'

'আমি রিজার্ভেশন করে রাখছি। বিদায়।'

মার্ক হ্যারিস লরেন্টে একটি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কেলি কোলে সেই কুকুরছানাটি নিয়ে ঢুকল।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মার্কের চেহারা। 'আপনি— আপনি এসেছেন। ভাবিনি সত্যি আসবেন— অ্যাঞ্জেলকেও নিয়ে এসেছেন!'

'হুঁ,' কুকুরছানাটি মার্কের হাতে গুঁজে দিল কেলি।

'ও আপনার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে,' বরফ শীতল কণ্ঠ ওর, চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

মার্ক বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম—'

'শেষবারের মতো আপনাকে বলছি,' খেঁকিয়ে উঠল কেলি। 'আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। বোঝা গেছে?'

লাল টকটকে হয়ে গেল মার্কের মুখ। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি দুঃখিত। আমি বুঝিনি ঠিক— ভেবেছি— জানি না কী... আপনাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দরকার। একটু বসবেন, প্লিজ?'

কেলি 'না' বলতে গিয়েও বলল না। বসল। চেহারায় ঘৃণা ফুটিয়ে বলল, 'কী?'

গভীর দম নিল মার্ক হ্যারিস। 'আমি সত্যি খুব দুঃখিত। আপনাকে আমি বিরক্ত করতে চাইনি। ওই জিনিসগুলো পাঠিয়েছিলাম আপনাকে বিরক্ত করেছি বলে ক্ষমা চাইবার জন্য। শুধু একটা সুযোগ খুঁজেছি— আপনার ছবি দেখার পরে মনে হয়েছে

আপনাকে যেন আমি যুগযুগ ধরে চিনি। তারপর আপনাকে যখন মুখোমুখি দেখলাম, আপনাকে ছবির চেয়েও বেশি—' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ওর। 'আমার বোঝা উচিত ছিল আপনার মতো একজন মানুষ আমার মতো নগন্য এক লোকের ব্যাপারে কখনোই আগ্রহ বোধ করবেন না... আমি স্কুল ছাত্রদের মতো আচরণ করেছি। এজন্য অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না যে কীভাবে আপনাকে বলব যে আমার কীরকম লাগছে...' বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠ। 'আমি...আমি আসলে আমার মনের কথাগুলো প্রকাশ করতে মোটেই পটু নই। সারাটা জীবন একা একা কেটেছে আমার। কেউ কোনদিন...ছয় বছর বয়সে আমার বাবা মা'র ডিভোর্স হয়ে যায়, তারপর কাস্টোডি যুদ্ধ শুরু হয়। দুজনের কেউই আমাকে তাদের সঙ্গে রাখতে চায়নি।'

কেলি নীরবে লক্ষ করছিল মার্ককে। ওর কথা কেলির বুকে কবর হয়ে থাকা স্মৃতি নতুন স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে *'মেয়েটা জন্মাবার আগেই ওকে নষ্ট করে দাওনি কেন?'*

বলে চলেছে মার্ক। 'আমি আধডজন দত্তক পিতামাতার আশ্রয়ে বড় হয়েছি। কেউ কোনদিন আমাকে একটুও গ্রাহ্য করেনি...'

'এরা তোমার আংকেল। এদেরকে কখনও জ্বালাবে না,' মা'র কণ্ঠ শুনতে পেল কেলি।

'আমার মনে হয় আমি কোনও কাজই ঠিকমতো করতে পারি না,' মার্ক বলে চলেছে, কেলির মাথায় বাড়ি মারছে একেকটি কণ্ঠ *'রান্নাটা জঘন্য হয়েছে... ড্রেসটা তোমাকে একদম মানায়নি...এখনও বাথরুম পরিষ্কার করনি কেন...'*

'গ্যারেজে কাজ করানোর জন্য ওরা আমাকে স্কুলে পড়তে দিতে চায়নি। কিন্তু আ— আমি চেয়েছিলাম বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবো। ওরা বলত আমার মাথায় নাকি কিচ্ছু নেই...

মার্কের কথার মধ্যে ক্রমে ডুবে যাচ্ছে কেলি, মনে পড়ছে নিজের অতীত *'সব মডেলই বেশ্যা...*

'আমি কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু ওরা আমাকে পড়াশোনা করতে বাধা দিত...

মার্কের জীবন যেন কেলির জীবনের এপিঠ আর ওপিঠ।

'কলেজ? খামোকা জীবনের চারটা বছর নষ্ট করবে...

কেলি চুপচাপ বসে রইল, আগন্তুকের ব্যথাগুলো ওকে ভীষণ ছুঁয়ে গেছে।

'MIT'র বৃত্তি পেলাম। যদিও আমার দত্তক বাবা চায়নি আমি MIT তে পড়ি। তবু পড়াশোনা শেষ করলাম। তারপর এখানে এলাম কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের একটি শাখায় কাজ করতে।' দীর্ঘ বিরতি। 'অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে ভালোবাসার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া, এমন

একজনের সন্ধান পাওয়া যে আপনাকে ভালোবাসে... আর আমি এ কথায় বিশ্বাসী।'

কেলি নিশ্চুপ।

মার্ক হ্যারিস অদ্ভুত গলায় বলল, 'কিন্তু কী জানেন, আমি এমন কাউকে আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি যার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারব। কিন্তু সেদিন যখন আপনাকে দেখলাম...' আর এগোতে পারল না মার্ক।

বসে ছিল, চেয়ার ছাড়ল কোলে কুকুরছানাটিকে নিয়ে।

'সবকিছুর জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। প্রতিজ্ঞা করছি আপনাকে আর কোনদিন বিরক্ত করব না। বিদায়।'

চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে মার্ক, ডাকল কেলি।

'আমার কুকুরটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

ঘুরল মার্ক হ্যারিস। বিস্মিত। 'কী বললেন?'

'অ্যাঞ্জেলের মালিক আমি। ওকে তো আপনি আমাকে দিয়ে দিয়েছেন, তাই না?'

মার্ক দাঁড়িয়েই আছে। 'জ্বী, কিন্তু আপনি যে বললেন—'

'আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই, মি. হ্যারিস। অ্যাঞ্জেল আমার কাছে থাকবে। তবে ওকে আপনি মাঝে মাঝে দেখতে আসতে পারবেন।'

বিষয়টি বুঝতে এক লহমা সময় নিল মার্ক, তারপর সারা মুখ ভরে গেল হাসিতে। 'তার মানে আপনি বলছেন আমি— আপনি আমাকে—?'

কেলি বলল, 'বিষয়টি নিয়ে আজ রাতে ডিনারে বসে কথা বলি, কেমন?'

কেলি জানত না ঠিক ওই মুহূর্তে সে গুপ্তঘাতকের টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

এগারো
প্যারিস, ফ্রান্স

আইফেল টাওয়ারে আত্মহত্যার তদন্ত

১২ অ্যারনডিসমেন্টের রু হেনার্ডে, রিউলি পুলিশ সদর দপ্তরে একটি জেরা চলছে। আইফেল টাওয়ারের সুপারিনটেডেন্টকে জেরা করছে দুই গোয়েন্দা আন্দ্রে বেলমন্দো এবং পিয়েরে মারাইস।

সোমবার, ৬ মে

সকাল ১০-০০

সাবজেক্ট রেনে পাসকাল

বেলমন্দো : মশিউ পাসকাল, আমাদের বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, মার্ক হ্যারিস নামের যে মানুষটি আইফেল টাওয়ারের অবজারভেশন ডেক থেকে পড়ে গেছে বলা হয়েছে, সে আসলে খুন হয়েছে।

পাসকাল : খুন? কিন্তু আমি তো শুনলাম ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল—

মারাইস : প্যারাপেট থেকে সে দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে যেতে পারে না। প্যারাপেট অনেক উঁচু ছিল।

বেলমন্দো আর আমাদের কাছে প্রমাণ আছে ভিক্টিম মোটেই আত্মঘাতী স্বভাবের ছিল না। উইকএন্ডে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করেছিল সে। তার স্ত্রী কেলি— মডেল।

পাসকাল : কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন আমাকে এখানে ডেকে আনা হলো?

মারাইস কিছু বিষয়ে পরিষ্কার হবার জন্য। ওই রাতে রেস্টুরেন্ট ক'টার সময় বন্ধ হয়ে যায়?

পাসকাল : রাত দশটায়। ঝড়ের কারণে খালি ছিল জুলে ভার্নে। আমি ভাবলাম—'

মারাইস : লিফট কখন বন্ধ হয়েছে?

পাসকাল সাধারণত মাঝরাত পর্যন্ত লিফট চলাচল করে। কিন্তু সে রাতে কোনও পর্যটক ছিল না, কেউ ডিনার করতেও আসেনি। তাই রাত দশটা নাগাদ আমি লিফট চলাচল বন্ধ করে দিই।

বেলমন্দো : যে লিফটটি অবজারভেশন ডেক-এ যায়, সেটি সহ?

পাসকাল : জ্বী, সবগুলো।

মারাইস : লিফট ছাড়া কি অবজারভেশন ডক-এ যাওয়া সম্ভব?

পাসকাল : না। সে রাতে সবকিছু বন্ধ ছিল। কিন্তু আমি এসব প্রশ্নের কোনও মানে বুঝতে পারছি না। যদি—'

বেলমন্দো : বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। মশিউ হ্যারিসকে অবজারভেশন ডেক থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। ফ্লোর যদি বন্ধই থাকত, কাজ করছিল না লিফট, তাহলে মাঝরাতে তিনি ওখানে গেলেন কী করে?

পাসকাল : আমি জানি না। লিফট ছাড়া ওখানে ওঠা— অসম্ভব।

মারাইস কিন্তু লিফটে চড়ে মশিউ হ্যারিস অবজারভেশন টাওয়ারে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তার গুপ্তঘাতক বা গুপ্তঘাতকরা— তারা লিফটে চড়ে নেমেও আসে।

বেলমন্দো : অপরিচিত কেউ লিফট চালাতে পারে?

পাসকাল : না। ডিউটিতে থাকাকালীন অপারেটররা কখনও কোথাও যেতে পারে না। রাতের বেলা বিশেষ চাবি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় লিফট।

মারিয়াস : কতগুলো চাবি?

পাসকাল : তিনটি। আমার কাছে একটি থাকে, বাকি চাবি দুটো এখানেই রাখি।

বেলামান্দো : আপনি নিশ্চিত শেষ লিফটটি রাত দশটায় বন্ধ হয়ে যায়?

পাসকাল : জ্বী।

মারাইস : লিফট কে চালাচ্ছিল?

পাসকাল : টথ। জেরার্ড টথ।

মারাইস : আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

পাসকাল : আমিও।

মারাইস : মানে?

পাসকাল ওই রাতের পর থেকে টথের কোনও পাত্তা নেই। ওর বাড়িতে ফোন করেছিলাম। কেউ ফোন ধরেনি। ওর বাড়িঅলা বলেছে ও নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

মারাইস : যোগাযোগের কোনও ঠিকানা দিয়ে যায়নি?

পাসকাল : না। স্রেফ বাতাসে মিশে গেছে।

'*স্রেফ বাতাসে মিশে গেল?* আমরা কি বিখ্যাত হুডিনিকে নিয়ে কথা বলছি নাকি ফালতু একটা লিফট অপারেটরকে নিয়ে?'

ধমকের সুরে কথাটা যিনি বললেন তিনি ইন্টারপোল সদরদপ্তর প্রধান ক্লদ রিনদ। রিনদ বেঁটেখাটো, পঞ্চাশ বছর বয়সী তেজোদীপ্ত একজন পুরুষ, পুলিশ বিভাগে কুড়ি বছর ধরে একনিষ্ঠভাবে পালন করে আসছেন দায়িত্ব।

সাততলা বিশিষ্ট ইন্টারপোল সদরদপ্তরের মূল কনফারেন্স রুমের বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করছেন। এই আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থাটির ১২৬টি পুলিশ ফোর্স ছড়িয়ে রয়েছে আটাত্তরটি দেশে। ভবনটি প্যারিসের ষাট মাইল পশ্চিমে, সেন্ট-ক্লদ-এ। এখানে কাজ করছেন Surete Nationale এবং Prefacture de Paris-এর সাবেক গোয়েন্দারা।

বৃহৎ কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসে আছেন বারোজন লোক। গত এক ঘণ্টা ধরে তাঁরা জেরা করছেন ডিটেকটিভ বেলমন্দোকে।

ইন্টারপোলের সেক্রেটারি জেনারেল তেতো গলায় বললেন, 'তাহলে তুমি এবং ডিটেকটিভ মারাইস খুন হয়ে যাওয়া লোকটি সম্পর্কে কোনও তথ্যই জোগাড় করতে পারেনি। যদিও ওই জায়গায় প্রবেশ করাটাই তার পক্ষে অসম্ভব ছিল এবং ওখানে তার গুপ্তঘাতকদেরও প্রবেশ কিংবা নির্গমন ছিল অসম্ভব। এ কথাই তো তুমি বলতে চাইছ?'

'মারাইস এবং আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি—'

'তুমি এখন যেতে পার।'

'জ্বী, স্যার।'

গোয়েন্দা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একজন মন্তব্য করলেন, 'ও আমাদের কোনও কাজেই লাগল না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সেক্রেটারি জেনারেল রিনদ। 'বরং উল্টোটা বলা যায়। আমরা ইতিমধ্যে যা সন্দেহ করেছি ওর কথায় সে ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হওয়া গেল।'

ঘরের বাকি লোকজন তাঁর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'জেন্টলমেন, আমরা একটি ধাঁধা পেয়েছি যা রহস্যের মোড়কে আবৃত, এর ভেতরে রয়েছে এক প্রহেলিকা। এ অফিসে আমি আছি গত পনের বছর ধরে, আমরা সিরিয়াল কিলার, ইন্টারন্যাশনাল গ্যাং, দাঙ্গাহাঙ্গামা, হত্যাসহ নানান অপরাধ তদন্ত করেছি,' বিরতি। 'কিন্তু এতগুলো বছরে এরকম অদ্ভুত কেস আমার জীবনে আসেনি। আমি নিউ ইয়র্ক অফিসে একটি নোটিশ পাঠাচ্ছি।'

ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

ম্যানহাটান ডিটেকটিভদের প্রধান ফ্রাংক বিগলে সেক্রেটারি জেনারেল রিনদের পাঠানো ফাইল পড়ছেন। এমন সময় আর্ল গ্রীনবার্গ এবং রবার্ট প্রেটজার তাঁর অফিসে ঢুকল।

'আমাদেরকে ডেকেছিলেন, চিফ?'

'হুঁ। বসো।'

ওরা চেয়ারে বসল।

চিফ বিগলে একটুকরো কাগজ তুলে নিয়ে বললেন, 'আজ সকালে ইন্টারপোল এ নোটিশটি পাঠিয়েছে।' তিনি পড়তে শুরু কররেন। 'ছয় বছর আগে আকিরা ইসো নামে এক জাপানী বিজ্ঞানী টোকিওতে, নিজের হোটেল রুমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। মি. ইসো ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সম্প্রতি একটি প্রমোশন পেয়েছিলেন এবং অত্যন্ত কর্মচঞ্চল মানুষ ছিলেন তিনি।'

'জাপান! কিন্তু এর সঙ্গে—'

'বলছি। তিন বছর আগে ম্যাডেলিন স্মিথ নামে বত্রিশ বছরের এক সুইস বিজ্ঞানী জুরিখে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গ্যাস চালিয়ে দিয়ে বেছে নেন আত্মহননের পথ। তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং অনাগত সন্তানের পিতাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন। বন্ধুদের মতে, বিজ্ঞানীকে তারা অত সুখি কখনও দেখেনি।' চিফ মুখ তুলে চাইলেন দুই গোয়েন্দার দিকে।

'তিন দিন আগে সোনজা ভারব্রুগ নামে বার্লিনের এক নারী বাথটাবে ডুবে মারা যায়। ওই একই রাতে মার্ক হ্যারিস নামে এক আমেরিকান আইফেল টাওয়ারের অবজারভেশন ডেক্স থেকে লাফিয়ে পড়ে। একদিন বাদে, গেরি রেনল্ডস নামে এক কানাডিয়ান ডেনভারে, পাহাড়ের সঙ্গে তার সেশনার সংঘর্ষে প্রাণ হারায়।'

গ্রীনবার্গ এবং রবার্ট তাদের বসের কথা শুনছে আর বিমূঢ় ভাব প্রকটতর হচ্ছে তাদের চেহারায়।

'এবং গতকাল, তোমরা ইস্ট রিভারের তীরে পেয়েছ রিচার্ড স্টিভেন্সের লাশ।'

বিস্মিত গ্রীনবার্গ প্রশ্ন করল, 'এসবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী?'

নিরুত্তাপ গলায় জবাব এল, 'সবগুলো একই কেস।'

চোখ বড়বড় হয়ে গেল গ্রীনবার্গের। 'কী? আচ্ছা, মৃত্যুর ঘটনাগুলো একবার ঝালিয়ে নিচ্ছি। ছয় বছর আগে এক জাপানী মারা গেছে, একজন সুইশ তিন বছর আগে, এবং ক'দিনে মৃত্যুবরণ করেছে একজন জার্মান, একজন কানাডিয়ান এবং দু'জন আমেরিকান।' একটুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সে প্রশ্ন করল, 'কেসগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির কী সম্পর্ক?'

ইন্টারপোল থেকে পাঠানো নোটিশটি গ্রীনবার্গের হাতে দিলেন চিফ বিগলে। পড়তে পড়তে চোখ বিস্ফারিত হলো গ্রীনবার্গের। মুখ তুলে চাইল সে, ধীর গলায় বলল, 'ইন্টারপোলের ধারণা এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থিংক-ট্যাক কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ? এ হাস্যকর।'

রবার্ট বলল, 'চিফ, আমরা বিশ্বের বৃহত্তম থিংক-ট্যাংক নিয়ে কথা বলছি।'

'যারা খুন হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই KIG'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কোম্পানিটির মালিক ট্যানার কিংসলে। তিনিই কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। শুধু তাই নয় তিনি প্রেসিডিন্সিয়াল সায়েন্স কমিটির চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল অ্যাডভান্সড প্ল্যানিং ইন্সটিটিউট-এর প্রধান এবং পেন্টাগনের ডিফেন্স পলিসি বোর্ডের সঙ্গেও জড়িত। তুমি এবং গ্রীনবার্গ মি. কিংসলের সঙ্গে কথা বলবে।'

আর্ল গ্রীনবার্গ ঢোক গিলল। 'জ্বি।'

'আর আর্ল...'

'জ্বী?'

'মৃদু পায়ে হাঁটবে এবং সঙ্গে বহন করবে একটি ছোট লাঠি।'

পাঁচ মিনিট পরে, আর্ল গ্রীনবার্গ ট্যানার কিংসলের সেক্রেটারির সঙ্গে ফোনে কথা বলল। কথা শেষ করে ফিরল রবার্টের দিকে। 'মঙ্গলবার সকাল দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। মি. কিংসলে এ মুহূর্তে ওয়াশিংটনে কংগ্রেশনাল কমিটি হিয়ারিং-এ আছেন।'

ওয়াশিংটন ডি.সিতে সিনেট সিলেক্ট কমিটিতে পরিবেশের ওপর হিয়ারিং শুরুর আগে সিনেট কমিটির ছয়জন সদস্যের একটি প্যানেল এবং তিন ডজন দর্শক ও সাংবাদিক মনোযোগ দিয়ে ট্যানার কিংসলের বক্তব্য শুনছিলেন।

ট্যানার কিংসলের বয়স চল্লিশের কোঠায়, লম্বা, সুদর্শন। ইস্পাত নীল চোখ, বুদ্ধির দীপ্তিতে সর্বদা ঝকমক করছে। তার নাকটা রোমানদের মতো খাড়া, দৃঢ় চিবুক, সুগঠিত একটি শরীর।

কমিটি প্রধান, সিনিয়র সিনেটর পলিন মেরী ভ্যান লুভেন ট্যানারের দিকে তাকিয়ে ফুরফুরে গলায় বললেন, 'আপনি এখন শুরু করতে পারেন, মি. কিংসলে।'

মাথা ঝাঁকাল ট্যানার। 'ধন্যবাদ, সিনেটর।' কমিটির অন্যান্য সদস্যদের দিকে ফিরল, কথা বলার সময় তার কণ্ঠে আবেগ ফুটল।

'সরকারে আমাদের কিছু রাজনীতিবিদ যখন বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং গ্রীন হাউজ ইফেক্ট নিয়ে কথার মারপ্যাঁচ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন ওজোন স্তরে ফুটোটা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে অর্ধেক বিশ্ব খরায় ধুঁকছে, বাকি অর্ধেক ডুবছে বন্যায়। রস সীতে জ্যামাইকার আকারের একটি আইসবার্গ স্রেফ গলে গেছে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে। দক্ষিণ মেরুতে ওজোনের গর্তের আকার দশ মিলিয়ন বর্গ মাইলে পৌঁছেছে।' প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য বিরতি দিল সে, তারপর ধীর গলায় পুনরাবৃত্তি করল, 'দশ মিলিয়ন বর্গমাইল।'

'আমরা দেখছি একের পর এক হারিকেন, সাইক্লোন, টাইফুন আর ঝড় ইউরোপকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ অনাহারে ভুগছে, তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তবে এ দুটো কেবলই শব্দ অনাহার এবং অস্তিত্ব বিলোপ। এ দুটোকে শব্দ হিসেবে আর ভাববেন না। ভাবুন এগুলোর অর্থ— পুরুষ, নারী এবং শিশুরা ক্ষুধার্ত ও গৃহহীন মৃত্যু তাদের গ্রাস করছে।

'গত গ্রীষ্মে ইউরোপে হিট ওয়েভে প্রাণ হারিয়েছে কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ।' ট্যানারের কণ্ঠ উঁচুতে উঠতে লাগল। 'কিন্তু আমরা এ জন্য কী করেছি? আমাদের সরকার গ্লোবাল এনভায়রোমেন্ট সামিটে কিয়োটো প্রোটোকল অনুমোদন করেনি। আসল কথা হলো, বাকি বিশ্বে কী ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। আমরা শুধু এগিয়ে যাব এবং আমাদের স্বার্থে লাগে এমন কাজ করব? আমরা কি এতই জড়বুদ্ধি এবং আত্মনিমগ্ন যে আমরা যা করছি তা দেখতে পাচ্ছি না—?'

বাধা দিলেন সিনেটর লুভেন। 'মি. কিংসলে, এটা বিতর্ক প্রতিযোগিতা নয়। আপনাকে আরও সংযত ভাষায় কথা বলতে অনুরোধ করছি।'

গভীর দম নিল ট্যানার। মাথা ঝাঁকাল। তারপর গলায় আগের চেয়ে কম আবেগ ফুটিয়ে বলতে লাগল, 'আমরা জানি, গ্রীনহাউজ এফেক্টের জন্য দায়ী ফসিল ফুয়েল পোড়ানো এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কলকারখানা যেগুলো আমরাই নিয়ন্ত্রণ করছি। কিন্তু গত পাঁচ লাখ বছরে এই নির্গতকরণ পৌঁছে গেছে সর্বোচ্চ সীমায়। বিষাক্ত করে তুলছে বাতাস যে বাতাসে আমাদের সন্তানরা এবং নাতিনাতনীরা নিশ্বাস নেয়। বায়ুদূষণ বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু বন্ধ করা হচ্ছে না কেন? কারণ এর সঙ্গে অনেক টাকার অংক জড়িত।' আবার তাঁর কণ্ঠ বজ্রের মতো ধ্বনিত হলো। 'টাকা! একজন মানুষের জীবনের তুলনায় এক ঝলক তাজা বাতাসে নিশ্বাস নেয়াটা টাকার অংকে কত বড়? এক গ্যালন গ্যাস? দু গ্যালন গ্যাস?' তার কণ্ঠ আরও জোরালো হয়ে উঠল। 'আমাদের বাসযোগ্য গ্রহ বলতে শুধু রয়েছে এ ধরিত্রী। অথচ তারপরও এ জমিন, এ সমুদ্র এবং এ বাতাস আমরা যত দ্রুত পারি বিষাক্ত করে তুলছি। আমরা যদি না থামি তো—'

আবার কথা বলে উঠলেন সিনেটর ভ্যান লুভেন।

'মি. কিংসলে—'

'ক্ষমা চাইছি, সিনেটর। আমি রেগে যাচ্ছি। আমাদের পৃথিবীটা চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অথচ একে রক্ষা করার জন্য কিছুই করছি না, এ ভাবনা আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে।'

কিংসলে আরও ত্রিশ মিনিট বক্তৃতা দিল। তার বক্তৃতা শেষ হবার পরে সিনেটর ভ্যান লুভেন বললেন, 'মি. কিংসলে, আপনি একবার আমার অফিসে আসুন, প্লিজ। এ শুনানি মুলতবি ঘোষণা করা হলো।'

সিনেটর ভ্যান লুভেনের অফিস ব্যুরোক্রেটিক ফ্যাশনে গতানুগতিকভাবে সাজানো একটি ডেস্ক, একখানা টেবিল, ছটি চেয়ার, এক সার ফাইলিং কেবিনেট, তবে সিনেটর তাঁর অফিসে নারীত্বের পরশও রেখেছেন রঙিন ফ্যাব্রিক, পেইন্টিং এবং ফটোগ্রাফ ঝুলিয়ে।

ট্যানার সিনেটরের অফিসে ঢুকে দেখল ভ্যান লুভেনের সঙ্গে দুজন লোক বসে আছে।

'এরা আমার সহকারী, করিন মার্ফি এবং ব্যারলি ট্রস্ট।'

করিন মার্ফি আকর্ষণীয়া, লাল চুল মাথায়। স্বর্ণকেশী ক্যারলি ট্রস্টও দেখতে সুন্দরী। দুজনেরই বয়স বিশের কোঠায়। সিনেটরের পাশে বসেছে তারা। ট্যানারকে দেখে দুই তরুণী মুগ্ধ।

'বসুন, মি. কিংসলে,' বললেন সিনেটর ভ্যান লুভেন।

বসল ট্যানার। সিনেটর তাকে এক পলক দেখলেন। তারপর বললেন, 'সত্যি বলতে কী, আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'তাই নাকি? আমি বিস্মিত সিনেটর। অথচ আমার ধারণা ছিল আমি অত্যন্ত স্বচ্ছ একজন মানুষ। আমি অনুভব করি—'

'আমি জানি আপনি কী অনুভব করেন। কিন্তু আপনার কোম্পানি আমাদের সরকারের সঙ্গে অনেকগুলো প্রকল্পের চুক্তি করেছে তবু আপনি পরিবেশ ইস্যুতে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করছেন। এটা এক ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর নয়?'

শীতল গলায় ট্যানার জবাব দিল, 'এটা ব্যবসার বিষয় নয়, সিনেটর ভ্যান লুভেন। এ মানবতার বিষয়। আমরা সারা বিশ্বে এক ভয়ংকর অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার সংকেত দেখতে পাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি সিনেট যাতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ফান্ড দিতে সম্মত হয়।'

শ্লেষের সুরে সিনেটর ভ্যান লুভেন বললেন, 'এর মধ্যে কিছু ফান্ড আপনার কোম্পানিতে যাবে, তাই না?'

'কে টাকা পাবে তা নিয়ে আমার কিছু আসে যায় না। আমি শুধু দেখতে চাই দেরি হয়ে যাবার আগেই যেন অ্যাকশন নেয়া হয়েছে।'

করিন মার্ফি আন্তরিক গলায় বলে উঠল, 'বাহ্, চমৎকার। আপনি দারুণ মানুষ তো!'

ট্যানার ফিরল তরুণীর দিকে। 'মিস মার্ফি, আপনি যদি এ কথা মানেন যে বেশিরভাগ মানুষের কাছে নৈতিকতার চেয়ে অর্থ বড় তাহলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হচ্ছে আপনার ধারণা সঠিক।'

ক্যারলি ট্রস্ট বলল, 'আপনি যা করতে চাইছেন তা এক কথায় চমৎকার।'

সিনেটর ভ্যান লুভেন তাঁর দুই সহকারীর দিকে কটমট করে তাকালেন, তারপর দৃষ্টি ফেরালেন ট্যানারের প্রতি। 'আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, তবে আমি আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলব এবং পরিবেশ ইস্যু নিয়ে তাঁরা কে কী ভাবছেন তা জানার চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে আমি পরে যোগাযোগ করব।'

'ধন্যবাদ, সিনেটর। তাহলে খুব ভালো হয়।' একটু ইতস্তত করে ট্যানার যোগ করল, 'আপনি কখনও ম্যানহাটানে গেলে আপনাকে KIG তে নিয়ে যাব, ঘুরিয়ে দেখাব আমরা কী কাজ করছি। আশা করি আপনার খারাপ লাগবে না।'

সিনেটর ভ্যান লুভেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন।

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

বৈঠক শেষ।

বারো
প্যারিস, ফ্রান্স

মার্কের মৃত্যুর খবর জানার পর থেকে কেলি হ্যারিসের কাছে অসংখ্য ফোন, ফুল এবং ই-মেইল আসতে শুরু করল। প্রথম ফোনটা এল স্যাম মিডোসের কাছ থেকে, সে মার্কের সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

'কেলি! মাই গড, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না! আ—আমি বুঝতে পারছি না কী বলে সান্ত্বনা জানাব তোমায়। আমি ভয়ানক আপসেট। সবসময় মনে হয় ঘুরে দাঁড়ালেই দেখতে পাব মার্ককে। কেলি— আমি তোমার জন্য কী করতে পারি, বলো?'

'ধন্যবাদ, স্যাম, কিছু করতে হবে না।'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। তোমার যে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে...'

এরপরে মার্কের অন্তত ডজনখানেক বন্ধু ফোন করল। কেলি যেসব মডেলের সঙ্গে কাজ করেছে তাদের ফোনও এল।

মডেল এজেন্সি প্রধান বিল লার্নার ফোন করল। সান্ত্বনা জানিয়ে বলল, 'কেলি, জানি এটা যথার্থ সময় নয় তবে আমার মনে হয় এ মুহূর্তে কাজে ফিরলে তাতে তোমার ভালোই হবে। তুমি কবে থেকে কাজে লাগতে পারবে?'

'যেদিন মার্ক আমার কাছে ফিরে আসবে।'

ফোন রেখে দিল কেলি।

আবার বাজতে শুরু করেছে ফোন। অবশেষে রিসিভার তুলল কেলি।

'বলুন?'

'মিসেস হ্যারিস?'

ওকি এখনও মিসেস হ্যারিস আছে? মি. হ্যারিস বলে যে ছিল সে আর নেই তবে ও চিরদিন মিসেস হ্যারিস হয়ে থাকবে, মার্কের স্ত্রী।

দৃঢ় গলায় কেলি বলল, 'মিসেস মার্ক হ্যারিস বলছি।'

'আমি ট্যানার কিংসলের অফিস থেকে বলছি।'

এ লোকের সঙ্গে কাজ করে— করত মার্ক, ভাবল কেলি।

'বলুন?'

'মি. কিংসলে আপনাকে ম্যানহাটানে, তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করেছেন। কোম্পানির সদরদপ্তরে তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আপনি কি আসতে পারবেন?'

কেলি যেতে পারবে। এজেন্সিকে সে বলেছে তার সমস্ত বুকিং বাতিল করতে। তবে অবাক হয়েছে কেলি। ট্যানার কিংসলে কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন? ও বলল, 'পারব।'

'শুক্রবার প্যারিস ত্যাগ করা যাবে?'

'যাবে।'

'বেশ। চার্লস দ্য গল বিমানবন্দরে ইউনাইটেড এয়ার লাইন্সের একটি ফ্লাইট আপনার জন্য অপেক্ষা করবে।' ফ্লাইট নাম্বার জানাল লোকটা। নিউইয়র্কে অপেক্ষা করবে একটি গাড়ি।'

মার্ক কেলিকে ট্যানার কিংসলে সম্পর্কে বলেছে। মার্ক বলত লোকটা একটা প্রতিভা, তার সঙ্গে কাজ করে অনেক মজা। হয়তো মার্ককে নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করা যাবে, ভাবছে কেলি।

অ্যাঞ্জেল ছুটে এসে লাফ মেরে কেলির কোলে উঠল।

কেলি ওকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি বাইরে গেলে তুই কী করবি? আমার মা'র কাছে থাকবি। তবে বেশিদিন আমি বাইরে থাকব না।'

হঠাৎ কেলি সিদ্ধান্ত নিল কুকুরছানাটিকে কার কাছে দিয়ে যাবে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল কেলি। চলল সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিসে। নতুন লিফট বসাচ্ছে শ্রমিকরা। কেলি ওদিক দিয়ে যাবার সময় সবসময় কপালে ভাঁজ ফেলে।

ভবনের সুপারিনটেনেডেন্ট ফিলিপ সেন্ডর লম্বা, সুগঠিত, ব্যক্তিত্ববান একজন মানুষ। তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাও বেশ ভাল। মার্কের মৃত্যুর খবরে ওরা ভয়ানক কষ্ট পেয়েছে। মার্কের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে পেরে ল্যাচেস গোরস্তানে। কেলি সেন্ডর পরিবারকে ওখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

কেলি ফিলিপ্পির অ্যাপার্টমেন্টের দোরদোড়ায় এসে নক্ করল।

দরজা খুলল ফিলিপ্পি। কেলি বলল, 'আপনার কাছে একটা উপকার চাইতে এসেছি।'

'আসুন। ভেতরে আসুন। বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি, মাদাম হ্যারিস।'

'তিন/চারদিনের জন্য নিউইয়র্কে যেতে হচ্ছে আমাকে। আপনি কি ওই ক'টা দিন অ্যাঞ্জেলকে আপনাদের কাছে রাখতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি যাচ্ছেন কবে?'

'শুক্রবার।'

'বেশ। আমি সব দেখেশুনে রাখব। ভালো কথা, আপনাকে কি আমি বলেছি যে আমার মেয়ে লা সরবনে চান্স পেয়েছে?'

'না। বাহ্, বেশ। আপনার নিশ্চয় খুব গর্ব হচ্ছে।'

'তা তো হচ্ছেই। দু'হপ্তা পরে ও যাচ্ছে। আমরা সবাই উত্তেজিত। এ যেন স্বপ্নের বাস্তবায়ন।'

শুক্রবার সকালে, কেলি অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে ফিলিপ্পি সেন্ডরের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলো।

কেলি সুপারিনটেনডেন্টকে কাগজের কয়েকটি ব্যাগ দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে অ্যাঞ্জেলের প্রিয় খাবার আর খেলনা আছে—'

ফিলিপ্পি এক কদম পেছাল। তার পেছনে, মেঝের ওপরে কুকুরের জন্য একগাদা খেলনা।

হেসে উঠল কেলি। 'অ্যাঞ্জেল, তোকে চমৎকার একজন মানুষের কাছে দিয়ে যাচ্ছি।' সে কুকুরছানাটাকে আদর করল।

'বিদায়, অ্যাঞ্জেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ফিলিপ্পি।'

কেলি চলে যাচ্ছে, অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সুইচবোর্ড অপারেটর নিকোল প্যারাডিসকে দেখতে পেল দোরদোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ওকে বিদায় জানাতে। সাদাচুলের হাসিখুশি মহিলাটি আকারে এতটাই ক্ষুদ্রকায়, সুইচ বোর্ডে, নিজের ডেস্কে বসার পরে শুধু তার মস্তকটি দৃষ্টিগোচর হয়।

সে কেলির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমরা আপনাকে খুব মিস করব, মাদাম। প্লিজ, জলদি ফিরবেন।'

কেলি মহিলার হাত ধরল। 'ধন্যবাদ। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, নিকোল।' কয়েক মিনিট পরে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ও।

চার্লস দ্য গল বরাবরের মতো মাছের বাজারে পরিণত হয়েছে। মানুষ আর মানুষ! টিকেট কাউন্টার, দোকান, রেস্টুরেন্ট, সিঁড়ি সব মিলে যেন একটা পরাবাস্তব গোলকধাঁধা। প্রকাণ্ড চলন্ত সিঁড়িগুলো ওঠা-নামা করছে প্রাগৈতিহাসিক দানবদের মতো।

কেলি বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরে এয়ার পোর্ট ম্যানেজার পথ দেখিয়ে ওকে াইভেট একটি লাউঞ্জে নিয়ে এল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ওর ফ্লাইটের নাম ঘোষণা করা হলো। কেলি বোর্ডিং গেট-এ পা বাড়িয়েছে, কাছে দাঁড়ানো এক মহিলা ওকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল। কেলি দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতেই সে তার সেল ফোন দিয়ে একটি ফোন করল।

কেলি বিমানে ওর নির্ধারিত আসনে বসল। সারাক্ষণ ওর মন জুড়ে রইল মার্ক। লক্ষ করেনি প্লেনের বেশিরভাগ নারী-পুরুষ ওকে আড়চোখে দেখছে।

মাঝ রাতে অবজারভেশন ডেক-এ কী করছিল মার্ক? কার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিল ও? ভাবছে কেলি। সবচেয়ে বিদঘুটে প্রশ্ন হলো— মার্ক কেন আত্মহত্যা করতে যাবে? আমরা কত সুখি ছিলাম। একে অন্যকে জান দিয়ে ভালোবাসতাম। ও নিজেকে নিজে হত্যা করেছে এ আমি বিশ্বাস করি না। মার্ক এ কাজ করতে পারে না...মার্ক এ কাজ করতে পারে না...মার্ক এ কাজ করতে পারে না...

চোখ বুজল কেলি, ভাবছে ফেলে আসা দিনগুলোকে...

ওটা ছিল ওদের প্রথম ডেট। সেদিন কালো স্কার্ট আর উঁচু গলার সাদা ব্লাউস পরেছিল কেলি। বেশ নার্ভাস লাগছিল ওর। শৈশবের সেই কুৎসিত অভিজ্ঞতার পরে শুধু ব্যবসায়িক এবং চ্যারিটি বিষয়ক কাজকর্ম ছাড়া কেলি কোনদিন কোনও পুরুষের সঙ্গে বাইরে যায়নি।

মার্ক তো আমার প্রেমিক নয়, কেলি যেন বোঝাচ্ছিল নিজেকে। ও আর আমি স্রেফ বন্ধু হতে যাচ্ছি। ও হয়তো আমাকে সারা শহর ঘুরিয়ে দেখাবে, এর মধ্যে রোমান্টিকতার কোনও স্থান থাকবে না। এসব কথা ভাবছে ও, এমনসময় বেজে উঠল ডোরবেল।

কেলি বুক ভরে শ্বাস নিল, খুলল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে মার্ক। হাসছে। হাতে একটি বাক্স এবং কাগজের ব্যাগ। একটা ঢলঢলে ধূসর সুট পরেছে ও, মানায়নি একদমই। সবুজ শার্ট, লাল টকটকে টাই এবং বাদামী জুতো। কেলি প্রায় জোরে হেসে ফেলল। মার্ক ফ্যাশন বা স্টাইল বোঝে না, আর ওর এ সারল্যটুকুই বেশ লাগে কেলির। বহু পুরুষ মানুষ দেখেছে কেলি যারা সারাক্ষণ নিজেদের স্টাইল এবং চেহারা নিয়ে টেনশনে থাকে।

'এসো,' বলল কেলি।

'আশা করি বেশি দেরি করে ফেলিনি।'

'একদমই না,' বরং পঁচিশ মিনিট আগেই চলে এসেছে মার্ক।

মার্ক বক্সটা দিল কেলিকে। 'এটা তোমার জন্য।'

পাঁচ পাউন্ড ওজনের চকোলেটের বাক্স। কেলিকে বহু পুরুষ হিরে, ফারের পোশাক, পেন্থহাউজ ইত্যাদি দিতে চেয়েছে। কিন্তু চকোলেট ওকে এই প্রথম কেউ দিল। ওর খুব ভালো লাগল।

হাসল কেলি। 'ধন্যবাদ।'

ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরল মার্ক। 'আর এটা অ্যাঞ্জেলের জন্য।'

মার্কের উপস্থিতি টের পেয়ে লেজ নেড়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হলো অ্যাঞ্জেল।

মার্ক অ্যাঞ্জেলকে কোলে তুলে নিল, 'আমার কথা ও ভুলে যায়নি দেখছি।'

'কুকুরছানাটির জন্য অনেক ধন্যবাদ,' বলল কেলি। 'ও সঙ্গী হিসেবে চমৎকার। এমন মজার সঙ্গী জীবনে পাইনি।'

মার্ক কেলির চোখে চোখ রাখল। মুহূর্তে বলা হয়ে গেল অনেক না বলা কথা।

সন্ধ্যেটা কাটল চমৎকার। সঙ্গী হিসেবে খুব ভালো মার্ক। ওর সঙ্গে আছে বলে মার্ক যে কতটা রোমাঞ্চিত তা অনুভব করে কেলি রীতিমতো তাজ্জব। মার্ক বুদ্ধিমান, ওর সঙ্গে কথা বলে মজা আছে। সময় যেন আজ একটু দ্রুতই ফুরিয়ে গেল।

বিদায় নেয়ার সময় মার্ক বলল, 'আশা করি আবার একদিন ডিনারে আসব আমরা।'

'আমিও আশা করি।'

'তুমি সবচেয়ে কী পছন্দ কর, কেলি?'

'সকার গেম খেলতে। তুমি পছন্দ কর সকার?'

একটা ভোঁতা, শূন্য দৃষ্টি ফুটল মার্কের চেহারায়। 'আ-ইয়ে- মানে হ্যাঁ, পছন্দ করি।'

বেচারা মিথ্যাটাও ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারে না ভাবল কেলি। হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। 'শনিবার রাতে চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা আছে। যাবে তুমি?'

ঢোক গিলল মার্ক, দুর্বল গলায় জবাব দিল, 'নিশ্চয় যাব।'

কেলির অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ওকে পৌঁছে দিল মার্ক। কেলির বুকে হাতুড়ির আওয়াজ। এবারে আসছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ—

'এসো, শুভরাত্রির চুম্বন করি...আমি ভেতরে আসি? দুজনে মিলে একটু ঘুমিয়ে নিই...তুমি নিশ্চয় রাতটা একা কাটাতে চাইবে না?'

কেলির দোরগোড়ায় এসে মার্ক ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কোন্ বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছে, জানো?'

দম বন্ধ করল কেলি। এবারে শোনা যাবে সেই কথাগুলো। তোমার পাছা খুব

সুন্দর...তোমার বক্ষ দুটি আমার খুব পছন্দ...তোমার লম্বা পা জোড়া আমার ঘাড়ের ওপর রেখে...

'না,' শীতল গলায় জবাব দিল কেলি। 'কী লক্ষ করেছ?'

'তোমার চোখের যন্ত্রণা।'

কেলি কিছু বলার আগেই মার্ক বলল, 'শুভরাত্রি।'

কেলি দেখল ও চলে যাচ্ছে।

তেরো

পরের শনিবার রাতে চকোলেটের আরেকটি বাক্স। এবং বড়সড় একটি পেপার ব্যাগ নিয়ে হাজির হলো মার্ক।

'ক্যান্ডিটা তোমার জন্য। কাগজের ব্যাগের জিনিস অ্যাঞ্জেলের জন্য।'

ব্যাগ দুটো নিল কেলি। 'ধন্যবাদ। অ্যাঞ্জেলের তরফ থেকেও ধন্যবাদ।'

মার্ক অ্যাঞ্জেলকে আদর করছে, গলায় সারল্য ফুটিয়ে জানতে চাইল কেলি, 'তুমি সত্যি খেলা দেখতে যাবে?'

মার্ক মাথা ঝাঁকিয়ে সরল গলায় জবাব দিল, 'অবশ্যই।'

হাসল কেলি। 'বেশ।' ও জানে মার্ক জীবনেও সকার খেলা দেখেনি।

কিন্তু প্যারিসের সেন্ট জার্মেইন স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গিয়ে মার্কের ব্যাপারে ভুল ধারণাটা ভেঙে গেল কেলির। সাতষট্টি হাজার দর্শক এসেছে লিয়ন এবং মার্সেইর খেলা দেখতে। মার্ক দু দলের খেলোয়াড়দেরকেই চেনে। তারা মাঠের কে কোথায় খেলে জানে। এদের পারফরমেন্স দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করল সে খেলা চলাকালীন। সকার গেম সম্পর্কে কেলিও এত জানে না। সে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেল। লিয়ন জিতল খেলায়। মার্ক মন্তব্য করল, 'কী অসাধারণ একটা টীম!'

খেলায় মনোযোগ দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল কেলির কাছে। সে শুধু মার্ককে লক্ষ করছিল। এ লোক সকার সম্পর্কে এত কিছু জানে!

স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে কেলি জিজ্ঞেস করল, 'মার্ক, সকারের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ কদ্দিন ধরে?'

লাজুক চোখে কেলির দিকে তাকাল মার্ক। 'মাত্র তিনদিন। আমি কম্পিউটার সার্চ করছিলাম। তুমি খেলাটি ভালোবাস তাই ভাবলাম এ খেলা সম্পর্কে আমারও কিছু জেনে রাখা উচিত।'

কথাটা কেলিকে সাংঘাতিক স্পর্শ করল। এ অবিশ্বাস্য যে ও খেলাটা ভালোবাসে বলে মার্ক সকার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে এতটা সময় এবং শ্রম ব্যয় করেছে।

একটি মডেলিং অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে কেলি পরদিন ডেট করল।

'তোমাকে ড্রেসিংরুম থেকে নিয়ে আসবখন—'

'না!' কেলি চায় না মার্কের সঙ্গে অন্য মডেলদের পরিচয় হোক।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কেলি।

'মানে— একটা নিয়ম আছে, ড্রেসিংরুমে ছেলেদের ঢুকতে দেয়া হয় না।'

'ও, আচ্ছা।'

কেলি ভাবছিল, আমার উচিত হবে না এর সঙ্গে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়া—'

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনাদের সীট বেল্ট বেঁধে ফেলুন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কেনেডি বিমান বন্দরে অবতরণ করব।'

কেলি ঝাঁকি খেয়ে ফিরে এল বাস্তবে। সে নিউইয়র্কে এসেছে ট্যানার কিংসলের সাথে সাক্ষাত করতে। ওর সঙ্গে কাজ করত মার্ক।

কেউ খবরটা মিডিয়ার কাছে ফাঁস করেছে। প্লেন থেকে নামতেই মাছির মতো কেলিকে ছেঁকে ধরল সাংবাদিকরা। তাদের অনেকের হাতে টিভি ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন।

'কেলি, একটু এদিকে তাকাবেন?'

'আপনার স্বামী ঠিক কীভাবে মারা গেছেন?'

'পুলিশি তদন্ত হবে কি?'

'আপনারা কি ডিভোর্সের চিন্তা করছিলেন?'

'আপনি কি আমেরিকায় ফিরে আসছেন?'

'ঘটনা শোনার পরে আপনার কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?' *সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রশ্ন।*

কেলি সৌম্যদর্শন এক লোককে সাংবাদিকদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে কেলির দিকে তাকিয়ে হেসে হাত নাড়ল। কেলি তাকে ইংগিত করল এগিয়ে আসার জন্য।

টিভির টক-শো'র মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপস্থাপক হলো বেন রবার্টস। সে আগে কেলির সাক্ষাতকার নিয়েছে। ওদের মধ্যে দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বেন সাংবাদিকদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল। সাংবাদিকরা সবাই তাকে চেনে।

'হেই, বেন! কেলি তোমার শো-তে যাচ্ছে নাকি?'

'তোমার কি ধারণা কী ঘটেছে সে সম্পর্কে মুখ খুলবে কেলি?'

'তোমার আর কেলির একত্রে একটি ছবি নিতে পারি?'

বেন চলে এল কেলির কাছে। সাংবাদিকরা ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে কে কেলির কাছে আগে আসবে। হাঁক ছাড়ল বেন, 'বন্ধুগণ, এখন একটু ক্ষ্যামা দাও। তোমরা পরেও কেলির সঙ্গে কথা বলতে পারবে।'

মুখ বেজার করে চলে গেল সাংবাদিকের দল।

বেন কেলির হাত ধরল। 'আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি বলে বোঝাতে পারব না। মার্ককে আমি খুব পছন্দ করতাম।'

‘ঠিক আছে, বেন।’

বহির্গমনের দিকে এগুচ্ছে ওরা, বেন জিজ্ঞেস করল, ‘নিউইয়র্কে কী করছ তুমি?’

‘ট্যানার কিংসলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।’

মাথা দোলাল বেন। ‘মানুষটা খুব প্রভাবশালী।’ একটু থেমে যোগ করল, ‘কেলি, আমাকে যে কোনও প্রয়োজনে ডেকো, কাছে পাবে।’ চারপাশে চোখ বুলাল। ‘তোমাকে কেউ নিতে আসেনি? না এলে আমি—’

এমন সময় ইউনিফর্ম পরা এক শোফার এগিয়ে এল। ‘মিসেস হ্যারিস? আমি কলিন। গাড়ি বাইরে আছে। মি. কিংসলে আপনার জন্য মেট্রোপলিটান হোটেলে একটি সুইট ভাড়া করেছেন। টিকেটগুলো দিন। আমি আপনার লাগেজ নিয়ে আসি।’

কেলি ফিরল বেনের দিকে। ‘আমাকে ফোন করবে তো?’

‘অবশ্যই।’

দশ মিনিট পরে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল কেলি। কলিন বলল, ‘মি. কিংসলের সেক্রেটারি আপনাকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিনক্ষণ ঠিক করবেন। আপনার প্রয়োজনে সবসময়ই একটি গাড়ি প্রস্তুত থাকবে।’

‘ধন্যবাদ।’

আমি এখানে কী করছি? ভাবছে কেলি।

শীঘ্রি এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে ও।

চোদ্দ
ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

বৈকালিক সংবাদপত্রের হেডলাইনে চোখ বুলাচ্ছে ট্যানার কিংসলে *শিলা ঝড়ে বিপর্যস্ত ইরান* লেখায় এ ঘটনাকে অভিহিত করা হয়েছে 'প্রকৃতির উদ্ভট ঘটনা' হিসেবে। গ্রীষ্মকালে, তীব্র দাবদাহের সময় শিলা বৃষ্টি অস্বাভাবিক ঘটনাই বটে। ট্যানার বাযার টিপে সেক্রেটারিকে ডাকল। সে এলে বলল, 'ক্যাথি, এ আর্টিকেলটা কেটে সিনেটর ভ্যান লুভেনকে পাঠিয়ে দাও, সঙ্গে একটি চিরকুটসহ

'বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ক আপডেট।'

'এখুনি দিচ্ছি, মি. কিংসলে।'

ট্যানার কিংসলে ঘড়ি দেখল। দুই গোয়েন্দার আর আধঘণ্টার মধ্যে KIG তে চলে আসার কথা। সে নিজের বিলাসবহুল অফিসে চোখ বুলাল। এ সবই তার সৃষ্টি। KIG. তিনটে সহজ আদ্যক্ষরের পেছনে যে বিপুল শক্তি কাজ করছে তা ভেবে পুলকিত হলো সে। মাত্র সাত বছর আগে KIG'র যাত্রা শুরু। এর উত্থানের ইতিহাস শুনলে বিস্ময়ে সবার চোখ বড়বড় হয়ে যাবে। অতীত স্মৃতিগুলো ভিড় করে এল তার মনে...

মনে পড়ছে সেদিনটির কথা যেদিন সে KIG'র ডিজাইন করেছিল। একজন মন্তব্য করেছিল, 'একটা শূন্য কোম্পানির জন্য খুব বেশি চাকচিক্যময় লোগো।' সেই শূন্য কোম্পানিকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় আজ বিশ্ব পাওয়ার হাউজে পরিণত করেছে ট্যানার। শুরুর কথা ভাবছে সে, মনে হচ্ছে যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে।

বড় ভাই অ্যান্ড্রুর জন্মের পাঁচ বছর পরে ট্যানার কিংসলের এ পৃথিবীতে আগমন তার জীবন যাত্রা আমূল বদলে দেয়। ট্যানারের বাবা মা'র ডিভোর্স হয়ে যায়, মা আরেকটি বিয়ে করে গৃহত্যাগ করেন। ট্যানারের বাবা ছিলেন বিজ্ঞানী, দুই ভাই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে চাইছিল। চল্লিশ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তাদের বাবা।

ট্যানার তার ভাইয়ের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। আর এটা ক্ষণে ক্ষণে তার মনে জন্ম দিয়েছে হতাশা। ট্যানার যখন বিজ্ঞানের ক্লাসের সেরা পুরস্কারটি ছিনিয়ে নিল,

তাকে বলা হলো, 'পাঁচ বছর আগে অ্যান্ড্রু ছিল ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র। তার ছোট ভাইকে তো ভালো রেজাল্ট করতেই হবে...'

ট্যানার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জিতেছে, প্রফেসর বললেন, 'অভিনন্দন, ট্যানার। তোমার বড় ভাইয়ের পরে তুমি আবার এ পুরস্কারটি পেলে।'

টেনিস দলে যোগ দিয়েছে ট্যানার 'আশা করি তুমি তোমার ভাই অ্যান্ড্রুর মতোই ভালো খেলতে পারবে।'

গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে ট্যানার তোমার বিদায়ী ভাষণ খুব ভালো হয়েছে। অ্যান্ড্রুর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিল...

বড় ভাইয়ের ছায়ার আড়ালে বড় হয়ে উঠছিল ট্যানার, এবং এটা জানা তার জন্য যথেষ্ট মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে অ্যান্ড্রু সবকিছুতে প্রথম হতো বলেই সবাই দ্বিতীয় সেরা হিসেবে তাকে সবাই দেখত।

দু ভাইয়ের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাপারে মিলও ছিল উভয়েই দেখতে যথেষ্ট সুদর্শন, বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাবান। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় ধরনের পার্থক্য দুজনকে আলাদা করে দেয়। অ্যান্ড্রু ছিল পরার্থবাদী, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু ট্যানার এক্সট্রোভার্ট এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অ্যান্ড্রু পারতপক্ষে মেয়েদের ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না পক্ষান্তরে ট্যানারের চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব তার প্রতি মেয়েদেরকে আকৃষ্ট করে চুম্বকের মতো।

দু ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে পার্থক্য ছিল জীবনের লক্ষ্য নিয়ে। অ্যান্ড্রু শুধু জনহিতকর, সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখত, ওদিকে ট্যানারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সে বড়লোক হবে এবং ক্ষমতাবান হবে।

অ্যান্ড্রু কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরপরই একটি থিংক-ট্যাংকে কাজ করার প্রস্তাব লুফে নেয়। সেখানে সে শেখে ওরকম একটি প্রতিষ্ঠান সমাজের জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পাঁচ বছর পরে অ্যান্ড্রু নিজেই একটি থিংক-ট্যাংক চালুর চিন্তা করে।

অ্যান্ড্রু নিজের আইডিয়ার কথা ট্যানারকে জানালে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'দারুণ হবে! থিংক ট্যাংকগুলো সরকারের সঙ্গে চুক্তিবাবদ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করে। আর যে সব কর্পোরেশন এদেরকে ভাড়া করে তাদের কথা না-ইবা বললাম—'

বাধা দেয় অ্যান্ড্রু। 'আমার ইচ্ছা ওরকম কিছু নয়, ট্যানার। আমি এটা মানুষের সাহায্যে লাগাতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে গেছে ট্যানারের, 'মানুষকে সাহায্য?'

'হ্যাঁ। তৃতীয় বিশ্বে অনেক দেশ আছে যারা কৃষি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং-এর আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শ্রুতি আছে, তুমি যদি একজন মানুষকে মাছ

খেতে দাও, তাহলে তার এক বেলার খাবার জুটে যাবে। আর যদি তুমি তাকে মাছ ধরতে শিখিয়ে দাও, সে বাকি জীবন খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে।'

ট্যানার বলল, 'কিন্তু ভাইয়া, ওই দেশগুলো আমাদেরকে টাকা-পয়সা দিতে পারবে না—'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিশেষজ্ঞ পাঠাব। তাঁরা ওদেরকে মর্ডান টেকনিক শেখাবেন। এতে ওই দেশগুলোর মানুষের জীবন-যাত্রার মান বদলে যাবে। আমি তোমাকে আমার পার্টনার বানাব। আমাদের থিংক-ট্যাংকের নাম দেব 'কিংসলে গ্রুপ।' তুমি কী বলো?'

একটু ভেবে নিয়ে মাথা দোলাল ট্যানার। 'বুদ্ধি মন্দ না। তুমি যেসব দেশের কথা বলছ তাদের দিয়ে আগে কাজ শুরু করতে পারি। তারপর বড় অংকের টাকার পেছনে দৌড়াব— সরকার আমাদের সঙ্গে চুক্তি করবে এবং—'

'ট্যানার পৃথিবীটা কী করে আরও সুন্দর এবং বাসযোগ্য করে তোলা যায় সে কথাই শুধু ভাবো।'

হাসল ট্যানার। শুরুতে ওকে একটু সমঝোতা করতেই হবে। অ্যান্ড্রু যেমন চাইছে, শুরুটা সেভাবেই হবে, তারপর কোম্পানির প্রকৃত সম্ভাবনা অনুযায়ী একে আস্তে ধীরে গড়ে তুলবে ওরা।

'তো?'

হাত বাড়িয়ে দিল ট্যানার। 'আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, পার্টনার।'

ছয় মাস পরে, দুই ভাই লাল ইটের, অতি সাধারণ চেহারার ক্ষুদ্রাকৃতির একটি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির মধ্যে, ভবনের গায়ে একটি সাইনবোর্ড 'কিংসলে গ্রুপ।'

'কেমন লাগছে দেখতে?' গর্বিত গলায় জানতে চাইল অ্যান্ড্রু।

'দারুণ,' গলার স্বরে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিটি যেন প্রকাশ না পায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকল ট্যানার।

'ওই সাইনবোর্ড বিশ্বের বহু দেশের মানুষের জীবনে বয়ে আনবে সুখ, ট্যানার। তৃতীয় বিশ্বের দেশে পাঠানোর জন্য ইতিমধ্যে আমি কিছু এক্সপার্ট ভাড়া করতে শুরু করেছি।'

ট্যানার আপত্তি করে কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে রইল। ওর ভাইকে তাড়া দিয়ে লাভ হবে না। সে জিদ্দি মানুষ। তবে সময় আসছে, আসছে সময়, খুদে সাইন বোর্ডে চোখ রেখে মনে মনে বলল ট্যানার। সে দিন আর বেশি দূরে নেই যখন ওখানে লেখা থাকবে 'KIG. Kingsley International Group.'

জন হার্হহোল্ট, অ্যান্ড্রুর কলেজের এক বন্ধু, থিংক-ট্যাংক শুরু করার জন্য এক লাখ ডলার দিয়েছিল। বাকি টাকা অ্যান্ড্রু নিজেই জোগাড় করেছে।

আধডজন লোক ভাড়া করে পাঠিয়ে দেয়া হলো মোম্বাসা, সোমালিয়া এবং সুদানে। স্থানীয় অধিবাসীদেরকে তারা শেখাবে কীভাবে উন্নত করা যায় জীবনযাত্রার মান। তবে বিনিয়োগ থেকে কোনও অর্থপ্রাপ্তি হচ্ছিল না।

ট্যানারের কাছে এ ব্যাপারটি অর্থহীন মনে হচ্ছিল।

'অ্যান্ড্রু, আমরা যদি বড় বড় কোম্পানি থেকে কন্ট্রাক্ট জোগাড় করতে পারি—'

'আমরা এ কাজটা কখনোই করব না, ট্যানার।'

তাহলে আমরা করবটা কী? ভাবে ট্যানার। 'ক্রাইসলার কর্পোরেশন—'

হাসল অ্যান্ড্রু, 'আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে দাও।'

নিজেকে শান্ত রাখতে সমস্ত ইচ্ছেশক্তির দরকার হলো ট্যানারের।

থিংক-ট্যাংকে অ্যান্ড্রু এবং ট্যানারের আলাদা গবেষণাগার রয়েছে। ওরা যে যার নিজস্ব প্রকল্পের কাজ নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। অ্যান্ড্রুর কাজ শেষ করতে করতে প্রায়ই রাত কাবার হয়ে যায়।

একদিন সকালে ট্যানার প্ল্যান্টে এসেছে, ট্যানার তখনও কাজে ব্যস্ত। ভাইকে দেখে লাফ মেরে উঠল অ্যান্ড্রু।

'নতুন ন্যানোটেকনোলজির গবেষণায় একটা মেথড ডেভেলপ করছি আমি—'

ট্যানারের মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। গত রাতে পরিচয় হওয়া লাল চুলের গরম মেয়েটার কথা ভাবছে সে। বার-এ মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়, ট্যানার ওকে একটা ড্রিংক কিনে দিয়েছিল, মেয়েটি ট্যানারকে তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দারুণ কেটেছে দুজনের সময়। মেয়েটি যখন ট্যানারকে দুই পায়ে—

'...এটা দারুণ একটা জিনিস হবে। তোমার কী ধারণা, ট্যানার?'

সুখ ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল, 'ও হ্যাঁ, ভাইয়া, দারুণ হবে।'

হাসল অ্যান্ড্রু, 'জানতাম তুমি এর সম্ভাবনার দিকটা বুঝতে পারবে।'

কিন্তু ট্যানার নিজের গোপন এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। আমারটা যদি কাজে লেগে যায়, ভাবছে ও, গোটা দুনিয়া জয় করব আমি।

গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে ট্যানার। কয়েকদিন পরে, এক সন্ধ্যায় হাজির হয়েছে এক ককটেল পার্টিতে, ওর পেছন থেকে কথা বলে উঠল শ্রুতিমধুর একটি নারী কণ্ঠ। 'আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি, মি. কিংসলে।'

আশা নিয়ে ঘুরল ট্যানার। হতাশায় মোচড় খেল বুক। বক্তা একেবারেই সাদামাটা চেহারার এক তরুণী। তবে তার ঝকঝকে বাদামী চোখ জোড়া দারুণ

বুদ্ধিদীপ্ত, ঠোঁটে হালকা ব্যঙ্গাত্মক হাসি, ট্যানার মেয়েদেরকে বিচার করে শারীরিক সৌন্দর্য দিয়ে, আর এ মেয়েটি সে বিচারে ডাহা ফেল করেছে।

তবু মসৃণ গলায় বলল ট্যানার, 'আশা করি খারাপ কিছু শোনেননি।' কীভাবে মেয়েটাকে পাশ কাটানো যায় চিন্তা করছে।

'আমি পলিন কুপার। বন্ধুরা ডাকে পলা বলে। আপনি কলেজে পড়ার সময় আমার বোন জিনির সঙ্গে ডেট করতেন। সে আপনার জন্য পাগল ছিল।'

জিনি, জিনি...খাটো? লম্বা? কালো? স্বর্ণকেশী? মুখে হাসি ধরে মনে করার চেষ্টা করছে ট্যানার। কত মেয়েই তো ওর জন্য পাগল ছিল।

'জিনি আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।'

আরও বহু মেয়ে ট্যানারকে বিয়ে করতে চেয়েছে। 'আপনার বোন খুব ভালো ছিল। তবে আমরা ঠিক—'

উপহাস মেয়েটির চোখে। 'বাদ দিন। ওর কথা হয়তো আপনার মনেও নেই।'

বিব্রত ট্যানার। 'না, মানে—'

'ঠিক আছে। আমি ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম।'

স্বস্তি পেল ট্যানার। 'ওহ্, জিনির তাহলে বিয়ে হয়ে গেছে।'

'জ্বী।' বিরতি। 'তবে আমি এখনও বিয়ে করিনি। কাল রাতে আমার সঙ্গে ডিনারে যেতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

ট্যানার ভালো করে তাকাল মেয়েটির দিকে। ওর স্টান্ডার্ডের না বলেও দেখে মনে হচ্ছে এ মেয়ের ফিগার একেবারে খারাপ না। আর একে তো বিছানায় নিয়ে যাওয়া একদম সোজা।

পলিন লক্ষ করছে ট্যানারকে। 'বিল আমিই দেব।'

হাসল ট্যানার। 'ওটা আমি ম্যানেজ করতে পারব— অবশ্য আপনি যদি ওয়ার্ল্ড-ক্লাস ভোজন-বিলাসী না হয়ে থাকেন।'

'পরীক্ষা করেই দেখুন না।'

মেয়েটির চোখে চোখ রাখল ট্যানার, নরম গলায় বলল, 'দেখব।'

পরদিন সন্ধ্যায় হাল-ফ্যাশনের একটি রেস্টুরেন্টে ওরা ডিনার করল। পলা সাদা রঙের লো-কাট সিল্ক ব্লাউজ, কালো শার্ট আর হাই-হিল জুতো পরে এসেছে। ও যখন লম্বা পা ফেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকল, খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। যেন রাজকুমারী।

টেবিল ছেড়ে খাড়া হলো ট্যানার। 'গুড ইভনিং।'

ট্যানারের হাতটি ধরল পলা। 'গুড ইভনিং।' মেয়েটির সমস্ত অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিল আত্মবিশ্বাস। চেয়ারে বসে পলা বলল, 'আমার কোনও বোন নেই।' তাজ্জব ট্যানার। 'কিন্তু গতকাল যে বললে—'

হাসল পলা। 'তোমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিলাম, ট্যানার। আমার বন্ধুদের কাছে তোমার গল্প অনেক শুনেছি। তাই তোমাকে দেখার খুব শখ হয়েছিল। তোমার প্রতি আমি আগ্রহী হয়ে উঠি।'

মেয়েটি কি সেক্সের ইংগিত করছে? কার সঙ্গে ও কথা বলেছে? অনেক মেয়েই হতে পারে—

'ঝট করে কোনও উপসংহারে পৌঁছে যেও না। আমি তোমার পৌরুষের ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করিনি। কৌতূহল বোধ করেছিলাম তোমার মন নিয়ে।'

যেন মেয়েটি ওর মনের সব কথা বুঝে ফেলবে। 'তুমি তাহলে মন আর হৃদয়ের ব্যাপারে আগ্রহী?'

'অন্যান্যগুলোর মধ্যে এটিও একটি,' কণ্ঠে আবেদন ফুটিয়ে তুলল পলা।

একে বিছানায় তোলা তো একেবারেই ডাল-ভাত। ট্যানার উপসংহারে পৌঁছে গেছে ভেবে পলার হাত ধরল, 'ইউ আর রিয়েলি সামথিং,' আদর করছে হাতে। 'তুমি সবার থেকে আলাদা। আজ রাতটা দুজনে জমবে ভালো।'

হাসল পলা। 'তোমার কি কামোত্তেজনা জেগেছে, ডার্লিং?' এতটা খোলামেলা কথা আশা করেনি ট্যানার। এ মেয়ে দেখছি অন্যদের চেয়ে অনেক সরেস। মাথা দোলাল ট্যানার।

'সবসময় জেগে থাকে, প্রিন্সেস।'

হাসল পলা। 'বেশ। তোমার ছোট্ট কালো বইটি বের করো। দেখা যাক আজ রাতে কার সঙ্গে বিছানায় যাবার সুযোগ হচ্ছে তোমার।'

জমে গেল ট্যানার। মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করতে অভ্যস্ত সে, আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ে তাকে নিয়ে তামাশা করার সাহস পায়নি। কটমট করে পলার দিকে তাকাল সে। 'মানে?'

'মানে তোমার লাইনটাকে আমরা ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করব।'

মুখ লাল হয়ে গেল ট্যানারের। 'আমার লাইন মানে কী?'

ট্যানারের চোখে চোখ রাখল পলা। 'এটা সম্ভবত মেথুসেলার আবিষ্কার। তুমি যখন আমার সঙ্গে কথা বলবে, আমি চাই এমন কিছু তুমি আমাকে বলবে যা আগে কখনও কোনও মেয়েকে বলনি।'

ট্যানার আগুন চোখে তাকিয়ে রয়েছে পলার দিকে। রাগ প্রশমনের চেষ্টা করছে।

এ মেয়ে ট্যানারকে কী ভেবেছে— হাই স্কুলের ছাত্র? রাগে ফুঁসছে ট্যানার। বড্ড বাড় বেড়েছে মাগীর। এর শোধ নিতেই হবে।

পনের

কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ-এর বিশ্ব সদরদপ্তর লোয়ার ম্যানহাটানে, ইস্ট রিভার থেকে দুই ব্লক দূরে। পাঁচ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে স্থাপনা। এতে রয়েছে চারটে বৃহদাকার কংক্রিট ভবন, সঙ্গে দুটো ছোট স্টাফ হাউস, গোটা সদরদপ্তর ঘিরে রেখেছে ইলেকট্রিক তারের বেড়া, পাহারার ব্যবস্থাও ইলেকট্রনিকভাবে।

সকাল দশটায় ডিটেকটিভ আর্ল গ্রীনবার্গ এবং রবার্ট প্রাগিটজার মূল ভবনের লবিতে ঢুকল। সুপ্রশস্ত এবং আধুনিক লবিটি সুসজ্জিত সোফা, টেবিল এবং আধ ডজন চেয়ার দ্বারা।

ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ কাছের টেবিলের ওপরে রাখা পত্রিকার স্তূপে চোখ বুলাল ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, নিউক্লিয়ার অ্যান্ড রেডিওলজিকাল টেররিজম, রোবোটিক্স ওয়ার্ল্ড... সে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং নিউজের একটি কপি তুলে নিল, ঘুরল রবার্টের দিকে। 'তোমার দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে এসব পত্রিকা পড়ে বিরক্ত লাগে না?'

মুচকি হাসল রবার্ট, 'হুঁ।'

দুই গোয়েন্দা পা বাড়াল রিসেপশনিস্টের দিকে। নিজেদের পরিচয় দিল। 'মি. ট্যানার কিংসলের সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'তিনি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের এক লোককে দিয়ে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে যান।' ওদের দুজনকে দুটো KIG ব্যাজ দিল রিসেপশনিস্ট। 'যাবার সময় এগুলো ফেরত দিয়ে যাবেন, প্লিজ।'

'নিশ্চয়।'

বাযার টিপল রিসেপশনিস্ট। আকর্ষণীয় চেহারার এক যুবতী উদয় হলো।

'মি. ট্যানার কিংসলের সঙ্গে এই ভদ্রলোকদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'জ্বী, আমি রেট্রা টাইলার, মি. কিংসলের একজন সহকারী। আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ।'

লম্বা, তকতকে করিডর ধরে যুবতীর সঙ্গে পা বাড়াল ডিটেকটিভদ্বয়। করিডরের দুপাশে অনেকগুলো অফিস। করিডরের শেষ মাথায় ট্যানারের অফিস।

ট্যানারের ওয়েটিংরুমে ডেস্কের পেছনে বসে আছে তাঁর ঝকঝকে তরুণী সেক্রেটারি ক্যাথি ওর্ডোনেজ।

'গুড মর্নিং, জেন্টলমেন। আপনারা ভেতরে যেতে পারেন।'

চেয়ার ছাড়ল সে, ট্যানারের প্রাইভেট অফিসের দরজা খুলে দিল। ভেতরে পা রাখল দুই গোয়েন্দা, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

বিরাট অফিস। গোটা অফিস সাজানো হয়েছে গোপন এবং রহস্যময় ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট দিয়ে। সাউন্ডপ্রুফ দেয়ালে সারবাঁধা পাতলা টিভি পর্দায় বিশ্বের বিভিন্ন শহরের লাইভ দৃশ্যাবলী। কিছু দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে কনফারেন্স রুম, অফিস, গবেষণাগার, আবার কয়েকটি টিভি পর্দায় ফুটে উঠেছে হোটেল সুইটের ছবি। ওখানে মীটিং চলছে। প্রতিটি সেটের রয়েছে নিজস্ব অডিও সিস্টেম, যদিও ভলিউম প্রায় কর্ণগোচর হয় না তবে ডজনখানেক বিভিন্ন ভাষার খণ্ড খণ্ড সংলাপ কেমন যেন গা ছমছমে একটা আবহ সৃষ্টি করেছে ঘরে।

প্রতিটি টিভি পর্দার নীচে শহরের নাম ফুটে উঠছে মিলান... জোহানেসবার্গ... জুরিখ...মাদ্রিদ...এথেন্স... দূরপ্রান্তের দেয়ালে আট তাক বিশিষ্ট বুক শেলফে চামড়া বাঁধানো বই বোঝাই।

ট্যানার কিংসলে একটি মেহগনি ডেস্কের পেছনে বসেছে। তার টেবিলে আধডজন বিভিন্ন রঙের বোতাম। চমৎকার করে ছাঁটা ধূসর রঙের সুট, হালকা-নীল শার্ট এবং নীল চেক টাই পরেছে সে।

দুই গোয়েন্দাকে দেখে সিধে হলো ট্যানার। 'গুড মর্নিং, জেন্টলমেন।'

আর্ল গ্রীনবার্গ বলল, 'গুড মর্নিং। আমরা—'

'আপনারা কে আমি জানি। ডিটেকটিভ আর্ল গ্রীনবার্গ এবং রবার্ট প্রাগিটজার।' হ্যান্ডশেক করল ওঁরা। 'বসুন, প্লিজ।'

বসল ডিটেকটিভদ্বয়।

রবার্ট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টিভি সেটে মুহূর্তে বদলাতে থাকা বিভিন্ন দৃশ্য। প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে।

জিজ্ঞেস করল, 'মি. কিংসলে, থিংক-ট্যাংকের কাজটা আসলে কী?'

'বটম লাইন? আমরা সমস্যার সমাধানকারী। যেসব সমস্যা সামনে সৃষ্টি হতে পারে আমরা সেগুলোর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করি। কিছু থিংক-ট্যাংক শুধু একটি এলাকা নিয়ে কাজ করে— সামরিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক। কিন্তু আমরা কাজ করি জাতীয় নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাইক্রোবায়োলজি, পরিবেশসহ আরও অনেক কিছু নিয়ে...

KIG কাজ করে স্বাধীন বিশ্লেষক হিসেবে, পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী বৈশ্বিক পরিণতি নিয়েও সমালোচনা করে।

'দারুণ তো,' মন্তব্য করল রবার্ট।

'আমাদের রিসার্চ স্টাফদের পঁচাশি ভাগের রয়েছে অ্যাডভান্সড ডিগ্রি, পয়ষট্টি ভাগেরও বেশি আছেন পিএইচডি ডিগ্রিধারী।'

'দ্যাটস ইমপ্রেসিভ।'

'আমার ভাই অ্যান্ড্রু কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য। সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের প্রচুর স্টার্ট-আপ প্রজেক্ট রয়েছে।'

একটা টিভি পর্দায় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল, শোনা গেল বজ্রের গুড়গুড় আওয়াজ। সবাই ওদিকে ঘুরে তাকাল। ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ বলল, 'কোথায় যেন পড়েছিলাম আপনি আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন।'

থমথমে দেখাল ট্যানারের চেহারা। 'হুঁ। কিংসলের মস্ত বড় বোকামো ছিল ওটা। KIG'র অন্যতম ব্যর্থটাও ছিল ওটা। ভেবেছিলাম প্রকল্পটা সফল হবে। উল্টো বন্ধ করে দিতে হয়েছে।'

রবার্ট জিজ্ঞেস করল, 'আবহাওয়া কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?'

মাথা নাড়ল ট্যানার। 'নির্দিষ্ট একটি সীমা পর্যন্ত। বহু লোক এ চেষ্টা করেছে। ১৯০০ শতকে নিকোলা টেসলা আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন রেডিও ওয়েভ দ্বারা বায়ুমণ্ডলের আইওনাইজেশন পরিবর্তন করা সম্ভব। ১৯৫৮ সালে আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট আয়নমণ্ডলে তামার সূচ দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে। দশ বছর পরে প্রজেক্ট পপেই নামে সরকার লাওসের বর্ষা ঋতু দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, হো চিমিন ট্রেইল-এর মাটির পরিমাণও তারা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। তারা রূপোর Iodide nuclei agent ব্যবহার করেছিল। মেঘে এগুলো ছুড়ে দিয়ে বৃষ্টি নামানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল ওটা।'

'কাজ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। তবে নির্দিষ্ট একটি এলাকায় পরীক্ষাটি চালানো হয়। আবহাওয়া কেন কখনও কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না তার অসংখ্য কারণ রয়েছে। একটি সমস্যা হলো এল নিনো প্রশান্ত মহাসাগরে উষ্ণ তাপমাত্রা সৃষ্টি করছে যার ফলে বিশ্বের ইকোলজিকাল সিস্টেম ব্যাহত হচ্ছে। আবার লা নিনা প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি করছে শীতল বাতাস। দুটো একত্রে যে কোনও ওয়েদার কন্ট্রোল প্ল্যান ব্যর্থ করে দিচ্ছে। দক্ষিণ গোলার্ধের ষাট ভাগ জুড়ে রয়েছে সাগর যা আরেকটি ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জেট স্ট্রিম যা ঝড়ের পথ তৈরির সহায়ক। ফলে এসব নিয়ন্ত্রণ করার কোনও সুযোগ নেই।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গ্রীনবার্গ। তারপর ইতস্তত গলায় প্রশ্ন করল, 'আমরা কেন এখানে এসেছি তা কি আপনি জানেন, মি. কিংসলে?'

এ নজর গোয়েন্দাকে পরখ করল ট্যানার। 'এটি একটি অলঙ্কারবহুল প্রশ্ন। নইলে আমি এটাকে অবমাননাকর বলে ধরে নিতাম। কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ একটি থিংক-ট্যাংক। আমার চারজন কর্মকর্তা গত চব্বিশ ঘণ্টায় রহস্যময়ভাবে মারা গেছে অথবা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা ইতিমধ্যে নিজেদের তদন্ত শুরু করে দিয়েছি। বিশ্বের প্রায় সব বড় বড় শহরেই আমাদের অফিস আছে। এসব জায়গায় ১৮০০ কর্মচারী কাজ করে। এদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমার জন্য কঠিন। তবে এ পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তা হলো খুন হয়ে যাওয়া আমার দুই কর্মচারী অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। এ কারণে হয়তো তারা জীবন হারিয়েছে তবে আপনাদেরকে দৃঢ় গলায় বলতে পারি এ জন্য কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের খ্যাতির বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা হ্রাস হবে না। আশা করছি আমাদের লোকজন এটা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

গ্রীনবার্গ বলল, 'মি. কিংসলে একটা কথা। শুনেছি ছয় বছর আগে আকিরা ইসো নামে এক জাপানী বিজ্ঞানী টোকিওতে আত্মহত্যা করেছেন। তিন বছর আগে ম্যাডেলিন স্মিথ নামে এক সুইস বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করেছেন—'

ওকে বাধা দিল ট্যানার। 'জুরিখে। এঁরা কেউ আত্মহত্যা করেননি। এঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে।'

বিস্মিত চেহারা নিয়ে দুই গোয়েন্দা একে অন্যের দিকে চাইল। 'আমার কারণে ওঁরা খুন হয়েছেন—'

'আপনি বলছেন—'

'আকিরা ইসো প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ছিলেন। টোকিও ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ নামে একটি জাপানি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় টোকিওতে, একটি আন্তর্জাতিক ইন্ড্রাস্ট্রি কনভেনশনে। আমরা দ্রুত বন্ধু হয়ে উঠি। ইসো যে কোম্পানিতে কাজ করতেন তার চেয়ে ভালো বেতন এবং কাজের পরিবেশ KIG তে দেয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল আমার। আমি তাঁকে এখানে কাজ করার প্রস্তাব দিই। তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বলা উচিত, এখানে কাজ করার ব্যাপারে ইসো বেশ উত্তেজিতই ছিলেন।' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ট্যানার। 'কোম্পানির চাকরিটা ছেড়ে না আসা পর্যন্ত বিষয়টি গোপন রাখার ব্যাপারে আমরা সম্মত হয়েছিলাম, কিন্তু ইসো নির্ঘাত কারও কাছে আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। কারণ এ নিয়ে পত্রিকায় একটি খবরও ছাপা হয়েছিল...

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ট্যানার, তারপর বলে চলল, 'যেদিন কাগজের খবরটা ছাপা হলো তার পরদিনই ইসোকে হোটেল রুমে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।'

রবার্ট প্রশ্ন করল, 'মি. কিংসলে, জাপানী বিজ্ঞানীর মৃত্যুর অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে না?'

মাথা নাড়ল ট্যানার। 'না। আমি বিশ্বাস করি না উনি আত্মহত্যা করেছেন। আমি গোয়েন্দা ভাড়া করি। তাদেরকে সহ আমার নিজের কিছু লোক পাঠিয়ে দিই জাপানে, আসলে কী ঘটছে জেনে আসার জন্য তারা নিয়মবিরুদ্ধ কোনও প্রমাণ খুঁজে পায়নি। আমি ভেবেছি আমার ধারণা বোধহয় ভুল। আমি তো আর ইসোর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না।'

'তাহলে আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন খুন হয়েছেন ইসো?' জানতে চাইল গ্রীনবার্গ।

'আপনারা বলেছেন তিন বছর আগে জুরিখে মেডেলিন স্মিথ নামে এক বিজ্ঞানী সুইসাইড করেছেন। তবে আপনারা বোধহয় জানেন না মেডেলিন স্মিথও তাঁর লোকদের ছেড়ে আমার কোম্পানিতে চাকরি করতে চেয়েছিলেন।'

ভুরু কোঁচকাল গ্রীনবার্গ। 'দুটো মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমনটি ভাবছেন কেন?'

ট্যানারের মুখ যেন পাথর। 'কারণ ওঁরা দুজনেই টোকিও ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের একটি শাখায় কাজ করতেন।'

থমথমে নীরবতা নেমে এল ঘরে।

রবার্ট বলল, 'আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না ওরা অন্য কোম্পানিতে চাকরি করতে চেয়েছে বলেই কেন ওদের যত কর্মচারীদের খুন করা হবে? যদি—'

'মেডেলিন স্মিথ স্রেফ কর্মচারী ছিলেন না। ইসোও তাই। ওঁরা ছিলেন প্রতিভাবান পদার্থ বিজ্ঞানী। ওরা এমন কিছু জিনিসের সমাধান দিতে চলেছিলেন যার ফলে ওঁদের কোম্পানি সাংঘাতিক ফুলে ফেঁপে উঠত। তাই ওরা দুই বিজ্ঞানীকে হাতছাড়া করতে চায়নি।'

'সুইস পুলিশ মেডেলিনের মৃত্যুর রহস্য তদন্ত করেনি?'

'করেছে। আমরাও করেছি। কিন্তু কোনও প্রমাণ পাইনি। সত্যি বলতে কী, এসব মৃত্যু নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে। আশা করি রহস্যের সমাধান করতে পারব। সারা বিশ্বজুড়ে KIG'র যোগাযোগ রয়েছে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। আশা করি আপনাদের তরফ থেকেও একই সহযোগিতা পাব।'

গ্রীনবার্গ বলল, 'নিশ্চয়।'

ট্যানারের ডেস্কে রাখা সোনার পাত দিয়ে মোড়া একটি ফোন বেজে উঠল। ট্যানার ফোন তুলল।

'হ্যালো... হ্যাঁ... তদন্ত খুব জোরেসোরে চলছে। এ মুহূর্তে আমার অফিসে দুজন গোয়েন্দা বসে আছেন। তাঁরা আমাদেরকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।' রবার্ট এবং গ্রীনবার্গের দিকে এক ঝলক তাকাল। 'ঠিক

আছে... কোনও খবর পেলে তোমাকে জানাব।' রিসিভার রেখে দিল ট্যানার।

গ্রীনবার্গ জিজ্ঞেস করল, 'মি. কিংসলে, আপনি কি এখানে কোনও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করেন?'

'আসলে জানতে চাইছেন আমি এমন কোনও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করি কিনা যে কারণে আধডজন মানুষ খুন হয়ে গেছে? ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ, সারা পৃথিবীতে শতাধিক থিংক-ট্যাংক রয়েছে, এ মুহূর্তে কিছু আবার ঠিক আমরা যে সমস্যা নিয়ে কাজ করছি তারাও একই বিষয় নিয়ে কাজে ব্যস্ত। আমরা এখানে আনবিক বোমা তৈরি করছি না। আপনার প্রশ্নের জবাব হলো 'না।'

খুলে গেল দরজা। হাতে কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে অফিসে ঢুকলেন অ্যান্ড্রু কিংসলে। অ্যান্ড্রুর সঙ্গে তাঁর ছোট ভাইয়ের চেহারায় মিল আছে সামান্যই। অ্যান্ড্রুর স্বাস্থ্য বোধহয় ভেঙে পড়ছে। ধূসর চুল পাতলা হয়ে আসছে, মুখে বলিরেখা, হাঁটছেনও কেমন খুঁড়িয়ে। অথচ ট্যানার কিংসলের অবয়ব থেকে ফুটে বেরুচ্ছে শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা, অ্যান্ড্রু কিংসলে কেমন উদাসীন, কথা শুনে মনে হলো একটু যেন জড় বুদ্ধির মানুষ।

'এগুলো— তুমি— যে নোটগুলো চেয়েছিলেন, সেগুলো, ট্যানার। আমি দুঃখিত কাজটা শেষ করতে পারিনি— মানে আরও আগে শেষ করতে পারিনি।'

'ঠিক আছে, ভাইয়া,' ট্যানার ফিরল দুই গোয়েন্দার দিকে।

'ইনি আমার বড় ভাই অ্যান্ড্রু। আর এরা হলেন ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ এবং রবার্ট।'

অ্যান্ড্রু গোয়েন্দাদের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন, পিটপিট করছেন চোখ।

'ভাইয়া, তুমি কি ওদেরকে তোমার নোবেল প্রাইজের গল্পটা বলবে?'

অ্যান্ড্রু ট্যানারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নোবেল প্রাইজ... নোবেল প্রাইজ...'

বিড়বিড় করতে করতে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন অ্যান্ড্রু।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ট্যানার। 'আমার বড় ভাই অ্যান্ড্রু এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, সত্যিকারের একজন ব্রিলিয়ান্ট মানুষ। সাত বছর আগে তাঁর একটি আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়। তিনি একদিন গবেষণা করছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গবেষণায় একটা গড়বড় হয়ে যায়। তারপর— তারপর থেকে আমার ভাইয়ার এ দশা।' করুণ শোনাল তার কণ্ঠ।

আর্ল গ্রীনবার্গ চেয়ার ছাড়ল। একটা হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্য। 'আমরা আপনার আর সময় নষ্ট করব না, মি. কিংসলে। তবে আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকবে।'

'জেন্টলমেন—' ইস্পাত কঠিন কিংসলের কণ্ঠ। 'এ অপরাধগুলোর রহস্যের দ্রুত সমাধান আমি চাই।'

ষোলো

সকালের সবগুলো কাগজে একই খবর ছাপা হলো। জার্মানীতে খরায় কমপক্ষে একশো মানুষ মারা গেছে, ক্ষতি হয়েছে লাখ লাখ ডলার শস্যের।

ট্যানার তাঁর সেক্রেটারি ক্যাথিকে বললেন, 'এ আর্টিকেলটা সিনেটর ভ্যান লুভেনকে পাঠিয়ে দাও একটা চিরকুটসহ

'Another global warming update. Sincerely...

পলার সঙ্গে কাটানো সন্ধ্যার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ট্যানার। মেয়েটি তার সঙ্গে কীরকম ধৃস্ট আচরণ করেছিল, তাকে নিয়ে তামাশা করেছে, কথাটা যতই মনে পড়ছে ততই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল ট্যানার। পলার সঙ্গে আবার দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল ট্যানার। ওকে কঠোর শাস্তি দেবে সে। তারপর ভুলে যাবে মেয়েটার কথা।

তিনদিন পরে ফোন করল ট্যানার।

'প্রিন্সেস?'

'কে?'

ইচ্ছে করল ঠাস কর রেখে দেয় ফোন। ক'টা পুরুষ এই মেয়েকে 'প্রিন্সেস' বলে ডেকেছে? চেষ্টা করে স্বাভাবিক রাখল কণ্ঠস্বর।

'ট্যানার কিংসলে বলছি।'

'ওহ্, হ্যাঁ। কী খবর তোমার?' পলার গলা আবেগ শূন্য।

আমি একটা ভুল করেছি, ভাবছে ট্যানার। এ মেয়েকে ফোন করা মোটেই উচিত হয়নি।

'তোমার সঙ্গে আরেকবার ডিনার করার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তুমি যা ব্যস্ত। থাক, বাদ—'

'আজ সন্ধ্যায় এসো?'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল ট্যানার। তবে মাগীকে আজকেই একটা শিক্ষা দিতে হবে।

চার ঘণ্টা পর। লেক্সিংটন এভিন্যুর পুচে, ছোট একটি ফরাসী রেস্তোরায় ট্যানার এবং পলা কুপার বসেছে। পলাকে দেখে কেন যে ওর খুশি খুশি লাগছে ভেবে পাচ্ছে না ট্যানার। সে ভুলেই গিয়েছিল মেয়েটার মধ্যে প্রাণের দারুণ একটা উচ্ছ্বাস আছে।

'তোমাকে বড্ড মিস করছিলাম, প্রিন্সেস,' বলল ট্যানার।

হাসল পলা। 'আমিও তোমাকে মিস করছিলাম। ইউ আর রিয়েলি সামথিং। তুমি সবার থেকে আলাদা।'

আবার ওকে নিয়ে ঠাট্টা শুরু করেছে পলা। গোল্লায় যাক মাগী।

মনে হচ্ছিল সেদিনের সন্ধ্যার রিপ্লে হতে চলেছে আজকের সাক্ষাত। ট্যানার তার অন্যান্য রোমান্টিক সন্ধ্যাগুলোতে সে নিজেই ছিল আসরের মধ্যমণি, প্রধান বক্তা। কিন্তু পলার সঙ্গে কথা বলার সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে সে, মনে হয় মেয়েটা সর্বদা পর থেকে এক কদম সামনে এগিয়ে রয়েছে। ট্যানার যা-ই বলুক, সবকিছুর জবাব যেন রেডি থাকে পলার কাছে। মেয়েটা ঘটে অনেক বুদ্ধি রাখে।যেসব মেয়ের সঙ্গে ট্যানার ডেট করেছে তারা সবাই ছিল সুন্দরী এবং ওর সঙ্গে বিছানায় যাবার জন্য একপায়ে খাড়া। কী যেন মিস করছে ট্যানার ঠিক বুঝতে পারছে ন। ওইসব মেয়েকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যেত। ট্যানারের শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য একরকম মুখিয়েই থাকত। ওদেরকে কাছে পেতে কোনও কষ্ট করতে হয়নি ট্যানারকে। কিন্তু পলা...

'তোমার কথা বলো শুনি,' বলল ট্যানার।

কাঁধ ঝাঁকাল পলা। 'আমার বাবা ছিলেন ধনী এবং প্রভাবশালী। অতিরিক্ত আদরে ছোটবেলাতেই বাঁদর হয়ে যাই। চাকর-চাকরানীরা আমার হুকুম তামিল করার জন্য একপায়ে খাড়া থাকত। সুইমিংপুলের পাশে বসে খাবার খেতাম। নিয়ে আসত ওয়েটাররা। কিন্তু আমার বাবা অতিরিক্ত খরুচে ছিলেন বলে একসময় সবকিছু হারাতে হয় তাঁকে। কষ্টটা সইতে পারেননি। মারা গেছেন। আমি তারপর থেকে এক রাজনীতিবিদের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছি।'

'কাজটা উপভোগ করছ?'

'না। লোকটা বোরিং।' ট্যানারের চোখে চোখ রাখল পলা। 'আমি আরও ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজছি।'

পরদিন ট্যানার আবার ফোন করল পলাকে। 'প্রিন্সেস?'

'তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম, ট্যানার,' পলার কণ্ঠে উষ্ণতা।

ট্যানার আনন্দ অনুভব করল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। আজ রাতে আমাকে ডিনারে নিয়ে যাচ্ছ?'

হেসে উঠল ট্যানার। 'কোথায় যেতে চাও বলো?'

'প্যারিসের ম্যাক্সিম-এ যেতে চাই। তবে তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব।'

আবার অপ্রস্তুত হয়ে গেল ট্যানার। তবে কী কারণে জানে না, পলার কথাগুলো ওর শরীরে রোমাঞ্চ জাগিয়েছে।

ফিফটিফিফথ স্ট্রিটে, লা কোটে বাস্কে ওরা ডিনার করল। খাওয়ার সময় সারাক্ষণ পলার দিকে তাকিয়ে থাকল ট্যানার। বুঝতে পারছে না কেন এ মেয়েটির প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ অনুভব করছে সে। চেহারা নয় আসলে ওকে আকৃষ্ট করেছে পলার মন এবং ব্যক্তিত্ব। চমৎকার একটা মন আছে পলার, অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী। বুদ্ধিমত্তা আর আত্মবিশ্বাস যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে গোটা সত্তা থেকে। এমন স্বাধীনচেতা মেয়ে জীবনে দেখেনি ট্যানার।

ওদের আলাপচারিতা গড়িয়ে চলে হাজারও বিষয় নিয়ে। আর সব বিষয়েই পলার পাণ্ডিত্য বিস্ময় সৃষ্টি করার মতো।

'জীবন নিয়ে তোমার ভাবনা কী, প্রিন্সেস?'

জবাব দেয়ার আগে ট্যানারকে একনজর পরখ করল পলা।

'আমি ক্ষমতা চাই— যে ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছু করা যাবে।'

হাসল ট্যানার। 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক ব্যাপারে মিল আছে।'

'এ কথা তুমি আর ক'টা মেয়েকে বলেছ, ট্যানার?'

রাগ হলো ট্যানারের। 'এসব ছাড়বে? যখন তোমাকে আমি বলি তুমি আর দশটা মেয়ের থেকে আলাদা তখন—'

'তখন কী?'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ট্যারের। 'তুমি আমাকে হতাশ করছ।'

'পুওর ডার্লিং। হতাশ বোধ করলে যাও একটা শাওয়ার নিয়ে নাও—'

আবার রাগে ট্যানারের শরীর তিড়বিড় করে জ্বলতে লাগল।

যথেষ্ট হয়েছে। 'নেভার মাইন্ড। কোনও লাভ নেই—'

'—আমার বাসায়?'

পলা কী বলেছে শুনেও বিশ্বাস হতে চাইল না ট্যানারের।

'তোমার বাসায়?'

'হ্যাঁ। পার্ক এভিনুতে ছোট একটি বাসা নিয়ে থাকি আমি।' বলল পলা। 'চলো, আমার বাসায় যাই?'

ওরা আর ডেসার্ট খেল না।

পলার 'ছোট বাসা'টি মোটেই ছোট নয়। রীতিমতো জমকালো অ্যাপার্টমেন্ট। দামী দামী আসবাবে সজ্জিত। ট্যানার চারপাশে চোখ বুলিয়ে রীতিমতো মুগ্ধ। যেমন বিলাসবহুল তেমনি অভিজাত। অ্যাপার্টমেন্টটি পলার রুচির সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। চমৎকার সব পেইন্টিং, বৃহদাকারের ঝাড়বাড়ি, ইটালিয়ান একটি সেটি চিপেনডেল চেয়ারের ছ'টির একটি সেট। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ট্যানার, পলা বলল, 'এসো, আমার বেডরুম দেখবে।'বেডরুম সাদায় সাদা। দেয়াল সাদা, ফার্নিচার সাদা, বিছানার ওপরে, সিলিং-এ প্রকাণ্ড একটি আয়না।

ট্যানার চারপাশে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'আমি সত্যি মুগ্ধ। এত সুন্দর—'

'শ্‌শ্‌,' পলা ট্যানারের পোশাক খুলতে শুরু করেছে 'পরে কথা বলব।'

ট্যানারের পোশাক খোলার পরে নিজের ড্রেসে হাত দিল পলা। দারুণ একটা শরীর ওর। যে কোনও পুরুষকে উত্তেজিত করে তুলবে। ট্যানারের গলা জড়িয়ে ধরল পলা, ওর শরীরে চেপে ধরছে নিজের শরীর, কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'এসো খেলা করি।'

বিছানায় উঠে পড়ল দুজনে। পলা রেডি হয়ে আছে ট্যানারের জন্য। ট্যানার যখন পলার শরীরে প্রবেশ করল, পলা দুই উরু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ট্যানারের কোমর, নিতম্ব তুলে ধাক্কা মারল। তারপর ছেড়ে দিল ওকে। আবার জড়িয়ে ধরল। বারবার এরকম করল পলা। ক্রমে উত্তেজিত করে তুলছে ট্যানারকে। পজিশন বদল করল ও, ফলে রতিমিলনে অন্যরকম স্বাদ পেল ট্যানার। সুখের শীর্ষে নিয়ে গেল ট্যানারকে যা ও কল্পনাও করেনি। জ্ঞান হারাবার দশা হলো ট্যানারের।

মিলন শেষে সারারাত গল্প করল ওরা।

তারপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় একত্রিত হলো ওরা। পলার রসবোধ এবং উচ্ছলতা বারবার ছুঁয়ে গেল ট্যানারকে। ট্যানারের চোখে ও হয়ে উঠল অপূর্ব সুন্দরী এক নারী।

একদিন সকালে অ্যান্ড্রু ট্যানারকে বলল, 'তোমাকে তো আগে কখনও এত হাসিখুশি দেখিনি। কারও সঙ্গে প্রেম করছ নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল ট্যানার। 'হুঁ।'

'সিরিয়াস বন্ধন? তুমি কি মেয়েটাকে বিয়ে করবে?'

'বিয়ে করার কথাই ভাবছি আমি।'

অ্যান্ড্রু ছোটভাইকে একটু পরখ করে নিয়ে বলল, 'ওকে বোধহয় কথাটা জানানো উচিত তোমার।'

ট্যানার বড় ভাইয়ের বাহুতে চাপড় দিল। 'জানাব।'

পরদিন রাতে পলার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে ট্যানার। ট্যানার শুরু করল, 'প্রিন্সেস, তুমি একবার আমাকে বলেছিলে তোমাকে এমন কোনও কথা আমার বলা উচিত যা আগে কখনও কোনও মেয়েকে বলিনি।'

'হ্যাঁ, ডার্লিং?'

'কথাটা হলো— আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপর হাসতে হাসতে ট্যানারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল পলা। 'ওহ্, ট্যানার!'

পলার চোখে চোখ রাখল ট্যানার। 'সম্মতি আছে তোমার?'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, ডার্লিং তবে— আমার একটা সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'কথাটা বলেছি তোমাকে। আমি বিশেষ কিছু করতে চাই। আমি চাই আমার হাতে অনেক ক্ষমতা থাকুক যা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারব আমি— বদলে দিতে পারব অনেক কিছু। আর এ জন্য দরকার টাকা। তোমার যদি কোনও ভবিষ্যত না থাকে তাহলে আমাদের ভবিষ্যত গড়ে উঠবে কীভাবে?'

ট্যানার পলার একটি হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'এটা কোনও সমস্যা নয়। আমি একটি ব্যবসার অর্ধেক মালিক। একদিন এ ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় হবে আমার। তখন যত টাকা চাও, পাবে।'

মাথা নাড়ল পলা। 'না। তোমার ভাই অ্যান্ড্রু তোমাকে বলে দেয় তোমার কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। তোমাদের দু ভাইয়ের সব খবরই আমি রাখি। তোমার ভাইয়া তোম্পানিটাকে বড় হতে দেবে না। আর তুমি আমাকে এখন যা দিতে পারবে তারচেয়ে বেশি আমার চাই।'

ট্যানার একটু চিন্তা করে বলল, 'চলো, তোমার সঙ্গে অ্যান্ড্রুর পরিচয় করিয়ে দিই।'

পরদিন তিনজনে মিলে লাঞ্চ করল। পলা বরাবরের মতো স্বতঃস্ফূর্ত থাকল। প্রথম দর্শনেই তবে অ্যান্ড্রুর পছন্দ হয়ে গেল। তার ছোট ভাই যেসব মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের অনেককেই পছন্দ নয় অ্যান্ড্রুর। কিন্তু এ মেয়েটি একদম অন্যরকম। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বুদ্ধিমতী এবং রসিক। অ্যান্ড্রু তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। এর মানে হলো 'তোমার পছন্দ মন্দ নয়।'

পলা বলল, 'KIG যা করছে, আমার ধারণা বেশ চমৎকার ভাবেই তা করছে, ভাইয়া। সারা পৃথিবীর মানুষকে সাহায্য করছে। ট্যানার আপনাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আমাকে সব কথা বলেছে।'

'যা করতে পারছি তাতেই আমরা খুশি। আশা করি এর চেয়েও ভালো কাজ দেখাতে পারব।'

'কোম্পানির প্রসার ঘটাতে যাচ্ছেন?'

'ঠিক তা নয়। যেসব দেশে সাহায্য দরকার সেসব দেশে আরও বেশি লোক পাঠাব।'

দ্রুত বলে উঠল ট্যানার, 'তারপর আমরা বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট পেতে শুরু করব এবং—'

হাসল অ্যান্ড্রু। 'ট্যানারটার ধৈর্য এত কম! তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমরা শুরুতে যা করতে চেয়েছি তা-ই করব, ট্যানার। মানুষকে সাহায্য করাই আমাদের একমাত্র ব্রত।'

ট্যানার তাকাল পলার দিকে। তার চেহারা ভাবলেশশূন্য।

পরদিন ট্যানার ফোন করল পলাকে। 'হাই, প্রিন্সেস। তোমাকে তুলে নিতে ক'টার সময় আসব?'

একটুক্ষণ বিরতি। 'ডার্লিং, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আজ রাতে ডেটিং করতে পারছি না।'

অবাক ট্যানার। 'কেন, কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। আমার এক বন্ধু বেড়াতে এসেছে শহরে। তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

বন্ধু? ঈর্ষার কাঁটার খোঁচা খেল ট্যানার। 'ঠিক আছে। তাহলে কাল রাতে। আমরা—'

'না, কাল রাতেও পারব না। সোমবার, কেমন?'

সাপ্তাহিক ছুটিটি পলা অন্য কারও সঙ্গে কাটাতে চায়। হতাশ এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ট্যানার রেখে দিল ফোন।

সোমবার রাতে পলা ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'উইকএন্ডে তোমাকে সময় দিতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত, ডার্লিং। পুরানো এক বন্ধু হঠাৎ করেই শহরে এসে হাজির—'

ট্যানারের চোখে ভেসে উঠল পলার বিলাসবহুল, দামী অ্যাপার্টমেন্টের ছবি। স্রেফ নিজের বেতন দিয়ে অত চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হবার সামর্থ্য নিশ্চয় পলার নেই। 'কে সে?'

'আমি দুঃখিত। তার নাম বলা যাবে না। সে— খুব পরিচিত একজন মানুষ। পাবলিসিটি একদম পছন্দ করে না।'

'তুমি কি তার প্রেমে পড়েছ?'

ট্যানারের হাত ধরল পলা, নরম গলায় বলল, 'ট্যানার, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।'

'সে কি তোমার প্রেমে পড়েছে?'

ইতস্তত গলায় জবাব এল, 'হ্যাঁ।'

ট্যানার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল   পলা যা চায় তা আমাকে দিতেই হবে। আমি ওকে হারাতে পারব না।

পরদিন ভোর ৪:৫৮ মিনিটে টেলিফোনের ঝনঝন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অ্যান্ড্রু কিংসলের।

'সুইডেন থেকে আপনার ফোন। একটু ধরুন, প্লিজ।'

এক মুহূর্ত বাদে, ঈষৎ সুইডিশ টানে একটি কণ্ঠ বলল, 'অভিনন্দন, মি. কিংসলে। ন্যানোটেকনোলজিতে নবধারার কাজের জন্য নোবেল কমিটি এ বছরের বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে আপনাকে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন...'*নোবেল প্রাইজ!* কথা শেষ হবার পরে দ্রুত জামাকাপড় পরে নিজের অফিসে চলে এল অ্যান্ড্রু। ট্যানার অফিসে ঢোকামাত্র সে ছোটভাইকে খবরটি দিল।

ট্যানার জড়িয়ে ধরল বড় ভাইকে। 'নোবেল পুরস্কার! দারুণ, ভাইয়া, দারুণ!'

সত্যি খুশি হয়েছে ট্যানার। কারণ এখন তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

পাঁচ মিনিট পরে পলাকে ফোন করল সে। 'এর অর্থ বুঝতে পারছ, ডার্লিং? KIG নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, তার মানে আমরা এখন থেকে প্রচুর কাজ পেতে থাকব। সরকারী বড় বড় কন্ট্রাক্ট আর বিরাট বিরাট কর্পোরেশন থেকে আমাদের কাজ আসবে। তোমাকে গোটা দুনিয়া কিনে দেয়ার সামর্থ হবে আমার।'

'বাহ্, চমৎকার, ডার্লিং।'

'এখন আর আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই তো?'

'ট্যানার, তোমাকে বিয়ে করতে আমার কখনোই আপত্তি ছিল না।'

রিসিভার রেখে দিল ট্যানার। খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে। এক ছুটে ঢুকল ভাইয়ের অফিসে। 'ভাইয়া, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

মুখ তুলে চাইল অ্যান্ড্রু, উষ্ণ গলায় বলল, 'খুব ভালো খবর। কবে হচ্ছে বিয়েটা?'

'শীঘ্রি। আমাদের সব স্টাফকে দাওয়াত দেব।'

পরদিন সকালে ট্যানার অফিসে ঢুকে দেখল তার জন্য অপেক্ষা করছে অ্যান্ড্রু। পরনে বুটেনিয়ার।

'এ পোশাকে হঠাৎ?'

হাসল অ্যান্ড্রু। 'তোমার বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। খবরটা শোনার পর থেকে আমার আর তর সইছে না।'

'ধন্যবাদ, ভাইয়া।'

খবরটা অফিসে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের খবর ঘোষণা করা হয়নি বলে কেউ কিছু বলছে না ট্যানারকে, শুধু ওর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

ট্যানার তার ভাইয়াকে সেদিন বলল, 'ভাইয়া, তুমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছ, এখন সবাই আমাদের কাছে আসবে। পুরস্কারের টাকা দিয়ে—'

বাধা দিল অ্যান্ড্রু। 'পুরস্কারের টাকা দিয়ে আমরা ইরিত্রিয়া এবং উগান্ডায় আরও বেশি লোক পাঠাতে পারব।' তুমি এ ব্যবসাটাকে দাঁড়া করাতে চাইছ না?'

মাথা নাড়ল অ্যান্ড্রু। 'আমরা যা করব বলে শুরু করেছিলাম তাই করব, ট্যানার।'

বড় ভাইয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল অ্যান্ড্রু।

'তুমি যা বলো, ভাইয়া। কারণ কোম্পানিটি তোমার।'

সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই পলাকে ফোন করল ট্যানার।

'প্রিন্সেস, ব্যবসার কাজে ওয়াশিংটন যাচ্ছি আমি। দু তিনদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।'

ঠাট্টার সুরে পলা বলল, 'তবে খবরদার কোনও স্বর্ণকেশী কিংবা কৃষ্ণকেশীর সঙ্গে যেন আবার জড়িয়ে পোড়ো না।'

'চান্স নেই। পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র নারী যাকে আমার হৃদয় দিয়ে রেখেছি।'

'আমিও।'

পরদিন সকালে ট্যানার কিংসলে এল পেন্টাগনে, কথা বলল আর্মি চিফ অব স্টাফ জেনারেল অ্যালান বার্টনের সঙ্গে।

'আপনার প্রস্তাবটি বেশ চিত্তকর্ষক,' বললেন জেনারেল বার্টন। 'কাকে দিয়ে পরীক্ষাটা করা যায় তা নিয়ে সম্প্রতি আমরা আলোচনা করছিলাম।'

'আপনাদের পরীক্ষার সঙ্গে মাইক্রো-ন্যানোটেকনলজির বিষয়টি জড়িত। আর এ ক্ষেত্রে কাজ করেই আমার ভাই ক'দিন আগে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে।'

'তা জানি আমরা।'

'সে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য মুখিয়ে আছে।'

'শুনে খুশি হলাম, মি. কিংসলে। খুব কম নোবেল পুরস্কার বিজয়ীই আছেন যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হন।' জেনারেল তাকিয়ে দেখলেন দরজা

বন্ধ আছে কিনা। 'এটা টপ সিক্রেট ব্যাপার। যদি সফল হতে পারি আমাদের অস্ত্র সম্ভারে এটি হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মলিকিউলার ন্যানো-টেকনোলজির সাহায্যে আমরা শরীরী পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারব। এ এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহুগুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'

ট্যানার বলল, 'এ এক্সপেরিমেন্টে কোনও বিপদের আশংকা নেই তো? আমি চাই না আমার ভাইয়ের কোনও ক্ষতি হোক।'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনাদের যা যা ইকুইমেন্ট দরকার আমরা সব পাঠিয়ে দেব। এর মধ্যে সেফ সুটও থাকবে। আপনার ভাইয়ার সঙ্গে আমাদের দুজন বিজ্ঞানীও কাজ করবেন।'

'তাহলে কাজ শুরু করে দিতে পারি?'

'কাজ শুরু করে দিতে পারেন।'

নিউইয়র্কে ফেরার পথে ট্যানার ভাবছিল এখন শুধু ভাইয়াটাকে রাজি করাতে পারলেই হলো।

সতেরো

অ্যান্ড্রু নিজের অফিসে রঙিন একটি বুকলেটের দিকে তাকিয়ে আছে। পুস্তিকাটি তাকে একটি চিরকুটসহ পাঠিয়েছে নোবেল কমিটি। চিরকুটে লেখা *আমরা আপনার উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছি।* ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড স্টকহোম কনসার্ট হল-এর দৃশ্য। একজন নোবেল বিজয়ী মঞ্চে হেঁটে যাচ্ছেন সুইডেনের রাজা চতুর্দশ কার্ল গুস্তাভের হাত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করার জন্য। আমিও শীঘ্রি ওখানে যাব, ভাবছে অ্যান্ড্রু।

খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল ট্যানার। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

পুস্তিকাটি একপাশে সরিয়ে রাখল অ্যান্ড্রু। 'কী কথা?'

বুক ভরে দম নিল ট্যানার। 'আমি এইমাত্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথা বলে এলাম। তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে, ওতে KIG-ও থাকবে। গবেষণাটি ক্রাইডজেনিক্স নিয়ে। ওরা তোমার সাহায্য চায়।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল অ্যান্ড্রু। সম্ভব না। আমি এর মধ্যে জড়াতে পারব না, ট্যানার। এসব আমাদের কাজের সঙ্গে যায় না।'

'এখানে টাকার কথা বলা হচ্ছে না, ভাইয়া। বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তোমার নিজের দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজটা তোমার করা উচিত। তোমাকে ওদের প্রয়োজন।'

ট্যানার আরও একঘণ্টা বড় ভাইকে বোঝাল, তোষামোদ করল। অবশেষে রাজি হলো অ্যান্ড্রু। 'ঠিক আছে। আছে। তবে এটাই প্রথম এবং শেষ কিন্তু। এরপরে আর কোনদিন কিন্তু আমাদের লাইনের বাইরে কিছু করা যাবে না। ঠিক?'

হাসল ট্যানার। 'ঠিক। তোমাকে নিয়ে আমি কতটা গর্বিত তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

ট্যানার ফোন করল পলাকে। ভেসে এল ভয়েস মেল। ট্যানার বলল, 'আমি ফিরেছি, ডার্লিং। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ শেষ হলে তোমাকে ফোন করব। আই লাভ ইউ।'

সেনাবাহিনীর দুই টেকনিশিয়ান এল অ্যান্ড্রুর সঙ্গে কথা বলতে। জানাল এ পর্যন্ত তারা কতটুকু এগিয়েছে। অ্যান্ড্রু প্রথমে দোনামোনা করছিল কিন্তু প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেলে এ ব্যাপারে ক্রমে উৎসাহী এবং আগ্রহী হয়ে ওঠে সে। সমস্যার সমাধান করা গেলে এ হবে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

ঘণ্টাখানেক বাদে KIG-র গেট দিয়ে ঢুকল আর্মির একটি ট্রাক, সঙ্গে দুটো আর্মি স্টাফ কার। গাড়িতে সমস্ত্র সৈনিক। দায়িত্বে থাকা কর্নেলের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে গেল অ্যান্ড্রু।

'আপনার প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আমরা নিয়ে এসেছি, মি. কিংসলে। এগুলো কোথায় রাখব?'

'আপনারা মাল নামিয়ে ফেলুন,' বলল অ্যান্ড্রু। 'তারপর কী করতে হবে না হবে তা আমি দেখছি।'

'জ্বী, স্যার।' ট্রাকের পেছনে দাঁড়ানো দুই সৈনিকের দিকে ঘুরল কর্নেল। 'মাল নামাও। তবে সাবধানে। খুব সাবধানে।'লোকগুলো ট্রাকের ভেতরে গেল। নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে এল ক্ষুদ্রাকৃতির, হেভী ডিউটি ধাতব কেস।

অ্যান্ড্রুর নির্দেশে দুই স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট কেসটা নিয়ে ঢুকল ল্যাবরেটরিতে।

'ওই টেবিলের ওপর রাখো,' বলল সে। 'খুব আস্তে।' ওরা কেসটা টেবিলে রাখল। 'বেশ।'

'আমাদের যে কেউ একজনই এটা বয়ে নিয়ে আসতে পারতাম। জিনিসটা খুব হালকা,' মন্তব্য করল এক সহকারী।

'জিনিসটা কত ভারী তা তোমাদের কল্পনাতেও নেই,' বলল অ্যান্ড্রু।

দুই সহকারী তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। 'কী?' মাথা নাড়ল অ্যান্ড্রু। 'নেভার মাইন্ড।'

প্রজেক্টে অ্যান্ড্রুর সঙ্গে কাজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে দুই এক্সপার্ট কেমিস্টকে— পেরী স্টানফোর্ড এবং হার্ভে ওয়াকার। দুজনেরই গায়ে ভারী প্রটেকটিভ সুট। গবেষণার সময় প্রয়োজন হবে।

'আমি আমার সুটটা পরে এখুনি আসছি,' বলল অ্যান্ড্রু।

করিডর ধরে একটি বন্ধ দরজায় এগোল সে। খুলল। ভেতরে তাকের মধ্যে রয়েছে স্পেস সুটের মতো দেখতে ফুল কেমিকেল গিয়ার, সঙ্গে গ্যাস মস্কে, গগলস, বিশেষ জুতো এবং ভারী গ্লাভস।

অ্যান্ড্রু ঘরে ঢুকল। নিজের সুট পরল। ট্যানার এল ওকে শুভেচ্ছা জানাতে।

অ্যান্ড্রু ফিরে এল ল্যাবে। ওর জন্য স্টানফোর্ড এবং ওয়াকার অপেক্ষা করছিল। রুমটাকে সীল করে দিল ওরা। এটা এখন এয়ার টাইট কক্ষ। বাতাসে উত্তেজনার গন্ধ যেন টের পাচ্ছে তিনজন।

'অল সেট?'

মাথা দোলাল স্টান ফোর্ড। 'রেডি।'

ওয়াকার সায় দিল। 'রেডি।'

'মাস্ক।'

ওরা যে যার প্রটেকটিভ গ্যাস মাস্ক পরে নিল।

'এখন শুরু করা যাক,' বলল অ্যান্ড্রু। ধাতব বাক্সের ঢাকনা খুলল সে সাবধানে। ভেতরে কুশনের ওপর সযত্নে শুইয়ে রাখা হয়েছে ছয়টি ছোট ছোট ভায়াল। অ্যান্ড্রু সাবধানে প্রথম ভায়ালটি তুলে নিয়ে খুলল। হিসহিস শব্দ বেরুতে লাগল ওটার মুখ থেকে। সেই সঙ্গে বেরুল বাষ্প। মাথার ওপর শীতল একটা মেঘ তৈরি হলো।

'ঠিক আছে,' বলল অ্যান্ড্রু। 'এখন প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হলো—' তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বন্ধ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস, চকের মতো সাদা হয়ে গেল। কথা বলতে চাইল, মুখ দিয়ে রা বেরুল না।

স্টানফোর্ড এবং ওয়াকার ভীত দৃষ্টিতে দেখল অ্যান্ড্রুর শরীরটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে মেঝেতে। ওয়াকার দ্রুত ভায়ালের মুখে ছিপি পরাল, বন্ধ করে দিল ধাতব কেস। স্টানফোর্ড এক লাফে পৌঁছে গেছে দেয়ালে, একটা বোতামে চাপ দিতেই চালু হয়ে গেল বিশালাকৃতির ফ্যান। স্থির গ্যাসের বাষ্প বাতাসের ধাক্কায় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাতাস পরিষ্কার হবার পরে দুই বিজ্ঞানী খুলে দিল দরজা, দ্রুত অ্যান্ড্রুকে নিয়ে এল বাইরে। ট্যানার হেঁটে আসছিল হলওয়ে ধরে। সামনের দৃশ্যটা দেখে আতংক ফুটল চেহারায়।

ছুটে এল সে লোক দুটোর কাছে। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?'

জবাব দিল স্টান ফোর্ড। 'একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে—'

'কী অ্যাক্সিডেন্ট?' উন্মাদের মতো চিৎকার করছে ট্যানার। 'তোমরা আমার ভাইয়ার কী করেছ?' লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে ওদের চারপাশে। '৯১১-এ ফোন করো। না, না দরকার নেই। পুলিশে এখন খবর দেয়ার সময় নেই। ভাইয়াকে হাসপাতালে নিয়ে চলো।'

কুড়ি মিনিট পরে, অ্যান্ড্রু ম্যানহাটানের সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে শুয়ে আছে। মুখে অক্সিজেন মাস্ক, হাতের শিরায় ইন্ট্রাভেনাস ড্রিপ। দুজন ডাক্তার তার ওপর ঝুঁকে আছে।

পাগলের মতো পায়চারি করছে ট্যানার। চেঁচামেচি করছে ডাক্তারদের সঙ্গে। এক ডাক্তার বলল, 'মি. ট্যানার। দয়া রে চেঁচামেচি করবেন না। আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনার ভাইকে একা থাকতে দিন।'

'না,' আরও জোরে চেঁচাল ট্যানার। 'ভাইয়াকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।' অ্যান্ড্রুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। অজ্ঞান ভাইয়ের হাত ধরল, 'উঠে পড়ো, ভাইয়া। জাগো। তোমাকে আমাদের দরকার।'কোনও সাড়া নেই।চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে ট্যানারের। 'চিন্তা কোরো না। তুমি ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে পৃথিবীর সেরা ডাক্তার দেখাব আমি। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।' ডাক্তাদের দিকে ফিরল।

'আমি একটা প্রাইভেট সুইট চাই এবং সেই সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য প্রাইভেট নার্স। আর ভাইয়ার রুমে এক্সট্রা একটা বেডেরও ব্যবস্থা করবেন। আমি ভাইয়ার সঙ্গে থাকব।'

'মি. কিংসলে, আপনার ভাইয়া পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। পারিনি আমরা।'

রাগ রাগ গলায় ট্যানার বলল, 'আমি হলরুমে অপেক্ষা করছি। আপনারা পরীক্ষা করুন।'

নিচ তলায় নিয়ে আসা হলো অ্যান্ড্রুকে। সেখানে ওর MRI এবং CAT স্ক্যান করা হলো, সে সঙ্গে চলল রক্ত পরীক্ষা। তারপর ওকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি সুইটে। সেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনজন ডাক্তার।

হলওয়েতে একটি চেয়ারে বসে আছে ট্যানার। এক ডাক্তার অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন অ্যান্ড্রুর ঘর থেকে। লাফ মেরে খাড়া হথেলা ট্যানার। 'ভাইয়া সুস্থ হবে তো?'

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন ডাক্তার। 'আমরা আপনার ভাইয়ের আরও ডায়াগনসিসের জন্য ওয়াশিংটনের ওয়াল্টার রিড আর্মি মেডিকেল সেন্টারে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে মি. কিংসলে, আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে আমরা খুব বেশি আশাবাদী নই।'

'এসব কী বলছেন আপনি?' গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল ট্যানার। অবশ্যই আমার ভাইয়া সুস্থ হয়ে যাবে। ও ওই ল্যাবে মাত্র কয়েক মিনিট ছিল।'

ডাক্তার চটেমটে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ট্যানারের চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে দেখে চুপ করে গেলেন।

অজ্ঞান ভাইকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স প্লেনে ওয়াশিংটনে রওনা হলো ট্যানার। ফ্লাইটের পুরোটা সময় অচেতন অ্যান্ড্রুকে নানান সান্ত্বনাবাণী শুনিয়ে গেল সে। 'ডাক্তাররা বলেছেন তুমি সুস্থ হয়ে যাবে...ওরা এমন ওষুধ দেবেন তুমি দিব্যি হেঁটে চলে

বেড়াতে পারবে...তবে তার আগে খানিক রেস্ট দরকার হবে তোমার।' ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরল ট্যানার।

'তোমাকে তো সুস্থ হতেই হবে। আমরা একসঙ্গে নোবেল প্রাইজ আনতে যাব না?'

পরবর্তী তিনটে দিন ট্যানার ওয়াল্টার রিড হাসপাতালে, তার ভাইয়ের রুমে, সরু একটি খাটিয়ায় শুয়ে কাটিয়ে দিল। একমুহূর্তের জন্যও অ্যান্ড্রুকে চোখের আড়াল হতে দিতে রাজি নয়। তবে ডাক্তাররা রোগী পরীক্ষা করার সময় ও কাছে থাকার অনুমতি পায় না।

তৃতীয় দিন ওয়েটিং রুমে বসে আছে ট্যানার, অ্যান্ড্রুর এক ডাক্তার এগিয়ে এল ওর দিকে।

'ভাইয়াকে কেমন দেখলেন?' জানতে চাইল ট্যানার। 'সে কি—?' ডাক্তারের চেহারা দেখে থমকে গেল। 'কী হয়েছে?'

'অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। আপনার ভাই যে এখনও বেঁচে আছেন এটাই ঢের। এক্সপেরিমেন্টাল গ্যাসটা ভয়ানক বিষাক্ত ছিল। আপনার ভাইয়ের মস্তিষ্কের কোষ সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

চোখ পিটপিট করল ট্যানার। 'কিন্তু— কিন্তু এর কি কোনও প্রতিষেধক নেই?'

বিদ্রূপের গলায় ডাক্তার বলল, 'মি. কিংসলে, আর্মি এ গ্যাসের এখন পর্যন্ত নামকরণও করতে পারেনি আর আপনি প্রতিষেধক খুঁজছেন? না, আমি দুঃখিত। আপনার ভাই আর কোনদিনই স্বাভাবিক হবেন না।'

দাঁড়িয়ে রইল ট্যানার, মুষ্টিবদ্ধ হাত, রক্তশূন্য মুখ।

'আপনার ভাইয়ের জ্ঞান ফিরেছে। আপনি তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।'

ট্যানার অ্যান্ড্রুর ঘরে ঢুকল। চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার ভাইয়া। ট্যানারের দিকে তাকাল সে। তবে ফাঁকা চাউনি চোখে। ছোট ভাইকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হয় না।ফোন বাজছে। ট্যানার রিসিভার তুলল। জেনারেল বার্টন।

'ঘটনা শুনে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি—'

'ইউ বাস্টার্ড! আপনি বলেছিলেন আমার ভাইয়ের কোনও ভয় নেই।'

'কেন এরকম ঘটল বুঝতে পারছি না। তবে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি—'

ঠাস করে ফোন নামিয়ে রাখল ট্যানার। ভাইয়ের গলা শুনতে পেল। ঘুরল।

'কোথায়— আমি কোথায়?' বিড়বিড় করছে অ্যান্ড্রু।

'তুমি ওয়াশিংটনে, ওয়াল্টার রিড হাসপাতালে।'

‘কেন? কে অসুস্থ হয়েছে?’

‘তুমি, ভাইয়া।’

‘আমার কী হয়েছে?’

‘এক্সপেরিমেন্ট করার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।’

‘কিন্তু আমার কিছু মনে পড়ছে না—’

‘আচ্ছা, কিছু মনে করতেও হবে না। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।’চোখ বুজল অ্যান্ড্রু। ভাইয়ের দিকে শেষবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ট্যানার।

পলা হাসপাতালে ফুল পাঠিয়েছে। ওকে ফোন করবে ভেবেছিল ট্যানার, কিন্তু ওর সেক্রেটারি বলল, ‘উনি ফোন করেছিলেন। শহরের বাইরে গেছেন। ফিরেই আপনাকে ফোন করবেন বলেছেন।’

এক হপ্তা বাদে বড় ভাইকে নিয়ে নিউইয়র্কে ফিরল ট্যানার। অ্যান্ড্রুর কী হয়েছে KIG’র সবাই জানে। জানে অ্যান্ড্রু আর কোনদিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে না। কিন্তু সে যদি না থাকে, থিংক ট্যাংকের অস্তিত্ব থাকবে কি? সবাই যখন ব্যাপারটা জেনে যাবে, কোম্পানির ক্ষতি হবে।কোম্পানির খ্যাতি একটু ম্লান হলেও কিছু আসে যায় না, মনে মনে বলল ট্যানার। আমি KIG কে বিশ্বের বৃহত্তম থিংক-ট্যাংক হিসেবে গড়ে তুলব।’ প্রিন্সেস স্বপ্নেও যা ভাবেনি ওকে কয়েক বছরের মধ্যে তা-ই দিতে পারব আমি—

ট্যানারের সেক্রেটারি বাযারে বলল, ‘এক লিমুজিনের ড্রাইভার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, স্যার।’

অবাক হলো ট্যানার। ‘আচ্ছা, ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।’

ইউনিফর্ম পরা এক শোফার ঢুকল ঘরে, হাতে একটি খাম।

‘ট্যানার কিংসলে?’

‘হুঁ।’

‘এ জিনিসটি আপনার হাতে হাতে দিতে বলা হয়েছে আমাকে।’

ট্যানারকে খামটি দিয়ে সে চলে গেল।

ট্যানার খামের দিকে তাকিয়ে হাসল। চিনতে পেরেছে পলার হাতের লেখা। নিশ্চয় ট্যানারের জন্য খামের ভেতরে কোনও সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। সে আগ্রহ নিয়ে খুলে ফেলল খাম। ভেতরে একটি চিঠি

‘আমাদের প্রেম সফল হবে না, প্রিয়তম। এ মুহূর্তে তুমি আমাকে যতটা দিচ্ছ তারচেয়ে অনেক বেশি তোমাকে আমার দরকা। কাজেই আমি সে মানুষটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি যে আমার সমস্ত সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে পারবে। আমি তোমাকে

ভালোবাসি এবং চিরদিন বাসব। যদিও জানি কথাটা বিশ্বাস হবে না তোমার তবু বলি, আমি যা করছি তা দুজনের ভালোর জন্যই করছি।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে ট্যানারের। ফ্যাকাশে, শুকনো লাগছে। চিঠিটির দিকে অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে তারপর ওটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল।

তার বিজয় এসেছে বড্ড দেরিতে।

আঠেরো

ট্যানার নিজের ডেস্কে চুপচাপ বসে আছে, সেক্রেটারি বাযার টিপে জানাল, 'আপনার সঙ্গে একটি দল দেখা করতে চাইছেন, মি. কিংসলে।'

'দল?'

'জ্বী, স্যার।'

'ওদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

KIG'র বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজাররা দল বেঁধে ঢুকল ট্যানারের অফিসে। 'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, মি. কিংসলে।

'বসুন।'

বসল ওরা।

'সমস্যা কী?'

একজন ফোরম্যান বলল, 'আমরা একটু চিন্তায় আছি, স্যার। আপনার ভাইয়ের এতবড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল...KIG কি আর ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারবে?'

মাথা নাড়ল ট্যানার। 'জানি না আমি। আমি এখনও শক্‌ড্। ভাইয়ার অ্যাক্সিডেন্টটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।' একটু ভেবে যোগ করল, 'আমাদের ভাগ্যে কী আছে জানি না। তবে আমরা ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করব। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আপনাদের সঙ্গে আমি পরে যোগাযোগ করব।'লোকগুলো বিড়বিড় করে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

অ্যান্ড্রু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরদিন ট্যানার ওকে নিয়ে চলে এল KIG'র একটি ছোট স্টাফ হাউজে। এখানে বড় ভাইয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে পারবে ট্যানার। নিজের অফিসের পাশে একটি অফিসও করে দিল অ্যান্ড্রুর জন্য। অ্যান্ড্রুর দশা দেখে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সবাই স্তম্ভিত। প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানী পরিণত হয়েছে জিন্দালাশে। বেশিরভাগ সময় অ্যান্ড্রু নিজের চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে অর্ধনিমীলিত চোখে। আশপাশে কী ঘটছে সে ব্যাপারে পরিষ্কার কোনও ধারণা না থাকলেও KIG তে ফিরতে পেরে খুশি অ্যান্ড্রু। বড় ভাইয়ের প্রতি ছোটভাইয়ের একনিষ্ঠ সেবা ও যত্ন দেখে KIG'র প্রতিটি মানুষ মুগ্ধ।

প্রায় রাতারাতি বদলে গেল KIG'র পরিবেশ। অ্যান্ড্রু সাদামাটাভাবে কোম্পানি চালাত। এখন কোম্পানি পরিচালিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। ট্যানার কোম্পানির জন্য ক্লায়েন্ট জোগাড় করতে এজেন্টদেরকে পাঠাতে লাগল। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধি ঘটতে লাগল ব্যবসার।

পলার সঙ্গে ট্যানারের বিচ্ছেদ ঘটেছে, এ খবরও KIG তে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। এমপ্লয়ীরা ওদের বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। তারা অবাক হয়ে ভাবছিল এ ধাক্কাটা কীভাবে সামলাবে ট্যানার।

পলার চিঠি আসার দু'দিন পরে কাগজে একটি খবর ছাপা হলো— ট্যানারের হবু বধূ এডমন্ড বার্কলে নামে এক কোটিপতি মিডিয়া টাইকুনকে বিয়ে করেছে। এ ঘটনার পরে ট্যানারের মাঝে দু'টি পরিবর্তন ঘটল। সে অসম্ভব মূডি হয়ে উঠল এবং এখন সে কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। প্রতিদিন সকালে সে দু'ঘণ্টা লাল ইটের বিল্ডিংয়ে একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে যার কথা কেউ জানে না।

আই কিউ সোসাইটির খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান MENSA একদিন আমন্ত্রণ জানাল ট্যানারকে তাদের অফিসে বক্তৃতা দেয়ার জন্য। KIG'র অনেক কর্মকর্তাই এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য, তাই এ আমন্ত্রণ গ্রহণে ওখানে যেতে সম্মত হলো ট্যানার।

পরদিন সকালে সদর দপ্তরে এল ট্যানার সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দরীকে নিয়ে। এমন সুন্দরী মেয়ে তার স্টাফরা জীবনেও দেখেনি। ল্যাটিন আমেরিকানদের মতো চেহারা, কালো চোখ, জলপাই রঙের ত্বক, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো ফিগার।

ট্যানার তার স্টাফদের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি সেবাসটিয়ানা করটেজ। গত রাতে MENSA'য় বক্তৃতা করেছেন। অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট।'

ট্যানারের মুখ থেকে সারাক্ষণের গম্ভীর মুখোশটা হঠাৎ খুলে পড়ল। আচরণ হয়ে উঠল প্রগলভ। ট্যানার নিজের অফিসে ঢুকল ল্যাটিনা সুন্দরীকে নিয়ে। এক ঘণ্টার আগে আর বেরুল না। অফিস থেকে বেরিয়ে সেবাসটিয়ানার সঙ্গে নিজের প্রাইভেট ডাইনিং রুমে লাঞ্চ করল ট্যানার।

একজন এমপ্লয়ী ইন্টারনেট ঘেঁটে সেবাসটিয়ানা করটেজের আসল পরিচয় উদঘাটন করল। সে সাবেক মিস আর্জেন্টিনা, বাড়ি সিনসিনাটিতে, ওখানে এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তার স্বামী।

লাঞ্চ সেরে ট্যানার সেবাসটিয়ানাকে নিয়ে আবার নিজের অফিসে ঢুকল। রিসেপশন রুমে ওদের আলাপচারিতা শোনা যাচ্ছিল। দুর্ঘটনাক্রমে ইন্টারকম খোলা ছিল। খেয়াল করেনি ট্যানার।

'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। একটা উপায় নিশ্চয় বের করতে পারব।'

ইন্টারকমের চারপাশে জড়ো হলো ট্যানারের সেক্রেটারিরা। গিলছে ওদের বস এবং নবাগতা সুন্দরীর কথোপকথন।

'তবে সাবধান! আমার স্বামী অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ।'

'ও নিয়ে ভাবি না। তোমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা আমি করব।'ভেতরে কী ঘটছে তা বোঝার জন্য প্রতিভাবান হবার প্রয়োজন পড়ে না। সেক্রেটারিরা বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখল।

'তোমাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

'আমারও তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। পারলে অবশ্যই থাকতাম। কিন্তু— জানোই তো উপায় নেই।'

ট্যানার এবং সেবাসটিয়ানা যখন অফিস ছেড়ে বেরুল, স্টাফরা খুশিতে বগল বাজাতে বাজাতে ভাবল তাদের বস জানেন না তারা বসের সব গোপন কথা জেনে গেছে।

সেবাসটিয়ানা চলে যাবার পর দিন নিজের অফিসে সোনার পাতে মোড়া একটি টেলিফোন লাগাল ট্যানার, ডিজিটাল স্ক্র্যাম্বলারসহ। সেক্রেটারি এবং সহকারীদেরকে কড়া হুকুম দেয়া হলো এ ফোন বাজলে তারা যেন ভুলেও ফোন না তোলে।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন সোনার ফোন নিয়ে ব্যস্ত রইল ট্যানার। আর প্রতি মাসের শেষ হপ্তাটা সে ছুটি কাটাল। ছুটি শেষে অফিসে ঢুকল সজীব একজন মানুষ হয়ে। সে কোথায় গেছে কাউকে না বললেও অফিসের স্টাফরা জানত তাদের বস কোথেকে ছুটি কাটিয়ে এসেছেন।

ট্যানারের রোমান্টিক জীবনের আবার শুরু হলো, তার ভেতরে পরিবর্তন যা ঘটল তা একথায় অবিস্মরণীয়। তার এ পরিবর্তনে সবাই খুশি।

উনিশ

ডিয়ানে স্টিভেন্সের মস্তিস্কে বাড়ি খাচ্ছে কথাগুলো 'রন জোনস বলছি। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আপনার সেক্রেটারি যেভাবে বলেছেন সে নতুন নির্দেশ অনুযায়ী আমরা আপনার স্বামীকে একঘণ্টা আগে দাহ করেছি...'

মর্চুয়ারি এরকম একটা ভুল করল কী করে? শোকে মুহ্যমান ডিয়ানে কী করে রিচার্ডকে দাহ করার হুকুম দিতে পারে? কক্ষনো নয়। আর ডিয়ানের কোনও সেক্রেটারি নেই। পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে গোলমেলে লাগছে। মর্চুয়ারির কেউ ভুলটা করেছে। অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে রিচার্ডের নাম। রিচার্ডের লাশ পুড়িয়ে ফেলেছে।

ওরা একটি ভস্মাধারে রিচার্ডের লাশ পোড়া ছাই পাঠিয়ে দিয়েছে। ভস্মাধারের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে রিচার্ডের নানান স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল। চমক ভাঙল টেলিপোনের শব্দে। 'মিসেস স্টিভেনস?'

'বলছি।'

'ট্যানার কিংসলের অফিস থেকে বলছি। মি. কিংসলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার বিনীত প্রার্থনা করেছেন। জানতে চেয়েছেন একটু কষ্ট করে তাঁর অফিসে একবার আসতে পারবেন কিনা।'

এটা দুদিন আগের ঘটনা। ডিয়ানে আজ KIG'র অফিসে এসেছে। দাঁড়াল রিসেপশন ডেস্কে।

রিসেপশনিস্ট জানতে চাইল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি ডিয়ানে স্টিভেনস। ট্যানার কিংসলে সাহেব আমাকে আসতে বলেছিলেন।

'ওহ্, মি. স্টিভেনস! মি. স্টিভেনসের অকাল মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। কী যে ভয়ানক মৃত্যু! কী যে মর্মান্তিক!'

ঢোক গিলল ডিয়ানে। 'হুঁ।'

রেট্রো টাইল্লারের সঙ্গে কথা বলছে ট্যানার। 'দুটো মীটিং আছে আমার। মীটিং দুটোর কমপ্লিট স্ক্যান চাই আমি।'

'জ্বী, স্যার।'

চলে গেল সহকারী।বেজে উঠল ইন্টারকম। 'মিসেস স্টিভেন্স আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন মি. কিংসলে।'ডেস্কের ইলেকট্রনিক প্যানেলের একটি বোতাম টিপল ট্যানার। দেয়ালে ঝোলানো একটি টিভি পর্দায় ভেসে উঠল ডিয়ানের স্টিভেন্সের চেহারা। সোনালি চুল এক বেণীতে বেঁধেছে সে, পরনে সাদা ও নেভী কালারে পি-স্ট্রাইপড স্কার্ট এবং সাদা ব্লাউজ। মুখটা শুকনো।

'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

দরজা দিয়ে ডিয়ানেকে ভেতরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো ট্যানার। 'আসার জন্য ধন্যবাদ, মিসেস স্টিভেন্স।'

মাথা ঝাঁকাল ডিয়ানে। 'গুড মর্নিং।'

'প্লিজ, বসুন।'

ডিয়ানে ট্যানারের বিপরীত দিকের একটি চেয়ারে বসল।

'আপনার স্বামীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমরা সকলে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। এর জন্য যে দায়ী তাকে ধরে এনে যত দ্রুত সম্ভব আদালতে আমরা সোপর্দ করবই।'

ডিয়ানে চুপ হয়ে রইল।

'যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন।'

'আপনার স্বামী কি আপনার সঙ্গে তাঁর কাজকর্ম নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন?'

মাথা নাড়ল ডিয়ানে। 'না। সে কখনও অফিসের কাজ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করত না।'

সার্ভিলেন্স রুমে রেট্রো টাইলার একটি ভয়েস রেকগনিশন মেশিন, একটি ভয়েস স্ট্রেস অ্যানালাইজার এবং একটি টেলিভিশন রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ট্যানারের অফিসের সমস্ত কথাবার্তা এবং দৃশ্যাবলী রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

'জানি বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আপনি বিব্রত বোধ করবেন,' আপনার স্বামীর যে মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সে ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন?'

হাঁ হয়ে গেল ডিয়ানে প্রশ্নটা শুনে। কয়েক সেকেন্ড রা জোগাল না মুখে। শেষে খুঁজে পেল কণ্ঠ, 'মা-মানে? এসব আপনি কী বলছেন? মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রিচার্ডের সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই নেই।'

'মিসেস স্টিভেন্স, পুলিশ আপনার স্বামীর পকেটে মাফিয়ার লেখা, হুমকিতে ভরা একটি চিঠি পেয়েছে এবং—'

মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রিচার্ডের কোনও সম্পর্কের কথা কল্পনাই করা যায় না। রিচার্ডের কোনও গোপন জীবন কি ছিল যার কথা ডিয়ানে জানে না! না, না, না।

বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল, রক্ত স্রোত ছুটে আসছে মুখে। ওরা

ওকে হত্যা করেছে আমাকে শাস্তি দিতে। 'মি. কিংসলে, রিচার্ড—'

ট্যানেরের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর এবং কাঠিন্য একই সঙ্গে খেলা করছে। 'এসবের মধ্যে আপনাকে টেনে আনতে হলো বলে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু আপনার স্বামী কেন খুন হলেন তা আমাকে জানতেই হবে।'

আমার কারণে, মনে মনে বলল ডিয়ানে। আমার জন্যই মরতে হয়েছে রিচার্ডকে। কারণ আমি আলটিয়েরির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলাম। অসুস্থ বোধ করছে ডিয়ানে।

ট্যানার কিংসলে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল ডিয়ানেকে বলল, 'আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না, মিসেস স্টিভেন্স। দেখতেই পাচ্ছি আপনি সাংঘাতিক আপসেট হয়ে আছেন। আমরা পরে আবার কথা বলব। হয়তো তখন ভুলে যাওয়া কোনও স্মৃতি আপনার মনে পড়বে। এরকম কোনও কথা যদি মনে পড়ে যায় যা তদন্তের কাজে সহায়ক হতে পারে, আমাকে ফোন করে জানালে খুশি হবো।' ট্যানার ড্রয়ার খুলে সুদৃশ্য একটি বিজনেস কার্ড বের করল। 'এতে আমার ব্যক্তিগত সেল ফোন নাম্বার লেখা আছে। দিনে-রাতে যখন ইচ্ছে ফোন করতে পারবেন।'

কার্ডটি নিল ডিয়ানে। কার্ডে শুধু ট্যানারের নাম আর নাম্বার লেখা।

সিধে হলো ডিয়ানে, ওর পা কাঁপছে।

'এসবের মধ্যে আপনাকে টেনে আনার জন্য ক্ষমা চাইছি। তবে আপনার জন্য যদি আমার কিছু করার থাকে— যে কোনও ধরনের সাহায্য, বলতে দ্বিধা করবেন না, প্লিজ।'

ডিয়ানের গলা দিয়ে অতি কষ্টে স্বর ফুটল। 'ধন্যবাদ। আমি— ধন্যবাদ।' ঘুরল ও, অনুভূতিশূন্য পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

রিসেপশন রুমে এসেছে ডিয়ানে, শুনল ডেস্কের পেছনে বসা মহিলা বলছে, 'কুসংস্কারে বিশ্বাস করলে ভাবতাম কারও অভিশাপ পড়েছে KIG'র ওপর। আপনার স্বামীর অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে আমরা সবাই স্তম্ভিত, মিসেস হ্যারিস। ওভাবে মৃত্যুর কথা কল্পনাও করা যায় না।'কোন্ মহিলার স্বামীর মৃত্যুর কথা বলছে রিসেপশনিস্ট? ঘুরে তাকাল ডিয়ানে। যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হয়েছে সে অপূর্ব সুন্দরী এক আফ্রিকান-আমেরিকান যুবতী। কালো ট্রাউজার্স এবং সিল্ক টার্টলনেক সুয়েটার গায়ে। আঙুলে দুটি আংটি। একটি বড়সড় এমারেল্ড রিং, অপরটি বিয়ের আংটি। হীরের। ডিয়ানের হঠাৎ মনে হলো এ নারীর সঙ্গে তার কথা বলা খুব জরুরী।

ডিয়ানে পা বাড়িয়েছে যুবতীর দিকে, ট্যানারের সেক্রেটারি এসে বলল, 'মি. কিংসলে আপনাকে ডাকছেন।' কেলি হ্যারিস ঢুকে গেল ট্যানারের অফিসে।

ট্যানার উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল কেলিকে। 'আসবার জন্য ধন্যবাদ, মিসেস হ্যারিস। ফ্লাইটে কোনও ঝামেলা হয়নি তো?'

'না, ধন্যবাদ।'

'কিছু খাবেন? কফি কিংবা—'

মাথা নাড়ল কেলি।

'জানি খুব কঠিন একটা সময়ের মাঝ দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, মিসেস হ্যারিস। কিনতু ক'টা প্রশ্নের জবাব জানতে আপনাকে আসতে বলেছিলাম।'

সার্ভিলেন্স রুমে রেট্রো টাইলার টিভি পর্দায় কেলিকে দেখছে, রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে দৃশ্য।

'আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম ছিল?' জিজ্ঞেস করল ট্যানার।

'আমরা খুবই কাছাকাছি ছিলাম।'

'সে কি তাঁর সব কথা আপনাকে বলত?'

বিস্মিত দেখাল কেলিকে। 'আমাদের মাঝে গোপনীয়তা বলে কিছু ছিল না। মার্কের মতো সৎ, খোলামেলা এবং সরল মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। সে—' গলার স্বর বুজে এল ওর।

'সে কি নিজের কাজকর্ম নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করত?'

'না। মার্ক খুব জটিল একটা কাজ করত। বিষয়টি নিয়ে আমরা তেমন একটা কথা বলতাম না।'

'আপনার এবং মার্কের কি অনেক রাশান বন্ধু ছিল?'

অবাক হয়ে ট্যানারের দিকে তাকাল কেলি। 'মি. কিংসলে, আমি এসব প্রশ্নের ঠিক—'

'আপনার স্বামী কি আপনাকে এরকম কোনও কথা বলেছিল যে সে বড়সড় একটি কাজে হাত দিয়েছে এবং অনেকগুলো টাকা পাবে?'

আপসেট হয়ে যাচ্ছে কেলি। 'না। সেরকম কিছু ঘটলে মার্ক অবশ্যই আমাকে বলত।'

'ওলগা নামের কোনও মেয়েকে নিয়ে কি মার্ক কখনও কথা বলেছে?'

বিপদের আশংকা টের পেল কেলি। 'মি. কিংসলে, আসলে আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'প্যারিস পুলিশ আপনার স্বামীর পকেটে একটি চিরকুট পেয়েছে। ওতে কিছু তথ্যের জন্য একটি পুরস্কার দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল। চিঠির শেষে সাইন করা হয়েছে "ভালোবাসাসহ, ওলগা।"

বিমূঢ় কেলি। 'আমি— আমি জানি না ঠিক...

'আপনিই না বললেন মার্ক আপনার কাছে কোন কথা লুকাত না?'

'হ্যাঁ, তবে—'

'আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমাদের ধারণা, আপনার স্বামী দৃশ্যত এ মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং—'

'না!' ঝট্ করে খাড়া হলো কেলি। 'আমার মার্ক এমন কাজ করতেই পারে না। আপনারা ভুল লোকের কথা বলছেন। বললামই তো, আমাদের মধ্যে গোপনীয়তার কোনও বালাই ছিল না।'

'শুধু ওই গোপনীয়তাটুকু ছাড়া যেটি আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

কেলির মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠল। 'আমার— আমার শরীরটা ভাল্লাগছে না।'

গলার স্বরে সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ফুটল ট্যানারের। 'আচ্ছা, আপনাকে আর আটকে রাখব না। এ কার্ডটা রাখুন,' সে নিজের বিজনেস কার্ড দিল কেলিকে। 'আপনার যে কোনও প্রয়োজনে এ নাম্বারে যখন খুশি আমাকে ফোন করতে পারবেন, মিসেস হ্যারিস।'কেলি শুধু মাথা দোলাল, গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না, প্রায় অন্ধের মতো অফিস থেকে বেরিয়ে এল ও।

ভবন থেকে বেরিয়ে এসেছে কেলি, মনের মধ্যে মাথা কুটে ঘুরছে অসংখ্য প্রশ্ন। কে ওলগা? মার্কের সঙ্গে রাশানদের কী সম্পর্ক? ও কেন—?

'এক্সকিউজ মী, মিসেস হ্যারিস?'

ঘুরল কেলি। 'জ্বী?'

আকর্ষণীয় চেহারার এক স্বর্ণকেশী দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।

'আমার নাম ডিয়ানে স্টিভেন্স। আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। রাস্তার ওপারে কফির একটা দোকান আছে। ওখানে বসে আমরা—'

'সরি। আমি— আমি এখন কথা বলতে পারব না,' ঘুরেই হাঁটা দিতে গেল কেলি।

'আপনার স্বামীর ব্যাপারে কথা বলব।'

দাঁড়িয়ে পড়ল কেলি। 'মার্ক? ওর ব্যাপারে কী কথা বলবেন?'

'কফি শপে বসে কথাটা বলি?'

ট্যানারের অফিস। তার সেক্রেটারির কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে। 'মি. হাইহোল্ট এসেছেন।'

'পাঠিয়ে দাও।'

একটু পরে ট্যানার স্বাগত জানাল মি. হাইহোল্টকে। 'গুড আফটারনুন, জন।'

'গুড? বলো হেল আফটারনুন। আমাদের কোম্পানির সবাই একের পর এক খুন হতে চলেছে। এসব হচ্ছেটা কী?'

'কী হচ্ছে সেটাই আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। আমাদের তিনজন এমপ্লয়ীর আকস্মিক মৃত্যু কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। কেউ এ কোম্পানির মান-সম্মান, খ্যাতি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু তাকে থামাতেই হবে। পুলিশ

আমাদেরকে সহযোগিতা করবে বলেছে। যারা খুন হয়েছে তাদের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আমি আমার নিজের লোকদেরও লাগিয়ে দিয়েছি। দুজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আপনি ওদের রেকর্ড করা সাক্ষাৎকার শুনুন। এরা হলো রিচার্ড স্টিভেন্স এবং মার্ক হ্যারিসের বিধবা পত্নী। শুনবেন!'

'শোনাও।'

'এটা ডিয়ানে স্টিভেন্স,' একটা বোতামে চাপ দিল ট্যানার। ডিয়ানে স্টিভেন্সের সঙ্গে তার সাক্ষাতকারের দৃশ্য ফুটে উঠল টিভি পর্দায়। পর্দার ডান দিকে, রয়েছে একটি গ্রাফ। ডিয়ানে কথা বলার সময় কতগুলো রেখা ওপর-নিচ করতে লাগল

'আপনার স্বামীর যে মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সে ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন?

মা-মানে? এসব আপনি কী বলছেন? মাদক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রিচার্ডের সম্পর্ক থাকার কোনও প্রশ্নই নেই।

গ্রাফিকের ইমেজগুলো স্থির রইল।

ট্যানার ফার্স্ট-ফরোয়ার্ড বাটন টিপল। 'এ হলো মিসেস মার্ক হ্যারিস, যার স্বামীকে আইফেল টাওয়ারের ওপর দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে।'

টিভি পর্দায় ভেসে উঠল কেলির মুখ।

ওলগা নামের কোনও মেয়েকে নিয়ে কি মার্ক কখনও কথা বলেছে?

'মি. কিংসলে, আসলে আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'প্যারিস পুলিশ আপনার স্বামীর পকেটে একটি চিরকুট পেয়েছে। ওতে কিছু তথ্যের জন্য একটি পুরস্কার দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল। চিঠির শেষে সাইন করা হয়েছে। ভালোবাসাসহ ওলগা।'

'আমি— আমি জানি না ঠিক...'

'আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমাদের ধারণা, আপনার স্বামী দৃশ্যত এ মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং—'

'না। আমার মার্ক এমন কাজ করতেই পারে না। আপনারা ভুল লোকের কথা বলছেন। বললামই তো আমাদের মধ্যে গোপনীয়তার কোনও বালাই ছিল না।'

গ্রাফের রেখা মসৃণ রইল। পর্দা থেকে মুছে গেল কেলির ছবি।

'পর্দায় ওই রেখাগুলো কীসের?' জানতে চাইলেন জন হাইহোল্ট।

'ওটা একটা ভয়েস স্ট্রেস অ্যানালাইজার CVSA। মানুষের কণ্ঠের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনও ওতে ধরা পড়ে। সাবজেক্ট মিথ্যা কথা বললে, অডিও ফ্রিকোয়েন্সির মডুলেশন বেড়ে যায়। এতে তারটারের দরকার হয় না, পলি গ্রাফের মতো। আমি

নিশ্চিত হয়েছি দুই নরীই সত্য কথা বলেছে। ওদের জন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল জন হাইহোল্টের। 'নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে মানে?'

'আমার ধারণা ওরা বিপদে আছে। ওরা জানেও না ওরা অনেক কিছু জানে। দুজনেরই তাদের স্বামীদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। স্বামীরা হয়তো কোনদিন মুখ ফস্কে কোনও গোপন কথা ওদেরকে বলেছে। সে কথা এ মুহূর্তে ওদের মনে পড়ছে না তবে কথাগুলো সুপ্ত রয়ে গেছে মস্তিস্কে। ওরা যখন বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবে, সব কথা মনে পড়ে যাবে। আর গোপন কথা মনে পড়ে যাওয়া মানেই ওদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠা। কারণ যারা ওদের স্বামীদেরকে হত্যা করেছে, তারা ওই দুই রমণীকেও খুন করতে পারে। আমি চাই না ওদের কোনও ক্ষতি হোক।'

'ওদের পেছনে লোক লাগিয়ে দিতে চাইছ?'

'এসব গতকালকের কথা, জন। আজকের কথা হলো ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট। আমি স্টিভেন্সের অ্যাপার্টমেন্টে ক্যামেরা, টেলিফোন, মাইক্রোফোন— ইত্যাদি সবকিছু লাগিয়ে দিয়েছি। ওদের পাহারা দিতে টেকনোলজির প্রতিটি অংশ আমি ব্যবহার করছি। কেউ ওদেরকে খুন করার চেষ্টা করলেই আমরা জানতে পারব।'

জন হাইহোল্ট একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আর কেলি হ্যারিস?'

'ও হোটেলে উঠেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ওর সুইটে আমরা এসবের ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। তবে লবিতে পাহারা বসিয়েছি। কোনও ঝামেলা হলে ওরা সামাল দেবে।' একটু ইতস্তত করে ট্যানার যোগ করল, 'হত্যাকারীকে ধরার জন্য KIG'র পক্ষ থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা—'

'এক মিনিট, ট্যানার,' আপত্তি করলেন জন. হাইহোল্ট, 'পুরস্কারের ঘোষণা দেয়ার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই এর সমাধান করতে পারব এবং—'

'বেশ। তবে KIG যদি এ হত্যারহস্যের সমাধানে ব্যর্থ হয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারের একটি ঘোষণা দিতে চাই। এ কোম্পানির সঙ্গে আমার নাম জড়িত।' কঠোর শোনাল ট্যানারের কণ্ঠ। 'যে-ই এর পেছনে জড়িত থাকুক, আমি তাকে পাকড়াও করতে চাই।'

কুড়ি

KIG সদরদপ্তরের রাস্তার ওপাড়ের একটি কফি শপের কিনারার একটি বূদ দখল করেছে ডিয়ানে স্টিভেন্স এবং কেলি হ্যারিস। ডিয়ানে কী বলে শোনার জন্য অপেক্ষা করছে কেলি।

কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না ডিয়ানে। ভাবছে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে কেমন হয় আপনার স্বামীর জীবনের ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাটি কী, মিসেস হ্যারিস? সে কি রিচার্ডের মতো খুন হয়েছে?

কেলি অধৈর্য সুরে বলল, 'তো? আমার স্বামীর ব্যাপারে কী বলবেন বলে আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন। মার্ককে আপনি কতটা চেনেন?'

'তাকে আমি চিনি না। তবে—'রেগে যাচ্ছে কেলি। 'আপনে বলেছিলেন—'

'বলেছিলাম আপনার স্বামী সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই।'

আসন ছাড়ল কেলি। 'ফালতু গল্প করার সময় আমার নেই, লেডি।' চলে যেতে পা বাড়াল।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! আমার ধারণা আমরা সম্ভবত একই সমস্যায় ভুগছি। এ ব্যাপারটিতে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারব।'

দাঁড়িয়ে পড়র কেলি, 'মানে?'

'বলছি, বসুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের আসনে ফিরে এল ডিয়ানে। 'বলুন।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই যদি—'মেনু হাতে এক ওয়েটারকে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেল ওরা। 'কী খাবেন আপনারা?'কেলি বলল, 'কিছু খাব না।'

ডিয়ানে বলল, 'দুটো কফি, প্লিজ।'কেলি ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে অবাধ্য মেয়ের গলায় বলল, 'আমি কফি খাব না। চা বলুন।'

'জ্বী, ম্যাম।' চলে গেল ওয়েটার।

ডিয়ানে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি এবং আমি—' কথার মাঝখানে বাধা পড়ল। একটি কিশোরী এসে কেলিকে বলল, 'আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন, প্লিজ?'

কেলি মেয়েটির দিকে তাকাল, 'তুমি আমাকে চেন?'

'না। তবে মা বললেন আপনি বিখ্যাত একজন মানুষ।'

কেলি বলল, 'আমি বিখ্যাত কেউ নই।'

'ওহ্।'মেয়েটি চলে যাবার পরে কেলির দিকে তাকাল ডিয়ানে।

'আমি কি আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'না,' তারপর তীক্ষ্ণ গলায় কেলি বলল, 'আমি চাই না ঊে আমাকে খামোকা বিরক্ত করুক। তো ব্যাপারটা কী, মিসেস স্টিভেন্স?'

'শুধু ডিয়ানে বলবেন, প্লিজ। শুনলাম আপনার স্বামীর জীবনে মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটেছে—'

'হ্যাঁ, সে খুন হয়েছে।'

'আমার স্বামীও খুন হয়েছে। এবং ওরা দুজনেই KIG তে কাজ করত।'

অধৈর্য গলায় কেলি বলল, 'তাতে কী হলো? হাজার হাজার মানুষ KIG তে কাজ করছে। এদের মাঝ থেকে যদি দুজনের সর্দি লেগে যায় তাহলে কি ওটাকে মহামারী বলা যাবে?'

ডিয়ানে সামনে ঝুঁকল। 'শুনুন, ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে...

বাধা দিল কেলি, 'দুঃখিত, আমার এখন এসব শোনার মূড নেই।' হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিল সে।

'আমারও কথা বলার মূড নেই,' মুখ ঝামটা দিল ডিয়ানে, 'কিনউত এটা খুব—'

ডিয়ানের কণ্ঠ কফিশপে হঠাৎ প্রতিধ্বনিত হলো।

'ঘরে চারজন লোক ছিল...'

চমকে উঠে শব্দের দিকে ফিরে চাইল ডিয়ানে এবং কেলি। বার-এর ওপরে রাখা টিভি থেকে ডিয়ানের কণ্ঠ ভেসে আসছে। আদালত কক্ষে, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দেখা যাচ্ছে ওকে।

'...একজন ছিল চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। মি. আলটিয়েরি তাকে জেরা করছিলেন। অপর দুজন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মি. আলটিয়েরি একটি বন্দুক বের করলেন, চিৎকার করে কী যেন বললেন, তারপর লোকটার মাথার পেছনে গুলি চালিয়ে দিলেন।

উপস্থাপক হাজির হলো পর্দায়। 'মাফিয়া প্রধান অ্যান্থনি আলটিয়েরির বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় ডিয়ানে স্টিভেন্স এ সাক্ষাই দিয়েছিলেন। তবে জুরিরা রায় দিয়েছেন আসামী নির্দোষ।'

বিমূঢ় ভাব ফুটল ডিয়ানের চেহারায়। 'নির্দোষ?'

'প্রায় দুবছর আগে অ্যান্থনি আলটিয়েরির বিরুদ্ধে তাঁর এক কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। ডিয়ানে স্টিভেনসের সাক্ষাৎ সত্ত্বেও জুরিরা তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস করেছেন অন্য সাক্ষীদের কথা।'

কেলি চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে আছে টিভির দিকে। কাঠগড়ায় নতুন এক সাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছে।

জেক রুবেনস্টাইন জিজ্ঞেস করলেন, 'ড. রাসেল, আপনি কি নিউইয়র্কে প্রাকটিস করেন?'

'না, আমি শুধু বোস্টনে কাজ করি।'

'ঘটনার দিন আপনি কি মি. আলটিয়েরির চিকিৎসা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। সকাল ন'টার দিকে। তাঁর হার্টের সমস্যা হয়েছিল। আমি তাঁকে সারাদিন অবাজার্ভেশনে রেখেছিলাম।'

'তার মানে ১৪ অক্টোবর তাঁর পক্ষে নিউইয়র্কে হাজির হওয়া সম্ভব ছিল না?'

'না।'

আরেক সাক্ষীর আবির্ভাব ঘটল পর্দায়। 'আপনার পেশা কী বলবেন, স্যার?'

'আমি বোস্টন পার্ক হোটেলের ম্যানেজার।'

'১৪ অক্টোবর, ঘটনার দিন কি আপনি ডিউটিতে ছিলেন?'

'জ্বী, ছিলাম।'

'সেদিন কি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল?'

'জ্বী। পেন্থহাউজ সুইট থেকে আমাকে ফোন করে বলা হয় ওখানে তাৎক্ষণিকভাবে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিতে।'

'তারপর কী হলো?'

'আমি ড. জোসেফ রাসেলকে ফোন করি। তিনি তৎক্ষণাৎ চলে আসেন। আমরা পেন্থহাউজ সুইটের রোগী অ্যান্থনি আলটিয়েরিকে দেখতে যাই।'

'ওখানে গিয়ে কী দেখলেন?'

'মি. আলটিয়েরি পড়ে আছেন মেঝেতে। দেখে মনে হচ্ছিল উনি বোধহয় আমাদের হোটেলেই ইন্তেকাল করবেন।'

মুখ ফেরাল ডিয়ানে। বিবর্ণ চেহারা। 'ওরা মিথ্যা বলছে,' কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। 'দুজনেই।'

অ্যান্থনি আলটিয়েরিকে জেরা করা হচ্ছে। তাকে ভঙ্গুর এবং অসুস্থ লাগছে।

'সামনে কী করবেন বলে ভাবছেন, মি. আলটিয়েরি?'

'ন্যায়বিচার পেয়েছি, এখন ক'টা দিন বিশ্রাম নেব,' পাতলা হাসি আলটিয়েরির ঠোঁটে। 'তারপর কিছু পুরানো দেনা শোধ করব।'

বাক্যহারা কেলি। তাকাল ডিয়ানের দিকে। 'আপনি এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যা। আমি দেখেছি তাকে খুন—'কেলির হাত কাঁপছে, কাপ থেকে চা ছলকে পড়ল টেবিলে।

'আমি গেলাম।'

'আপনাকে এত নার্ভাস লাগছে কেন?'

'নার্ভাস হব না? আপনি মাফিয়া প্রধানকে জেলে পাঠাতে চেয়েছিলেন। সে এখন নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। বলছে কিছু পুরানো দেনা শোধ করবে। আর আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন নার্ভাস হচ্ছি? আরে, নার্ভাস তো আপনার হওয়ার কথা।' চেয়ার ছাড়ল কেলি। কতগুলো টাকা রাখল টেবিলে। 'বিল আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনি বরং দেশের বাইরে কেটে পড়ার জন্য টাকা জোগাড় করুন, মিসেস স্টিভেনস।'

'দাঁড়ান! আমরা আমাদের স্বামীদের সম্পর্কে এখনও কোনও কথা—'

'ভুলে যান,' দরজায় কদম বাড়াল কেলি। ডিয়ানে বিরস বদনে তাকে অনুসরণ করল।

'আপনি একটু বেশিই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন,' মন্তব্য করল ডিয়ানে।

'তাই নাকি?'দোরগোড়ায় পৌঁছে কেলি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি এমন নির্বোধের মতো কাজ—'

ক্রাচে ভর দিয়ে এক বুড়ো ঢুকছিল কফি শপে, মেঝেতে পা পিছলে গেল তার, পড়ে যাচ্ছে। কেলির মনে হলো ওটা মার্ক, আইফেল টাওয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। পতনোন্মুখ বুড়োকে ধরার জন্য লাফ মারল ও, একই সঙ্গে ডিয়ানেও নড়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার ওপার থেকে বিকট শব্দে দুটি গুলির আওয়াজ হলো। দুই নারী এক সেকেন্ড আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানের দেয়াল ফুটো করে ইট সুড়কি ঝরাল বুলেট। গুলির আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এল কেলি। প্যারিস নয় ও ম্যানহাটানে আছে এবং এই মাত্র এক উন্মাদ মহিলার সঙ্গে চা পান করেছে।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল ডিয়ানে। 'আমরা—'

'এখন বকবক করার সময় নেই। ঝেড়ে দৌড় দিন।'কেলি ডিয়ানেকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল ফুটপাতে। ওখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল কলিন। সে দরজা খুলে দিল। কেলি এবং ডিয়ানে ধপ করে বসে পড়ল পেছনের আসনে।

'কীসের যেন শব্দ শুনলাম,' বলল কলিন।

দুই নারী জড়োসড়ো বসে আছে সিটে, কথা বলতেও ভুলে গেছে।

অবশেষে কথা বলর কেলি, 'এটা— বোধহয় গাড়ির ব্যাক ফায়ারের আওয়াজ,' ডিয়ানের দিকে ফিরল, শান্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'আশা করি বুঝতে পারছেন আমি একটু বেশিই প্রতিক্রিয়া দেখাইনি,' বিদ্রূপের গলায় বলল ও। 'আপনাকে বাড়ি

পৌঁছে দিয়ে আসি, চলুন। কোথায় থাকেন আপনি?'

ডিয়ানে বুক ভরে বাতাস টানল। কলিনকে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলল। চলার পথে দুই নারী পাথুরে নীরবতা নিয়ে বসে রইল, ঘটনার আকস্মিকতায় দুজনেই বিমূঢ়।

ডিয়ানের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ডিয়ানে কেলিকে বলল, 'আসুন, আমার ঘরে একটু বসবেন।

আমার ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে আবার কিছু ঘটবে।' কাটাকাটা গলায় কেলি বলল, 'আমারও একই দশা— তবে আমার কিছু হবে না। গুডবাই, মিসেস স্টিভেনস।'

ডিয়ানে তাকিয়ে রইল কেলির দিকে, কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে রইল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

কেলি দেখল ডিয়ানে ফয়ার দিয়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেলি।

কলিন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন, মিসেস হ্যারিস?'

'হোটেলে যাও, করিন—'

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে তীক্ষ্ণ গলার চিৎকার ভেসে এল। একটুক্ষণ ইতস্তত করে গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল, ছুটল ভবনের অভ্যন্তরে। ডিয়ানে এক তলায় থাকে। তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁপছে সে।

'কী হয়েছে।' জিজ্ঞেস করল কেলি।

'কেউ— কেউ ঘরে ঢুকেছিল। রিচার্ডের ব্রিফকেসটা এ টেবিলের ওপরে ছিল। এখন নেই। ব্রিফকেসে ওর কাগজপত্র ছিল। ব্রিফকেসের জায়গায় রিচার্ডের বিয়ের আংটি রেখে গেছে ওরা।'

ভীত দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাল কেলি। 'পুলিশে খবর দিন।'

'দিচ্ছি,' ডিয়ানের মনে পড়ল ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ ওকে যে কার্ডটি দিয়েছিল ওটা হলঘরের টেবিলে আছে। সে টেবিল থেকে কার্ড তুলে নিয়ে ফোন করল। 'ডিটেকটিভ আর্ল গ্রীনবার্গ, প্লিজ।'

সংক্ষিপ্ত বিরতি।

'গ্রীনবার্গ বলছি।'

'ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ, ডিয়ানে স্টিভেনস বলছি। এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। আপনি কি একবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে পারবেন... ধন্যবাদ।'

ডিয়ানে বুক ভরা শ্বাস নিয়ে ফিরল কেলির দিকে।

'ডিটেকটিভ আসছেন। আপনি যদি কিছু মনে না কবেন উনি আসা পর্যন্ত যদি—'

'কিছু মনে করব। এটা আপনার সমস্যা। আমি এর মধ্যে জড়াতে চাই না। আপনি হয়তো বলতে পারেন এইমাত্র কেউ আপনাকে খুন করার চেষ্টা করেছে আর আমি কেন আপনাকে এভাবে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বললামই তো এর মধ্যে আমি জড়িত হতে চাইছি না। বিদায়, মিসেস স্টিভেনস।'কেলি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পা বাড়াল লিমুজিনে।

'কোথায় যাবেন?' প্রশ্ন করল কলিন।

'হোটেলে।'

ওখানে ও নিরাপদ থাকবে।

একুশ

হোটেল রুমে ফিরল কেলি। ঘটনার আকস্মিকতায় এখনও ধড়ফড় করছে বুক। কিছুক্ষণ আগে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কাছ ঘেঁষে এসেছে ও। এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জীবনে হয়নি ওর। ও যদি আর জীবনেও ওই স্বর্ণকেশী মেয়েটার ধারেকাছেও গিয়েছে!

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল কেলি। বুজল চোখ, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। ধ্যান করার চেষ্টা করল। লাভ হলো না। বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছে ও। কাঁপছে গা। ভেতরটা ফাঁকা এবং শূন্য লাগছে। মার্ককে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল মার্ক, তোমাকে আমি সাংঘাতিক মিস করছি। লোকে বলে সময়ের সঙ্গে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কথাটা সত্য নয়, ডার্লিং। দিন যত যাচ্ছে, আরও খারাপ হচ্ছে সবকিছু।

দরজার বাইরে, করিডরে একটি ফুড কার্ট যাওয়ার শব্দে কেলির মনে পড়ল সারাদিন ওর কিছু খাওয়া হয়নি। কিন্তু শরীরে শক্তি জোগাতে হলে কিছু তো খেতে হবেই।

রুম সার্ভিসকে ফোন করল ও, 'আমার জন্য চিংড়ি সালাদ আর গরম চা পাঠিয়ে দিন, প্লিজ।'

'ধন্যবাদ। খাবার রেডি হতে পঁচিশ/ত্রিশ মিনিট সময় লাগবে, মিসেস হ্যারিস।'

'ঠিক আছে,' রিসিভার নামিয়ে রাখল কেলি। বসে রইল, ট্যানার কিংসলের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভাবছে। ওকে যেন হিমশীতল এক দুঃস্বপ্নের মাঝে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে। ঘটছে কী এসব?

মার্ক ওলগার কথা ওকে বলেনি কেন? মহিলার সঙ্গে কি ওর শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল? নাকি প্রেম? মার্ক, ডার্লিং, তুমি প্রেম করতে কিনা আমি জানতে চাই। তবে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। সবসময় বাসব। কীভাবে ভালোবাসতে হয় তুমিই আমাকে শিখিয়েছ। আমি ছিলাম শীতল এক নারী, তাকে তুমি উষ্ণ রমণীতে পরিণত করেছ। তুমি আমার অহংবোধ ফিরিয়ে দিয়েছ, আমাকে বুঝতে শিখিয়েছ আমি একজন নারী।

ডিয়ানের কথা মনে পড়ল ওর। ওই অনর্থক ব্যস্ত মহিলা আমার জীবনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। ওর কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। তবে তা কঠিন হবে না। কারণ কাল আমি প্যারিসে থাকব, আমার সঙ্গে থাকবে অ্যাঞ্জেল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে কেলির চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। 'রুম সার্ভিস।'

'আসছি,' কেলি পা বাড়াল দরজায়, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অল্পক্ষণ আগে ও খাবারের অর্ডার দিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে গেল?

'এক মিনিট,' বলল ও।

কেলি ফোন তুলে রুম সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলল, 'আমার খাবারটা তো এখনও পাঠালেন না।'

'খাবার তৈরি হচ্ছে, মিসেস হ্যারিস। আর পনের/বিশ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাবেন।'

রিসিভার রেখে দিল কেলি। ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মেইন ডেস্কে ডায়াল করল।

'এক— এক লোক আমার ঘরে জোর করে ঢুকতে চাইছে।'

'আমি এক্ষুণি একজন সিকিউরিটি অফিসার পাঠিয়ে দিচ্ছি, মিসেস হ্যারিস।'

দুই মিনিট বাদে আবার নক্ হলো দরজায়। কেলি দ্বিধান্বিত পদক্ষেপে হেঁটে গেল দরজায়।

'কে?'

'সিকিউরিটি।'

ঘড়ি দেখল কেলি। খুব বেশি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে ওরা। 'আসছি,' বলে মেইন ডেস্কে আবার ফোন করল ও। 'আমি সিকিউরিটি চেয়ে ফোন করেছিলাম—'

'লোক যাচ্ছে, মিসেস হ্যারিস। মিনিট খানেকের মধ্যে পৌছে যাবে।'

'কী নাম তার?' ভয়ে গলা বুজে এল কেলির।

'টমাস।'

কেলি হলওয়েতে মৃদু ফিসফাস শুনতে পেল। দরজায় চেপে ধরল কান। শব্দগুলো মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকল। ভয়ে সাদা মুখ।

এক মিনিট পরে নক্ হলো দরজায়।

'কে?'

'সিকিউরিটি।'

'বিল?' দম বন্ধ করে প্রশ্ন করল কেলি।

'না, মিসেস হ্যারিস। আমি টমাস।'

দ্রুত দরজা খুলে সিকিউরিটির লোককে ভেতরে ঢুকতে দিল কেলি।

ওকে এক মুহূর্ত পরখ করল লোকটা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'কারা—কারা যেন আমার ঘরে ঢুকতে চাইছিল।'

'আপনি কি ওদেরকে দেখেছেন?'

'না। আ-আমি ওদের গলা শুনেছি। আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন, ভাই?'

'নিশ্চয়, মিসেস হ্যারিস।'

শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কেলি। যতসব উল্টোপাল্টা ঘটনা অতি দ্রুত ঘটছে।

লিফটে ঢুকল ওরা দুজন। টমাস কেলির গায়ের সঙ্গে প্রায় সেঁটে রইল।

লবিতে পৌঁছে চারপাশে চোখ বুলাল কেলি। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। সিকিউরিটি গার্ডকে নিয়ে বাইরে এল কেলি, হেঁটে এগোল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে।

'অনেক ধন্যবাদ,' গার্ডকে বলল কেলি।

'আপনি ফিরে এসে দেখবেন কোনও সমস্যা নেই। যে-ই আপনার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করুক না কেন, এতক্ষণে সে চলে গেছে।'

ট্যাক্সিতে চড়ে বসল কেলি। পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল দুই লোক তাড়াহুড়ো করে পার্ক করা একটি লিমুজিনে ঢুকছে।

'কোথায় যাবেন?' ক্যাব ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল কেলিকে।

ট্যাক্সির পেছনে চলে এসেছে লিমুজিন। সামনের মোড়ে এক ট্রাফিক কনেস্টবল রাস্তার জ্যাম সামলাচ্ছে।

'সোজা চলো,' ড্রাইভারকে বলল কেলি।

'আচ্ছা।'

সবুজ আলো জ্বলছে, গাড়ি এগোচ্ছে, কেলি জরুরি গলায় বলল, 'গাড়ির গতি কমাও, লাল আলো জ্বলে উঠলেই দ্রুত বামে মোড় নেবে।'

রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে কেলির দিকে তাকাল ড্রাইভার।

'কী বললেন?'

'লাল আলো জ্বলা মাত্র গাড়ি ছোটাবে,' বলল কেলি।

ড্রাইভারের চেহারায় বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠতে দেখে ও জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি একটা বাজি ধরেছি। বাজি জেতার চেষ্টা করছি।'

'অঃ' বলল ড্রাইভার। লোকটা নিশ্চয় আমাকে পাগল ঠাউরেছে, ভাবল কেলি।

সবুজ আলো লাল হয়ে যাচ্ছে, কেলি বলল, 'এখন!'

আলোটা লাল হয়ে যেতেই ট্যাক্সি বামে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল। ওদের পেছনে ছুটে আসা গাড়িগুলো ট্রাফিক সার্জেন্টের নির্দেশে দাঁড়িয়ে পড়ল। লিমুজিনের লোকগুলো হতাশ চোখে একে অপরের দিকে তাকাল।

পরের মোড়ে পৌঁছেছে ট্যাক্সি, কেলি বলল, 'এই রে, আমি একটা জিনিস ভুলে ফেলে এসেছি। আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও, ভাই।'

ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। কেলি ক্যাব থেকে নেমে লোকটার হাতে কয়েকটি টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, 'তোমার ভাড়াটা।'

ড্রাইভার দেখল কেলি একটি মেডিকেল ভবনে দ্রুত ঢুকে গেছে। মহিলার একজন মনোবিজ্ঞানী দেখানো দরকার, ভাবল সে।

মোড়ের রাস্তায় ট্রাফিকের বাতির রং সবুজ হতেই লিমুজিন বামে ঘুরল। ট্যাক্সিটি দুই ব্লক দূরে। ওরা সেদিকে বেগে গাড়ি ছোটাল।

পাঁচ মিনিট পরে কেলি আরেকটি ট্যাক্সিতে চড়ে বসল।

ডিয়ানে স্টিভেনসের অ্যাপার্টমেন্টে ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ বলছিল, 'মিসেস স্টিভেনস, যে লোকটা আপনাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল তাকে কি দেখতে পেয়েছিলেন?'

মাথা নাড়ল ডিয়ানে, 'না, এত দ্রুত ঘটনা ঘটল...'

'তবে ঘটনা খুব সিরিয়াস। .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। এ আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেট লোহার বর্মও ভেদ করতে পারে। আপনি ভাগ্যবতী তাই প্রাণে বেঁচে গেছেন। আপনাকে কেউ কেন হত্যা করতে চাইছে সে ব্যাপারে কোন ধারণা আছে?'

আলটিয়েরির কথাগুলো মনে পড়ে গেল ডিয়ানের আমাকে কয়েকটি পুরানো দেনা শোধ করতে হবে।

জবাবের অপেক্ষা করছে গ্রীনবার্গ।

ইতস্তত গলায় জবাব দিল ডিয়ানে, 'অ্যান্থনি আলটিয়েরিই হয়তো আমাকে হত্যা করতে চাইছে।'

গ্রীনবার্গ ওকে একটু পরখ করল। 'ঠিক আছে। বিষয়টি আমরা চেক করে দেখব। হারানো ব্রিফকেসের মধ্যে কী ছিল জানেন?'

'জানি না। রিচার্ড প্রতিদিন সকালে ব্রিফকেসটি নিয়ে ল্যাবরেটরিতে যেত আবার প্রতিরাতে ওটাকে নিয়ে ঘরে ফিরত। আমি একবার ব্রিফকেসের মধ্যে কিছু কাগজপত্র দেখেছিলাম। টেকনিকাল পেপার্স।'

টেবিলে রাখা বিয়ের আংটিটি হাতে তুলে নিল গ্রীনবার্গ।

'আপনি বলছেন আপনার স্বামী কোনদিন তাঁর বিয়ের আংটি আঙুল থেকে খোলেননি?'

'জ্বী।'

'মৃত্যুর আগে আপনার স্বামীর আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা কি চোখে পড়েছিল আপনার? কোনও কিছু নিয়ে কি উনি দুশ্চিন্তা করছিলেন? শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, উঁনি কি আপনাকে বিশেষ কোন কথা বলেছিলেন বলে মনে পড়ে?'

মনে করার চেষ্টা করল ডিয়ানে। তখন ভোর। ওরা বিছানায় শুয়ে ছিল, নগ্ন। রিচার্ড আলতো আদর করছিল ডিয়ানের উরুযুগলে। 'আজ অনেক রাত অবধি কাজ করব আমি,' বলেছিল সে। 'তবে আমার জন্য খানিকটা সময় রেখো, হানি।'

ডিয়ানে স্বামীর শরীরের একটি জায়গায় হাত রেখে, যে জায়গাটিতে আদর খেতে পছন্দ করত রিচার্ড, হাসতে হাসতে বলছিল, 'পেটুক।'

'মিসেস স্টিভেনস...

ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল ডিয়ানে, 'না, বিশেষ কোনও কথা বলেনি ও।'

'আপনার প্রটেকশনের ব্যবস্থা করছি আমি,' বলল গ্রীনবার্গ। 'আর যদি—'

সদর দরজার বেল বেজে উঠল।

'আপনার কাছে কারও আসার কথা?'

'না।'

দরজায় হেঁটে গেল গোয়েন্দা। খুলল। তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ঝড় তুলে ঘরে ঢুকল কেলি হ্যারিস।

গটগট করে এগিয়ে এল সে ডিয়ানের কাছে। 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

বিস্মিত ডিয়ানে। 'আপনার না প্যারিসে যাবার কথা?'

'আমি ঘুর পথে এখানে এসেছি।'

গ্রীনবার্গ যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'ইনি ডিটেকটিভ আর্ল গ্রীনবার্গ। আর ইনি কেলি হ্যারিস।

কেলি ফিরল গ্রীনবার্গের দিকে। 'এক লোক আমার হোটেল রুমে ঢোকার মতলব করছিল, গোয়েন্দা।'

'হোটেল সিকিউরিটিকে ব্যাপারটা জানাননি?'

'জানিয়েছি। গার্ড আসার পরে লোকগুলো কেটে পড়ে।

'ওরা কে হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'কোনও ধারণা নেই।'

'ওরা কি ঘর ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছিল?'

'না— হলওয়েতে দাঁড়িয়ে ছিল। ভান করছিল রুম সার্ভিস।'

'রুম সার্ভিসের কাছে অর্ডার দিয়েছিলেন আপনি?'

'জ্বী, তবে আমি—'

বাধা দিল ডিয়ানে, 'তাহলে বোধহয় পুরোটাই আপনার কল্পনা। সকালের ঘটনায়—'

ডিয়ানেকে ধমক দিল কেলি। 'শুনুন, আপনাকে আগেই বলেছিলাম আমি এসবের মধ্যে আমি নেই। আমি আজ বিকেলে জিনিসপত্র নিয়ে উড়াল দিচ্ছি প্যারিসে। আপনার মাফিয়া বন্ধুদেরকে বলবেন তারা যেন দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দেয়।'

চলে গেল কেলি।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল গ্রীনবার্গ।

'ওর স্বামী মা-মারা গেছে মানে খুন হয়েছে। রিচার্ড যে কোম্পানিতে কাজ করত ওই লোকও একই কোম্পানির চাকুরে ছিল— কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ।'

হোটেলের লবিতে ঢুকে রিসেপশন ডেস্কে চলে এল কেলি।

'আমি চলে যাচ্ছি,' বলল ও। 'প্যারিসে যাওয়ার নেক্সট প্লেনের একটা টিকেট ব্যবস্থা করা যাবে আমার জন্য?'

'অবশ্যই, মিসেস হ্যারিস। কোন্ এয়ারলাইনের টিকেট নেব?'

'যে কোনও একটা এয়ারলাইন হলেই হলো।'

হোটেল লবি পার হয়ে লিফটে ঢুকল কেলি, চারতলার বোতাম টিপে দিল। লিফটের দরজা বন্ধ হতে যাচ্ছে, দুই লোক হুট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওদের দিকে একপলক তাকিয়েই ঝট করে লিফট থেকে বেরিয়ে এল কেলি। লিফটের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর কদম বাড়াল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না, মনে মনে বলল কেলি।

চারতলার ল্যান্ডিং-এ পা রেখেছে ও, এক বিশালদেহী আটকে দাঁড়াল।

'এক্সকিউজ মী,' লোকটাকে পাশ কাটাতে গেল কেলি।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' সাইলেন্সার পেঁচানো একটা পিস্তল তাক করল লোকটা।

রক্তশূন্য হয়ে গেল কেলির মুখ। 'তুমি—'

'চুপ। কোনও কথা নয়। নীচে চলুন।'

লোকটা হাসছে তবে কেলি লোকটার দিকে ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল লোকটা আসলে হাসছে না। ওপরের ঠোঁটটা ছুরির পোঁচে এমনভাবে কেটে গেছে, দূর থেকে দেখলে মনে হয় সে হাসছে। আর এমন শীতল চোখ মানুষের হয়!

'পা বাড়ান!'

রেগে গেল কেলি। না! আমি ওই মাগীর জন্য মরতে পারব না। 'এক মিনিট আপনি ভুল মানুষকে—'

বুকের পাঁজরে পিস্তলের এত জোরে খোঁচা লাগল যে হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল কেলির।

'চুপ থাকতে বললাম না! হাঁটুন!'

লোকটা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল কেলির বাহু, ব্যথায় মেয়েটার মুখ নীল হয়ে গেল। পিঠে ঠেকে আছে পিস্তলের নল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ওরা। লবিতে চলে এল। লবিতে লোকজন গিজগিজ করছে। 'বাঁচাও!' বলে চিৎকার দেবে কিনা ভাবছে কেলি, বিশালদেহী কানের কাছে ফিসফিস করল, 'অমন কথা কল্পনাও করবেন না!'

বাইরে চলে এল ওরা। ফুটপাতে একটি স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। দুই গাড়ি সামনে, এক ট্রাফিক পুলিশ পার্কিং টিকেট লিখেছ। বিশালদেহী কেলিকে নিয়ে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে চলে এল। 'উঠুন,' হুকুম করল সে।

কেলি আড়চোখে ট্রাফিক পুলিশকে দেখল।

'আচ্ছা, উঠছি।' তারপর উঁচু, ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'গাড়িতে উঠছি বটে তবে তোমার সঙ্গে আগে একটা ব্যাপার খোলাসা করে নেয়া দরকার। আমার সঙ্গে তুমি যা যা করতে বলেছ তা আমি করব। তবে এজন্য অতিরিক্ত একশো ডলার দিতে হবে কিন্তু।'

পুলিশম্যান ঘুরে তাকাল ওদের দিকে।

প্রকাণ্ডদেহী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কেলির দিকে। 'আরে এসব কী বলছেন?'

'টাকা না দিলে ভুলে যাও, ইউ চীপ বাস্টার্ড।'

কেলি পুলিশম্যানের দিকে দ্রুত পা বাড়াল। বিশালদেহী ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ হাসছে বটে তবে চোখের শীতল চাউনি খুবই ভয়ংকর।

কেলি পুলিশম্যানকে দেখিয়ে বলল, 'এই পার্ভার্ট লোকটা আমাকে বিরক্ত করছে।'

পেছন ফিরে দেখল পুলিশম্যান গুণ্ডাটার দিকে এগোচ্ছে। কেলি রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

বিশালদেহী স্টেশন ওয়াগনের দিকে পা বাড়িয়েছে, সেই পুলিশম্যান বলল, 'এক মিনিট স্যার, এ দেশে পতিতাদেরকে প্রকাশ্যে প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।'

'আমি দিইনি—'

'আপনার পরিচয়পত্র দেখি। কী নাম আপনার?'

'হ্যারি ফ্লিন্ট।'

ফ্লিন্ট দেখল কেলির ট্যাক্সি গতি তুলে চলে গেল বেশ্যা মাগী! আমি ওকে খুন করব, প্রতিজ্ঞা করল হ্যারি ফ্লিন্ট।

বাইশ

ডিয়ানের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে দ্বিতীয়বার ট্যাক্সি থেকে নামল কেলি, ঝড়ের গতিতে এগোল সদর দরজায়, সজোরে টিপে ধরল কলিংবেল।

ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ খুলে দিল দরজা। কেলি দেখল ডিয়ানে বসে আছে লিভিংরুমে। সে গোয়েন্দার পাশ কাটাল।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ডিয়ানে। 'আপনি না বললেন—'

'এসব কী ঘটছে সেটা আপনি আমাকে বলবেন। ওরা আবার আমাকে ধরার চেষ্টা করেছে। আপনার মাফিয়ার লোকজন আমাকে কেন খুন করতে চাইছে?'

'আ—আমি কী করে বলব? ওরা— হয়তো আমাদেরকে একসঙ্গে দেখেছে। ভেবেছে আমরা বন্ধু—'

'কিন্তু আমরা বন্ধু নই, মিসেস স্টিভেনস। আমাকে এসবের মধ্যে দয়া করে জড়াবেন না।'

'মানে? আমি আপনাকে কী করে—?'

'আপনিই এর মধ্যে আমাকে জড়িয়েছেন। আপনি আপনার দোস্ত আলটিয়েরিকে বলবেন আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নিতান্তই আকস্মিক এবং আপনি আমাকে চেনেন না। আপনার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি বেঘোরে প্রাণটা হারাতে চাই না।'

ডিয়ানে বলল, 'আমি পারব না—'

'অবশ্যই আপনি পারবেন। আপনি আলটিয়েরির সঙ্গে কথা বলবেন এবং সেটা এখুনি। আপনি ওই লোকের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত আমি এখান থেকে একপাও সরছি না।'

ডিয়ানে বলল, 'আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যদি আপনাকে এর মধ্যে জড়িয়ে থাকি তো এজন্য দুঃখিত তবে...' অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রইল ও, তারপর ফিরল গ্রীনবার্গের দিকে।

'আলটিয়েরির সঙ্গে কথা বললে কি সে আমাদেরকে ছেড়ে দেবে?'

গ্রীনবার্গ বলল, 'হয়তো বা। আমি কি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব?'

ডিয়ানে বলল, 'না, আমি—'

বাধা দিল কেলি, 'এর মানে হচ্ছে 'হ্যাঁ।'

অ্যান্থনি আলটিয়েরি থাকে নিউ জার্সির হান্টারডন কান্ট্রিতে। কলোনিয়ান স্টাইলের প্রকাণ্ড একটি পাথুরে বাড়ি। পনের একর জমি নিয়ে তৈরি বাড়িটিকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে বিশাল এবং উঁচু একটি লোহার বেড়া। জমিনে রয়েছে লম্বা, ছায়াঘেরা বৃক্ষের সারি, পুকুর এবং রঙিন ফুলের বাগান।

ফ্রন্ট গেটের ভেতরে, একটি বুথে বসে আছে এক গার্ড। গ্রীনবার্গ কেলি এবং ডিয়ানেকে নিয়ে গাড়ি থামাল গাড়ির সামনে। গার্ড বেরিয়ে এল বুথ থেকে। গ্রীনবার্গকে চিনতে পারল সে, 'আফটারনুন, লেফটেনেন্ট।'

'হ্যালো, সিজার, আমরা মি. আলটিয়েরির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'ওয়ারেন্ট নিয়ে?'

'আরে না। এমনি।'

দুই নারীর ওপর এক ঝলক নজর বুলাল গার্ড। 'একটু দাঁড়ান।' সে বুথে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরে বেরিয়ে এসে খুলে দিল গেট। 'আপনারা যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল গ্রীনবার্গ। গাড়ি চালিয়ে চলে এল বাড়ির সামনে।

ওরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমেছে, দ্বিতীয় গার্ড হাজির হলো। 'আমার সঙ্গে আসুন।'

সে ওদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল। সুপ্রশস্ত লিভিংরুমটি অ্যান্টিক আধুনিক ফরাসী আসবাব দিয়ে সাজানো। গরমের দিন তবু বিরাটাকারের পাথরের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ওরা তিনজন গার্ডের পেছন পেছন লিভিংরুম পার হয়ে অন্ধকার একটি বেডরুমে ঢুকল। বিছানায় শুয়ে আছে অ্যান্থনি আলটিয়েরি, নাকে অক্সিজেনের নল। আদালতে যে মানুষটাকে দেখেছে ডিয়ানে তারচেয়ে অনেক বেশি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত এবং ভঙ্গুর লাগছে এখন। আলটিয়েরির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন প্রীস্ট এবং নার্স।

আলটিয়েরি মুখ তুলে ডিয়ানে, কেলি এবং গ্রীনবার্গকে দেখল। তার চাউনি আবার ফিরে এল ডিয়ানের দিকে। কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং ঘরঘরে শোনাল। 'তুমি এখানে কী চাও?'

ডিয়ানে বলল, 'মি. আলটিয়েরি, আপনি মিসেস হ্যারিস এবং আমার পেছনে আর দয়া করে লাগবেন না। আপনার লোকজন ফিরিয়ে আনুন। আপনি আমার স্বামীকে হত্যা করেছেন সেটাই কি যথেষ্ট নয়—?'

ধমকে উঠল আলটিয়েরি, 'কী সব আবোল তাবোল বকছ? তোমার স্বামীর নামও আমি জীবনে শুনিনি। তার গায়ে সাঁটিয়ে রাখা ফালতু চিরকুটের কথা আমি শুনেছি,' নাক সিঁটকাল সে। 'সে মাছের সঙ্গে সাঁতার কাটবে।' টিভি সিরিয়াল বেশি বেশি দেখলে এই-ই হয়। তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলি, লেডি, কোনও ইটালিয়ান ওই চিঠি লেখেনি। আমি তোমার পিছু নিইনি। তুমি মর কী বাঁচো তাতে আমার

কিস্যু আসে যায় না। আমি কাউকে ধাওয়া করছি না। আমি—' ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল তার।

'আমি এখন ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।'

ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ প্রশ্ন করল, 'ওনার কী হয়েছে?'

জবাব দিলেন প্রীস্ট, 'ক্যান্সার।'

ডিয়ানে বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটির দিকে তাকাল। তার মনে হচ্ছে লোকটি সত্য কথাই বলেছে।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠল ওর শরীর।

আলটিয়েরির বাড়ি থেকে ফিরছে ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ। চেহারা শুকনো। 'আলটিয়েরি সত্য কথা বলেছে বলে মনে হলো আমার।'

মাথা ঝাঁকাল কেলি। 'হুঁ। আমারও তা-ই ধারণা। লোকটা মারা যাচ্ছে।'

'আপনাদেরকে কেউ কেন হত্যা করতে চাইছে এ সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে?'

'না,' জবাব দিল ডিয়ানে। 'আলটিয়েরি যদি না হয়—? ডানে বামে মাথা নাড়ল ও। 'নাহ্, আমি বুঝতে পারছি না।'

ঢোক গিলল কেলি। 'আমিও না।'

গ্রীনবার্গ ডিয়ানে এবং কেলিকে ডিয়ানের বাসায় নিয়ে এল। 'আমি কাজে যাব,' বলল সে, 'আপনারা এখানে নিরাপদেই থাকবেন। পনের মিনিট পরে একটি পুলিশ ক্রুজার আসবে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ওটা আপনার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং পাহারা দেবে। আমাকে প্রয়োজন হলে ফোন করবেন।'

চলে গেল সে।

ডিয়ানে এবং কেলি পরস্পরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

'চা খাবেন?' জিজ্ঞেস করল ডিয়ানে।

কেলি বলল, 'কফি।'

ডিয়ানে কিচেনে ঢুকল কফি বানাতে। কেলি লিভিংরুমে ঘুরে ঘুরে দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিং দেখতে লাগল।

ডিয়ানে কিচেন থেকে বেরিয়েছে, কেলি ডিয়ানের একটি ছবি দেখতে দেখতে বলল, 'স্টিভেনস, এগুলো আপনি এঁকেছেন?'

মাথা দোলাল ডিয়ানে। 'হুঁ।'

কেলি নিরাসক্ত গলায় বলল, 'ভালোই হয়েছে।'

ঠোঁটে ঠোঁট চাপল ডিয়ানে। 'তাই? চিত্রকলা সম্পর্কে আপনি অনেক জানেন বুঝি?'

'তেমন জানি না, মিসেস স্টিভেনস।'

'কার ছবি আপনার পছন্দ? গ্রান্ডমা জোসেস?'

'উনি ভালোই আঁকেন।'

'প্রাচীন পেইন্টারদের আর কে কে আপনার হৃদয় স্পর্শ করেছে?'

ডিয়ানে বলল, 'আমি কারভিলিনিয়ার, নন-প্রেজেন্টেশনাল ফর্মটি পছন্দ করি। তবে ব্যতিক্রম রয়েছে নিশ্চয়। যেমন টাইটানের ভেনাস অব রবিন, তার ছবির ডায়গনাল সুইপ শ্বাসরুদ্ধকর। এবং—'

কিচেন থেকে কফির কেটলির ফোঁস ফোঁস বাষ্পের আওয়াজ ভেসে এল।

ডিয়ানে বলল, 'কফি রেডি।'

ডাইনিং রুমে মুখোমুখি বসেছে ওরা। কফি জুড়োতে দিয়েছে।

নীরবতা ভঙ্গ করল ডিয়ানে। 'আমাদেরকে কেউ খুন করতে চাইছে। এর কারণ কী?'

'কারণ জানি না,' জবাব দিল কেলি। একটু থেমে যোগ করল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটাই মিল আছে— আমাদের দুজনের স্বামীই KIG তে কাজ করত। হয়তো টপ-সিক্রেট কোনও প্রজেক্টের সঙ্গে ওরা জড়িত ছিল। ওদেরকে যে-ই খুন করুক না কেন, খুনীর ধারণা ওরা আমাদেরকে প্রজেক্টের কথা বলে গেছে।'

মুখ শুকিয়ে গেল ডিয়ানের। 'হ্যাঁ...'

অফিসে বসে ট্যানার ডিয়ানের অ্যাপার্টমেন্টের দৃশ্য দেখছে দেয়ালে ঝোলানো একটি টিভি পর্দায়। তার প্রধান সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

ডিয়ানের অ্যাপার্টমেন্টে ট্যানার আগেই গোপন ক্যামেরা এবং সাউন্ড সিস্টেম ফিট করে রেখেছে। প্রতিটি ঘরে রয়েছে লুকানো ভিডিও সিস্টেম, বোতাম আকারের ওয়েব-ক্যামেরা ঘাপটি মেরে রয়েছে বইয়ের মধ্যে, ফাইবার অপটিকাল তার দরজার নীচে, রয়েছে তারবিহীন পিকচার-ফ্রেম ক্যামেরা। চিলেকোঠায় ল্যাপটপ সাইজের একটি ভিডিও সার্ভার দুটি ক্যামেরা চালাচ্ছে। সার্ভারের সঙ্গে সংযুক্ত তারহীন মোডেম সেলুলার টেকনোলজির সাহায্যে ইকুইপমেন্ট চালাচ্ছে।

ট্যানার সামনে ঝুঁকল, মনোযোগ দিয়ে দেখছে টিভি পর্দার দৃশ্য। ডিয়ানে বলল, 'আমাদের স্বামীরা কী নিয়ে কাজ করত সে রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে।'

'ঠিক। কিন্তু আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। সাহায্য করবে কে?'

'ট্যানার কিংসলেকে ফোন করব। সে-ই শুধু আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। এর পেছনে কে বা কারা জড়িত তা নিয়ে ইতিমধ্যে সে তদন্ত শুরু করেও দিয়েছে।'

'ঠিক আছে। তবে তাই করি।'

ডিয়ানে বলল, 'আজ রাতটা আপনি এখানেই থাকুন। এখানে নিরাপদে থাকবেন। বাইরে পুলিশের গাড়ি আছে পাহারায়।' জানালার সামনে গেল ও, পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। কোনও গাড়ি নেই।

অনেকক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকল ডিয়ানে। শিরশির করে উঠল গা। 'আশ্চর্য তো! এতক্ষণে পেট্রল কার চলে আসার কথা। দেখি ফোন করে।'

ডিয়ানে হ্যান্ডব্যাগ থেকে ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গের কার্ড বের করল, ফোন করল। 'ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ, প্লিজ।' এক মুহূর্ত ওপ্রান্তের কথা শুনল।

'আর ইউ শিওর?...আই সী। ডিটেকটিভ প্রিগিটজারের সঙ্গে কি কথা বলতে পারি?' আবার নীরবতা।

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' ডিয়ানে আস্তে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

'কী হলো?'

ডিয়ানে বলল, 'ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ এবং প্রিগটজারকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

ঢোক গিলল কেলি। 'কাকতালীয় ঘটনা, নয় কি?'

ডিয়ানে বলল, 'একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

'কী?'

'ডিটেকটিভ গ্রীনবার্গ জানতে চেয়েছিল রিচার্ড আমাকে বিশেষ কোনও কথা বলেছিল কিনা। আমি তখন একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। রিচার্ড কার সঙ্গে যেন দেখা করতে ওয়াশিংটন যাবে বলেছিল। মাঝে মাঝে আমি ওর সঙ্গে যাই। কিন্তু এবারে ও একাই যেতে চেয়েছিল।'

কেলির চেহারায় বিস্ময় ফুটল। 'আশ্চর্য! মার্কও আমাকে ওয়াশিংটন যাবার কথা বলেছিল। ও-ও একা যেতে চেয়েছে।'

'কারণটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

কেলি জানালায় গিয়ে পর্দা টেনে সরাল। 'এখনও কোনও গাড়ির চিহ্ন নেই,' ফিরল ডিয়ানের দিকে। 'এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি, চলুন।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল ডিয়ানে। 'চায়না টাউনে ম্যান্ডারিন নামে একটা হোটেল আছে। ওখানে কেউ আমাদেরকে খোঁজার কথা ভাববে না। আমরা ওখান থেকে মি. কিংসলেকে ফোন করব।'

ট্যানার তার চিফ সিকিউরিটি অফিসার হ্যারি ফ্লিন্টের দিকে ফিরল। 'ওদেরকে খুন করুন,' হুকুম দিল সে।

তেইশ

হ্যারি ফ্লিন্ট দুই নারীকে ঠিকই জাহান্নামে পাঠাবে, সন্তুষ্টি নিয়ে ভাবল ট্যানার। ফ্লিন্ট কখনও তাকে ডোবায়নি।

ট্যানারের জীবনে ফ্লিন্টের আগমনকে সে একটি আনন্দদায়ক ঘটনা বলে মনে করে। কয়েক বছর আগে, অ্যান্ড্রু, তার ভাই, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য যার হৃদয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে, তিনি কারাগার থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া কয়েদীদের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। উদ্দেশ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মানুষগুলোকে সিভিলিয়ান লাইফের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে তোলা। তারপর তিনি তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতেন।

তবে এ লোকগুলোর জন্য ট্যানারের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। নিজের প্রাইভেট সোর্সের মাধ্যমে সে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জেলখাটা সাবেক ক্রিমিনালদের অতীত ইতিহাস খুঁজে বার করত। তাদের মধ্যে বিশেষ দক্ষতার সন্ধান পেলে ট্যানার এদেরকে সরাসরি নিজের কাজে লাগাত। তার ভাষায় 'বিশেষ ব্যক্তিগত কাজ।'

ভিন্স কারবাল্লো নামে সাবেক এক অপরাধীকে KIG' তে নিয়োগ দিয়েছে ট্যানার। কারবাল্লোর দৈত্যের মতো চেহারা, মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নীল চোখ জোড়া যেন ছুরির ফলা। লম্বা জেলখাটার ইতিহাস রয়েছে তার। হত্যা মামলা ঝুলছিল তার বিরুদ্ধে। সাক্ষী-প্রমাণের অভাবও ছিল না। কিন্তু জুরিদের এক সদস্য কারবাল্লোকে বেকসুর খালাস দিতে উঠে পড়ে লাগেন। খুব কম লোকেই জানত জুরির ছোট মেয়েটি অপহৃত হয়েছে এবং তাঁর কাছে একটি চিঠি এসেছে *জুরির রায়ের ওপরে নির্ভর করবে আপনার মেয়ের বাঁচা-মরা।* ওই জুরির কারণে খালাস পেয়ে যায় কারবাল্লো। কারবাল্লোকে বিশেষ সমীহ করে চলে ট্যানার।

আরেক সাবেক অপরাধী হ্যারি ফ্লিন্টের কথাও কানে এসেছিল ট্যানারের। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছে এ লোক তার যথেষ্ট কাজে আসবে।

হ্যারি ফ্লিন্টের জন্ম ডেট্রয়টে, মধ্যবিত্ত এক পরিবারে। তার বাবা ছিল বদরাগী, ব্যর্থ এক সেলসম্যান, সারাক্ষণ বাড়িতে বসে ঘ্যানঘ্যান করত। নিষ্ঠুর স্বভাবের লোকটা সন্তানের সামান্যতম দোষত্রুটি চোখে পড়লেই হলো, বেদম মারত। রুলার, বেল্টসহ হাতের কাছে যা পেত তা দিয়ে পিটিয়ে হ্যারির ছাল-চামড়া তুলে দিত।

হ্যারির মা এক নাপিতের দোকানে ম্যানিকিউরিস্টের কাজ করত। বাপটা ছিল অত্যাচারী, স্বৈরাচার কিন্তু মা ছিল তার বিপরীত। ছেলেকে খুব ভালবাসত সে।

বেশি বয়সে মা হয়েছিল মহিলা। ডাক্তাররা মানা করেছিল কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে ভেবে। কিন্তু হ্যারির মা নিষেধ শোনেনি। তাই ছেলের জন্মের পরে সে সন্তানকে ছাড়া আর কিছু চিনত না। আদরে-সোহাগে ভরিয়ে রাখত সবসময়। আদরের ঠেলায় দম বন্ধ হয়ে আসত হ্যারি। বড় হবার পরে মায়ের স্পর্শ থেকে সে দূরে থাকতে শুরু করে।

চোদ্দ বছর বয়সে হ্যারি ফ্লিন্ট বেযমেন্টে একদিন একটা ইঁদুর ধরে ওটাকে পা দিয়ে আচ্ছামত মাড়াতে লাগল। আহত ইঁদুর ব্যথায় ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে, দৃশ্যটা উৎকট উল্লাস নিয়ে উপভোগ করল হ্যারি। সে হঠাৎ উপলব্ধি করল জীবন কেড়ে নেয়ার মধ্যে, হত্যা করার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ। নিজেকে ঈশ্বরের মতো মনে হলো হ্যারির। সে সর্বশক্তিমান। এ আনন্দটুকু আবার পেতে চাইল হ্যারি। পড়শীদের ছোট ছোট পোষা প্রাণীগুলো হলো তার শিকার। তবে এসবের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও প্রতিহিংসা তার ছিল না। সে শুধু ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রতিভা ব্যবহার করছিল।

যে সব পড়শীর পোষা প্রাণী খুন হলো কিংবা আহত, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে অথরিটিকে ব্যাপারটা জানাল। কে এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে দেখতে পাতা হলো ফাঁদ। পুলিশ এক বাড়ির সামনের লনে ছেড়ে দিল একটি স্কটিশ টেরিয়ার। কুকুরটা ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর এক রাতে, পুলিশ দেখল হ্যারি ফ্লিন্ট এগিয়ে যাচ্ছে জানোয়ারটির দিকে। সে কুকুরটার দু' চোয়াল ফাঁক করে মুখের মধ্যে ঠেসে ধরল জ্বলন্ত পটকা। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ধরা খেল হ্যারি। তার পকেটে পাওয়া গেল রক্ত মাখানো একখণ্ড পাথর এবং পাঁচ ইঞ্চি ফলার একটি ছুরি।

হ্যারি ফ্লিন্টকে এক বছরের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো চ্যালেঞ্জার মেমোরিয়াল ইয়ুথ সেন্টারে।

ইয়ুথ সেন্টারে আসবার এক হপ্তার মাথায় ফ্লিন্ট এক ছেলেকে মেরে প্রায় খোঁড়া করে দিল। ফ্লিন্টকে যে মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা করছিলেন তিনি ওকে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিক বলে রায় দিলেন। গার্ডদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'এ ছেলে সাইকো। সাবধান! অন্য ছেলেদের সঙ্গে একে মিশতে দিয়ো না।'

ইয়ুথ সেন্টারে এক বছর পার হয়ে গেছে হ্যারি ফ্লিন্টের। তার বয়স এখন পনের। প্রবেশনে তাকে মুক্তি দেয়া হলো। ফিরে এল স্কুলে। ক্লাসমেটদের চোখে হ্যারি এখন হিরো। হ্যারি এদের নিয়ে পকেটমার, ছিনতাই ইত্যাদি ছোটখাট অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে বেড়াতে লাগল। হ্যারি তাদের নেতা।

একদিন রাতে এক গলিপথে, প্রতিপক্ষের ছুরির হামলায় হ্যারির ঠোঁটের কিনারা দু'ভাগ হয়ে গিয়ে তাকে চিরস্থায়ী একটি হাসির ভঙ্গি উপহার দিল।

বয়স বাড়ছে ওদের, ওরা এবারে গাড়ি ছিনতাইয়ে নেমে পড়ল। সেই সঙ্গে চলল চুরি-ডাকাতি। একবার এক দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে দোকানদারকে মেরে ফেলল ওরা। সশস্ত্র ডাকাতি এবং হত্যায় ইন্ধন জোগানোর অপরাধে দশ বছরের জেল হয়ে গেল হ্যারির। কারাগারে তার মতো ভয়ংকর কয়েদী আর একটিও নেই।

হ্যারি ফ্লিন্টের চাউনিতে এমন কিছু একটা ছিল যার ফলে অন্যান্য কয়েদীরা সভয়ে তার কাছ থেকে দূরে থাকত। এদেরকে আতংকিত করে তুলত হ্যারি কিন্তু কেউ তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে সাহস পেত না।

একদিন এক গার্ড হ্যারি ফ্লিন্টের প্রকোষ্ঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে তাকিয়ে তার চোখ ছানাবড়া। হ্যারির সেলমেট পড়ে আছে মেঝেয়, রক্তের পুকুরে ভাসছে। পিটিয়ে লোকটাকে মেরে ফেলেছে সে।

গার্ড তাকাল হ্যারির দিকে, তৃপ্তির হাসি ঠোঁটে।

'অলরাইট, ইউ বাস্টার্ড। এবারে আর তোমার রক্ষা নেই। তোমাকে আমরা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানোর ব্যবস্থা করছি।'

কটমট করে গার্ডের দিকে তাকাল হ্যারি। ধীরে ধীরে তুলল বাম হাত। একটা রক্তাক্ত ছুরি বিঁধে আছে বাহুতে।

শীতল গলায় হ্যারি বলল, 'আত্মরক্ষা।'

পাশের প্রকোষ্ঠের কয়েদী কাউকে বলার সাহস পেল না যে সে দেখেছে হ্যারি তার সেলমেটকে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরে মাদুরের তলা থেকে একটা ছুরি বের করে নিজেই নিজের হাতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

হ্যারি ফ্লিন্টের যে জিনিসটি ট্যানারের পছন্দ তা হলো হ্যারি নিজের কাজটি খুব উপভোগ করে।

ট্যানারের মনে পড়ল সে দিনটির কথা যেদিন হ্যারি প্রমাণ করেছিল সে ট্যানারের জন্য কতটা দরকারী মানুষ। সেবার টোকিওতে জরুরি কাজে গিয়েছিল ট্যানার...

'পাইলটকে চ্যালেঞ্জার রেডি করতে বলো। আমরা জাপান যাচ্ছি। আমরা দুজন।'

খবরটা এসেছিল খারাপ সময়ে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির একটি সুরাহা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল এবং এমনই সংবেদনশীল একটি ব্যাপার যে কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আকিরা ইসোর সঙ্গে টোকিওর ওকুরা হোটেলে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে ট্যানার।

প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে বিমান, ট্যানার তখন নিজের কৌশল নিয়ে

পরিকল্পনায় ব্যস্ত। প্লেন যখন অবতরণ করেছে ততক্ষণে জেতার কৌশল সাজিয়ে ফেলেছে সে।

নারিতা বিমান বন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছাতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। টোকিওর অপরিবর্তনীয় চেহারা দেখে মুগ্ধ ট্যানার। ভালো-মন্দ সবসময়ই নির্বিকার একটা ঢঙ বজায় রেখে চলেছে এ নগরী।

আকিরা ইসো ট্যানারের জন্য ফুমিকি মাশিমো রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছিলেন। ইসোর বয়স পঞ্চাশ, কৃশ শরীর, ধূসর চুল, ঝকমকে বাদামী চক্ষু। ট্যানারকে দেখে চেয়ার ছাড়লেন তিনি।

'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি, মি. কিংসলে। সত্যি বলতে কী, আপনার ফোন পেয়ে অবাকই হয়েছি। এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন ধারণা করতে পারছি না।'

হাসল ট্যানার। 'আমি এমন একটি সুসংবাদ নিয়ে এসেছি যা ফোনে না বলে মুখোমুখি বলার লোভ সামলাতে পারিনি। আমার সংবাদ আপনাকে অত্যন্ত সুখি এবং ধনী একজন মানুষ করে তুলবে।'

কৌতূহল নিয়ে তাকালেন আকিরা ইসো, 'আচ্ছা?'

সাদা জ্যাকেট পরা এক ওয়েটার হাজির হলো টেবিলে।

'কাজ শুরু করার আগে কিছু খেয়ে নিই, কী বলেন?'

'সে আপনার ইচ্ছে, মি. কিংসলে। আপনি কি জাপানী ডিশের সঙ্গে অভ্যস্ত নাকি আমি অর্ডার দেব?'

'ধন্যবাদ। আমিই অর্ডার দেব। সুশিতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'না।'

ট্যানার ওয়েটারকে বলল, 'আমার জন্য *হামাচি টেমাকি*, *কাইবাশিরা* এবং *আমা-এবি* নিয়ে এসো।'

আকিরা ইসো হাসলেন। তাকালেন ওয়েটারের দিকে।

'আমার জন্যেও একই খাবার।'

খেতে খেতে ট্যানার বলল, 'আপনি তো টোকিও ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের সঙ্গে কাজ করেন। খুব ভালো কোম্পানি।'

'ধন্যবাদ।'

'কদিন ধরে আছেন এখানে?'

'দশ বছর।'

'অনেক দিন।' আকিরা ইসোর চোখে চোখে রাখল সে। 'ইন ফ্যাক্ট, পরিবর্তনের একটা সময় হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমি পরিবর্তনটা কেন চাইব, মি. কিংসলে?'

'কারণ আমি আপনাকে এমন একটা প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি যা আপনি প্রত্যাখ্যান

করতে পারবেন না। জানি না আপনি কত বেতন পান তবে আপনি যদি চাকরি ছেড়ে KIG তে যোগ দেন, আপনাকে আমি দ্বিগুণ বেতন দেব।'

'এটা সম্ভব নয়, মি. কিংসলে।'

'কেন সম্ভব নয়? যদি চুক্তিপত্রের কারণে সমস্যা হয় তো আমি ব্যবস্থা করছি যাতে—'

হাতের চপস্টিক নামিয়ে রাখলেন আকিরা ইসো। 'মি. কিংসলে, জাপানে আমরা যখন কোন কোম্পানির জন্য কাজ করি, কোম্পানিটি হয়ে যায় আমাদের পরিবার। আর আমরা যখন আর কাজ করতে পারি না, ওরা আমাদের দেখভাল করে।'

'কিন্তু আপনাকে আমি যে টাকা দেব—'

'না। *আই-শিয়া-সেই-শিন।*'

'মানে?'

'মানে হলো আমাদের কাছে টাকার চেয়েও বিশ্বস্ততার মূল্য অনেক বেশি।' কৌতূহল নিয়ে ট্যানারের দিকে তাকালেন আকিরা ইসো। 'আমাকে পছন্দ হবার কারণ কী?'

'কারণ আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি।'

'দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে বেহুদাই আপনি এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছেন, মি. কিংসলে। আমি কখনোই টোকিও ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ ছেড়ে যাব না।' একটু থেমে ইসো বললেন, 'আপনার হয়তো খারাপ লাগছে?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসল ট্যানার। 'একদম না। আমার সকল এমপ্লয়ী যদি আপনার মতো বিশ্বস্ত হতো।'

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ভালো কথা, আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য আমি ছোট একটি উপহার এনেছি। আমার এক সহকারী উপহারটি আপনাকে পৌঁছে দেবে। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনার হোটেলে যাবে। তার নাম হ্যারি ফ্লিন্ট।'

এক পরিচারিকা দেখতে পেল ওয়াড্রোবের একটি হুকে আকিরা ইসো গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিল— আত্মহত্যা।

চব্বিশ

মট স্ট্রিট থেকে তিন ব্লক দূরে, চায়না টাউনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ম্যান্ডারিন হোটেল। দোতলা, হতচ্ছাড়া চেহারার একটি ভবন।

ট্যাক্সি থেকে নেমেছে কেলি এবং ডিয়ানে, রাস্তার ওপারে একটি বিল বোর্ড নজর কাড়ল ডিয়ানের। বিল বোর্ডে কেলির ছবি। চমৎকার ইভনিং গাউন পরনে, হাতে সুগন্ধীর বোতল। ডিয়ানে অবাক দৃষ্টি ফেরাল কেলির দিকে। 'আপনি তাহলে বিখ্যাত মডেল।'

'ভুল করছেন,' বলল কেলি। 'আমি তেমন বিখ্যাত কেউ নই। তবে হ্যাঁ, আমি মডেলিং করি।' ঘুরে হোটেলের দিকে হাঁটা দিল কেলি। ওকে অনুসরণ করল উত্তেজিত ডিয়ানে।

ক্ষুদ্রাকৃতির হোটেল লবিতে, ডেস্কের পেছনে বসে তরুণ এক চীনা '*দ্য চায়না পোস্ট*' পড়ছিল।

'আজ রাতের জন্য একটি ঘর ভাড়া চাই,' বলল ডিয়ানে।

দামী পোশাক পরা দুই নারীর দিকে মুখ তুলে তাকাল চীনা তরুণ। প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। 'নিশ্চয়।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদেরকে লক্ষ করতে করতে যোগ করল, 'এক রাতের ভাড়া একশো ডলার।'

চমকে উঠল কেলি। 'কী একশো—'

ডিয়ানে দ্রুত বলে উঠল, 'আচ্ছা, দেব।'

'নগদ দিতে হবে।'

পার্স খুলল ডিয়ানে, কয়েকটি নোট বের করে লোকটাকে দিল। সে ওকে একটি চাবি দিল।

'দশ নাম্বার রুম। হল ঘর ধরে সোজা চলে যান, হাতের বামে আপনাদের ঘর। সঙ্গে লাগেজ আছে?'

'লাগেজ পরে আসবে,' বলল ডিয়ানে।

'কিছু দরকার হলে লিংকে চাইবেন।'

কেলি বলল, 'লিং?'

'জ্বী। সে আপনাদের পরিচারিকা।'

কেলি ভুরু কুঁচকে বলল, 'ওহ্, আচ্ছা।'

স্বল্পালোকিত, বিষণ্ন চেহারার হলওয়ে ধরে এগোল ওরা।

'অনেক বেশি ভাড়া দিয়েছেন আপনি,' মন্তব্য করল কেলি।

'মাথার ওপর নিরাপদ একটা ছাদের তুলনায় ভাড়াটা বিশেষ কিছু নয়।'

'এখানে আসা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারছি না,' বলল কেলি।

'এরচেয়ে ভালো কিছুতে না ওঠার আগ পর্যন্ত এ দিয়েই চালাতে হবে। চিন্তা করবেন না। মি. কিংসলে আমাদের সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন।'

দশ নাম্বার কক্ষের সামনে চলে এল ওরা। ডিয়ানে দরজার তালা খুলল। ওরা ঢুকল ভেতরে। ছোট রুমটির দশা দেখে মনে হলো অনেকদিন এ ঘরে কেউ থাকে না। দুটো খাট। বেড কভার দলা-মোচড়া করা। একটি জীর্ণ ডেস্কের পাশে খান দুই পোকায় খাওয়া চেয়ার।

কেলি চারপাশে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'রুমটা যেমন ছোট তেমনই নোংরা। জীবনেও এ ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা সন্দেহ,' ঘন ধুলোর প্রলেপ মাখা একটি কুশন স্পর্শ করল ও। 'ঈশ্বর জানেন লিং কবে মারা গেছে।'

'আরে আজ রাতের জন্য তো শুধু,' কেলিকে সান্ত্বনা দিল ডিয়ানে। 'আমি মি. কিংসলেকে এখুনি ফোন করছি।'

ট্যানার কিংসলের কার্ডে লেখা নাম্বার দেখে ফোন করল ডিয়ানে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিলল, 'ট্যানার কিংসলে বলছি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডিয়ানে। 'মি. কিংসলে, আমি ডিয়ানে স্টিভেনস। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মিসেস হ্যারিস আর আমার সাহায্যের দরকার। কেউ আমাদেরকে খুন করতে চাইছে। কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'আপনি ফোন করে ভালোই করেছেন, মিসেস স্টিভেনস। চিন্তা করবেন না। এসবের পেছনে কে আছে তার পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি। আপনাদের আর কোনও সমস্যা হবে না। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এখন থেকে আপনি এবং মিসেস হ্যারিস সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবেন।

ডিয়ানে এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল। থ্যাংক গড, মনে মনে বলল ও। 'কে এর পেছনে আছে বলবেন—?'

'আপনাদের সঙ্গে দেখা হলে বলব। যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন। আমি একজনকে পাঠাচ্ছি। আধঘণ্টার মধ্যে সে আপনাদেরকে তুলে নিয়ে আসবে।'

ডিয়ানে কিছু বলার আগেই কেটে গেল লাইন। ও রিসিভার রেখে হাসিমুখে ফিরল কেলির দিকে।

'ভালো খবর আছে। আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

'কী বললেন উনি?'

'বললেন এর পেছনে কে আছে তা জানতে পেরেছেন। বললেন এখন থেকে

আমরা নিরাপদ।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কেলি। 'চমৎকার। এখন আমি প্যারিসে ফিরে গিয়ে আবার শুরু করতে পারব কাজ।'

'উনি আধঘণ্টার মধ্যে একজন লোক পাঠাচ্ছেন আমাদেরকে নিয়ে যেতে।' ভুরু কুঁচকে গেল ডিয়ানের। একটু থেমে বলল, 'কিন্তু উনি তো জানতে চাননি আমরা কোথায় আছি।'

'হয়তো ভেবেছেন আমরা আপনার অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছি।'

'না। আমি তাঁকে বলেছি আমরা দুজনে দৌড়ের ওপরে আছি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। কেলি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

'ওহ্।'

দুজনে একত্রে ঘুরে তাকাল বেড সাইড টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে।

ম্যানডারিন হোটেলের লবিতে ঢুকল হ্যারি ফ্লিন্ট। তার দিকে মুখ তুলে তাকাল রিসেপশন ডেস্কে বসা লোকটি।

'ক্যান আই হেল্প য়ু?' ফ্লিন্টকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার স্ত্রী এবং তার বান্ধবী কিছুক্ষণ আগে এ হোটেলে উঠেছে। আমার স্ত্রী স্বর্ণকেশী। বান্ধবী সুন্দরী এক কৃষ্ণাঙ্গী। ওরা কত নাম্বার রুমে উঠেছে?'

'রুম নাম্বার দশ। তবে আপনাকে ভেতরে যেতে দিতে পারব না আমি। আপনি ফোন করে—'

হ্যারি ফ্লিন্ট সাইলেন্সার পেঁচানো .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল তুলে লোকটির কপালে একটি গুলি ঢুকিয়ে দিল। তারপর লাশ শুইয়ে দিল ডেস্কের পেছনে। রওনা হলো হলওয়েতে, পিস্তল হাতে। দশ নাম্বার রুমের সামনে এসে কদম হঠল সে। তারপর ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারল দরজায়। বাড়ি খেয়ে খুলে গেল কপাট। ভেতরে ঢুকল হ্যারি।

ঘর খালি তবে দরজা বন্ধ। বাথরুম থেকে শাওয়ারের পানি পড়ার শব্দ শুনল হ্যারি। বাথরুমের দরজার সামনে চলে এল ও। ধাক্কা মেরে খুলল। ঝরঝর ধারায় জল পড়ছে শাওয়ার থেকে, শাওয়ারের পর্দা টানা। মৃদু দুলছে। হ্যারি পরপর চারটা গুলি করল পর্দা লক্ষ্য করে। একটু অপেক্ষা করে টান মেরে খুলে ফেলল পর্দা।

ভেতরে কেউ নেই।

রাস্তার ওপারে, একটি রেস্তোরাঁয় বসে ডিয়ানে এবং কেলি দেখল হ্যারি ফ্লিন্টের স্টেশন ওয়াগন এসে থেমেছে হোটেল ম্যানডারিনের সামনে। হ্যারি ভেতরে ঢুকল।

'মাই গড,' বলল কেলি। 'ওই লোকটাই তো আমাকে কিডন্যাপ করতে চাইছিল।'

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল হ্যারি। তার ঠোঁট হাসছে কিন্তু মুখটা যেন ক্রোধের মুখোশ।

কেলি ডিয়ানের দিকে ফিরল। 'ওই যে গডজিলা যাচ্ছে। এরপরে আমরা কোথায় যাব?'

'এখান থেকে কেটে পড়ব।'

'কিন্তু যাব কোথায়? ওরা এয়ারপোর্ট, ট্রেন স্টেশন, বাস ডিপো সব জায়গায় চোখ রাখবে...'

একটু ভেবে নিয়ে ডিয়ানে বলল, 'একটা জায়গার কথা জানি যেখানে ওরা আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

পঁচিশ

ভবনের গায়ে নিওন সাইনে জ্বলজ্বল করছে লেখাটি Wilton Hotel for women

লবিতে কেলি এবং ডিয়ানে রেজিস্ট্রি খাতায় ছদ্ম নাম লিখল। ডেস্কের পেছনে বসা মহিলা কেলিকে একটি চাবি দিল। 'সুইট ৪২৪। আপনাদের লাগেজ আছে?'

'না, আমরা—'

'হারিয়ে গেছে,' বলে উঠল ডিয়ানে। 'তবে কাল সকালের মধ্যে লাগেজ চলে আসবে। একটা কথা, আমাদের হাজব্যান্ডরা আমাদেরকে নিতে আসবেন। আপনি কি দয়া করে তাঁদেরকে আমাদের ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারবেন?'

মাথা নাড়ল রিসেপশনিস্ট। 'দুঃখিত। পুরুষদের ওপরে যাবার অনুমতি নেই।'

'আচ্ছা?' ডিয়ানে কেলির দিকে তাকিয়ে আত্মতুষ্টির ভঙ্গিতে হাসল।

'যদি ওঁদের সঙ্গে নীচে এসে দেখা করতে চান—'

'নেভার মাইন্ড। আমাদেরকে ওরা কিছুক্ষণ না দেখে থাকার যন্ত্রণা অনুভব করুক না।'

৪২৪ নাম্বার সুইটটি সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো। রয়েছে একটি লিভিংরুম। লিভিংরুম সোফা, চেয়ার, টেবিল এবং আরামকেদারা দ্বারা সজ্জিত। বেডরুমে আরামদায়ক দুটো ডাবল বেড।

ডিয়ানে চারপাশে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'সুন্দর, তাই না?'

তিক্ত গলায় কেলি বলল, 'আমরা যা করছি তা দিয়ে গিনেস বুক অভ রেকর্ডসে জায়গা পেয়ে যাব— প্রতি আধঘন্টা অন্তর হোটেল বদল।'

'আপনার কাছে এরচেয়ে ভালো কোন পরিকল্পনা আছে?'

'এটা কোন প্ল্যানই হলো না,' ভর্ৎসনার সুরে বলল কেলি। 'এটা হলো ইঁদুর বেড়াল খেলা। আর আমরা হলাম ইঁদুর।'

'বিষয়টি চিন্তা করুন একবার— বিশ্বের বৃহত্তম থিংক-ট্যাংকের লোকেরা আমাদেরকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে।' বলল ডিয়ানে।

'বিষয়টি নিয়ে চিন্তা না করলেই হয়।' ভুরু কোঁচকাল কেলি। 'আমাদের অস্ত্র দরকার। কীভাবে বন্দুক চালাতে হয় জানেন?'

'না।'

'ধ্যাত। আমিও জানি না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের কাছে তো আর অস্ত্র নেই।'

'ক্যারাটে জানেন?'

'না। তবে বিতর্ক করতে জানি,' শুকনো গলায় বলল ডিয়ানে। 'কলেজে খুব ভালো বিতর্ক করতাম। ওদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব আমাদেরকে মেরে ওদের কোন লাভ নেই।'

'ঠিক।'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডিয়ানে। নীচে, থার্টি-ফোর্থ স্ট্রিটে তাকাল। গাড়ি ঘোড়ায় পূর্ণ রাস্তা। হঠাৎ বড়বড় হয়ে গেল ওর চোখ। অস্ফুটে বলে উঠল, 'ওহ্!'

কেলি ছুটে গেল ওর পাশে। 'কী হয়েছে? কী দেখেছেন?'

গলা শুকিয়ে গেছে ডিয়ানের। 'এক-এক লোককে দেখলাম। হেঁটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল রিচার্ড। আমি—'

জানালা থেকে সরে এল ও।

ফ্লিন্ট মোবাইলে কথা বলছে ক্ষিপ্ত ট্যানারের সঙ্গে।

'আমি দুঃখিত, মি. কিংসলে। ম্যানডারিন হোটেলে ওদেরকে পাইনি আমি। চলে গেছে ওরা। নিশ্চয় জানত আমি আসছি।'

রাগে চেঁচাচ্ছে ট্যানার। 'ওই দুই মাগী আমার সঙ্গে মাইন্ড গেম খেলতে চায়, না? আমার সঙ্গে? আমি আপনাকে পরে ফোন করব।' ঠাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

অ্যান্ড্রু নিজের অফিসের সোফায় বসে আছেন। স্টকহোম কনসার্ট হল-এর প্রকাণ্ড মঞ্চে চলে গেছে তাঁর মন। দর্শক তারস্বরে তাঁর নাম ধরে ডাকছে।

'অ্যান্ড্রু! অ্যান্ড্রু!'

চিৎকার-চেঁচামেচি করছে জনতা। অ্যান্ড্রুর নাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হল ঘরে। সুইডেনের পঞ্চদশ রাজা কার্ল গুস্তভের হাত থেকে পুরস্কার নেয়ার জন্য মঞ্চে যাচ্ছেন অ্যান্ড্রু, শুনছেন দর্শক হাততালি দিচ্ছে। নোবেল প্রাইজ নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, এমন সময় কেউ তাঁকে গালি দিয়ে উঠল।

'অ্যান্ড্রু— হারামীর বাচ্চা— এদিকে এসো।'

স্টকহোম কনসার্ট হল চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অ্যান্ড্রু নিজেকে আবিষ্কার করলেন অফিসে। ট্যানার তাঁর নাম ধরে ডাকছে।

আমাকে ওর দরকার, খুশি মনে ভাবলেন অ্যান্ড্রু। ধীরে ধীরে সিধে হলেন তিনি, ঢুকলেন ভাইয়ের অফিসে।

'এই তো আমি,' বললেন অ্যান্ড্রু।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' খেঁকিয়ে উঠল ট্যানার। 'বসো।'

অ্যান্ড্রু একটা চেয়ারে বসলেন।

'তোমাকে কিছু জিনিস শেখানো দরকার, বিগ ব্রাদার। বিভেদ সৃষ্টি করো এবং জয় করো।' ট্যানারের কণ্ঠে ঔদ্ধত্য। 'ডিয়ানে স্টিভেনস ভাবছে ম্যাফিয়া তার স্বামীকে খুন করেছে। আর কেলি হ্যারিস চিন্তিত অস্তিত্বহীন ওলগাকে নিয়ে। বুঝতে পেরেছ?'

অ্যান্ড্রু অস্পষ্ট গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ট্যানার।'

ট্যানার বড় ভাইয়ের কাঁধ চাপড়ে দিল। 'তুমি আমার জন্য পারফেক্ট শ্রোতা, ভাইয়া। অন্যদের সঙ্গে যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলা সম্ভব নয় তা নিয়ে তোমার সাথে আমি আলোচনা করতে পারি। তবে তুমি নির্বোধ প্রকৃতির একটা মানুষ বলেই তোমার কাছে সবকিছু বলা যায়।' অ্যান্ড্রু ফাঁকা চোখের দিকে তাকাল ট্যানার। 'তুমি খারাপ কিছু দেখতে পাও না, বাজে কথা শোনো না, মন্দ কথা বল না।'

হঠাৎ কাজের কথায় চলে এল সে। 'একটা সমস্যা হয়েছে। সমাধান করতে হবে। দুই নারী অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওরা জানে আমরা ওদেরকে খুঁজছি, ওদেরকে হত্যা করতে চাইছি আর ওরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা কোথায় লুকাতে পারে, ভাইয়া?'

অ্যান্ড্রু ভাইয়ের দিকে তাকালেন, 'আ—আমি জানি না।'

'ওদেরকে খুঁজে বের করার দুটো রাস্তা আছে। প্রথমে আমরা কার্ট্রেশিয়ান মেথড অর্থাৎ লজিক বা যুক্তি দিয়ে চেষ্টা করব।

অ্যান্ড্রু নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'তুমি যা বলো...'

পায়চারি শুরু করল ট্যানার। 'ওরা স্টিভেনসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরবে না কারণ জানে কাজটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে— ওখানে আমরা পাহারা বসিয়েছি। আমরা জানি আমেরিকায় কেলি হ্যারিসের কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই। কারণ বহুদিন ধরে সে প্যারিসে বাস করছে। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য সে কারও ওপর ভরসা করতে পারবে না।' ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'আমার কথা শুনছ?'

চোখ পিটপিট করলেন অ্যান্ড্রু, 'আ-হ্যাঁ-ট্যানার।'

'ডিয়ানে স্টিভেনস কি সাহায্যের জন্য তার বন্ধুদের কাছে যাবে? মনে হয় না। এতে ওরা বিপদে পড়তে পারে। ওদের আরেকটি বিকল্প হলো পুলিশের কাছে যাওয়া। কিন্তু ওরা জানে পুলিশ ওদের গল্প শুনলে হাসাহাসি করবে। তাহলে ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?' কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে রইল ট্যানার। তারপর আবার শুরু করল। 'ওরা এয়ারপোর্ট, ট্রেন স্টেশন এবং বাস ডিপোতে যাওয়ার চিন্তাও বাদ দেবে। কারণ জানে ওখানেও আমাদের লোক নজর রাখছে। তাহলে আমরা এ থেকে কী পেলাম।'

'আ—আমি— তুমিই বলো, ট্যানার।'

'হোটেল, ভাইয়া। লুকোবার জন্য ওরা হোটেলে উঠবে। কিন্তু কী ধরনের হোটেল? এই দুই আতংকিত নারী প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছুটছে। তবে ওরা জানে যে হোটেলেই ওরা উঠুক না কেন, আমরা টের পেয়ে যাব। ওরা ওইসব হোটেলে নিরাপদ বোধ করবে না। বার্লিনে সোনজা ভারব্রুগের কথা মনে আছে? কম্পিউটারে ওই মেসেজটা পাঠিয়ে আমরা তাকে শেষ করে দিয়েছি। সে আর্তেমিসিয়া হোটেলে গিয়েছিল ওটি মহিলা হোটেল বলে। ভেবেছিল ওখানে নিরাপদে থাকতে পারবে। আমার ধারণা ম্যাডাম স্টিভেনস ও হ্যারিসও তাই ভাবছে। তো আমরা এ থেকে কী পেলাম?'

ভাইয়ের দিকে আবার ফিরল সে। অ্যান্ড্রুর চোখ বোজা। ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাগ উঠে গেল ট্যানারের। সপাটে চড় বসিয়ে দিল বড় ভাইয়ের গালে।

ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেলেন অ্যান্ড্রু। 'কী?'

'আমি যখন কথা বলব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনতে হবে।'

'আ—আমি দুঃখিত, ট্যানার। আমি আসলে—'

ট্যানার একটা কম্পিউটারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'দেখা যাক ম্যানহাটানের মেয়েদের হোটেল আছে কটা।'

দ্রুত ইন্টারনেট সার্চ করল ট্যানার। হোটেলের নামগুলোর প্রিন্ট আউট নিল। নামগুলো জোরে জোরে পড়ছে, 'ওয়েস্ট ফোরটিনথ স্ট্রিটে এল কারমেল্লো রেসিডেন্স...ওয়েস্ট ফিফটি ফোরথ স্ট্রিটে সেন্ট্রো মারিয়া রেসিডেন্স...গ্রামার্সি সাউথে পার্কসাইড ইভানকেলিন এবং উইলটন হোটেল ফর উওমেন। 'মুখে তুলে চাইল সে হাসিমুখে। 'কার্টেসিয়ান লজিক আমাদের এ কথাই বলে, ভাইয়া। এখন দেখা যাক টেকনোলজি কী বলছে।'

দেয়ালজোড়া একটি ল্যান্ডস্কেপের ছবির পেছনে গেল ট্যানার, লুকানো একটি বোতাম টিপতেই দেয়ালের একটা অংশ ভাগ হয়ে গিয়ে উদ্ভাসিত হলো টিভি পর্দা, তাতে ফুটে আছে ম্যানহাটানের কমপিউন্টারাইজড মানচিত্র।

'এ জিনিসের কথা তোমার মনে আছে, ভাইয়া? তুমি এ ইকুইপমেন্টটি চালাতে। এত চমৎকারভাবে কাজ করতে যে তোমাকে দেখে হিংসে লাগত আমার। এটি একটি গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম। এর সাহায্যে আমরা পৃথিবীর যে কাউকে খুঁজে বের করতে পারব। মনে পড়ে?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যান্ড্রু। আবার ঘুমে বুজে আসছে চোখ। জেগে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

'দুই লেডি আমার অফিস থেকে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে আমার কলিং কার্ড দিই। কার্ডের ভেতরে আছে বালুকণার সমান মাইক্রোডট কম্পিউটার চিপস। স্যাটেলাইটের সাহায্যে ওটা সিগনাল দেবে, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম চালু করা

মাত্র আমরা ওদের প্রকৃত লোকেশন জেনে যাব।' ভাইয়ের দিকে ফিরল সে। 'আমার কথা বুঝতে পারছ তো?'

ঢোক গিললেন অ্যান্ড্রু। 'আঁ—হ্যাঁ—ট্যানার।'

পর্দার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ট্যানার। আরেকটি বোতাম টিপল। ম্যাপে জ্বলে উঠল ক্ষুদ্র একটি আলো, নামতে লাগল নীচের দিকে। ছোট একটি এলাকা ধীরগতিতে পরিক্রমা শেষ করে আবার সামনে এগোল। লাল আলো একটি রাস্তার দিকে এগোচ্ছে, এত আস্তে যে রাস্তার দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামও পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। ট্যানার ঘোষণার সুরে বলে গেল, 'ওটা ওয়েস্ট ফোরটিনথ স্ট্রিট,' নড়ছে লাল আলো, 'ওটা টেকুইলা রেস্টুরেন্ট...একটা ফার্মেসী...সেইন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল... ব্যানানা রিপাবলিক...আওয়ার লেডি অভ গুয়াডালুপ চার্চ।' দাঁড়িয়ে পড়ল আলো। ট্যানারের কণ্ঠে ফুটল বিজয় উল্লাস। 'ওই যে উইলটন হোটেল ফর উওমেন। আমার লজিক কাজে লেগেছে। আমি ঠিক অনুমানই করেছি, দেখলে তো।'

জিভ বের করে ঠোঁট চাটলেন অ্যান্ড্রু। 'হ্যাঁ, তোমার অনুমান সঠিক...

ট্যানার ফিরল বড় ভাইয়ের দিকে। 'তুমি এখন যেতে পারো।' সে মোবাইল ফোনে ডায়াল করল। 'মি. ফ্লিন্ট, ওরা ওয়েস্ট থার্টি ফোর্থ স্ট্রিটের উইলটন হোটেলে উঠেছে।' ফোন অফ করে দিল সে। মুখ তুলে চাইতে দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন অ্যান্ড্রু।

'কী হলো আবার!' অসহিষ্ণু কণ্ঠ ট্যানারের।

'আমি কী— তুমি জানো— সুইডেনে আমার নোবেল প্রাইজটা আনতে যাব?'

'না, অ্যান্ড্রু। ওটা সাত বছর আগের ঘটনা।'

'ওহ্,' ঘুরলেন অ্যান্ড্রু, এলোমেলো পায়ে ফিরে গেলেন নিজের অফিসে।

তিন বছর আগে, সুইজারল্যান্ডে জরুরি সফরের কথা মনে পড়ে গেল ট্যানারের...

ট্যানার জরুরি একটা কাজ করছিল এমন সময় ইন্টারকমে ভেসে এল সেক্রেটারির কণ্ঠ। 'আপনার জন্য জুরিখের লাইন অপেক্ষা করছে, মি. কিংসলে।'

'আমি খুব ব্যস্ত আছি— আচ্ছা, কথা বলছি,' ফোন তুলল সে। 'হ্যালো!' ওপ্রান্তের কথা শুনছে ট্যানার। থমথমে হয়ে গেল চেহারা। অধৈর্য গলায় বলল, 'আচ্ছা...আর ইউ শিওর?...নো, নেভার মাইন্ড। আমি নিজে ব্যাপারটা সামাল দিচ্ছি।'

ইন্টারকমের বোতাম টিপে দিল সে, 'মিস অর্ডোনেজ, পাইলটকে বলো চ্যালেঞ্জার রেডি করতে। আমরা জুরিখ যাচ্ছি। দুজন।'

মেডেলিন স্মিথ জুরিখের অন্যতম সেরা রেস্তোরাঁ গ্রান্ড ভেরান্ডার একটি টেবিল দখল করেছে। তার বয়স ত্রিশের কোঠায়, ডিম্বাকৃতির সুন্দর মুখ, বব করা চুল, চমৎকার

ত্বক। তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে মা হতে চলেছে।

টেবিলের সামনে হেঁটে এল ট্যানার। তাকে দেখে চেয়ার ছাড়ল মেডেলিন।

হাত বাড়িয়ে দিল ট্যানার কিংসলে। 'প্লিজ, বসুন।'

মেডেলিনের বিপরীতে বসল ট্যানার।

'আয়াম হ্যাপি টু মীট য়ু,' সুইস উচ্চারণে বলল মেডেলিন। 'ফোনটা পেয়ে ভেবেছিলাম কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।'

'কেন?'

'আপনি এমন নামী-দামী একজন মানুষ আর সেই আপনি কিনা জুরিখে আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি কল্পনাই করতে পারিনি—'

হাসল ট্যানার। 'কেন এসেছি সে ব্যাখ্যা করছি। শুনেছি তুমি খুব প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানী, মেডেলিন। তোমাকে তুমি করে বললে আপত্তি নেই তো?'

'অবশ্যই তুমি করে বলবেন, মি. কিংসলে।'

'KIG তে আমরা প্রতিভাবানদের খুঁজে বেড়াই। তোমার মতো মেয়েকে আমাদের প্রতিষ্ঠানে দরকার, মেডেলিন। তুমি টোকিও ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ-এ কতদিন চাকরি করছ?'

'সাত বছর।'

'সাত তোমার লাকি নাম্বার কারণ' আমি KIG তে তোমাকে তোমার বর্তমান বেতনের দ্বিগুণ টাকা দেব। তুমি নিজের বিভাগের প্রধান থাকবে এবং—'

'ওহ্, মি. কিংসলে!' উজ্জ্বল দেখাল মেডেলিনের চেহারা।

'তুমি ইন্টারস্টেড, মেডেলিন?'

'ও, হ্যাঁ। আমি খুবই ইন্টারস্টেড। তবে এ মুহূর্তে কাজ শুরু করা সম্ভব নয়।'

ট্যানারের চেহারার ভাব বদলে গেল। 'মানে?'

'আমি মা হতে চলেছি তা ছাড়া বিয়েও করছি...'

হাসল ট্যানার। 'তাতে কী? আমরা সবদিক সামলে নেব।'

মেডেলিন স্মিথ বলল, 'কিন্তু আরেকটি কারণে এখুনি চাকরিটা ছাড়তে পারছি না। আমাদের ল্যাবরেটরিতে একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি— কাজটা প্রায় শেষ পর্যায়ে।

'মেডেলিন, তুমি কী প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছ তা আমি জানি না। জানতে চাইও না। কিন্তু তোমাকে যে অফার করা হলো তা এক্ষুনি গ্রহণ করতে হবে। আমি প্ল্যান করে এসেছি তোমাকে এবং তোমার ফিয়াসে—' হাসল সে—। বলা উচিত তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে আমার সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে যাব।'

'প্রজেক্টের কাজ শেষ হলেই আমি চলে আসব। ছয় মাস বড় জোর এক বছর লাগবে।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল ট্যানার। 'কোনভাবেই কি যাওয়া সম্ভব নয়?'

'না, এ প্রজেক্টের পুরো দায়িত্ব আমার ওপর। কাজেই কাজ ফেলে রেখে চলে গেলে অন্যায় হবে।' হাসল সে। 'আগামী বছর—'

হাসি ফিরিয়ে দিল ট্যানার। 'নিশ্চয়।'

'আপনি খামোকা এতদূর কষ্ট করে এলেন। আমার সত্যি খারাপ লাগছে।'

উষ্ণ গলায় ট্যানার বলল, 'খামোকা আসিনি, মেডেলিন। তোমার সঙ্গে দেখা হলো। সেটাই বা কম কীসে?'

লজ্জা পেল মেডেলিন। 'ইউ আর ভেরী কাইন্ড।'

'ওহ্, ভালো কথা, তোমার জন্য একটা উপহার নিয়ে এসেছি। আজ সন্ধ্যার সময় আমার এক লোক উপহারটি তোমার বাড়ি পৌঁছে দেবে। তার নাম হ্যারি ফ্লিন্ট।'

পরদিন সকালে রান্নাঘরের মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেল মেডেলিন স্মিথের লাশ। ওভেন খোলা। গ্যাসে ভরে গেছে ঘর।

বর্তমানে ফিরে এল ট্যানার। ফ্লিন্ট কখনো তাকে হতাশ করেনি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ডিয়ানে স্টিভেনস এবং কেলি হ্যারিসের লাশ পড়ে যাবে। ওদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে প্রজেক্টের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ট্যানার।

ছাব্বিশ

উইলটন হোটেলের রিসেপশন ডেস্কে এসে দাঁড়াল হ্যারি ফ্লিন্ট। 'হ্যালো।'

'হ্যালো,' হ্যারির হাসি হাসি মুখের দিকে তাকাল রিসেপশনিস্ট। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমার স্ত্রী ডিয়ানে স্টিভেনস এবং তার বান্ধবী কিছুক্ষণ আগে এ হোটেলে উঠেছে। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই। ওদের রুম নাম্বার কত?'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'দুঃখিত। এ হোটেল মহিলাদের জন্য, স্যার। পুরুষদের ওপরে যাওয়া নিষেধ। আপনি যদি ফোনে কথা—'

লবিতে চোখ বুলাল ফ্লিন্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে লবি লোকজনে ঠাসা।

'নেভার মাইন্ড,' বলল সে। 'ওরা নীচে নামার পরে দেখা করব'খন।'

ফ্লিন্ট বাইরে এসে মোবাইলে একটা নাম্বার ডায়াল করল।

'ওরা ওপরে, নিজেদের রুমে আছে, মি. কিংসলে। কিন্তু ওপরে যেতে পারছি না।'

একটু চিন্তা করে ট্যানার বলল, 'মি. ফ্লিন্ট, আমার লজিক বলছে ওরা আলাদা হয়ে যাবে। আমি কারবাল্লোকে পাঠাচ্ছি আপনাকে সাহায্য করতে। আমার প্ল্যানটা হলো...'

ওপরে, নিজেদের সুইটে কেলি রেডিওতে পপ গান শুনছে। উচ্চস্বরে র‍্যাপ মিউজিকে গমগম করছে ঘর।

'আপনি এসব শোনেন কী করে?' বিরক্ত ডিয়ানে।

'আপনি র‍্যাপ মিউজিক পছন্দ করেন না?'

'এটা কোন মিউজিক হলো? এতো স্রেফ চেঁচামেচি।'

'এমিনেম ভাল্লাগে না আপনার? এলএন কুল জে, আর কেলি, লু ডাক্রিস এদের কারও গান শোনেননি?'

'এদের গানই বুঝি শোনেন আপনি?'

'না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল কেলি। 'আমি বার্লিওজের 'সিম্ফনি ফ্যান্টাস্টিক,' চোপিনের 'এটুডেস' এবং হ্যান্ডেল-এর 'আলমিরা' বেশ উপভোগ করি। বিশেষ করে

ভাল্লাগে ডিয়ানে রেডিওর নব মুচড়ে বন্ধ করে দিল। 'আর কোন হোটেলে ওঠার উপায় থাকবে না তখন আমরা কী করব, মিসেস স্টিভেনস? আপনার চেনাজানা কেউ আছে যার কাছে গেলে সাহায্য পেতে পারি?'

মাথা নাড়ল ডিয়ানে। 'রিচার্ডের বেশিরভাগ বন্ধু KIG তে চাকরি করে আর আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা— নাহ্, তাদেরকে এর মধ্যে জড়ানো ঠিক হবে না।' কেলির দিকে তাকাল সে। 'আর আপনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেলি। 'মার্ক এবং আমি গত তিন বছর ধরে প্যারিসে আছি। এখানে মডেল এজেন্সির মানুষজন ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না। তবে ওরা আমাদের কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না।'

'মার্ক কেন ওয়াশিংটন যাচ্ছিলেন সে ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছেন?'

'না।'

'রিচার্ডও বলেনি। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওদের খুন হবার পেছনে এ বিষয়টি কোন না কোনভাবে জড়িত।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।' ডিয়ানে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। হঠাৎ তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পেয়েছি! এক মহিলাকে চিনি যে আমাদেরকে এ বিপদে সাহায্য করতে পারে।' ফোনের কাছে গেল ও।

'কাকে ফোন করছেন?'

'রিচার্ডের সেক্রেটারি। কী ঘটছে সে বলতে পারবে।'

সাড়া মিলল, 'KIG।'

'আমি বেটি বার্কারের সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

নিজের অফিসে ভয়েস আইডেন্টিফিকেশনের নীল আলো জ্বলে উঠতে দেখল ট্যানার। একটি সুইচ টিপে ধরতেই শুনতে পেল অপারেটর বলছে, মিস বার্কার এ মুহূর্তে তার ডেস্কে নেই।'

'তার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে পারব বলতে পারবেন?'

'দুঃখিত, তা বলতে পারব না। আপনি যদি আপনার নাম আর ফোন নাম্বারটা দেন তাহলে আমি—'

'নেভার মাইন্ড,' রিসিভার রেখে দিল ডিয়ানে।

নিভে গেল নীল আলো।

ডিয়ানে কেলিকে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমাদের রহস্যের সমাধান করতে পারবে বেটি বার্কার। ওকে খুঁজে বের করতেই হবে,' হঠাৎ ওর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আশ্চর্য তো!'

'কী আশ্চর্য?'

'এক জ্যোতিষী বুড়ি এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। বলেছিল আমার চারপাশে সে শুধু মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে। আর—'

চেঁচিয়ে উঠল কেলি। 'না! আপনি নিশ্চয় জ্যোতিষী বুড়ির কথা এফবিআই এবং সিআইএ কে জানাননি?'

ডিয়ানে কটমট করে তাকাল কেলির দিকে। 'নেভার মাইন্ড।

কেলির আচরণে দ্রুত অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে। 'চলুন, ডিনার সেরে নিই।'

কেলি বলল, 'আগে একটা ফোন করব।' রিসিভার তুলে হোটেল অপারেটরের সঙ্গে কথা বলল ও। 'আমি প্যারিসে ফোন করব।' অপারেটরকে একটি নাম্বার দিল সে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে হাসিমুখে কথা শুরু করল কেলি, 'হ্যালো, ফিলিপ্পি। কেমন আছেন আপনি?...আমি ভালোই আছি...ডিয়ানের দিকে আড়চোখে তাকাল। 'হ্যাঁ...দু একদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরব...অ্যাঞ্জেলের কী খবর?...বাহ্, চমৎকার। ও কি আমাকে মিস করছে?...ওকে একটু দেবেন?' কেলির গলার স্বর বদলে গেল। আধো আধো কণ্ঠ। 'অ্যাঞ্জেল, কেমন আছ, সোনা?...আমি তোমার মা। ফিলিপ্পি বলল তুমি নাকি আমাকে খুব মিস করছ...আমিও তোমাকে বড্ড মিস করছি। আমি শীঘ্রি বাড়ি ফিরব। তখন তোমাকে অনেক আদর করব, সুইটহার্ট।'

ডিয়ানে কেলির দিকে ফিরল। ওর কথা শুনেছ।

'গুডবাই, বেবী...ঠিক আছে, ফিলিপ্পি...ধন্যবাদ। শীঘ্রি দেখা হবে। Au revoir.'

ডিয়ানেকে কেলি বলল, 'আমি আমার কুকুরের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

ঘর থেকে বেরুতে ডর লাগছে ওদের তাই রুম সার্ভিসকে ডিনার দিয়ে যেতে বলল।

ডিয়ানে কেলির সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইল।

'আপনি তাহলে প্যারিসে থাকেন?'

'হুঁ।'

'মার্ক কি ফরাসী?'

'না।'

'আপনাদের কি অনেকদিন বিয়ে হয়েছে?'

'না।'

'কীভাবে দুজনের পরিচয় হলো?'

তা শুনে তোমার কী লাভ? মনে মনে বলল কেলি।

'মনে নেই। বহু লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।'

ডিয়ানে কেলিকে দেখতে দেখতে বলল, 'নিজের চারপাশে গড়ে তোলা

দেয়ালটাকে ভাঙছেন না কেন?'

শক্ত গলায় জবাব দিল কেলি। 'আপনাকে কে বলল দেয়াল তুলে মানুষকে বাইরে রাখা যায়?'

'মাঝে মাঝে দেয়াল তুলে নিজেকে আড়াল করে রাখা যায়—'

'শুনুন, মিসেস স্টিভেনস, নিজের চরকায় তেল দিন। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত আমি ভালোই ছিলাম। এসব প্রসঙ্গ বাদ দিন তো।'

'আচ্ছা, বাদ দিলাম,' বিমূঢ় ডিয়ানে। এমন শীতল মানুষ জীবনে দেখিনি, ভাবছে ও।

চুপচাপ ডিনার খেল ওরা। কেলি ঘোষণা দিল, 'আমি এখন গোসল করব।'

ডিয়ানে কিছু বলল না।

কেলি বাথরুমে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে শাওয়ার ছেড়ে দিল। নগ্ন ত্বকে গরম জলের স্পর্শ অপূর্ব লাগল। চোখ বুজে মার্কের কথা ভাবতে লাগল ও...

প্রিন্স দ্য গলস হোটেলে বিরাট এক ব্যাংকোয়েটের আয়োজন করা হয়েছিল। মার্ক ওখানে কেলিকে নিয়ে গিয়েছিল। কেলি জানত না ওখানে তার জন্য একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছে। ডিনার শেষে ফ্রেঞ্চ সায়েন্স একাডেমির প্রেসিডেন্ট মঞ্চে উঠে ঘোষণা করেন বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সে বছর টেকনিকাল সায়েন্টিফিক পুরস্কারটি দেয়া হচ্ছে মার্ক হ্যারিসকে। চমকে গিয়েছিল কেলি। মার্ক যখন শত অতিথির করতালিতে সিক্ত হয়ে স্টেজে উঠে সোনার মূর্তিটি পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করছিল, খুব ভালো লাগছিল কেলির মার্কের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্যাম মিডোস ওই পার্টিতেই পরে কেলিকে বলেছে, 'মার্ক, আপনার প্রেমে দিওয়ানা মিস কেলি। সে আপনাকে বিয়ে করতে চায়। আশা করি ওকে নিরাশ হতে হবে না।' কিন্তু কেলির ভেতরে তখন অপরাধবোধ কাজ করছে। ও মনে মনে ভাবছিল, আমি মার্ককে বিয়ে করতে পারব না। ও আমার ভালো বন্ধু ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো ওর প্রেমে পড়িনি। আমি ওকে নিরাশ করতে চাই না। তারচেয়ে বরং ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎই বন্ধ করে দেব। আমি কী করে ওকে বলব যে—?'

ব্যাংকোয়েটের পরদিন সকালে মার্ক ফোন করেছিল কেলিকে। 'হ্যালো, কেলি। আজ রাতে কী করছ?' মার্কের কণ্ঠে প্রত্যাশা। 'আমরা এক সঙ্গে ডিনার করব নাকি থিয়েটারে যাব? অবশ্য দোকানে কেনাকাটা করতেও যেতে পারি। কিছু দোকান অনেক রাত অবধি খোলা থাকে—'

'আমি দুঃখিত, মার্ক। আমি—আমি আজ রাতে একটু ব্যস্ত আছি।'

সংক্ষিপ্ত নীরবতা। 'ওহ্, আমি ভাবলাম। তোমার সঙ্গে আমার—'

'না,' কেলির গলা শুনে থমকে গিয়েছিল মার্ক। কেলির খুব খারাপ লাগছিল ওভাবে কথা বলতে।

'ওহ্, আচ্ছা। ঠিক আছে। কাল তোমাকে আবার ফোন করব।'

পরদিন আবার ফোন করল মার্ক। 'কেলি, আমি যদি তোমাকে কোনভাবে কষ্ট দিয়ে থাকি—'

কেলি শক্ত করল নিজেকে। 'আমি দুঃখিত, মার্ক। আমি—আমি একজনের প্রেমে পড়েছি। চুপ করে রইল সে জবাব শুনতে। দীর্ঘ নীরবতা ছিল অসহ্য।

'ওহ্,' কাঁপছে মার্কের গলা। 'আমি বুঝতে পেরেছি। আ—আমার আরও আগে বোঝা উচিত ছিল যে আমরা—অ—অভিনন্দন তোমাকে। আশা করি তোমরা সুখি হবে। অ্যাঞ্জেলকে আমার তরফ থেকে বিদায় বলে দিও, প্লিজ।'

ফোন রেখে দিল মার্ক। কেলি হাতে রিসিভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্থানুর মতো। বুকের ভেতরে যন্ত্রণা। আমাকে ও শীঘ্রি ভুলে যাবে, ভাবছে কেলি, এমন কাউকে খুঁজে নেবে যে ওকে সুখি করতে পারবে।

নিত্যদিনকার কাজ করে চলেছে কেলি, রানওয়েতে হাসিমুখে হেঁটে বেড়ায়, দর্শকের হাততালি পাচ্ছে, কিন্তু ভেতরটা কষ্টে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। মার্ককে ছাড়া জীবনটা আর আগের মতো লাগছে না। মার্ককে ফোন করার ইচ্ছেটা চাগিয়ে ওঠে বারবার, বহু কষ্টে দমন করে নিজেকে। আর না। ওকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি আমি। আর কত?

বহুদিন হয়ে গেল মার্কের কোনও খবর নেই। ও আমার জীবন থেকে চলে গেছে। হয়তো এতদিনে মনের মতো কাউকে পেয়ে গেছে। তাহলে তো ভালোই, ভাবে কেলি, নিজেকে কথাটা বিশ্বাস করাতে চায়।

এক শনিবার বিকেলে কেলি প্যারিসের এলিট শ্রেণীর কিছু মানুষের সামনে ফ্যাশন শো করছে। রানওয়েতে ওকে দেখামাত্র দর্শক ফেটে পড়ল করতালিতে। বৈকালিক সুট পরা এক মডেলের পেছন পেছন হাঁটছিল কেলি। মডেলের হাতে এক জোড়া গ্লাভস। একটা মোজা হঠাৎ হাত ফস্কে পড়ে গেল রানওয়েতে। কেলি দেখছে তবে সামলে নেয়ার আগেই পা পড়ল মোজায়, পিছলে গেল ও। আছাড় খেল। 'হায় হায়' রব উঠল দর্শকদের মাঝে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে কেলি। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে লজ্জায়। বহু কষ্টে চোখের জল আটকে রেখে বুক ভরে কাঁপাকাঁপা শ্বাস নিল ও, সিধে হলো তারপর এক ছুটে পালিয়ে গেল ক্যাটওয়াক থেকে।

ড্রেসিংরুমে ঢুকেছে ও, ওয়াড্রোব মিস্ট্রেস বলল, 'আপনার জন্য ইভনিং গাউন রেডি করেছি। আপনি বরং—'

ফোঁপাচ্ছে কেলি। 'না। আ—আমি আর ওই লোকগুলোর সামনে যেতে পারব না। ওরা আমাকে দেখলে হাসাহাসি করবে।' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো আচরণ হয়ে উঠল ওর।

'আমি শেষ হয়ে গেছি। আমি আর ক্যাটওয়াকে যেতে পারব না। কক্ষনো না!'

'অবশ্যই পারবে।'

পাঁই করে ঘুরল কেলি। মার্ক। দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

'মার্ক! তুমি—তুমি এখানে কী করছ?'

'ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম।'

'তুমি— দেখেছ কী হয়েছে?'

হাসল মার্ক। 'খুব ভালো হয়েছে। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে বলে আমি খুশি।'

বিস্ফারিত কেলির চোখ। 'কী?'

মার্ক লম্বা পা ফেলে ভেতরে ঢুকল, রুমাল দিয়ে মুছে দিল কেলির গালের অশ্রু। 'কেলি, তুমি যখন ক্যাটওয়াকে হাঁটো, দর্শক ভাবে তুমি একটা স্বপ্নের নাম, যাকে ধরা বা ছোঁয়া যায় না, একটা ফ্যান্টাসি, নাগালের বাইরে কোন দেবী। কিন্তু তুমি যখন পা পিছলে পড়ে গেলে, তুমি বুঝিয়ে দিলে তুমি একজন মানবী এবং এ ব্যাপারটি দর্শক বেশ উপভোগ করেছে। তুমি যাও। ওদেরকে ভালো লাগায় আপ্লুত করে এসো।'

মার্কের সহানুভূতি আর মায়ায় ভরা চোখ দুটির দিকে তাকাল কেলি। আর সে মুহূর্তে বুঝতে পারল ও এ যুবকের প্রেমে পড়ে গেছে।

ওয়াড্রোব মিস্ট্রেস ইভনিং গাউন কাপড়ের র‍্যাকে তুলে রাখছিল। কেলি বলল, 'ড্রেসটা দাও।' মার্কের দিকে তাকাল ও। জলভরা চোখে হাসি।

পাঁচ মিনিট পরে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ক্যাটওয়াকে ফিরে এল কেলি। ঘরে যেন বজ্রপাত হলো। অডিয়েন্স দাঁড়িয়ে গিয়ে করতালিতে ওকে অভিসিক্ত করল। কেলি দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে রইল, বুকের ভেতরে বিচিত্র আবেগের উথাল পাথাল ঢেউ। মার্ককে আবার ফিরে পেয়ে দারুণ লাগছে ওর। মনে পড়ল শুরুর দিকে কেমন নার্ভাস ছিল ও...

মার্কের সঙ্গে গল্প করার সময় কেলিই বেশি কথা বলে তবে লক্ষ করে যে বিষয়েই ও কথা বলুক না কেন মার্ক সে বিষয়ে কম বেশি কিছু খবর রাখেই।

একদিন সন্ধ্যায় কেলি বলল, 'মার্ক, কাল রাতে দারুণ একটি সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা আছে। তুমি ক্ল্যাসিকাল মিউজিক পছন্দ করো?'

মার্ক মাথা ঝাঁকাল। 'আরে, আমি ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শুনেই বড় হয়েছি।'

'বেশ। তাহলে চলো, শো দেখব।'

খুব ভালো হলো কনসার্ট। শো দেখে কেলির বাসায় ফিরেছে ওরা, মার্ক বলল, 'কেলি, আ—আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি।'

সে তো আমি জানিই, ভাবল কেলি। মার্ক আসলে আর দশটা পুরুষ থেকে আলাদা নয়। ইটস ওভার। ওর জবাব শোনার জন্য নিজেকে শক্ত করল কেলি।

'তাই?'

'হ্যাঁ। আ—আমি আসলে ক্ল্যাসিকাল মিউজিক তেমন পছন্দ করি না।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে বহু কষ্টে হাসি চাপল কেলি।

পরবর্তী ডেটের দিন কেলি বলল, 'অ্যাঞ্জেলের জন্য ধন্যবাদ। ওর সঙ্গ আমি বেশ উপভোগ করি। 'তোমারটাও, মনে মনে বলল কেলি। মার্কের মতো এমন ঝকঝকে, উজ্জ্বল নীল চোখ জীবনে দেখেনি ও। আর কী সুন্দর হাসতে জানে মার্ক। মার্কের সঙ্গ দারুণ উপভোগ করে কেলি...

ঠাণ্ডা হয়ে আসছে জল। শাওয়ার বন্ধ করে দিল কেলি, তোয়ালের গা মুছল, ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে চলে এল লিভিংরুমে।

'আপনি যান।'

'ধন্যবাদ।'

ডিয়ানে ঢুকল বাথরুমে। যেন ঝড় বয়ে গেছে বাথরুমে। মেঝে পানিতে সয়লাব, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তোয়ালে।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেডরুমে ফিরে এল ডিয়ানে। 'বাথরুমটার তো বারোটা বাজিয়ে রেখে এসেছেন। আপনার সব কাজ চাকরবাকর করে দেয় নাকি?'

মিষ্টি হাসল কেলি, 'জ্বী, মিসেস স্টিভেনস। ছোটবেলা থেকেই ভৃত্যদের সেবা পেতে অভ্যস্ত আমি।'

'কিন্তু আমি আপনার ভৃত্য নই।'

তোমাকে ভৃত্যের চাকরি কেউ দেবেও না, দাঁতে দাঁত ঘষল কেলি।

ডিয়ানে দম নিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় আমরা—'

'আমরা নয়, মিসেস স্টিভেনস। আপনি এবং আমি আলাদা মানুষ।'

একে অপরের দিকে অনেকক্ষণ রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর আর কিছু না বলে বাথরুমে ফিরে গেল ডিয়ানে। পনের মিনিট পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল বিছানায় শুয়ে পড়েছে কেলি। মাথার ওপর জ্বলতে থাকা বাতি নেভানোর জন্য সুইচে হাত বাড়াল ডিয়ানে।

'না, লাইট অফ করবেন না,' চিৎকার দিল কেলি।

ডিয়ানে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কেলির দিকে। 'কী?'

'আলো জ্বালিয়ে রাখুন।'

ব্যাঙ্গের সুরে ডিয়ানে বলল, 'অন্ধকার ভয় পান বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি—আমি অন্ধকার ভয় পাই।' মার্কের মৃত্যুর পর থেকে।

গলার স্বর নরম করল ডিয়ানে। 'কেন? ছেলেবেলায় বাবা-মা কি খুব ভূতের গল্প শোনাত?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কেলি। 'হ্যাঁ।'

ডিয়ানে নিজের খাটে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে চোখ বুজল। রিচার্ডের কথা মনে পড়ছে। রিচার্ড, ডার্লিং, আমি কোনদিন বিশ্বাস করতাম না কেউ ভগ্ন হৃদয় নিয়ে মারা যেতে পারে। এখন বিশ্বাস করি। তোমাকে আমার বড্ড প্রয়োজন। আমাকে গাইড দেয়ার জন্য তোমাকে দরকার। তোমার উষ্ণতা, তোমার প্রেম আমার দরকার। আমি জানি তুমি এখানে কোথাও আছ। আমি তোমাকে টের পাচ্ছি। তুমি একটা উপহার যা ঈশ্বর আমাকে ধার হিসেবে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। গুড নাইট, মাই গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল। আমাকে কোনওদিন ছেড়ে যেয়ো না, প্লিজ।

নিজের বিছানায় শুয়ে কেলি শুনতে পেল ডিয়ানের কান্না। ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরল ও, মনে মনে বলছে চুপ করো, চুপ করো, চুপ করো। ওরও গাল বেয়ে গড়াতে লাগল অশ্রুধারা।

সাতাশ

সকালে ঘুম থেকে জেগে ডিয়ানে দেখল দেয়ালের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে আছে কেলি।

'শুভ সকাল,' বলল ডিয়ানে। 'কাল রাতে ঘুম হয়েছিল?'

কোন সাড়া নেই।

'এরপরের করণীয় নিয়ে কথা বলা দরকার। এখানে তো আর সারাজীবন থাকব না।'

এখনও নিশ্চুপ কেলি।

বিরক্ত ডিয়ানে গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'কেলি, আমার কথা শুনছ তুমি?'

ঝট্ করে ঘুরল কেলি। 'দেখছেন না আমি ধ্যান করছি?'

'ওহ্, সরি খেয়াল করিনি—'

'বাদ দিন,' চেয়ার ছাড়ল কেলি। 'আপনি কি জানেন ঘুমাবার সময় আপনি নাক ডাকেন?'

ডিয়ানে ছোটখাট একটা ধাক্কা খেল। ওরা যখন প্রথম একত্রে ঘুমাল, পরদিন রিচার্ড বলেছিল, 'ডার্লিং, তুমি কি জান ঘুমাবার সময় তুমি নাক ডাকো? অবশ্য এটাকে ভিন্নভাবেও নেয়া যায়। ধরা যাক তুমি নাক ডাকছ না। তোমার নাক দিয়ে অ্যাঞ্জেলদের গানের মতো ছোট ছোট সুর বেরোয়।' তারপর রিচার্ড ওকে জড়িয়ে ধরেছিল।

'হ্যাঁ, আপনি নাক ডাকেন,' বলল কেলি। টিভি অন করল। 'দেখি তো পৃথিবীতে কী ঘটছে।' চ্যানেল ঘোরাতে লাগল ও, থেমে গেল এক জায়গায় এসে। খবর হচ্ছে একটি চ্যানেলে। সংবাদ পাঠক বেন রবার্টস। 'আরে, ও তো বেন!' চেঁচিয়ে উঠল কেলি।

'কে বেন?' নিরাসক্ত গলায় জানতে চাইল ডিয়ানে।

'বেন রবার্টস। সে খবর পড়ে, শো'র জন্য সাক্ষাৎকার নেয়। ওর ইন্টারভিউই শুধু উপভোগ করি। মার্কের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেন। একদিন—' হঠাৎ থেমে গেল।

বেন রবার্টস বলছে

'এইমাত্র একটি খবরে বলা হয়েছে, মাফিয়া প্রধান অ্যান্থনি আলটিয়েরি, যিনি

সম্প্রতি হত্যা মামলার অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছিলেন, আজ সকালে ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি ছিলেন...

কেলি ডিয়ানের দিকে ফিরল, 'শুনলে? আলটিয়েরি মারা গেছে।'

ডিয়ানের কোনরকম অনুভূতি হচ্ছে না। এ যেন অন্য পৃথিবী থেকে অন্য সময়ে আসা কোন খবর।

ও কেলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের এখন আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। দুজনে একসঙ্গে থাকলে যে কারও চোখে পড়ে যাব।'

'ঠিক,' নিষ্প্রাণ গলায় বলল কেলি, 'কারণ আমরা দুজনেই সমান উচ্চতার।'

'আমি আসলে বলতে চেয়েছি—'

'আমি জানি আপনি কী বলতে চেয়েছেন। আমি মুখে রং মেখে সঙ সাজতে পারি-—'

বিমূঢ় ডিয়ানে, 'কী?'

'ঠাট্টা করছিলাম, বলল কেলি। 'আলাদা হয়ে যাওয়ার বুদ্ধি খারাপ না। এটা একটা প্ল্যান, তাই না?'

'কেলি—'

'আপনাকে যতই দেখছি ততই মজা লাগছে, মিসেস স্টিভেনস।'

ডিয়ানে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

হোটেলের লবিতে প্রচুর মহিলা। কেউ হোটেলে উঠছে কেউবা ছাড়ছে। লাইন বেঁধে বেরুতে এবং ঢুকতে হচ্ছে। ডিয়ানে এবং কেলি একটা লাইনের পেছনে দাঁড়াল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে লবির দিকে লক্ষ রাখছিল হ্যারি ফ্লিন্ট। দেখতে পেল ওদেরকে। সে মোবাইলে ফোন করল, 'ওরা এইমাত্র লবিতে এসেছে।'

'গুড। কারবাল্লো কি ওখানে পৌঁছেছে, মি. ফ্লিন্ট?'

'জ্বী।'

'যেভাবে বলেছি সেভাবে কাজ করবেন। দুদিক থেকে হোটেলের এন্ট্রান্স কাভার করবেন। কাজেই ওরা যেদিকেই যাক না কেন, ফাঁদে পড়বে। আমি চাই কোন চিহ্ন না রেখে ওদেরকে অদৃশ্য করে দিতে।'

অবশেষে রিসেপশন ডেস্কে পৌঁছাল কেলি এবং ডিয়ানে। ডেস্কের পেছনে বসা মহিলা ওদেরকে একটি হাসি উপহার দিল। 'আশা করি এখানে আপনাদের কোন অসুবিধা হয়নি।'

'না, আমরা খুব ভালো ছিলাম, ধন্যবাদ,' বলল ডিয়ানে। মনে মনে ভাবছে কারণ আমরা এখনও বেঁচে আছি।

মেইন এন্ট্রান্সে এসে কেলি প্রশ্ন করল, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন, মিসেস স্টিভেনস?'

'জানি না। তবে ম্যানহাটান থেকে দূরে সরে যেতে চাই। তুমি?'

তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই, মনে মনে বলল কেলি। 'প্যারিসে ফিরব।'

একসঙ্গে দুজনে হোটেলের বাইরে কদম ফেলল। সতর্ক দৃষ্টি বুলাল চারপাশে। রাস্তায় পথচারী, গাড়ি-ঘোড়ার স্বাভাবিক ভিড়। সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

'বিদায়, মিসেস স্টিভেনস,' বলল কেলি। স্বস্তি কণ্ঠে।

'বিদায় কেলি।'

বামে ঘুরল কেলি, কিনারের দিকে হাঁটা দিল। ডিয়ানে কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ডানে মোড় নিল। ছ কদমও যায়নি, ব্লকের বিপরীত প্রান্ত থেকে অকস্মাৎ উদয় হলো হ্যারি ফ্লিন্ট এবং ভিন্স কারবাল্লো। কারবাল্লোর চেহারা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। ফ্লিন্টের কাটা ঠোঁটে আধখানা হাসি।

পথচারীদের একে তাকে ধাক্কা মেরে পথ করে দুই নারীর দিকে এগোতে ওরা। ডিয়ানে এবং কেলি ঘুরল। তাকাল একে অন্যের দিকে। চোখে নগ্ন আতংক। দ্রুত পা বাড়াল হোটেল এন্ট্রান্সে। কিন্তু দরজায় লোকের এমন ভিড়, ভেতরে ঢোকার রাস্তা নেই। আর এ মুহূর্তে অন্য কোথাও লুকিয়ে পড়ার উপায়ও নেই। লোক দুটো ক্রমেই কাছিয়ে আসছে।

কেলি ফিরল ডিয়ানের দিকে এবং তার কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ডিয়ানে ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লোর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে দেখাচ্ছে।

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' চাপা গলায় বলল কেলি।

হাসিটা মুখে ধরা, ডিয়ানে তার মোবাইলে কথা বলতে লাগল, 'আমরা এখন হোটেলের সামনে...ওহ্, সে তো ভালো কথা। তোমরা চলে এসেছ?' কেলির দিকে তাকিয়ে বিজয় উল্লাসের হাসি দিল ডিয়ানে। 'ওরা এখুনি চলে আসবে,' চেঁচিয়ে বলল সে। ফোনে কথা বলছে তবে চোখ ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লোর দিকে। 'না, ওরা শুধু দুজন।' ডিয়ানে একটু শুনে হেসে উঠল উঁচু স্বরে। 'ঠিক আছে...ওরা এখানে চলে এসেছে? বাহ্, বেশ।'

কেলি দেখল ডিয়ানে ফুটপাত থেকে নেমে পড়েছে রাস্তায়, ছুটে আসা গাড়িগুলোর ওপর চোখ। দূরের একটা গাড়ির দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়তে লাগল। দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লো। কী ঘটছে ঠাহর করতে পারছে না।

ডিয়ানে লোক দুটোকে হাত তুলে দেখাল। 'এখানে,' এগিয়ে আসা একটা গাড়ির উদ্দেশে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'এই তো এখানে।'

ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লো একে অন্যের দিকে তাকাল। চট জলদি নিয়ে নিল সিদ্ধান্ত। যে দিক দিয়ে আসছিল ওদিকে পিঠটান দিল তারা, মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

কেলি হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডিয়ানের দিকে। বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি। 'ওরা চলে গেছে,' বলল ও।

'আ—আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

বিরাট একটা দম নিল ডিয়ানে নিজেকে শান্ত রাখতে।

'কারও সঙ্গে নয়। আমার মোবাইলের ব্যাটারিতে চার্জ নেই।'

আটাশ

বিস্ময়াভিভূত চোখে ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে কেলি। 'বাহ্, চমৎকার। বুদ্ধিটা আমার মাথায় কেন এল না!'

শুকনো গলায় ডিয়ানে বলল, 'পরের বারে আসবে।'

'আপনি এখন কী করবেন?'

'ম্যানহাটান থেকে কেটে পড়ব।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল কেলি। 'ওরা সমস্ত ট্রেন স্টেশন, এয়ারপোর্ট, বাস স্টেশন, কার রেন্টাল সব জায়গায় লক্ষ রাখবে—'

ডিয়ানে একটু ভেবে বলল, 'আমরা ব্রুকলিনে যেতে পারি। ওখানে আমাদেরকে খুঁজবে না।'

'বেশ,' বলল কেলি। 'তাহলে যান।'

'কী?'

'আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না।'

ডিয়ানে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বলল, 'ঠিক তো?'

'জ্বী, মিসেস স্টিভেনস।'

ডিয়ানে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে বিদায়।'

'বিদায়।'

ডিয়ানে হাত তুলে একটি ট্যাক্সি ডাকল। উঠতে যাচ্ছে ট্যাক্সিতে। কেলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। ইতস্তত ভঙ্গি। কী করবে চিন্তা করছে। এ শহর সে চেনে না, এখানে তার পরিচিত কেউ নেই, কোথায় যাবে তাও জানে না। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হলো, গড়াতে শুরু করল গাড়ির চাকা।

'দাঁড়ান!' চেঁচাল কেলি।

থেমে গেল ট্যাক্সি। কেলি দ্রুত পা বাড়াল ওদিকে।

দরজা খুলে দিল ডিয়ানে, কেলি ভেতরে ঢুকল, বসে পড়ল সীটে।

'মতো বদলালে যে?'

'ভেবে দেখলাম ব্রুকলিনটা আমার দেখা হয়নি। একটু দেখে যাই।'

ডিয়ানে কেলিকে এক নজর দেখে মাথা নাড়ল।

ড্রাইভার প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবেন?'

'ব্রুকলিন,' জবাব দিল ডিয়ানে।

চলতে শুরু করল ট্যাক্সি, 'ব্রুকলিনের কোথায়?'

'যেতে থাকুন।'

কেলি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল কেলির দিকে। 'আপনি জানেন না আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আগে তো যাই। তারপর দেখা যাবে।'

ইস্, কেন যে এ মহিলার কাছে আবার ফিরে এলাম, আফসোস হলো কেলির।

ওরা দুজন গাড়িতে চুপচাপ বসে রইল। মিনিট কুড়ি পরে চলে এল ব্রুকলিন ব্রিজে।

'আমরা হোটেলে উঠব,' ডিয়ানে বলল ড্রাইভারকে। 'কিন্তু ভালো কোন হোটেল চিনি না—'

'সমস্যা নেই।' বলল ড্রাইভার। 'দ্য অ্যাডামস নামে খুব ভালো একটি হোটেল আমি চিনি। আপনাদের পছন্দ হবে।'

ইটের তৈরি পাঁচতলা হোটেল দ্য অ্যাডামস। সামনে শামিয়ানার মতো একটি জিনিস আছে। দোরগোড়ায় দারোয়ান দণ্ডায়মান।

ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। 'হোটেল পছন্দ হয়?'

ডিয়ানে বলল, 'চলে।'

কেলি কোন মন্তব্য করল না।

ট্যাক্সি থেকে নামল ওরা। স্বাগত জানাল হোটেলের দারোয়ান।

'আপনারা কি ঘর ভাড়া নেবেন?'

মাথা দোলাল ডিয়ানে। 'হুঁ।'

'সঙ্গে মালপত্র আছে?'

হাসিমুখে ডিয়ানে বলল, 'এয়ার লাইন আমাদের ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। এখানে কোন দোকান আছে জামাকাপড় কিনব?'

'এ ব্লকের শেষ মাথায় ড্রেসের চমৎকার একটি দোকান আছে। আপনারা আগে হোটেলে উঠুন। আমরা আপনাদের মালপত্র সরাসরি আপনাদের ঘরে পাঠিয়ে দেব।'

হোটেলের রিসেপশনে বসা মহিলা রেজিস্ট্রেশন কার্ড দিল ডিয়ানে এবং কেলিকে ওগুলো পূরণ করার জন্য। কেবিল নিজের নাম সই করল 'এমিলি ব্রন্টি।' লেখার সময় নামটা জোরে জোরে উচ্চারণ করল ও।

ডিয়ানে লিখল, 'মেরী কাসার্ট।'

রিসেপশনিস্ট ওদের কাছ থেকে কার্ড দুটো নিল।

'আপনারা কি ক্রেডিট কার্ডে পে করবেন?'

'হ্যাঁ, আমরা—'

'না,' দ্রুত বলে উঠল ডিয়ানে।

কেলি ওর দিকে তাকিয়ে বেজার মুখে মাথা নাড়ল।

'লাগেজ?'

'আসছে। আমরা দোকানে যাচ্ছি কিছু ড্রেস কিনতে।'

'আপনাদের সুইট নাম্বার ৫১৫।'

ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, ওদেরকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল রিসেপশনিস্ট। খুব সুন্দরী এবং একা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মহিলা।

ফর ম্যাডাম দোকানটিতে মেয়েদের হেন ড্রেস নেই যা নেই। সবধরনের কাপড়চোপড় তো রয়েছেই লেদার সেকশনে হ্যান্ডব্যাগ এবং সুটকেসের ছড়াছড়ি।

এক মহিলা এগিয়ে এল ওদের দেখে। সেলস লেডি। 'কী কিনবেন?'

'আমরা একটু ঘুরে দেখতে এসেছি।' বলল ডিয়ানে।

সেলস লেডি দেখল দুই নারী একটি করে শপিং ট্রলি নিয়ে হাঁটা শুরু করেছে।

'দেখুন!' বলল কেলি। 'স্টকিং,' সে আধ ডজন স্টকিং নিল ট্রলিতে। ডিয়ানে পছন্দ করল সুট।

'প্যান্টি হোস...'

'ব্রা...'

'স্লিপ...'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের ট্রলি ভরে গেল জামাকাপড়ে। সেলস লেডি আরও দুটো ট্রলি নিয়ে হাজির হলো। নতুন ট্রলিও ভরতে লাগল কেলি আর ডিয়ানে।

কেলি একটি র‍্যাকে ট্রাউজার্স দেখছিল। চার জোড়া ট্রাউজার্স র‍্যাক থেকে নামিয়ে ডিয়ানের দিকে ফিরল। 'কে জানে আবার কখন শপিং-এর সুযোগ পাব।'

ডিয়ানেও কয়েকটি ট্রাউজার্স কিনল, সঙ্গে একটি স্ট্রাইপড সামার ড্রেস।

'ওটা না পরাই ভালো,' বলল কেলি। 'স্ট্রাইপে আপনাকে মোটা লাগবে।'

ডিয়ানে ড্রেসটা র‍্যাকে ফিরিয়ে রাখতে গিয়েও কেলির দিকে একবার তাকিয়ে ওটা তুলে দিল সেলস লেডির হাতে। 'আমি এটা নেব।'

সেলস লেডি অবাক হয়ে দেখছে এরা বিরামহীন কেনাকাটা করেই চলেছে। ওরা এত কাপড় চোপড় কিনল যে চারটে সুটকেস ভরে গেল।

কেলি মুচকি হেসে বলল, 'এ দিয়ে আমাদের কদিন চলে যাবে।'

পেয়িং ডেস্কে চলে এল ওরা। ক্যাশিয়ার জানতে চাইল, 'নগদ দেবেন নাকি ক্রেডিট কার্ডে?'

'ক্রেডিট—'

'নগদ,' বলল ডিয়ানে।

কেলি এবং ডিয়ানে যে যার পার্স খুলে ড্রেসের দাম মিটিয়ে দিল। দুজনেরই কপালে ভাঁজ পড়ল।

কারণ নগদ অর্থ ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

কেলি ক্যাশিয়ারকে বলল, 'আমরা দ্য অ্যাডমসে উঠেছি। আমাদের মালপত্রগুলো যদি—'

'পাঠিয়ে দিতে হবে, তাই তো? নিশ্চয় দেব। আপনাদের নাম কী?'

কেলি একটু ইতস্তত গলায় বলল, 'শার্লট ব্রন্টি।'

দ্রুত ভুল শুধরে দিল ডিয়ানে, 'এমিলি, এমিলি ব্রন্ট।' নিজের ছদ্মনামটা মনে পড়ে গেল কেলির। 'ও, হ্যাঁ।'

ক্যাশিয়ার ওদেরকে লক্ষ করছে, বিমূঢ় একটা ভাব চেহারায়। ডিয়ানের দিকে ফিরল সে। 'আর আপনি?'

'আ—আমি,' ডিয়ানে চিন্তা করছে কী নাম যেন লিখেছিল হোটেলের খাতায়? জর্জিয়া ও বীফ... ফ্রিডা কাই লো...জোন মিশেল?'

'ওর নাম মেরী কাসার্ট,' বলল কেলি।

ঢোক গিলল ক্যাশিয়ার। 'ও, আচ্ছা।'

ফর ম্যাডাম দোকানের পাশেই একটি ফার্মেসি।

'আমাদের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন।' হাসল ডিয়ানে।

দ্রুত দোকানে ঢুকল ওরা। নবউদ্যমে আবার শুরু করে দিল কেনাকাটা।

'মাসকারা...'

'ব্লাশ...'

'টুথব্রাশ...'

'টুথপেস্ট...'

'ট্যাম্পন এবং প্যান্টি লাইনার...

'লিপস্টিক...

'হেয়ার ক্লিপ...'

'পাউডার...

ডিয়ানে এবং কেলি হোটেলে ফিরেছে, দেখল চারটে সুটকেস ইতিমধ্যে ওদের রুমে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। কেলি চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সুটকেসগুলোর দিকে।

'কোন্ সুটকেসটা আমার আর কোন্‌টা আপনার বুঝব কী করে?'

'এখনই এ নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না,' বলল ডিয়ানে। 'এখান থেকে হপ্তাখানেকের আগে নড়ছি না। কাজেই এর মধ্যে সব গুছিয়ে নিতে পারব।'

'হুঁ।'

ওরা সুটকেস খুলে ওদের ড্রেস আর ট্রাউজার্স বের করল। পোশাকগুলো রাখল দেরাজে, টয়লেট্রিজের স্থান হলো বাথরুমে।

সবকিছু গোছগাছ করে ডিয়ানে জুতো আর কাপড় খুলল। বিছানায় মেলে দিল গা।

'আহ্, শান্তি,' বলল ও। 'তুমি কী করবে জানি না তবে আমি বিছানায় বসেই খেয়ে নেব ডিনার। তারপর চমৎকার, লম্বা একটা হট বাথ নেব। এখান থেকে আর নড়ছি না।'

ইউনিফর্ম পরা, হাসি মুখের এক মেইড দরজায় নক করে ঢুকে পড়ল ঘরে। অনেকগুলো ধোয়া তোয়ালে নিয়ে এসেছে। ঢুকল বাথরুমে। দুই মিনিট পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে। 'কোন কিছুর দরকার হলে ফোন করবেন, প্লিজ। হ্যাভ আ গুড ইভনিং।'

'ধন্যবাদ,' মেয়েটাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল কেলি।

ডিয়ানে বিছানার পাশের টেবিল থেকে তুলে নেয়া হোটেলের ব্রুশিয়ারে চোখ বুলাচ্ছিল। 'এ হোটেল কোন্ সালে তৈরি হয়েছে, জানো?'

'পোশাক পরুন,' বলল কেলি, 'আমরা বেরুচ্ছি।'

'এ হোটেল তৈরি করা হয়—'

'জলদি পোশাক পরুন। এখুনি বেরুতে হবে।'

ডিয়ানে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। 'রসিকতা হচ্ছে?'

'না। ভয়ংকর কিছু একটা এখানে ঘটতে যাচ্ছে,' কেলির গলার স্বরে আতংক।

উঠে বসল ডিয়ানে। সতর্ক। 'কী ঘটবে?'

'জানি না। এখুনি এখান থেকে না বেরুলে আমরা মরব।'

ওর ভয় সংক্রামিত হলো ডিয়ানের মধ্যেও।

'কেলি, তুমি—'

'প্লিজ, ওঠো, ডিয়ানে।'

কেলির কণ্ঠের আর্তস্বর নাকি ওকে কেলি 'তুমি' বলে ডেকেছে, ঠিক জানে না ডিয়ানে কোন্‌টার কারণে ও আর তর্কে গেল না, বিছানা থেকে নেমে পড়ল। 'ঠিক আছে। জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে—'

'না! জামাকাপড় নিতে হবে না।'

অবিশ্বাস নিয়ে কেলির দিকে তাকাল ডিয়ানে। 'জামাপাকড় নেব না? মাত্র কিনলাম—'

'জলদি! এখুনি বেরোও!'

'ঠিক আছে,' বেজার মুখে কাপড় পরতে লাগল ডিয়ানে।

'তাড়াতাড়ি!' প্রায় আর্তচিৎকার দিল কেলি।

দ্রুত কাপড় পরল ডিয়ানে, কেলির পেছন পেছন বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। এ মেয়েটা আসলে একটা পাগল, ভাবছে ও।

লবিতে পৌঁছাল ওরা। কেলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ডিয়ানেকে প্রায় ছুটতে হচ্ছে। 'এ সব কী হচ্ছে, বলো তো?'

বাইরে এসে চারপাশে চোখ বুলাল কেলি।'রাস্তার ওপাশে একটা পার্ক আছে। চলো ওখানে গিয়ে একটু বসি।'

অসহিষ্ণু ডিয়ানে কেলিকে অনুসরণ করল। পার্কের একটা বেঞ্চে বসল দুজনে।

ডিয়ানে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখানে কী করছি?'

ঠিক তখন হোটেল থেকে ভেসে এল ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। ডিয়ানে এবং কেলি দেখল চারতলায় যে রুমে ওরা উঠেছে, ওটার জানালা বিস্ফোরণের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গেছে, সদ্য তৈরি হওয়া গর্ত দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে। বাতাসে উড়ছে কাচ আর কাঠের টুকরো।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ ডিয়ানে। 'বোমা-বোমা—' ভয়ে গলার স্বর কাঁপছে— 'ফেটেছে আমাদের ঘরে।' ঘুরল কেলির দিকে। 'কী—কীভাবে তুমি জানলে?'

'মেইডকে দেখে।'

বিস্মিত ডিয়ানে। 'মানে?'

শান্ত গলা কেলির। 'হোটেলের পরিচারিকারা তিনশো ডলার দামের মানোলো ব্লানিক জুতো পরে না।'

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো ডিয়ানের। 'ক্ব-কীভাবে ওরা আমাদের খোঁজ পেল?'

'জানি না,' বলল কেলি। 'এ ঘটনা বুঝিয়ে দিল কারা আমাদের পেছনে লেগেছে।'

ওরা চুপচাপ বসে রইল। ভীত, আতংকিত।

'তুমি যখন ট্যানার কিংসলের অফিসে গিয়েছিলে তখন কি সে তোমাকে কিছু দিয়েছে?' প্রশ্ন করল ডিয়ানে।

মাথা নাড়ল কেলি। 'না। তোমাকে কিছু দিয়েছে?'

'না।'

একই সঙ্গে কথাটা মনে পড়ে গেল ওদের, 'ওর কার্ড!'

ব্যাগ খুলে ট্যানার কিংসলের কার্ড বের করল ওরা। ডিয়ানে কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

'ভেতরে চিপ জাতীয় কিছু একটা আছে,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল ও।

কেলিও তার কার্ড ছিঁড়তে পারল না। 'আমারটার ভেতরেও। এ জন্যই হারামজাদারা জেনে যাচ্ছে আমরা কোথায় আছি।'

ডিয়ানে কেলির কার্ড নিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'আর জানতে পারবে না।'

সে কার্ড দুটো ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল। একটু পরেই ডজনখানেক গাড়ি আর ট্রাকের চাকার তলে চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে গেল কার্ড জোড়া।

দূর থেকে ভেসে এল সাইরেনের শব্দ।

কেলি সিধে হলো। 'এখান থেকে আমাদের কেটে পড়া উচিত, ডিয়ানে। এখন আর ওরা আমাদের পিছু নিতে পারবে না। আমাদের আর সমস্যা নেই। আমি প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি। তুমি?'

'এসব কেন ঘটছে সে রহস্য বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

'সাবধানে থেকো।'

'তুমিও।'

ডিয়ানে একটু ইতস্তত করে বলল, 'কেলি—ধন্যবাদ। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য।

বিব্রতবোধ করল কেলি। 'জানো, তোমাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম।'

'কী ব্যাপারে?'

'তোমার পেইন্টিং নিয়ে কী বলেছিলাম মনে আছে?'

'হুঁ।'

'মিথ্যা বলেছি। আসলে তোমার ছবি আমার খুব ভালো লেগেছে।'

হাসল ডিয়ানে। 'ধন্যবাদ।'

'ডিয়ানে?'

'বলো?'

'আমি কখনোই ভৃত্য পরিবেস্টিত হয়ে বড় হইনি।'

হেসে উঠল ডিয়ানে। ওরা একে অন্যকে আলিঙ্গন করল।

'তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলে আমি খুব খুশি,' আন্তরিক গলায় বলল ডিয়ানে।

'আমিও।'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। বিদায় চাইতে কষ্ট হচ্ছে।

‘শোনো,’ বলল ডিয়ানে,’ আমাকে যদি তোমার কখন প্রয়োজন হয়, এই রইল নাম্বার।’ একটা কাগজে নিজের মোবাইল নাম্বার লিখে দিল ও।

‘আমারটাও রাখো,’ কেলি ওর নাম্বার দিল ডিয়ানেকে।

‘ওয়েল, তাহলে আবার বিদায়।’

কথাটা উচ্চারণ করার সময় গলায় যেন ডেলা বাঁধল ডিয়ানের। ‘হুঁ—বিদায়, কেলি।’

ডিয়ানে দেখল চলে যাচ্ছে কেলি। মোড় ঘোরার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল। ডিয়ানেও হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিল। কেলি চলে যাবার পরে হোটেলের দিকে তাকাল ডিয়ানে। ওরা কিছুক্ষণ আগে যে সুইটে ছিল, ওটার জানালায় মস্ত, কালো একটা গর্ত হাঁ করে আছে। এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওদিকে তাকিয়ে শিরশির করে উঠল ডিয়ানের গা।

উনত্রিশ

ক্যাথি অর্ডোনেজ ট্যানার কিংসলের অফিসে ঢুকল সকালে বেলার খানকয়েক কাগজ নিয়ে। 'আবার ঘটতে শুরু করেছে সেই ঘটনা।' খবরের কাগজগুলো দিল সে। প্রতিটি ব্যানার হেডলাইন করেছে *জার্মানীর প্রধান কয়েকটি শহরে কুয়াশা ঘন কুয়াশার কারণে সকল জার্মান বিমান বন্দর বন্ধ ঘোষণা, কুয়াশার কবলে পড়ে জার্মানীতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।*

ক্যাথি জানতে চাইল, 'সিনেটর ভ্যান লুভেনকে কি পেপার কাটিংগুলো পাঠিয়ে দেব?'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি।' থমথমে চেহারা ট্যানারের।

ক্যাথি দ্রুত বেরিয়ে এল বসের ঘর থেকে।

ঘড়ি দেখল ট্যানার। হাসি ফুটল মুখে। এতক্ষণে নিশ্চয় বোমা ফেটেছে। দুই মাগীর কবল থেকে অবশেষে মুক্তি মিলেছে।

তার সেক্রেটারির কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে। 'মি. কিংসলে, সিনেটর ভ্যান লুভেন লাইনে আছেন। কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ,' ফোন তুলল ট্যানার। 'ট্যানার কিংসলে।'

'হ্যাল্লো, মি. কিংসলে। সিনেটর ভ্যান লুভেন বলছি।'

'গুড আফটারনুন, সিনেটর।'

'আমি আমার দুই সহকারীকে নিয়ে আপনার সদর দপ্তরের কাছাকাছি চলে এসেছি। ভাবছি আপনার ওখানে একবার ঢুঁ মেরে গেলে কেমন হয়।'

'খুব ভালো হয়,' উৎসাহী গলায় বলল ট্যানার। 'আপনার এলে খুব খুশি হবো, সিনেটর।'

'বেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আসছি।'

ইন্টারকমের বোতাম টিপল ট্যানার। 'আমার কাছে কজন অতিথি আসছেন। কোনও ফোন টোন এখন আমাকে দেবে না।'

কাগজে দেখা অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল ট্যানারের। কয়েকদিন আগে সিনেটর ভ্যান লুভেনের স্বামী এডমন্ড বার্কলে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। সিনেটরকে আমার সান্ত্বনা জানানো উচিত, মনে মনে বলল ট্যানার।

পনের মিনিট পরে সিনেটর ভ্যান লুভেন তাঁর দুই সুন্দরী সহকারীকে নিয়ে হাজির হলেন।

ট্যানার উঠে দাঁড়িয়ে ওদেরকে স্বাগত জানাল। 'আপনারা এসেছেন খুব খুশি হয়েছি।'

মাথা দোলালেন লুভেন। 'আপনার সঙ্গে তো করিন মার্ফি এবং ক্যারলি ট্রস্টের আগেই পরিচয় হয়েছে।'

হাসল ট্যানার। 'জ্বী। আপনাদের দুজনকে আবার দেখে আনন্দিত হলাম।' সিনেটরের দিকে ফিরল সে। 'কাগজে পড়েছি আপনার স্বামী মারা গেছেন। খবরটা জেনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর ভ্যান লুভেন। 'ধন্যবাদ। উনি বহুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। শেষে কয়েকদিন আগে...' জোর করে হাসি ফোটালেন মুখে। 'বাই দা ওয়ে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ওপর আপনি যে সব তথ্য আমাকে পাঠাচ্ছেন তা সত্যি খুব ইমপ্রেসিভ।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনারা এখানে কী কাজ করছেন তা ঘুরে দেখা যাবে?'

'অবশ্যই। কী ধরনের ট্যুর আপনাদের পছন্দ? আমাদের রয়েছে পাঁচ দিন, চার দিন এবং দেড় ঘণ্টার ট্যুর।'

মুচকি হাসল করিন মার্ফি। 'চারদিনের ট্যুর হলে মন্দ হয়—'

ওকে বাধা দিলেন সিনেটর ভ্যান লুভেন। 'আমরা দেড় ঘণ্টার ট্যুরের ব্যাপারে আগ্রহী।'

'মাই প্লেজার।'

'KIG তে মোট কতজন লোক কাজ করে?' প্রশ্ন করলেন সিনেটর।

'প্রায় ২০০০। পৃথিবীর প্রধান বারোটি দেশে KIG'র অফিস আছে।'

করিন মার্ফি এবং ক্যারলি ট্রস্ট এ কথা শুনে চমৎকৃত হলো।

'এ ভবনে কাজ করছে ৫০০ লোক। স্টাফ মেম্বার এবং রিসার্চ ফেলোদের জন্য রয়েছে আলাদা কোয়ার্টার্স। এখানে যে সব বিজ্ঞানী কাজ করছেন তাঁদের কারোরই আইকিউ ১৬০-এর নীচে নয়।'

করিন মার্ফি বলল, 'বাপরে, সবাই জিনিয়াস!'

সিনেটর ভ্যান লুভেন তাঁর সহকারীর দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করলেন।

'আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ,' বলল ট্যানার।

ট্যানারের পেছন পেছন ওরা তিনজন একটি সাইড ডোর দিয়ে পাশের ভবনে ঢুকল। ট্যানার ওদেরকে নিয়ে এল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা একটি ঘরে।

সিনেটর ভ্যান লুভেন কিম্ভূত চেহারার একটি মেশিনের সামনে হেঁটে গেলেন। 'এটা কী জিনিস?'

'এটা হলো সাউন্ড স্পেকটোগ্রাফ, সিনেটর। এ যন্ত্রের সাহায্যে গলার স্বরকে ভয়েস প্রিন্টে পরিণত করা যায়। এ যন্ত্র হাজারো আলাদা কণ্ঠ চিনতে পারে।'

ভুরু কোঁচকাল ট্রস্ট। 'কীভাবে তা সম্ভব?'

'আপনার কোন বন্ধু যখন আপনাকে ফোন করে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ চিনতে পারেন কারণ ওই সাউন্ড প্যাটার্ন আপনার মগজে এঁকে রয়েছে। আমরা এ মেশিনকে ঠিক ওভাবে প্রোগ্রাম করেছি। একটি ইলেকট্রনিক ফিল্টার নির্দিষ্ট একটি ব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সিকে রেকর্ডারে প্রবেশের অনুমতি দেয়। ফলে আমরা প্রতিটি মানুষের কণ্ঠ আলাদাভাবে চিনতে পারি।'

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব যন্ত্র, মিনিয়েচার ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ আর কেমিকেল ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখল ওরা সবিস্ময়ে। প্রতিটি ঘরের ব্লাকবোর্ডে লেখা রয়েছে রহস্যময় সব চিহ্ন, গবেষণাগারে একসঙ্গে কাজ করছেন ডজনখানেক বিজ্ঞানী আবার কোন ঘরে একজন মাত্র বিজ্ঞানী গোপন কোন সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত।

ওরা লাল ইটের একটি বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে আসছে, লক্ষ করল দরজায় ডাবল তালা ঝুলছে।

সিনেটর ভ্যান লুভেন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কী আছে?'

'ওখানে সরকারী গোপন গবেষণা চলে। দুঃখিত, ওটা প্রবেশ-নিষিদ্ধ জায়গা, সিনেটর।'

ট্যুর শেষ হতে দুঘণ্টা লাগল। ট্যানার তিন নারীকে নিয়ে ফিরে এল নিজের অফিসে।

'আশা করি আপনারা ট্যুর উপভোগ করেছেন,' বলল ট্যানার।

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর ভ্যান লুভেন। 'ইন্টারেস্টিং।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং,' হাসল করিন মার্ফি। তাকিয়ে আছে ট্যানারের দিকে।

'আমার দারুণ লেগেছে,' সোৎসাহে বলল ক্যারলি ট্রস্ট।

ট্যানার ফিরল সিনেটরের দিকে। 'আচ্ছা, পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয়ে আপনার কলিগদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

হালকা গলায় জবাব দিলেন সিনেটর, 'হুঁ।'

'কতটুকু সুযোগ আছে, সিনেটর?'

'এটা অনুমান নির্ভর কোন খেলা নয়, মি. কিংসলে। আরও আলাপ-আলোচনা দরকার। কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হলে আমি আপনাকে জানাব।'

ট্যানার চেষ্টাকৃত হাসি দিল। 'ধন্যবাদ। আপনারা সবাই এসেছেন বলে ধন্যবাদ।'

ওরা চলে গেলেন।

ইন্টারকমে ভেসে এল ক্যাথি ওর্ডোনেজের কণ্ঠ। 'মি. কিংসলে সাইদা হার্নান্দেজ

আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। বলছে খুব জরুরি। কিন্তু আপনি ফোন দিতে নিষেধ করেছিলেন বলে আর দিই নি।'

'লাইন দাও,' বলল ট্যানার।

সে সাইদা হার্নান্দেজকে অ্যাডামস হোটেলে পাঠিয়েছিল ডিয়ানেদের ঘরে বোমা পুঁতে রেখে আসার জন্য।

'এক নাম্বার লাইনে আছে সে।'

ফোন তুলল ট্যানার সুখবর শোনার আশায়। 'সব খবর ভালো তো, সাইদা?'

'না, মি. কিংসলে, আমি দুঃখিত, খবর ভালো না,' ভীত শোনাল সাইদার কণ্ঠ। 'ওরা পালিয়ে গেছে।'

শক্ত হয়ে গেল ট্যানারের শরীর। 'ওরা কী করেছে?'

'পালিয়ে গেছে, স্যার। বোমা বিস্ফোরিত হবার আগেই পালিয়েছে। এক বেল ম্যান ওদেরকে দেখেছে হোটেল লবি থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে।'

দড়াম করে ফোন নামিয়ে রাখল ট্যানার। সেক্রেটারিকে বলল, 'ফ্লিন্ট আর কারবাল্লোকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

এক মিনিট বাদে হ্যারি ফ্লিন্ট আর ভিন্স কারবাল্লো ঢুকল ট্যানারের অফিসে।

ট্যানার ওদের দুজনের দিকে ফিরল। রাগে গনগন করছে মুখ। 'দুই মাগী আধার ভেগেছে। আর যেন এরকমটি ঘটতে না দেখি। আমার কথা বুঝতে পারছ? ওরা কোথায় আছে আমি জানার চেষ্টা করছি। তারপর তোমরা ওদের ব্যবস্থা নেবে। কোনও প্রশ্ন?'

ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লো একে অন্যের দিকে তাকাল।

'না, স্যার।'

ট্যানার একটি বোতাম টিপল। দেয়ালে উদ্ভাসিত হলো নগরীর মানচিত্র। 'ওদের কাছে আমার দেয়া কার্ড দুটো যতক্ষণ আছে, ওদেরকে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না...

টিভি পর্দার ম্যাপে ইলেকট্রনিক আলো জ্বলে উঠল। ট্যানার একটি বোতাম টিপল। আলো স্থির হয়ে রইল।

দাঁতে দাঁত ঘষল ট্যানার। 'ওরা কার্ড ফেলে দিয়েছে।'

মুখে আরও জমা হলো রক্ত। ঘুরল ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লোর দিকে। 'আজকের মধ্যে ওদের লাশ আমি চাই।'

ফ্লিন্ট বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল ট্যানারের দিকে।

'ওরা কোথায় আছে তা-ই যদি না জানতে পারি তাহলে—?'

খেঁকিয়ে উঠল ট্যানার। 'তোমাদের কি ধারণা দুটো মেয়ে মানুষ আমার বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? ওদের কাছে যতক্ষণ সেল ফোন আছে, আমাদের নজর এড়িয়ে থাকতে পারবে না।'

'আপনি ওদের সেল ফোন নাম্বারও হোল্ড করতে পারবেন?' বিস্মিত ফ্লিন্ট।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ট্যানার। ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছে। 'ওরা বোধহয় এখন আলাদা হয়ে গেছে।' আরেকটি সুইচ টিপল সে। 'আগে ডিয়ানে স্টিভেনসকে ট্রাই করে দেখি।' একটি নাম্বার ঢোকাল ট্যানার।

ম্যাপের আলো নড়েচড়ে উঠল, ধীরগতিতে এগোচ্ছে ম্যানহাটানের রাস্তায়, হোটেল, দোকান, শপিংমল একে একে পার হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে আলো এসে থামল 'দ্য মল ফর অল' লেখা একটি দোকানের সামনে।

'ডিয়ানে স্টিভেনস এখন শপিংমল-এ আছে,' আরেকটি বোতাম টিপল ট্যানার। 'কেলি হ্যারিস কোথায় আছে দেখা যাক।' ট্যানার আবার একই কাজ করল। আলো রওনা হলো নগরীর ভিন্ন একটি অংশে।

আলো এগোচ্ছে একটি রাস্তার দিকে। ওখানে আছে কাপড়ের দোকান, রেস্টুরেন্ট, ওষুধের দোকান এবং বাস স্টেশন। এলাকাটি স্ক্যান করল আলো, অকস্মাৎ থেমে গেল একটি বড়সড় ভবনের সামনে।

'কেলি হ্যারিস বাস স্টেশনে এসেছে,' গম্ভীর ট্যানারের গলা। 'ওদেরকে ধরতে হবে।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল কারবাল্লো। 'ওরা দুজন শহরের দুই প্রান্তে। আমরা ওখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে চিড়িয়া উড়ে যাবে।'

ঘুরল ট্যানার। 'এসো, আমার সঙ্গে।' সে পাশের একটি ঘরে পা বাড়াল, ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লো তাকে অনুসরণ করল। যে ঘরে ওরা ঢুকল ঘরটি নানান মনিটর, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক কী বোর্ড ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। কী বোর্ডের চাবিগুলো আবার বিভিন্ন রঙের। একটি তাকে রয়েছে চৌকোনা ছোট একটি মেশিন, ডজনখানেক সিডি এবং ডিভিডিসহ। ট্যানার 'ডিয়ানে স্টিভেনস' লেখা একটি সিডি ঢোকাল মেশিনে।

সে ওদেরকে ব্যাখ্যা করল এটি হলো ভয়েস সিনথেসাইজার। মিসেস স্টিভেনস এবং মিসেস হ্যারিসের কণ্ঠ আগে ডিজিটাইজড করা হয়েছে। ওদের কথা বলার ভঙ্গি এবং কণ্ঠ রেকর্ড করে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে। একটি বোতাম টিপলেই আমি যা বলব তার প্রতিটি শব্দ ওদের গলার স্বর নকল করবে।'

ট্যানার একটি মোবাইল ফোন নিয়ে কয়েকটি নাম্বার টিপল।

কেলি হ্যারিসের সতর্ক কণ্ঠ ভেসে এল 'হ্যালো?'

'কেলি! যাক বাবা, তোমাকে পেলাম,' কথা বলছে ট্যানার। কিন্তু ওরা শুনল ডিয়ানে স্টিভেনসের গলা।

'ডিয়ানে! তুমি একদম ঠিক সময় ফোন করেছ। আমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাচ্ছিলাম।'

অবাক হয়ে কথোপকথন শুনছে ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লো।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ, কেলি?

'শিকাগো। তারপর ও'হারা এয়ারপোর্ট থেকে প্যারিসগামী প্লেনে উঠে পড়ব।'

'কিন্তু, কেলি, এখন তো তোমার যাওয়া হবে না।'

ও প্রান্তে এক মুহূর্ত নীরবতা। 'কেন?'

'কারণ আসলে ঘটনা আমি জানতে পেরেছি। আমাদের স্বামীদের হত্যাকারীদের পরিচয় আমি এখন জানি। ওরা কেন খুন হয়েছে তাও আর আমার অজানা নেই।'

'ওহ্, মাই গড! কীভাবে— তুমি শিওর?'

'একশোবার। সমস্ত প্রমাণ এখন আমার হাতে।'

'ডিয়ানে, দারুণ একটা কাজ করেছ তুমি।'

'ডেলমন্ট হোটেলে আছি আমি। পেন্টহাউজ A-তে। এখান থেকে সরাসরি যাব এফ.বি.আই'র কাছে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে ভালো হতো। কিন্তু তুমি যদি এখন বাড়ি যাও...বুঝতেই পারছ...

'না! না! আমি এখন আর বাড়ি যাব না। তোমার ওখানে আসছি। হোটেলের কী নাম বললে— ডেলমন্ট?'

'হ্যাঁ। এইটি সিক্সথ স্ট্রিট, পেন্টহাউজ-A।'

'আমি এখুনি আসছি।'

কেটে গেল লাইন।

ট্যানার ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লোর দিকে ফিরল। 'অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এবারে বাকি অর্ধেক।'

ট্যানার 'কেলি হ্যারিস' লেখা আরেকটি সিডি ঢোকাল সিনথেসাইজারে। ফোনের সুইচ অন করে কয়েকটি নাম্বার টিপল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল ডিয়ানের কণ্ঠ। 'হ্যালো।'

ট্যানার কথা বলল ফোনে তবে ওরা শুনল কেলির গলা।

'ডিয়ানে...'

'কেলি! তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ। চমৎকার আছি। দারুণ একটা খবর আছে আমার কাছে। আমাদের স্বামীদেরকে কারা হত্যা করেছে এবং কেন তা আমি এখন জানি।'

'কী? কে— কে—?'

'ফোনে এসব কথা বলা যাবে না, ডিয়ানে। আমি এইটি সিক্সথ স্ট্রিটের ডেলমন্ট হোটেলে, পেন্টহাউজ A তে আছি। ওখানে আসতে পারবে?'

'অবশ্যই। এখুনি আসছি।'

'বেশ, ডিয়ানে। আমি অপেক্ষা করছি।'

ট্যানার ফোন অফ করে দিল, ফিরল ফ্লিন্টের দিকে। 'তুমি অপেক্ষা করবে।' একটি চাবি দিল সে ফ্লিন্টকে। 'এখুনি ওখানে চলে যাও। ওদের জন্য অপেক্ষা করোৎ। ওরা দোরদোড়ায় পা দেয়া মাত্র ওদের লাশ ফেলে দেবে।'

ফ্লিন্ট দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কারবাল্লো জিজ্ঞেস করল, 'আমি কী করব, মি. কিংসলে?'

'তুমি সাইদা হারনান্দেজের ব্যবস্থা করো গে।'

পেন্টহাউজ A তে চলে এসেছে ফ্লিন্ট। অপেক্ষা করছে দুই নারীর জন্য। এবারে কোনভাবেই কোনরকম ভুল করা যাবে না, শপথ নিল ও। যারা ভুল করে তাদেরকে ক্ষমা করে না ট্যানার, দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়। আমি এবারে আর ভুল করছি না, মনে মনে বলল ফ্লিন্ট। পকেট থেকে পিস্তল বের করল, ব্যারেল পরীক্ষা করল, পেঁচাল সাইলেন্সার। এখন শুধু অপেক্ষার প্রহর গোনা ছাড়া ওর অন্য কোন কাজ নেই।

ডেলমন্ট হোটেল থেকে ছয় ব্লক দূরে কেলি হ্যারিস ট্যাক্সি চড়ে আসছে। ডিয়ানের বলা কথা নিয়ে ভাবছে। মার্ক ওরা তোমার যে দশা করেছে তার শোধ আমি এবার নেব, মনে মনে বলল ও।

উত্তেজনায় ছটফট করছে ডিয়ানে। দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটতে চলেছে। যেভাবেই হোক কেলি জানতে পেরেছে কারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। কেলির কাছে প্রমাণও আছে।

রিচার্ডের কথা ভাবছিল ডিয়ানের। ভাবনায় বাধা পেল ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথায়।

'আমরা ডেলমন্ট হোটেলে চলে এসেছি, লেডি।'

ত্রিশ

ডেলমন্ট হোটেল লবি ধরে লিফটের দিকে এগোল ডিয়ানে, বেড়ে গেছে বুকের ধুকপুক। কেলি কী বলবে তা শোনার জন্য তর সইছে না।

লিফটের দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে আসতে লাগল প্যাসেঞ্জাররা।

'ওপরে যাবেন?'

'হুঁ,' লিফটে ঢুকল ডিয়ানে। 'পেন্টহাউজ ফ্লোর, প্লিজ।'

মস্তিষ্ক চলছে ঝড়ের গতিতে। ওদের স্বামীরা এমন কী গোপন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করত যে জন্য তাদেরকে খুন হতে হলো? কেলি কীভাবে খুনী বা খুনীদের পরিচয় জানতে পারল?

লোকজনের ভিড় জমে গেছে লিফটে। লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওপরে উঠতে শুরু করল। ডিয়ানের সঙ্গে কেলির পরিচয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার, অবাক হয়ে লক্ষ করল মেয়েটাকে সে মিস করতে শুরু করেছে।

কয়েক তলায় থামার পরে অবশেষে লিফট পৌঁছে গেল গন্তব্যে। অপারেটর লিফটের দরজা খুলে বলল, 'পেন্টহাউজ ফ্লোর।'

পেন্টহাউজ-A'র লিভিং রুমের দরজা বন্ধ করে অপেক্ষা করছে ফ্লিন্ট, হলওয়ের শব্দগুলো উৎকীর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছে। মুশকিল হলো দরজাটা খুব ভারী। এর কারণ জানে ফ্লিন্ট। এরকম দরজা বানানো হয়েছে যাতে বাইরের শব্দ ভেতরে আসতে না পারে।

এ পেন্টহাউজ সুইটে বোর্ড মীটিং হয়। বছরে তিনবার। ডজনখানেক দেশ থেকে কোম্পানির ম্যানেজাররা আসে ট্যানারের নিমন্ত্রণে। বিজনেস মীটিং শেষ হবার পরে বিশেষ কিছু মানুষের জন্য অপূর্ব সুন্দরী তরুণীদের নিয়ে আসা হয় মনোরঞ্জনের জন্য। ফ্লিন্ট নিজে বেশ কয়েকবার এ ধরনের রমণ লীলার পাহারায় থেকেছে। চমৎকার ফিগারের মেয়েগুলোর চেহারা ভেসে উঠল, কানে ভেসে এল শীৎকার ধ্বনি। ভাবতেই কামোত্তেজনা জাগল ফ্লিন্টের। ডিয়ানে আর কার্লার কথা ভেবে মুচকি হাসি ফুটল মুখে। মেয়েদুটোকে ঠেসে ধরে...

হ্যারি কখনও কোন মেয়েকে সেক্স করার জন্য খুন করেনি। অবশ্য মেয়েটি যদি আগেই মারা যায়...

লিফট থেকে নেমে ডিয়ানে জানতে চাইল, 'পেন্টহাউজ-A কোন্ দিকে?'

'বামে, করিডরের শেষ মাথায়। কিন্তু ওখানে কেউ নেই।' ঘুরল ডিয়ানে, 'মানে?'

'ওই পেন্টহাউজ শুধুমাত্র বোর্ড মীটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর আগামী মীটিং সেপ্টেম্বরের আগে হচ্ছে না।'

হাসল ডিয়ানে। 'আমি বোর্ড মীটিং-এ যাচ্ছি না। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সে ওখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

লিফটম্যান দেখল ডিয়ানে বামে মোড় নিল, এগুচ্ছে পেন্টহাউজ A'র দিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে লিফটের দরজা বন্ধ করল সে। নামতে লাগল নীচে।

পেন্টহাউজের দরজার দিকে এগুচ্ছে ডিয়ানে, নিজের অজান্তে বেড়ে গেল গতি, উত্তেজিত হয়ে উঠছে ও।

পেন্টহাউজ A-র ভেতরে বসে ফ্লিন্ট অপেক্ষা করছে কখন নক্ হবে দরজায়।

কোন্ জন আগে আসবে— সোনালি চুলের মেয়েটা নাকি কৃষ্ণ কেশী? তাতে কিছু আসে যায় না। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই যে— ফ্লিন্টের চিন্তা বাধা পেল করিডরে পায়ের শব্দে। এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। সে শক্ত করে চেপে ধরল পিস্তল।

রীতিমতো অধৈর্য হয়ে পড়েছে কেলি। ডেলমন্ট হোটেলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে ওর, ট্রাফিক...লাল আলো...রাস্তা মেরামত...অবশেষে হোটেলে পৌঁছাল ও। দ্রুত লবি পার হয়ে লিফটে ঢুকল। 'পেন্টহাউজ, প্লিজ।'

পঞ্চাশ তলায়, পেন্টহাউজ A-র দিকে এগোচ্ছে ডিয়ানে, পাশের সুইটের দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল এক বেলম্যান, লাগেজ বোঝাই একটা কার্ট ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এল সে ডিয়ানের যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে।

'এখুনি রাস্তা খালি করে দিচ্ছি,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল সে।

বেলম্যান ফিরে গেল সুইটে, বেরিয়ে এল আরও দুটো সুটকেস নিতে। ডিয়ানে প্রায় দেয়ালের সঙ্গে সেঁধিয়ে গেল, সামনে কদম ফেলার উপায় নেই।

বেলম্যান বলল, 'আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য দুঃখিত।' সে রাস্তা থেকে লাগেজ কার্ট সরাল।

ডিয়ানে পেন্টহাউজ A-র দরজায় হেঁটে গেল, কড়া নাড়ার জন্য হাত তুলেছে, পেছন থেকে ডাক দিল একটি কণ্ঠ। 'ডিয়ানে—'

ডিয়ানে পাঁই করে ঘুরল। কেলি মাত্র লিফট থেকে নেমেছে।

'কেলি—'

ডিয়ানে দ্রুত কেলির দিকে পা বাড়াল ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য।

পেন্থহাউজের ভেতরে কান পেতে রয়েছে ফ্লিন্ট। কেউ এসেছে নাকি? দরজা খুলে দেখতে পারে ও। কিন্তু তাহলে বরবাদ হয়ে যাবে গোটা প্ল্যান। বসের হুকুম, 'ওদেরকে দেখা মাত্র গুলি করবে।'

করিডরে কেলি এবং ডিয়ানে পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। চেহারার অভিব্যক্তিই বুঝিয়ে দেয় ওরা একে অপরকে দেখে খুব খুশি।

কেলি বলল, 'সরি, আমার দেরি হয়ে গেল, ডিয়ানে। কিন্তু রাস্তায় এমন জ্যাম! আমি শিকাগোর বাসে উঠব এমন সময় তুমি আমাকে ফোন করেছ—'

ডিয়ানে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কেলির দিকে, 'আমি তোমাকে কী—?'

'বাসে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় তোমার ফোন এল।'

একটু বিরতি দিয়ে ডিয়ানে বলল, 'কেলি— আমি তোমাকে ফোন করিনি। বরং তুমিই আমাকে ফোন করেছ। বলেছ তোমার কাছে কিছু অকাট্য প্রমাণ আছে যে—' কেলির চেহারার ভাব বদলে যেতে দেখে থেমে গেল ও।

'আমি তোমাকে ফোন করিনি—'

দুজনে একসঙ্গে তাকাল পেন্থহাউজ A-র দিকে।

বুক ভরে দম নিল ডিয়ানে। 'চলো—'

'হ্যাঁ।'

ওরা একযোগে ছুটল সিঁড়িতে, তারপর একটা লিফটে উঠে তিন মিনিটের মাথায় চলে এল হোটেলের বাইরে।

জনাকীর্ণ একটি সাবওয়ে ক্যারিজে বসে আছে ডিয়ানে এবং কেলি।

'ওরা কীভাবে কাজটা করল বুঝতে পারছি না,' বলল ডিয়ানে। 'আমি তোমার গলা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি।'

'আমিও তোমার গলা শুনেছি। আমাদেরকে খুন করা না পর্যন্ত ওরা বোধহয় থামবে না। ওরা হাজারও রক্তাক্ত বাহুর এক দানব অক্টোপাস, আমাদের ঘাড় জড়িয়ে ধরতে চাইছে।'

'তবে সহজে ধরা দেয়ার পাত্রী আমরা নই, কী?' বলল ডিয়ানে।

'ওরা এবারে আমাদের খোঁজ পেল কী করে? কিংসলের কার্ড ফেলে দিয়েছি। আমাদের কাছে এমন কিছু নেই যে যা দিয়ে—'

ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল। তারপর চোখ গেল নিজেদের মোবাইল ফোনে।

কেলি অবাক গলায় বলল, 'কিন্তু ওরা আমাদের ফোন নাম্বার পেল কোত্থেকে?'

'ভুলে যেয়ো না কে আমাদের পিছু লেগেছে। তবে যাই হোক, এ জায়গাটা বোধহয় নিউইয়র্ক সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। সাবওয়েতে আমরা থাকতে পারি ডিয়ানে আইলের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল মুখ। 'এখুনি এখান থেকে ভেগে পড়তে হবে। জরুরি গলায় বলল ও। 'নেক্সট স্টপ।'

'কী! এইমাত্র না বললে?—'

কেলি ডিয়ানের চোখ অনুসরণ করল। স্ট্রিপে যে গাড়ির বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, কেলি সেখানে পর্দায় হাসছে, হাতে চমৎকার একটি লেডিস ঘড়ি।'

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠল কেলি।

ওরা সিধে হলো, দ্রুত পা বাড়াল দরজায়। কাছেই বসা দুই মেরিন সেনা ওদের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল। কেলি এক মেরিন সেনার দিকে তাকিয়ে হাসল। দেখছে ডিয়ানে ওদের ফোন জোড়া দুই মেরিন সৈন্যের হাতে তুলে দিয়েছে। 'আমাদেরকে ফোন কোরো।'

পর মুহূর্তে অদৃশ্য দুই নারী।

পেন্থহাউজ A-তে বেজে উঠল ফোন। ঝট করে রিসিভার তুলল ফ্লিন্ট।

ট্যানার বলল, 'এক ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেল। ওখানে ঘটছে কী?'

'ওরা হোটেলেই আসেনি।'

'কী?'

'সারাক্ষণ ধরে এখানে আছি আমি। কারও সাড়াশব্দ পাইনি।'

'অফিসে চলে এসো।' ঠকাশ করে ফোন নামিয়ে রাখল ট্যানার।

শুরুতে ট্যানারের কাছে ব্যাপারটা রুটিন বিজনেস ছিল এখন বিষয়টিকে সে ব্যক্তিগত অপমান বলে ধরে নিয়েছে। ট্যানার মোবাইল তুলে নিয়ে ডিয়ানের নাম্বারে ফোন করল।

ডিয়ানে যে মেরিনারকে তার ফোন দিয়ে গেছে সে লোকটা সাড়া দিল, 'হ্যালো, বেবী। আজ রাতে তোমরা দুজন কী করছ?'

মাগী দুটো ফোনও ফেলে দিয়েছে, বসে বসে রাগে ফুঁসতে লাগল ট্যানার।

ওয়েস্ট সাইডে, একটি গলির মধ্যে সস্তা একটি বোর্ডিং হাউজের পাশ দিয়ে ডিয়ানেদের ট্যাক্সি যাচ্ছিল। 'খালি' লেখা সাইনবোর্ডটি চোখে পড়ল কেলির।

'গাড়ি থামাও ড্রাইভার,' বলল ডিয়ানে।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটির দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দেখল সৌম্য চেহারার এক মাঝবয়েসী মহিলা। তার নাম এলিস ফিনলে।

'চল্লিশ ডলারে খুব সুন্দর একটি ঘর আমি আপনাদেরকে দিতে পারি,' জানাল সে। 'সকালের নাশতাসহ।'

ডিয়ানে বলল, 'বাহ্, চমৎকার।'

পরদিন সকালে ট্যানার ফ্লিন্ট এবং কারবাল্লোর সঙ্গে মীটিং করল। 'ওরা আমার কার্ড এবং ফোন ফেলে দিয়েছে।' বলল সে।

'তার মানে ওদেরকে আর খুঁজে পাবার আশা নেই,' বলল ফ্লিন্ট।

ট্যানার বলল, 'না, মি. ফ্লিন্ট। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ওরা কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। তবে এবারে আমরা ওদেরকে ধাওয়া করব না। ওরা নিজেরাই আসবে আমাদের কাছে।'

ওরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর তাকাল ট্যানারের দিকে। 'কী?'

'সোমবার সকাল সোয়া এগারোটায়, এখানে, KIG তে আসবে ডিয়ানে স্টিভেনস এবং কেলি হ্যারিস।'

একত্রিশ

একই সঙ্গে ঘুম থেকে জাগল কেলি এবং ডিয়ানে। কেলি বিছানায় উঠে বসল। তাকাল ডিয়ানের দিকে।

'গুড মর্নিং। ঘুম কেমন হলো?'

'উল্টোপাল্টা সব স্বপ্ন দেখেছি।'

'আমিও।' ইতস্তত গলায় ডিয়ানে বলল, 'কেলি— তুমি যখন হোটেলের এলিভেটর থেকে নামলে আর আমি পেন্টহাউজের দরজায় নক্ করতে যাচ্ছিলাম— দুটো ঘটনার মধ্যে কাকতালীয় কোন ব্যাপার ছিল কি?'

'অবশ্যই। আমাদের দুজনকেই সহায়তা করেছে ভাগ্য—' কেলি ডিয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। 'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করল ডিয়ানে। 'এখন পর্যন্ত ভাগ্য আমাদেরকে সহায়তা করে চলেছে। যেন কিছু— বা কেউ সাহায্য করছে আমাদেরকে, পথ দেখাচ্ছে।'

ডিয়ানের মুখের ওপর স্থির কেলির চোখ।

'তুমি কি বলতে চাইছ— ওটা কোন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল?'

'হ্যাঁ।'

কেলি ধৈর্য নিয়ে বলল, 'ডিয়ানে, আমি জানি তুমি এসবে বিশ্বাস কর। কিন্তু আমি করি না। আমি জানি আমার কাঁধে কোন ফেরেশতা বসে নেই।' ডিয়ানে বলল, 'আছে নিশ্চয়। কিন্তু তুমি জান না।'

চোখের মণি ঘোরাল কেলি। 'হয়তো বা।'

'চলো, নাশতা খাওয়া যাক,' বলল ডিয়ানে। 'এখানে আমরা নির্বিঘ্নে থাকতে পারব। বিপদের আশংকা নেই।'

কেলি হাসল। 'তুমি যদি ভেবে থাক তুমি বিপদমুক্ত হয়ে আছ, তাহলে বলব বোকার স্বর্গে বাস করছ। কারণ বোর্ডিং হাউজের নাশতা সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই নেই। চলো, বাইরে থেকে খেয়ে আসি। রাস্তার মোড়ে একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে।'

'আচ্ছা, চলো। তবে আগে একটা ফোন করে নিই,' ডিয়ানে ফোনের কাছে হেঁটে গিয়ে তুলল রিসিভার।'

সাড়া দিল একজন অপারেটর। 'KIG' 'আমি বেটি বারকারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'এক মিনিট, প্লিজ।'

কনফারেন্স লাইনে ডিয়ানের কথা শুনছে ট্যানার।

'মিস বেকার ডেস্কে নেই,' জানাল অপারেটর। 'কোন মেসেজ দিতে হবে?

'ওহ্, না, ধন্যবাদ।'

ভুরু কুঁচকে গেল ট্যানারের। খুব দ্রুত ফোন রেখে দিয়েছে ডিয়ানে। কোত্থেকে ফোন করেছে, ট্রেস করা গেল না।

ডিয়ানে কেলিকে বলল, 'বেটি বার্কার এখনও KIG তে কাজ করছে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা রাস্তা বের করতেই হবে।'

'টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে ওর বাড়ির ফোন নাম্বার থাকতে পারে।'

সায় দিল ডিয়ানে। 'তা পারে। তবে লাইন ট্যাপ হতেও পারে।' ফোনের পাশে রাখা ডাইরেক্টরি তুলে নিল সে। খুঁজছে বেকির ফোন নাম্বার। 'এই তো পেয়ে গেছি।'

ডিয়ানে বেকির বাড়ির নাম্বারে ফোন করল। শুনল। তারপর ধীরগতিতে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

কেলি হেঁটে গেল ডিয়ানের পাশে। 'কী হলো?'

প্রশ্নের জবাব দিতে সময় নিল ডিয়ানে। 'ওর বাড়ির ফোন লাইন কাটা।'

বুক ভরে শ্বাস নিল কেলি। 'আমার এখন একটা শাওয়ার নেয়া দরকার।'

কেলি গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে, দেখল তোয়ালেগুলো মেঝেয় পড়ে আছে। সে একটু ইতস্তত করে তোয়ালেগুলো তুলে নিয়ে পরিপার্টিভাবে সাজিয়ে রাখল র‍্যাকে। ঢুকল বেডরুমে। 'তুমি এখন শাওয়ারে যেতে পার।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডিয়ানে। 'থ্যাংকস।'

বাথরুমে পা দিয়ে প্রথমেই যে জিনিসটি ডিয়ানের নজর কাড়ল তা হলো ব্যবহৃত তোয়ালেগুলো সুন্দরভাবে ভাঁজ করা আছে তাকে। মৃদু হাসল ডিয়ানে।

শাওয়ারের নীচে এসে দাঁড়াল ডিয়ানে। উষ্ণ জলধারার কাছে সপে দিল নিজেকে। মনে পড়ল রিচার্ডের সঙ্গে একসঙ্গে কত শাওয়ার নিয়েছে। ওরা একে অন্যকে আদর করত গোসল করার সময়। কী যে মধুময় ছিল সেসব স্পর্শ...হায়, সেদিন আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কিন্তু স্মৃতিগুলো রয়ে যাবে চিরদিন।

গোসল সেরে কেলি আর ডিয়ানে রেস্টুরেন্টে রওনা হল। দিনটি ঝকঝকে, আকাশ চনমনে নীল।

'নীল আকাশ সৌভাগ্যের লক্ষণ,' মন্তব্য করল ডিয়ানে। হাসি থামাতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল কেলি। তবু ডিয়ানের কুসংস্কার শুনতে এ মুহূর্তে খারাপ লাগেনি।

রেস্টুরেন্ট থেকে কয়েক গজ দূরে বুটিকের ছোট একটি দোকান। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। তারপর ঢুকে পড়ল দোকানে।

এক সেলস লেডি এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি?'

খুশি খুশি গলায় কেলি বলল, 'অবশ্যই।'

ওকে সতর্ক করে দিল ডিয়ানে। 'এত উৎসাহ দেখিয়ো না। গতবার কী ঘটেছিল, মনে নেই?'

'হুঁ।'

ওরা একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনল।

চেঞ্জিংরুমে নিজেদের পুরানো কাপড় ফেলে রেখে এল।

'এগুলো নেবেন না?' জিজ্ঞেস করল সেলস লেডি।

হাসল ডিয়ানে। 'না। ওগুলো গুডউইলকে দিয়ে দেবেন।'

রাস্তার মোড়ে একটা দোকানের দিকে ইঙ্গিত করল কেলি। 'ডিসপোজাবল সেল ফোন।'

ওরা দোকানে ঢুকল। প্রি-পেইড দুটো মোবাইল কিনল। নাম্বারগুলো বিনিময় করল দুজনে। ফোনের দাম শোধ করার জন্য পার্স খুলল ডিয়ানে। 'আমার টাকা পয়সা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।'

'আমারও,' বলল কেলি।

'ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের সময় হয়ে এল,' বলল ডিয়ানে।

রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটা টেবিল দখল করল ওরা। ওয়েট্রেস জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবেন?'

কেলি ফিরল ডিয়ানের দিকে, 'তোমারটা আগে অর্ডার দাও।'

'আমি অরেঞ্জ জুস, বেকন, ডিম, টোস্ট এবং কফি নেব।'

ওয়েট্রেস তাকাল কেলির দিকে। 'আর আপনি?'

'শরবতি লেবু।'

'শুধু এই?' অবাক ডিয়ানে।

'হুঁ।'

চলে গেল ওয়েট্রেস।

'শুধু শরবতি লেবু খেয়ে চলতে পারবে না।'

'অভ্যাস। আমি মডেলিংয়ের খাতিরে বহুদিন ধরে কঠিন ডায়েট করে আসছি। তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর মডেলিং করব না।'

'কেন?'

'মডেলিং করার আর প্রয়োজন নেই বলে। মার্কই নেই কার জন্য এসব করব। ও আমাকে শিখিয়েছে—গলায় ডেলা বাঁধল মৃত স্বামীর কথা বলতে গিয়ে। 'ওর সঙ্গে যদি তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম তাহলে বুঝতে কীরকম মানুষ ছিল মার্ক।''

'রিচার্ডের সঙ্গেও তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু নতুন করে তোমার জীবন শুরু করা উচিত।'

কেলি বলল, 'আর তুমি? তুমি কি আবার ছবি আঁক ধরবে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডিয়ানে জবাব দিল, 'চেষ্টা করেছিলাম...কিন্তু পারিনি।'

নাশতা সেরে দরজায় পা বাড়িয়েছে দুই নারী, নিউজ র‍্যাকে রাখা ভোরের কাগজগুলোর দিকে নজর আটকে গেল কেলির।

ও ডিয়ানেকে বলল, 'এক মিনিট,' একটা কাগজ তুলে নিল র‍্যাক থেকে। 'দ্যাখো!'

'খবরটা ছাপা হয়েছে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়।

কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ সম্প্রতি অকাল মৃত্যুর শিকার হওয়া তাদের কর্মকর্তাদের সম্মানে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করতে যাচ্ছে। স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হবে ম্যানহাটানে, KIG সদর দপ্তরে, সোমবার সকাল সোয়া এগারোটায়।

'তার মানে কাল,' কেলি ডিয়ানের দিকে তাকাল। 'ওরা এ স্মরণ সভার আয়োজন করছে কেন?'

'আমাদেরকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে।'

মাথা দোলাল কেলি। 'আমারও তাই ধারণা। কিংসলে কি এতই নির্বোধ যে ভাবছে আমরা স্বেচ্ছায় ওদের ফাঁদে পা দেব—' ডিয়ানের চেহারার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল ও। 'আমরা কি যাচ্ছি?'

মাথা ঝাঁকাল ডিয়ানে।

'কিন্তু আমরা যাব না!'

'যেতে আমাদেরকে হবেই। কারণ ওখানে কেটি বার্কারকে পাওয়া যাবে। ওর সঙ্গে কথা বলা খুবই জরুরি।'

'কিন্তু ওখান থেকে বেরুবে কী করে?'

'সে রাস্তাও ঠিক করে রেখেছি,' কেলির দিকে তাকিয়ে হাসল ডিয়ানে। 'আমার

ওপর আস্থা রাখো।'

মাথা নাড়ল কেলি। 'আস্থা রাখার কথা শুনলে আমি আরও নার্ভাস হয়ে যাই কী যেন চিন্তা করল ও। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারব।'

'বুদ্ধিটা কী?'

'ওটা সারপ্রাইজ হয়ে থাকুক।'

ডিয়ানের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তুমি সত্যি জান আমরা ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারব?'

'আমার ওপর আস্থা রাখো।'

বোর্ডিং হাউজে ফিরে কেলি একটি ফোন করল।

সেরাতে ওদের কারোরই ঠিক মতো ঘুম হরো না। কেলি শুয়ে শুয়ে ভাবছে আমার প্ল্যান ব্যর্থ হলে নির্ঘাত মরণ লেখা আছে কপালে। ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখল ও। দেখল ট্যানার কিংসলে ওর দিকে তাকিয়ে নেকড়ের মতো দাঁত বের করে হাসছে।

ডিয়ানে চোখ বুজে প্রার্থনা করছিল ডার্লিং, হয়তো এটাই তোমার সঙ্গে শেষ কথা বলছি। জানি না বিদায় বলব নাকি হ্যালো। কাল আমি আর কেলি যাচ্ছি তোমার স্মরণ সভায়। ওখান থেকে জান নিয়ে বেঁচে ফিরতে পারব কিনা জানি না, তবে আমাকে যেতেই হবে, তোমার জন্য। তোমাকে আবারও বলতে চাই, আমি তোমাকে ভালোবাসি। গুড নাইট, মাই ডিয়ারেস্ট।

বত্রিশ

স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে KIG পার্কে, এটি কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ কমপ্লেক্সের পেছনের একটি এলাকা, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিনোদন কেন্দ্র। শতাধিক মানুষ উপস্থিত হয়েছে পার্কে। ভেতরে ঢোকার এবং বেরুবার জন্য মাত্র দুটি গেট।

মাঠের মাঝখানে একটি মঞ্চ। ওখানে KIG 'র ডজনখানেক নির্বাহী বসেছে। সারির শেষ মাথায় বসেছে রিচার্ড স্টিভেনসের সেক্রেটারি বেটি বার্কার। ত্রিশের কোঠায় বয়স তার। আকর্ষণীয় চেহারা।

ট্যানার কথা বলছিল মাইক্রোফোনে, '...এ কোম্পানি তৈরি হয়েছে এর কর্মকর্তা-কর্মচারদের আত্মনিবেদন এবং বিশ্বস্ততা পুঁজি করে। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান নিবেদন করছি। আমি সবসময় আমাদের কোম্পানিকে একটি পরিবার হিসেবে দেখে আসছি। সবাই এখানে একই উদ্দেশ্যে কাজ করছেন।'

'আমরা এখানে, KIG তে নানারকম সমস্যার সমাধানের সাহায্যে এবং নিত্য নতুন আইডিয়া গ্রহণের মাধ্যমে পৃথিবীটিকে আরও সুন্দরভাবে বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছি—'

পার্কের শেষ মাথার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ডিয়ানে এবং কেলি। ঘড়ি দেখল ট্যানার। ১১-৪০। তার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল। সে বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগল, 'আমাদের তৃপ্তি তখন বাঁধ মানে না যখন দেখি এ কোম্পানি সমস্ত সাফল্যের কৃতিত্বের দাবিদার আসলে আপনারা—

ডিয়ানে প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে কনুই দিয়ে ধাক্কা মারল কেলিকে। উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওই যে বেটি বার্কার। ওর সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'সাবধানে যেয়ো।'

ডিয়ানে চারপাশে চোখ বুলাল। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে ওর। বড্ড বেশি স্বাভাবিক লাগছে সবকিছু।

আমার মনে হচ্ছে—' পেছন ফিরে তাকাতেই আতকে উঠল ও। একটি গেট দিয়ে দুজন লোক নিয়ে ভেতরে ঢুকছে হ্যারি ফ্লিন্ট। দ্বিতীয় গেটের দিকে চোখ চলে গেল ওর। ওই গেট দখল করে রেখেছে কারবাল্লো। তার সঙ্গেও দুজন লোক।

'দ্যাখো!' মুখ শুকিয়ে গেছে ডিয়ানের।

কেলি মাথা ঘুরিয়ে দেখল দুটি প্রবেশ পথ আটকে রেখেছে ছয় গুণ্ডা। 'এখান থেকে বেরুবার আর কোন রাস্তা নেই?'

'মনে হয় না।'

ট্যানার বলে চলেছে, '...অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো আমাদের পরিবারের কয়েকজন সদস্য সম্প্রতি দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। আর একটি পরিবারে যখন এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটে তখন গোটা পরিবার হতে হয় ভুক্তভোগী। এই দুর্ভাগ্যজনক কাণ্ড কে বা কারা ঘটিয়েছে আমাকে কেউ জানাতে পারলে তাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেব।'

ট্যানার কেলি এবং ডিয়ানাকে দেখে ফেলেছে। শীতল চাউনি তার চোখে। 'আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শোকাতুর দুই সদস্যা, মিসেস মার্ক হ্যারিস এবং মিসেস রিচার্ড স্টিভেনস। আমি তাঁদেরকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করছি।'

'ওর ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না,' আতংকিত কেলি। 'ভিড়ের সঙ্গে মিশে থাকো। এখন কী করব?'

ডিয়ানে বিস্মিত। 'মানে? তুমিই না বললে আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে? প্ল্যান মাফিক কাজ শুরু করে দাও।'

ঢোক গিলল কেলি। 'প্ল্যানে কাজ হয়নি।'

ডিয়ানে নার্ভাস গলায় বলল, 'তাহলে প্ল্যান B নিয়ে কাজ করো?'

'ডিয়ানে...'

'বলো।'

'আমার কাছে প্ল্যান B বলে কিছু নেই।'

বিস্ফোরিত হলো ডিয়ানের চোখ। 'তার মানে— তুমি এখান থেকে বেরুবার কোন উপায় বের না করেই এসেছ?'

'আমি ভেবেছিলাম—'

লাউড স্পিকারে গমগম করে উঠল ট্যানারের কণ্ঠ। 'মিসেস স্টিভেনস এবং মিসেস হ্যারিস কি দয়া করে এখানে আসবেন?'

কেলি ডিয়ানের দিকে ফিরল। 'আ—আমি দুঃখিত।'

'দোষ আমারই। এখানে আসা আমাদের উচিত হয়নি।'

লোকজন মুখ ঘুরিয়ে ওদেরকে দেখছে। ওরা ফাঁদে পড়ে গেছে।

'মিসেস স্টিভেনস এবং মিসেস হ্যারিস...'

ফিসফিস করল কেলি, 'আমরা এখন কী করব?'

ডিয়ানে বলল, 'কোন উপায় নেই। স্টেজে যেতেই হবে।'

বুক ভরে দম নিল ও। 'চলো, যাই।'

শুকনো মুখে দুই নারী ধীর গতিতে পা বাড়াল মঞ্চ অভিমুখে।

ডিয়ানে তাকিয়ে আছে বেটি বার্কারের দিকে। বেটির চোখে ভয়।

মঞ্চের কাছাকাছি চলে এসেছে ডিয়ানে এবং কেলি। বুকের মধ্যে দমাদম হাতুড়ির বাড়ি।

ডিয়ানে ভাবছে, রিচার্ড, ডার্লিং, আমি চেষ্টা করেছিলাম। যাই ঘটুক না কেন, আমি তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে—'

পার্কের পেছনে হঠাৎ একটা শোর গোল উঠল। বকের মতো মাথা বাড়িয়ে লোকজন হৈচৈ-এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করল।

বেন রবার্টর্স পার্কে ঢুকছে, সঙ্গে ক্যামেরাম্যান এবং ক্রুদের বিরাট একটা দল।

দুই নারী ফিরে তাকাল। কেলি ডিয়ানের হাত আঁকড়ে ধরল। উদ্ভাসিত চেহারা। 'প্ল্যান A চলে এসেছে! বেন এসে পড়েছে।'

ডিয়ানে ওপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, রিচার্ড।'

কেলি বলল, 'কী?' ডিয়ানে কী বলেছে বুঝতে পেরে পরিহাসের সুরে বলল, 'ও, আচ্ছা। চলো। বেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

পাথর মুখ করে দৃশ্যটি দেখছে ট্যানার। বলে উঠল, 'এক্সকিউজ মী, আমি দুঃখিত, মি. রবার্টস। এটি ব্যক্তিগত স্মরণসভা। আপনি আপনার ক্রুদেরকে নিয়ে এখান থেকে চলে যান।'

রেন রবার্টস বলল, 'গুড মনিংং, মি. কিংসলে মিসেস হ্যারিস এবং মিসেস স্টিভেনসের একটা সাক্ষাৎকার নেব আমরা স্টুডিওতে। আপনাকে পেয়ে ভালোই হলো। আশা করি আপনার স্মরণসভা নিয়ে একটা সাক্ষাৎকারও আমরা প্রচার করতে পারব।'

মাথা নাড়ল ট্যানার। 'না। এখানে থাকার অনুমতি আমি আপনাদেরকে দেব না।'

'তাহলে তো খারাপই হলো। সেক্ষেত্রে মিসেস হ্যারিসা এবং মিসেস স্টিভেনসকে নিয়ে এখন স্টুডিওতে যেতে হচ্ছে।'

'না, পারবেন না,' কর্কশ গলায় বলল ট্যানার। বেন তাকাল ট্যানারের দিকে। 'আমি কী পারব না?'

রাগে প্রায় কাঁপছে ট্যানার। 'আ—আমি—না—কিছু না।'

দুই নারী চলে এসেছে বেনের পাশে।

বেন মৃদু গলায় বলল, 'দুঃখিত, একটু দেরি হয়ে গেল। হঠাৎ একটা খুন নিয়ে ব্রেকিং নিউজ স্টোরী—'

'আরও দুজনকে নিয়ে আরেকটু হলেই আরেকটা ব্রেকিং নিউজ স্টোরী করতে পারতে তুমি,' বলল কেলি। 'এখন চলো। শিগগির ভাগি।'

হতাশ হয়ে ট্যানার দেখল কেলি এবং ডিয়ানে টিভি ক্রুদের সঙ্গে তার নিজের লোকদের সামনে দিয়ে বীর দর্পে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কী করবে জানতে হ্যারি ফ্লিন্ট তাকাল ট্যানারের দিকে। ট্যানার ধীরগতিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল। খেলা এখনও খতম হয়নি, মাগীর দল।

ডিয়ানে এবং কেলি বেন রবার্টর্সের সঙ্গে চড়ে বসল গাড়িতে। পেছন পেছন দুটো ভ্যানে করে আসছে বেনের ক্রুর দল।

বেন কেলিকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে বলো তো?'

'জানলে তো বলতামই, বেন। কিন্তু এখনও জানি না কী ঘটছে। যখন আসল ঘটনা জানতে পারব তখন জানাব। কথা দিলাম।'

'কেলি, আমি একজন সাংবাদিক। আমার জানা দরকার—'

'আজ তুমি এসেছ আমার বন্ধু হিসেবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবার্টস। 'ঠিক আছে। তোমরা কোথায় যাবে?'

ডিয়ানে বলল, 'ফোর্টি সেকেন্ড এবং টাইম স্কোয়ারের মাঝামাঝিতে আমাদেরকে নামিয়ে দেবেন, প্লিজ?'

'আচ্ছা।'

কুড়ি মিনিট পরে গাড়ি থেকে নামল কেলি এবং ডিয়ানে।

কেলি বেন রবার্টসের গালে চুম্বন করল। 'ধন্যবাদ বেন। তোমার এ উপকারের কথা আমি ভুলব না। তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে।'

'সাবধানে থেকো।'

ওরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল বেন রবার্টর্সকে।

কেলি বলল, 'নিজেকে আমার ন্যাংটো লাগছে।'

'কেন?'

'ডিয়ানে, আমাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই, কিচ্ছু নেই। একটা পিস্তল থাকলে ভালো হতো।'

'আমাদের তো মস্তিষ্ক আছে।'

'আমার দরকার অস্ত্র। আমরা এখানে এসেছি কেন? এখন কী করব?'

'প্রাণের ভয়ে ছুটাছুটি আর নয়। এখন ঘুরে দাঁড়াবার সময়।'

ভুরু কুঁচকে গেল কেলির। 'মানে?'

ধাওয়া খেয়ে খেয়ে আমি বেজায় ক্লান্ত। এবারে আমরা ওদেরকে ধাওয়া করব, কেলি।'

কেলি এক নজর পরখ করল ডিয়ানেকে। 'আমরা KIG'র বিরুদ্ধে লাগব?'

'হ্যাঁ। ওদের মুখোশ খুলে দেব।'

'তুমি বোধহয় খুব বেশি রহস্যোপন্যাস পড়। কী করে ভাবছ বিশ্বের বৃহত্তম থিংক-ট্যাংকের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব?'

'গত কয়েক হপ্তায় ওদের যে সব কর্মকর্তা মারা গেছে তাদের সবার নাম আমরা জোগাড় করব।'

'মার্ক আর রিচার্ড ছাড়া আরও কেউ মারা গেছে— তুমি জানলে কী করে?'

'কাগজে লিখেছে ওদের 'সকল' এমপ্লয়ী। তার মানে দুজনের বেশি এমপ্লয়ী থাকার কথা।'

'আচ্ছা। তো তাদের নামগুলো কে আমাদেরকে জানাবে?'

'সে রাস্তা আমি খুঁজে বের করব,' বলল ডিয়ানে।

ইজি অ্যাকসেস ইন্টারনেট ক্যাফের প্রকাণ্ড কম্পিউটার হলটির কয়েক ডজন সার বাঁধা কিউবিকলে রয়েছে চারশোটি কম্পিউটার। প্রায় সবগুলো দখল হয়ে আছে। ডিয়ানে আর কেলি ভেন্ডিং মেশিনে পয়সা ফেলে এক ঘণ্টার সময় কিনে নিল। ওরা খালি একটি কিউবিকল খুঁজে পেয়ে ভেতরে ঢুকল।

কেলি প্রশ্ন করল, 'কোত্থেকে শুরু করব?'

'কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করি।'

ডিয়ানে ইন্টারনেটে ঢুকে গুগল সার্চ ইঞ্জিন চালু করল। তারপর দুটি শব্দ টাইপ করল :

'obituary' এবং KIG',

সার্চ হিটের লম্বা একটি তালিকা এসে হাজির হলো। যেসব পত্রিকা এনলাইনে KIG'র কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক মৃত্যুর খবর দিয়েছে, সেই আইটেমগুলো খুঁজল ডিয়ানে। ওই লিংকগুলোতে ক্লিক করল। সাম্প্রতিক বেশ কিছু শোক সংবাদ-এর খবর পেয়ে গেল ও। একটি শোক সবাদে বার্লিনে KIG'র নাম যুক্ত রয়েছে। ওই ওয়েব সাইটে ঢুকল ও।

'ইন্টারেস্টিং তো...ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগ।'

'কে সে?'

'প্রশ্ন হলো কোথায় সে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্চে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ লোক বার্লিনে KIG'র অফিসে কাজ করত। তার স্ত্রী সোনজার মৃত্যু হয়েছে রহস্যময়ভাবে।'

আরেকটি লিংকে ক্লিক করল ডিয়ানে। ইতস্তত ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল কেলির দিকে। ফ্রান্স— মার্ক হ্যারিস।'

কেলি একটা দম নিয়ে বলল, 'চালিয়ে যাও।'

ডিয়ানে আরও কয়েকটি চাবি টিপল। 'ডেনভরের গেরি রেনল্ডা, ম্যানহাটানে—' ওর গলার স্বর ভারী— 'রিচার্ড।' খাড়া হলো ও। 'ব্যস।'

কেলি জানতে চাইল, 'এখন কী করবে?'

'সবগুলোর সুতো একত্রে বাঁধব। চলো।'

রাস্তায়, একটি কমপিউটার স্টোরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কেলি এবং ডিয়ানে।

দাঁড়িয়ে পড়ল কেলি। 'এক মিনিট।' বলল ও।

দোকানে ঢুকল কেলি। ওকে অনুসরণ করল ডিয়ানে। ম্যানেজারের সামনে এসে দাঁড়াল কেলি।

'এক্সকিউজ মী, আমার নাম কেলি হ্যারিস। আমি ট্যানার কিংসলের সহকারী। আপনাদের দোকানের খুব ভালো তিন ডজন কম্পিউটার আজ বিকেলের মধ্যে আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারবেন?'

খুশিতে আত্মহারা ম্যানেজার। 'অবশ্যই পারব, মিসেস হ্যারিস। মি. কিংসলের জন্য কাজ করতে আমরা সবসময় এক পায়ে খাড়া। এ মুহূর্তে এতগুলো কম্পিউটার দোকানে নেই। গুদাম থেকে আনতে হবে। আমি নিজে কম্পিউটারগুলো পৌঁছে দেব। আপনি কি ক্যাশ দেবেন নাকি চার্জ?'

'CoD,' জবাব দিল কেলি।

ম্যানেজার লাফাতে লাফাতে চলে গেল। ডিয়ানে বলল, 'বুদ্ধি তো ভালোই বের করেছ।'

হাসল কেলি। 'হুঁ।'

'এগুলো একবার দেখুন, মি. কিংসলে,' ট্যানারকে অনেকগুলো খবরের কাগজ দিল ক্যাথি ও র্ডোনেজ। হেডলাইনে লেখা হয়েছে

অস্ট্রেলিয়ায় খেয়ালি টর্নেডো...

অস্ট্রেলিয়ায় আকস্মিক টর্নেডোর হামলায় আধ ডজন গ্রাম বিধ্বস্ত। মৃতের সংখ্যা অজানা।

আবহাওয়ার নতুন খামখেয়ালিপনায় আবহাওয়াবিজ্ঞানীরা হতভম্ব। ওজোন স্তরকে এ জন্য দায়ী করা হচ্ছে।

ট্যানার বলল, 'সিনেটর ভ্যান লুভেনকে একটি চিরকুটসহ এগুলো পাঠিয়ে দাও। চিরকুটে লিখবে

প্রিয় সিনেটর ভ্যান লুভেন, আমার ধারণা সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। শুভেচ্ছাসহ। ট্যানার কিংসলে।

'জি, স্যার,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ক্যাথি।

একটি কম্পিউটার পর্দায় তাকাল ট্যানার। তার ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগের নিরাপত্তা বিভাগ থেকে একটি সতর্ক সংকেত এসেছে।

ট্যানার তার আইটি বিভাগে 'মাকড়সা' শুঁতে রেখেছে। এ মাকড়সা হলো হাইটেক সফটওয়্যার যা তথ্যের জন্য অবিরাম ইন্টারনেট ঘেঁটে চলেছে। ট্যানার গোপনে এ মাকড়সা' দিয়ে সংবেদনশীল খবর পেতে মানুষ খোঁজার কাজে লাগায়। কমপিউটার মনিটরে ফুটে থাকা সতর্ক সংকেতের দিকে সে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

বাবার টিপল ট্যানার। 'অ্যান্ড্রু, ভেতরে এসো।'

অ্যান্ড্রু তাঁর অফিসে বসে অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন। দেখছেন ড্রেসিংরুমে আছেন তিনি, আর্মির দেয়া স্পেস সুট পরছেন। তিনি সুট নেয়ার জন্য র‍্যাকের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, এমন সময় ট্যানার এসে ঘরে ঢুকল। অ্যান্ড্রুকে অপর একটি সুট এবং গ্যাস মাস্ক দিয়ে বলল, 'এটা পরে নাও। তোমার ভাগ্য খুলে যাবে—'

'অ্যান্ড্রু! ভেতরে আসতে বলেছি না!'

আদেশটা কানে গেল অ্যান্ড্রুর, চেয়ার ছাড়লেন। ধীর পায়ে ঢুকলেন ট্যানারের অফিসে।

'বসো।'

'হ্যাঁ, ট্যানার...' তিনি বসলেন।

'মাগীগুলো বার্লিনে আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকেছে। এর মানে কী বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ...আমি— না।'

ট্যানারের সেক্রেটারির কণ্ঠ ভেসে এল বাযারে। 'কম্পিউটারগুলো চলে এসেছে, মি. কিংসলে।'

'কীসের কম্পিউটার?'

'আপনি যেগুলোর অর্ডার দিয়েছেন।'

বিস্মিত ট্যানার আসন ছাড়ল, রিসেপশন রুমে ঢুকল। ট্রলিতে তিন ডজন কম্পিউটার সাজানো। স্টোর ম্যানেজার এবং ওভারঅল পরা তার তিন সহকারী ওগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ট্যানারকে দেখে তেলতেলে হাসি ফুটল ম্যানেজারের মুখে। 'আপনি যে রকম জিনিস চেয়েছেন ঠিক সেগুলোই আপনার জন্য আমরা নিয়ে এসেছি, মি. কিংসলে। আপনার যে কোন প্রয়োজনে আমরা—'

ট্যানার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কম্পিউটারগুলোর দিকে। 'এগুলোর অর্ডার দিয়েছে কে?'

'আপনার সহকারী কেলি হ্যারিস। উনি বললেন এগুলো এখুনি আপনার দরকার। তাই—'

'এগুলো ফেরত নিয়ে যান,' মৃদু গলায় বলল ট্যানার। 'ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে এসবের দরকার হবে না।'

ট্যানার ফিরে এল অফিসে। 'অ্যান্ড্রু, তোমার কোন ধারণা আছে ওরা কেন আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকল? বেশ, আমি বলছি। ওরা ভিক্টিমদেরকে সনাক্ত করার চেষ্টা করছে। ওরা কেন মারা গেল তার কারণ জানতে চাইছে।' বসল ট্যানার। 'এ জন্য ওদেরকে ইউরোপে যেতে হবে। কিন্তু ওখানে ওরা যেতে পারবে না।'

অ্যান্ড্রু ঘুম ঘুম গলায় বললেন, 'না, পারবে না...'

'আমরা ওদেরকে কীভাবে থামাব, অ্যান্ড্রু?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যান্ড্রু। 'ওদেরকে থামাব...'

ট্যানার বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল। তীব্র অবজ্ঞার সুরে বলল, 'মস্তিস্কঅলা একটা লোকও যদি এখানে থাকত, তার সঙ্গে কথা বলে মজা পেতাম?'

অ্যান্ড্রু দেখলেন ট্যানার হেঁটে গিয়ে একটি কম্পিউটারের সামনে দাঁড়িয়েছে। টাইপ করছে।

'ওদের সমস্ত অ্যাসেট আমরা নষ্ট করে দেব। ওদের সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার আমার কাছে আছে।' টাইপ করতে করতে কথা বলে গেল সে, 'ডিয়ানে স্টিভেনস...' বিরতি দিল ট্যানার। তার সূক্ষ্ম হাইটেক সফটওয়্যারের সাহায্যে ট্যানার যে কারও ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারে।

'এই যে ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিষয়ক তথ্য। ডিয়ানের IRA রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ডের গোপন নাম্বার। দেখছ তো?' ফিরল সে বড় ভাইয়ের দিকে।

ঢোক গিললেন অ্যান্ড্রু। 'হ্যাঁ, ট্যানার দেখছি।'

ট্যানার আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল কম্পিউটার নিয়ে।

'ওর ক্রেডিট কার্ডে গোপনে প্রবেশ করব আমরা...এবারে কেলি হ্যারিসেরও একই ব্যবস্থা করব...আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ডিয়ানের ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রবেশ।' সে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুকল তারপর 'Manage Your Accounts' লেখা একটি লিংকে ঢুকে পড়ল।

এরপরে ট্যানার ডিয়ানে স্টিভেনসের অ্যাকাউন্ট নাম্বারে প্রবেশ করল ওর সোসাল সিকিউরিটি নাম্বারের শেষ চারটি সংখ্যা ব্যবহার করে। ভেতরে ঢুকেই সে ডিয়ানের অ্যাকাউন্টে জমাকৃত সমস্ত টাকা ক্রেডিট লাইনে স্থানান্তর করল, তারপর

ফিরে এল ক্রেডিট ডাটা বেস-এ এবং ওর লাইন অব ক্রেডিট 'in collection' লিখে ক্যান্সেল করে দিল।

'অ্যান্ড্রু?'

'বলো, ট্যানার?'

'দেখলে তো কী কাণ্ড করলাম? আমি ডিয়ানে স্টিভেনসের সমস্ত টাকা পয়সা ধার বা লোন হিসেবে ট্রান্সফার করে দিয়েছি,' তৃপ্ত শোনাল ট্যানারের কণ্ঠ।

'এবারে কেলির ব্যাংক ব্যালান্সেরও একই দশা হবে।'

কাজ শেষ করে সিধে হলো ট্যানার, চলে এল অ্যান্ড্রুর কাছে। 'কাজ শেষ। ওদের অ্যাকাউন্টে এখন না আছে টাকা না ক্রেডিট। ওরা আর দেশ থেকে বেরুতে পারবে না। আমরা ওদেরকে ফাঁদে ফেলেছি। তোমার ছোট ভাইটির মাথায় কেমন বুদ্ধি আছে বলো তো, ভাইয়া?'

অ্যান্ড্রু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'গত রাতে টিভিতে একটি ছবি দেখেছি—'

ক্রুদ্ধ ট্যানার এত জোরে বড় ভাইকে ঘুসি মারল যে তিনি চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ে গেলেন দেয়ালে। বিকট একটা শব্দ হলো। 'কুত্তার বাচ্চা, আমি যখন কথা বলব তখন মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনবি।'

ঝট করে খুলে গেল অফিসের দরজা, হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল ট্যানারের সেক্রেটারি ক্যাথি ওর্ডোনেজ।

'কী হয়েছে, মি. কিংসলে?'

ট্যানার ফিরল সেক্রেটারির দিকে। 'কিছু হয়নি। বেচারী ভাইয়াটা চেয়ার উল্টে পড়ে গেছে।'

'ইস!'

অ্যান্ড্রু টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি কি পড়ে গিয়েছিলাম?'

নরম গলায় ট্যানার বলল, 'হ্যাঁ, ভাইয়া।'

ক্যাথি ফিসফিস করে বলল, 'মি. কিংসলে, আপনার কি মনে হয় না আপনার ভাইকে কোনও হোমে পাঠিয়ে দেয়া দরকার? উনি ওখানে ভালো থাকবেন।'

'হ্যাঁ, হোমে ওর যত্নআত্তির অভাব হবে না বটে,' জবাব দিল ট্যানার। 'তবে আমার ভাইয়ার বুকটা ভেঙে যাবে। এটাই ওর আসল বাড়ি। আমার এখানে ওর যত্নের অভাব হবে না।'

ক্যাথি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে ট্যানারকে। 'আপনি সত্যি একজন হৃদয়বান মানুষ, মি. কিংসলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যানার। 'আমাদের যার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তার সেটুকু করা উচিত।'

দশ মিনিট পরে ট্যানারের সেক্রেটারি তার অফিসে আবার ঢুকল।

'ভালো খবর আছে, মি. কিংসলে। সিনেটর ভ্যা লুভেনের অফিস থেকে এইমাত্র এ ফ্যাক্সটি এসেছে।'

'দেখি তো,' থাবা মেরে কাগজটি সেক্রেটারির হাত থেকে কেড়ে নিল ট্যানার।

প্রিয় মি. কিংসলে, আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পরিবেশ বিষয়ক সিনেট সিলেক্ট কমিটি বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয়ে তদন্ত বৃদ্ধি এবং কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে ফান্ড দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একান্ত আপনার সিনেটর ভ্যান লুভেন।

তেত্রিশ

'তোমার পাসপোর্ট আছে?' জিজ্ঞেস করল ডিয়ানে।

'অপরিচিত দেশে আমি পাসপোর্ট ছাড়া চলাফেরা করি না', জবাব দিল কেলি। 'আর এটা তো আমার কাছে অপরিচিত দেশই।'

ডিয়ানে বলল, 'আমার পাসপোর্ট ব্যাংকের ভল্টে আছে। ওটা তুলব। আর কিছু টাকারও দরকার।'

ব্যাংকে ঢুকে ডিয়ানে নিজের ভল্টে গেল, খুলল সেফটি ডিপোজিট বক্স। পাসপোর্ট নিয়ে ব্যাগে রাখল ও, ফিরে এল ওপরতলায়, ক্যাশিয়ারের ডেস্কে।

'আমার অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দিতে চাই।'

'নিশ্চয়। আপনার নাম, প্লিজ?'

'ডিয়ানে স্টিভেনস।'

ক্যাশিয়ার বলল, 'এক মিনিট, প্লিজ।' এক সারি ফাইলিং কেবিনেটের সামনে গেল সে, খুলল একটি দেরাজ। কতগুলো কার্ড হাতাচ্ছে। একটি কার্ড বের করে এক নজর বুলাল, তারপর ফিরে এল ডিয়ানের কাছে।

'আপনার অ্যাকাউন্ট তো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, মিসেস স্টিভেনস।'

মাথা নাড়ল ডিয়ানে। 'না। কোথাও ভুল হয়েছে। আমি—'

ক্যাশিয়ার ডিয়ানেকে কার্ডটি দেখাল। ওতে লেখা

Account closed. Reason Deceased.

অবিশ্বাস নিয়ে কার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল ডিয়ানে। তারপর মুখ তুলল ক্যাশিয়ারের দিকে। 'আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি মারা গেছি?'

'অবশ্যই না। আমি দুঃখিত। যদি বলেন তো ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে পারি—'

'না!' কী ঘটেছে হঠাৎ বুঝতে পারল ডিয়ানে। শিরশির করে উঠল গা। 'না, ধন্যবাদ।'

ডিয়ানে দ্রুত চলে এল কেলির কাছে। দোর গোড়ায় অপেক্ষা করছিল ও।

'সব ঠিক আছে তো?'

'পাসপোর্ট পেয়েছি তবে হারামজাদারা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।'

'কিন্তু কীভাবে ওরা—?'

'খুব সহজ। ওরা হলো KIG আর আমরা কিছুই না।'

'এখন কী করবে?'

'একটা ফোন করব,' ডিয়ানে দ্রুত কদম বাড়াল একটি ফোন কিউবিকলে, একটি নাম্বারে ডায়াল করল। বের করল ওর ক্রেডিট কার্ড। ফোনে বলল, 'ডিয়ানে স্টিভেনসের নামে এ অ্যাকাউন্ট। এটা বৈধ—'

'দুঃখিত, মিসেস স্টিভেন। আমাদের রেকর্ড দেখাচ্ছে আপনার কার্ড চুরি হয়ে গেছে। আপনি নতুন কোন রিপোর্ট করতে চাইলে আমরা দু তিনদিনের মধ্যে আপনার জন্য নতুন একটি কার্ড ইস্যু করতে পারব এবং—'

ডিয়ানে বলল, 'নেভার মাইন্ড।' সে ঠকাশ করে রেখে দিল রিসিভার। চলে এল কেলির কাছে। 'ওরা আমার ক্রেডিট কার্ডও ক্যান্সেল করেছে।'

গভীর দম নিল কেলি। 'এখন আমার একটা ফোন করা দরকার।'

কেলি টেলিফোনে প্রায় আধঘণ্টা কথা বলল। ফিরে এল রাগে গনগনে চেহারা নিয়ে।

'অক্টোপাস আবার থাবা মেরেছে। কিন্তু প্যারিসে আমার একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। সেক্ষেত্রে—'

'আমাদের হাতে সময় নেই, কেলি। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তোমার কাছে কত টাকা আছে?'

'ব্রুকলিনের ভাড়াটা হবে শুধু। আর তুমি?'

'বড় জোর নিউ জার্সি পর্যন্ত যেতে পারব।'

'ভালো মুসিবতেই পড়া গেল দেখছি। ওরা এসব কেন করছে বুঝতে পারছ তো? আমরা যাতে ইউরোপে গিয়ে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে না পারি।

'ওদের ষড়যন্ত্র সফলও হচ্ছে।'

কেলি একটু চিন্তা করে বলল, 'না, ওদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেব না। আমরা যাবই।'

ডিয়ানে মশকরা করল, 'কীভাবে? আমার স্পেসশিপে চেপে?'

'আমারটাতে।'

ফিফথ এভিন্যু জুয়েলারি দোকানের ম্যানেজার জোসেফ বেরি দেখল কেলি এবং ডিয়ানে তার দোকানে ঢুকেছে, এগিয়ে আসছে তার দিকে। সেরা পেশাদার হাসিটি ঠোঁটে ঝোলাল বেরি। 'মে আই হেল্প ইউ?'

কেলি বলল, 'জি, আমি আমার আংটি বিক্রি করতে এসেছি। এটা—'

হাসিটা মুছে গেল। 'দুঃখিত। আমরা গহনা কিনি না।'

'ওহ্, তাহলে তো খুব খারাপ হলো।'

জোসেফ বেরি ঘুরতে যাচ্ছে, কেলি তার মুঠো খুলে দেখাল। তালুতে এমারেল্ডের একটি আংটি।

'এটি সতের ক্যারাটের এমারেল্ডের আংটি, সঙ্গে প্লাটিনামের ওপর বসানো হয়েছে তিন ক্যারাটের হীরে।'

আংটিটি প্রথম দর্শনেই জোসেফ বেরির পছন্দ হয়ে গেল। সে জুয়েলারির লুপ বের করে চোখে লাগাল।

'খুব সুন্দর জিনিস। কিন্তু আমাদের নিয়ম আছে—'

'আমাকে এটির জন্য কুড়ি হাজার ডলার দিলেই চলবে।

'কুড়ি হাজার?'

'জি এবং নগদ।'

ডিয়ানে চোখ বড়বড় করে কেলির দিকে তাকিয়ে আছে।

'কেলি—'

বেরি আবার পরখ করল আংটিটি। 'আ—ইয়ে— দেখছি টাকাটা জোগাড় করা যায় কিনা। এক মিনিট।'

সে পেছনের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডিয়ানে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ওরা তো ডাকাতি করছে।'

'তাই কি? এখানে যদি আমরা থাকি তো খুন হয়ে যাব। আমাদের জীবনের মূল্য একটা আংটির চেয়ে নিশ্চয় বেশি?'

ডিয়ানে জবাব দিল না।

পেছনের অফিস থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল জোসেফ বেরি। 'একজনকে ব্যাংকে পাঠিয়েছি। এখুনি টাকা নিয়ে চলে আসবে সে।'

ডিয়ানে তাকাল কেলির দিকে। 'আংটিটি বিক্রি না করলেও পারতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেলি। 'ওটা এক টুকরো জুয়েলারি মাত্র... চোখ বুজল ও। এক টুকরো জুয়েলারি...স্মৃতির সাগরে ডুব দিল ও।

ওইদিন ছিল কেলির জন্মদিন। সকালে বেজে উঠল ফোন।

'গুড মর্নিং, ডার্লিং,' মার্ক।

'গুড মর্নিং।'

কেলি অপেক্ষা করছে মার্কের কাছ থেকে 'শুভ জন্মদিন', কথাটি শোনার জন্য।

বদলে মার্ক বলল, 'তুমি নিশ্চয় আজ কাজে যাচ্ছ না? হাইকিং-এ আগ্রহ আছে?'

এ কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেলি। সামান্য হতাশ বোধ করল ও। কেলি ওর জন্মদিনের কথা মাত্র দিন সাতেক আগে বলেছে। অথচ এরই মধ্যে কথাটা ভুলে বসে আছে মার্ক।

'আছে।'

'চলো আজ হাইকিং করি।'

'আচ্ছা।'

'আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমাকে তুলে নিতে আসছি।'

'আমি রেডি থাকব।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' গাড়িতে উঠে জানতে চাইল কেলি।

দুজনেরই পরনে হাইকিং আউটফিট।

'ফন্টেন ব্লুর কাছে চমৎকার কয়েকটি ট্রেইল আছে।'

'আচ্ছা? তুমি ওখানে প্রায়ই যাও নাকি?'

'যখন পালাতে চাই তখন যাই।'

বিস্মিত দেখাল কেলিকে। 'পালাতে চাও মানে? কীসের থেকে পালাতে চাও?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল মার্ক। 'একাকীত্ব থেকে। ওখানে গেলে নিজেকে কম একা লাগে।' আড়চোখে কেলিকে দেখল ও। হাসল, 'তবে তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আর ওখানে যাইনি।'

প্যারিসের দক্ষি পুবে, ফন্টেনব্লু চমৎকার অভিজাত একটি জায়গা, চারপাশ ঘিরে রেখেছে সিলভান অরণ্য।

দৃষ্টিনন্দন এলাকাটি দূর থেকে দেখে মার্ক বলল, 'লুই পদবীধারী বহু রাজা এখানে একসময় বাস করতেন। শুরুটা হয়েছিল রাজা চতুর্দশ লুই'র আমল থেকে।'

'তাই নাকি?' বলল কেলি।

ওরা প্যালেস গ্রাউন্ডে চলে এসেছে। কার পার্কে গাড়ি দাঁড় করাল মার্ক।

গাড়ি থেকে নেমে ওরা জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে, মার্ক প্রশ্ন করল, 'মাইলখানেক হেঁটে যেতে পারবে তো?'

হেসে উঠল কেলি। 'আমি প্রতিদিন রানওয়েতে এক মাইলেরও বেশি রাস্তা হাঁটি।'

মার্ক ওর একটা হাত ধরল। 'বেশ। চলো তাহলে।'

'চলো।'

দারুণ সুন্দর সব ভবন পাশ কাটাল ওরা, তারপর চলল জঙ্গল অভিমুখে। এখানে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। চারদিকে সবুজ প্রাচীন মাঠ আর বৃক্ষ। গ্রীষ্মকাল চলছে। বাতাস উষ্ণ আদর বুইয়ে দিচ্ছে শরীরে, মাথার ওপরে মেঘশূন্য ঝকমকে আকাশ।

'সুন্দর না?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'খুব সুন্দর, মার্ক।'

'তুমি এসেছ আমি খুব খুশি।'

কেলি জানতে চাইল, 'অফিসে যাবে না?'

'আজ অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি।'

'ও, আচ্ছা।'

রহস্যময় বনভূমির গভীর থেকে গভীরতর অংশে ওরা ঢুকে যাচ্ছে।

মিনিট পনের বাদে কেলি প্রশ্ন করল, 'আর কতদূর?'

'আর বেশিদূর না। এই তো সামনেই আমার পছন্দের একটা জায়গা আছে। আমরা প্রায় এসে পড়েছি।'

কিছুক্ষণ পরে ওরা বনের মধ্যে মাঠের মতো ফাঁকা একটি জায়গায় চলে এল। মাঠের মাঝখানে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি ওক গাছ।

'এসে পড়েছি,' ঘোষণা দিল মার্ক।

'এমন শান্ত চারদিক—'

ওক গাছের গায়ে কী যেন লেখা আছে। কেলি কাছে গিয়ে পড়ল 'শুভ জন্মদিন, কেলি।'

মার্কের দিকে তাকিয়ে রইল কেলি, মুখে রা নেই। ওহ্, মার্ক, ডার্লিং, থ্যাংক ইউ।'

তার মানে ও জন্মদিনের কথা ভোলেনি।

'গাছের ফোঁকরে একটা জিনিস আছে।'

'গাছের ফোকরে?' কেলি কদম বাড়ল। গাছের গায়ে সত্যি একটা ফোঁকর। গর্তে হাত ঢোকাল কেলি। হাতে ঠেকল একটা ছোট প্যাকেট। ওটা বের করে আনল। একটা গিফট বক্স। 'কী—?'

'খুলেই দেখো না।'

কেলি উপহারের বাক্সটি খুলল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। বাক্সের ভেতরে দারুণ সুন্দর একটি এমারেল্ডের আংটি, প্লাটিনামের ওপরে বসানো কতগুলো হীরে ঘিরে রেখেছে আংটিটিকে। কেলি অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। ঘুরল, জড়িয়ে ধরল মার্ককে। 'তোমার এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।'

'তুমি চাইলে আকাশের চাঁদটাও পেড়ে দিতে পারি, কেলি। কারণ আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।'

ওকে জড়িয়ে ধরে থাকল কেলি। অদ্ভুত আনন্দের আবেশে ভরাট দেহ-মন। তারপর সে এমন একটি কথা বলল যা কোনদিন বলতে পারবে বলে চিন্তাও করেনি। 'আমিও তোমার প্রেমে পড়েছি, ডার্লিং।'

হাসিতে উদ্ভাসিত মার্ক। 'তাহলে চলো এক্ষুনি বিয়ে করে ফেলি। আমরা—'

'না,' কর্কশ শোনাল কেলির কণ্ঠ।

বিস্মিত মার্ক। 'কেন?'

'কারণ আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

'কেলি— আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সে কথা কি তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?'

'বিশ্বাস করি।'

'তুমি কি আমাকে ভালোবাস?'

'বাসি।'

'তাহলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছ না?'

'বিয়ে তো করতেই চাই— কিন্তু আমি— পারব না।'

'এর মানে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কেলিকে লক্ষ করছে মার্ক। বিভ্রান্ত। কেলি জানে যে মুহূর্তে মার্ককে শৈশবের নোংরা অভিজ্ঞতাটির কথা বলবে, পরক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে মার্ক।

'আ—আমি কোনদিনই তোমার প্রকৃত স্ত্রী হতে পারব না।'

'মানে?'

জীবনের সবচেয়ে কঠিন কথাটি এবার বলে দিল কেলি।

'মার্ক, তোমার সঙ্গে আমি কখনোই সেক্স করতে পারব না। আট বছর বয়সে আমি ধর্ষণের শিকার হই।' গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছে কেলি, নিজের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প এই প্রথম একজন পুরুষের কাছে বলছে। 'সেক্সের প্রতি আমার সমস্ত আগ্রহ চলে গেছে। সেক্সের কথা ভাবলেই ঘিনঘিন করে গা, আমাকে ভীত করে তোলে।' আমি— আমি অর্ধেক নারী। প্রকৃতির একটা অদ্ভুত খেয়াল।' জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে কেলি, না কাঁদার চেষ্টা করছে।

কেলির হাতে হাত রাখল মার্ক। 'তোমার শৈশবের গল্প শুনে আমি সত্যি দুঃখিত, কেলি। নিশ্চয় খুব বাজে অভিজ্ঞতা ছিল ওটা।'

নিশ্চুপ কেলি।

'বিয়েতে সেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়,' বলল মার্ক।

মাথা দোলাল কেলি, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। জানে এর পরে মার্ক কী বলবে।

'তবে বিয়েতে সেক্সটাই মুখ্য নয়। বিয়ে হলো যে মানুষটাকে তুমি ভালোবাসো তার সঙ্গে জীবনের প্রসার। এমন একজন যার সঙ্গে ভালোমন্দ সব কিছু ভাগ করা যায়।'

কেলি শুনছে, অভিভূত, যা শুনছে তা বিশ্বাস হতে চাইছে না।

'সেক্সের একসময় মৃত্যু ঘটে, কেলি, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা অমর হয়ে রয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার হৃদয় এবং অন্তরের জন্য। আমি আমার বাকি জীবনটা তোমার সঙ্গে কাটিয়ে দিতে চাই। সেক্স ছাড়াই আমার দিব্যি চলে যাবে।'

কণ্ঠস্বরের কাঁপুনি আড়াল করার চেষ্টা করল কেলি।

'না, মার্ক— তা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?'

'কারণ এজন্যে একদিন তোমার আফসোস হবে।

একদিন তুমি এমন কারও প্রেমে পড়বে যে তোমাকে সব দিতে পারবে...যা আমি দিতে পারব না। তখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে...আমার হৃদয়টা ভেঙে শত টুকরো হবে।'

মার্ক ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। 'তুমি জানো কেন আমি তোমাকে কোনদিন ছেড়ে যেতে পারব না?

কারণ তুমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। আমরা বিয়ে করছি।'

কেলি ওর চোখে চোখ রাখল। 'মার্ক—তুমি কি বুঝতে পারছ কীসের মধ্যে তুমি ঢুকতে যাচ্ছ?'

হাসল মার্ক। 'বরং উল্টো কথাটা আমিই বলতে পারি।'

হেসে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল কেলি। 'ওহ্, বেবী, আর ইউ শিওর— তুমি—?'

হাসছে মার্ক। 'অবশ্যই আমি শিওর। তুমি কী বলো?'

গাল বেয়ে নেমে আসা জলের ধারা টের পেল কেলি। 'আমি বলতে চাই...হ্যাঁ।'

মার্ক ওর আঙুলে আংটিটি পরিয়ে দিল। ওরা একে অন্যের বাহু ডোরে বাঁধা রইল দীর্ঘক্ষণ।

কেলি বলল, 'কাল তোমাকে আমার সেলুনে নিয়ে যাব। যেসব মডেলের সাথে আমি কাজ করি তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

‘কিন্তু তুমি না বলেছিলে নিয়ম আছে—’

‘ও নিয়ম বদলে গেছে।’

মার্ক হাসতে হাসতে বলল, ‘আমার পরিচিত একজন জাজের সঙ্গে কথা বলব। উনি রোববার আমাদের বিয়েটা পড়িয়ে দেবেন।’

পরদিন সকালে কেলি মার্ককে নিয়ে সেলুনে ঢুকল। মার্ককে দোড় গোড়ায় দাঁড়া করিয়ে রেখে ড্রেসিং রুমে গেল কেলি। আধডজন মডেল গল্প-গুজব করছে ঘরে।

‘আমি একটা ঘোষণা দিতে এসেছি,’ বলল কেলি।

‘আমি রোববার বিয়ে করছি। তোমদের সবার দাওয়াত।’

ঘরের সবাই এক যোগে কলকল করে উঠল।

‘তুমি কি এ মানুষটির সঙ্গেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাও নি?’

‘সে দেখতে কেমন?’

গর্বের সুরে কেলি জবাব দিল, ‘সে দেখতে তরুণ কেরি গ্রান্টের মতো।’

‘ওওহ্! তার সঙ্গে কবে আমাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছ?’

‘এক্ষুনি। ও এখানেই আছে।’ দরজাটা হাট করে খুলে দিল কেলি। ‘ভেতরে এসো, ডার্লিং।’

মার্ক ঘরে ঢোকা মাত্র মডেল কন্যাদের কলকাকলী থেমে গেল। এক মডেল মার্ককে এক নজর দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘এটা কি টাট্টা করা হচ্ছে?’

‘বোধহয় তাই।’ বলল আরেকজন।

মার্ক হ্যারিস কেলির চেয়ে লম্বায় এক ফুট খাটো, একেবারেই সাদামাটা চেহারা, মাথার পাতলা চুলে ধূসর রঙ ধরেছে।

প্রথম শকটা সামলে নিয়ে মডেলরা এগিয়ে এল ভাবী বধূ ও বরকে অভিনন্দিত করতে।

‘খুব ভালো খবর।’

‘আমরা রোমাঞ্চ বোধ করছি।’

‘আশা করি তোমরা খুব সুখি হবে।’

অভিনন্দন পর্ব শেষ হলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কেলি এবং মার্ক। হলঘরে হাঁটতে হাঁটতে মার্ক জিজ্ঞেস করল, ‘আমাকে বোধহয় ওদের পছন্দ হয়নি, না?’

হাসল কেলি। ‘অবশ্যই হয়েছে। তোমাকে কারও অপছন্দ না হয়ে পারে।’ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ‘ওওহ্,’

‘কী হলো?’

‘একটা ফ্যাশন পত্রিকা আমাকে নিয়ে প্রচ্ছদ করেছে। পত্রিকাটি নিয়ে আসি।’

কেলি পা বাড়াল মডেলদের ড্রেসিংরুমে। দরজার সামনে পৌঁছেছে, শুনতে পেল একটি কণ্ঠ, 'কেলি কি সত্যি ওই লোকটাকে বিয়ে করছে?'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল কেলি। শুনছে।

'ওর আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'ওর জন্য কত সুদর্শন আর ধনী পাত্র পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছে। সবাইকে ও ফিরিয়ে দিয়েছে। ওই লোকটার মধ্যে কী দেখেছে কেলি?'

'কারণটা খুব সহজ,' বলল একজন।

'কী?'

'বললে তোমরা হাসবে।'

'আরে বলোই না।'

'প্রেমের চোখ দিয়ে কাউকে দেখা'র প্রবাদটি তোমরা শোনোনি?'

কেউ হাসল না।

প্যারিসে, মিনিস্ট্রি অভ জাস্টিসে বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়েতে কেলির মিতকনে হিসেবে এল ওর সকল মডেল বান্ধবী। রাস্তায় মানুষজন ভিড় করল। তারা শুনেছে আজ মডেল কন্যা কেলির বিয়ে। পাপারাজ্জিরা এল সদল বলে।

মার্কের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু স্যাম মিডোস জিজ্ঞেস করল, 'হানিমুন করতে কোথায় যাচ্ছ?'

মার্ক এবং কেলি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। হানিমুনের চিন্তা ওদের মাথাতেই আসেনি।

মার্ক বলল, 'আ—ইয়ে' চট করে একটা নাম মনে পড়ল। 'সেন্টমরিজ।'

কেলি অস্পষ্ট হাসল, 'সেন্টমরিজ।'

ওদের কেউ এর আগে সেন্ট মরিজে আসেনি। অদ্ভুত সুন্দর একটি জায়গা। সারি সারি পাহাড় আর অপূর্ব উপত্যকা।

বাডরুট'স প্যালেস হোটেলটি পাহাড়ের ওপরে। মার্ক রিজার্ভেশনের জন্য আগেই বলে রেখেছিল। ওদেরকে স্বাগত জানাল ম্যানেজার। 'গুড আফটারনুন, মি. অ্যান্ড মিসেস হ্যারিস। আপনাদের জন্য হানিমুন সুইট রেডি।'

মার্ক একটু ইতস্তত করে বলল, 'সুইটে আলাদা একটি খাটের ব্যবস্থা করা যাবে কি?'

ভাবলেশশূন্য গলায় ম্যানেজার বলল, 'আলাদা খাট?'

'আ—হ্যাঁ, প্লিজ।'

'কেন নয়— অবশ্যই ব্যবস্থা করা যাবে।'

'ধন্যবাদ,' মার্ক ফিরল কেলির দিকে। 'এখানে দেখার মতো অনেক কিছু আছে।' পকেট থেকে একটি তালিকা বের করল সে। 'এনগাডিন মিউজিয়াম, ড্রুইড স্টোন, সেন্ট মরিশাস ফাউন্টেন, হেলানো ইমারত...'

সুইটে একা হওয়ার পরে মার্ক কেলিকে বলল, 'ডার্লিং, আমি চাই না তুমি কোনরকম অস্বস্তিতে থাক। এখানে এসেছি কারণ যাতে আমাদেরকে নিয়ে কোনও গসিপ তৈরি না হয়। আমরা বাকি জীবনটা একসঙ্গে কাটাব। আর আমরা যেটা শেয়ার করব তা শারীরিক সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি স্রেফ তোমার সঙ্গে থাকতে চাই এবং চাই তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে।'

কেলি দু'হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। 'আ—আমি জানি না কী বলব।'

হাসল মার্ক। 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না।'

নিচতলায় ডিনার সেরে ওরা ফিরে এল নিজেদের সুইটে। মাস্টার বেডরুমে আলাদা একটি খাট ফেলা হয়েছে।

'কয়েন টস করব?'

কেলি হেসে বলল, 'না, তোমার যেটাতে ইচ্ছা শুতে পার।

পনের মিনিট পরে কেলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখে মার্ক শুয়ে পড়েছে বিছানায়।

কেলি মার্কের বিছানার কিনারে বসল। 'মার্ক, তুমি এভাবে জীবন চালাতে পারবে?'

'একশোবার পারব। আমার কোন সমস্যা হবে না। গুড-নাইট, মাই বিউটিফুল ডার্লিং।'

'গুড-নাইট।'

কেলি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে রাতের কথা ভাবছে যে রাতটা ওর জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে।

'চুপ! একদম আওয়াজ করবে না...মাকে যদি এ কথা বলে দাও...আমি তাকে খুন করব...' ওই দানবটা ওর জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। দানবটা কেলির ভেতরের কিছু একটাকে হত্যা করেছে, ও এখন অন্ধকার ভয় পায়...ভয় পায় পুরুষ মানুষ...ভয় পায় প্রেম করতে। না, আমি আর ভয় পাব না, প্রতিজ্ঞা করে কেলি। আমি আজ থেকে ওই লোকটার চিন্তা মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলাম।

বছরের পর বছর যে আবেগ কেলি চাপা দিয়ে রেখেছিল মনের মাঝে, যে অনুরাগ তিলতিল করে গড়ে উঠেছিল বুকের মধ্যে, তা আজ ভেঙে যাওয়া বাধের মতো বিস্ফোরিত হলো। মার্কের দিকে তাকাল কেলি। ওকে পেতে ইচ্ছে করল ভীষণভাবে। গায়ের ওপর থেকে চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কেলি। হেঁটে এল মার্কের বিছানায়। 'সরো,' ফিসফিস করল ও।

মার্ক উঠে বসল। বিস্মিত। 'তুমি না বললে— তোমাকে আমার বিছানায় শুতে দেবে না।'

কেলি নরম গলায় বলল, 'কিন্তু তোমার বিছানায় শুতে পারব না এমন কোন কথা বলিনি।' কেলি পরনের নাইটগাউন খুলে ফেলল। উঠে পড়ল মার্কের খাটে। শুয়ে পড়ল ওর পাশে। 'আমার সঙ্গে প্রেম করো।' ফিসফিসে শোনাল ওর কণ্ঠ।

'ওহ্, কেলি! ইয়েস!'

আদর শুরু করল মার্ক। ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে। ফ্লাড গেট খুলে গেছে, কেলি ওকে সাংঘাতিকভাবে কামনা করছে। উন্মাদিনীর মতো প্রেম করল সে মার্কের সঙ্গে। ভাবল এত সুখ থেকে সে কেন নিজেকে এতদিন বঞ্চিত রেখেছিল?

মিলন শেষে ওরা একে অন্যের বাহুমূলে মাথা রেখে শুয়ে রইল। কেলি বলল, 'তুমি আমাকে একটা লিস্ট দেখিয়েছিলে না?'

'হুঁ।'

'ওটা ফেলে দিও।'

মুচকি হাসল মার্ক।

'কী বোকামোই না করেছি এতদিন,' বলল কেলি। মার্ককে জড়িয়ে ধরে কথা বলতে লাগল ও। আবার প্রেম করল। শেষে দুজনেই চরম ক্লান্ত হয়ে গেল।

'আমি আলো নিভিয়ে দিচ্ছি,' বলল মার্ক।

কেলি চোখ বুজে ফেলে 'না' বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্কের উষ্ণ শরীর ওর ভেতরে এনে দিল প্রবল নিরাপত্তার ছোঁয়া। ও কিছু বলল না।

ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল মার্ক। চোখ মেলে চাইল কেলি।

আর আঁধার ভয় পায় না কেলি। সে—

'কেলি? কেলি!'

একটা ঝাঁকি খেয়ে বর্তমানে ফিরে এল কেলি। দেখল সে নিউইয়র্কের ফিফথ এভিন্যু জুয়েলারি শপে দাঁড়িয়ে আছে, জোসেফ বেরি পেটমোটা একটা খাম এগিয়ে দিয়েছে। তাকে।

'এখানে কুড়ি হাজার ডলার আছে। আপনাদের অনুরোধে সবগুলো একশো ডলারের নোট দিয়েছি।'

নিজেকে সামলে নিতে এক মুহূর্ত সময় নিল কেলি। 'ধন্যবাদ।'

খাম খুলল ও। দশ হাজার ডলার আলাদা করে ডিয়ানেকে দিল।

ডিয়ানে অবাক। 'এটা কী!'

'তোমার অর্ধেক।'

'কীসের জন্য? আমি—'

'পরে শোধ করে দিও,' শ্রাগ করল কেলি। 'অবশ্য যদি বেঁচে থাকি। বেঁচে না থাকলে আর শোধ দেয়ার প্রশ্ন নেই। এখন চলো, দেখি, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিনা।'

চৌত্রিশ

লেক্সিংটন এভিন্যুতে এসে হাত তুলে একটি ক্যাব থামাল ডিয়ানে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'লা গুয়ারডিয়া এয়ার পোর্ট।'

কেলি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ডিয়ানের দিকে। 'জানো না ওরা সবগুরো এয়ার পোর্টে নজর রাখবে?'

'তা তো রাখবেই।'

'তাহলে—?' গুঙিয়ে উঠল কেলি। 'তোমার কোন প্ল্যান আছে, তাই না?'

ডিয়ানে মৃদু চাপড় দিল কেলির হাতে। 'হুঁ।'

লা গুয়ারডিয়া টার্মিনালে ঢুকে আলিটালিয়া এয়ার লাইন্সের কাউন্টারে পা বাড়াল ডিয়ানে কেলিকে নিয়ে।

কাউন্টারের পেছনে বসা এজেন্ট বলল, 'গুড মর্নিং। ক্যান আই হেল্প ইউ?'

হাসল ডিয়ানে। 'অবশ্যই। লস এঞ্জেলসে যাবার দুটো টিকেট দিন।'

'কখন যাবেন?'

'প্রথম যে ফ্লাইটটা মিলবে ওতেই। আমাদের নাম ডিয়ানে স্টিভেনস এবং কেলি হ্যারিস।'

চোখ পিটপিট করল কেলি।

টিকেট এজেন্ট শিডিউলে চোখ বুলিয়ে বলল, 'নেক্সট প্লেনটি সোয়া দুটোয় ছাড়বে।'

'চমৎকার।' ডিয়ানে তাকাল কেলির দিকে।

দুর্বল হাসি ফোটাল কেলি ঠোঁটে। 'চমৎকার।'

'টিকেটের দাম নগদে দেবেন নাকি ক্রেডিট কার্ডে?'

'নগদে,' ডিয়ানে টাকা দিয়ে দিল।

কেলি বলল, 'আমরা গায়ে একটা নিয়ন সাইন লাগিয়ে কিংসলেকে জানিয়ে দিরেই পারি কোথায় যাচ্ছি।'

ডিয়ানে বলল, 'তুমি বড্ড বেশি দুশ্চিন্তা কর।'

আমেরিকান এয়ার লাইন্স বুথের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওরা, থেমে দাঁড়াল ডিয়ানে, চলে এল টিকেট এজেন্টের কাছে।

'মায়ামি যাওয়ার নেক্সট ফ্লাইটের দুটো টিকেট চাই।'

'নিশ্চয়,' শিডিউল চেক করল টিকেট এজেন্ট। 'নেক্সট ফ্লাইটটি ছাড়বে আর তিন ঘন্টা পরে।'

'বেশ। আমাদের নাম ডিয়ানে স্টিভেনস এবং কেলি হ্যারিস।'

কেলি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল।

'ক্রেডিট কার্ড নাকি নগদ?'

'নগদ।'

ডিয়ানে এজেন্টকে টাকা দিল। সে ওদেরকে টিকেট দিল। ওরা বুথ থেকে বেরিয়েছে, কেলি বলল, 'এভাবে আমরা ওদের চোখ ফাঁকি দিতে পারব ভাবছ? একটা দশ বছরের বাচ্চাকেও তো এ কৌশলে বোকা বানাতে পারবে না।'

ডিয়ানে এয়ার পোর্ট এক্সিটে পা বাড়াল।

কেলি দ্রুত ওর পিছু নিল। 'যাচ্ছ কোথায়?'

'যাচ্ছি—'

'নেভার মাইন্ড। বলতে হবে না।'

এয়ার পোর্টের সামনে সার বাঁধা ট্যাক্সি। দুই নারী টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এসেছে, লাইন থেকে একটি ট্যাক্সি নিজেকে বিযুক্ত করে প্রবেশ পথের সামনে এসে থামল। কেলি এবং ডিয়ানে ক্যাবে চড়ল।

'কোথায় যাবেন?'

'কেনেডি এয়ার পোর্ট।'

কেলি বলল, 'ওরা এতে বিভ্রান্ত হবে কিনা জানি না তবে আমি হচ্ছি। আবারও মনে হচ্ছে আমাদের কাছে একটা অস্ত্র থাকলে ভালো হতো।'

'কামান কোথায় কিনতে পাওয়া যায় আমি জানি না।'

ড্রাইভার ট্যাক্সি ছোটাল। ডিয়ানে সামনে ঝুঁকে এল। ড্যাশ বোর্ডের লাইসেন্স ফলকে ড্রাইভারের নাম লেখা মারিও সিলভা।

'মি. সিলভা, আপনি কি আমাদের অনুসরণকারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কেনেডি এয়ার পোর্টে পৌঁছে দিতে পারবেন?'

আয়নায় ড্রাইভারের হাসি মুখ দেখতে পেল ওরা।

'সেক্ষেত্রে বলব আপনারা ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।'

অ্যাকসিলেরেটরে পা দাবিয়ে ধরল সে, সাঁৎ করে ইউ-টার্ন নিল। রাস্তার প্রথম মোড় অবধি গাড়ি নিয়ে ছুটল তারপর ঢুকে পড়ল গলিপথে।

পেছনের জানালায় তাকাল ডিয়ানে ও কেলি। ওদের পেছনে কোন গাড়ি নেই।

মারিও সিলভার মুখের হাসি চওড়া হলো। 'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলর কেলি।

পরবর্তী আধঘন্টা মারিও সিলভা ঘনঘন আকস্মিক মোড় নিল, চলল ছোট সাইড স্ট্রিট ধরে, নিশ্চিত হলো কেউ ওদের অনুসরণ করছে না। অবশেষে কেনেডি এয়ার পোর্টের মূল প্রবেশ পথের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি।

'চলে এসেছি,' উল্লসিত গলায় ঘোষণা দিল মারিও সিলভা।

ডিয়ানে পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বের করল।

'এই নিন আপনার ভাড়া এবং বকশিস।'

ড্রাইভার টাকা নিয়ে হাসল। 'থ্যাংকস, লেডি।' সে ক্যাবে বসে রইল। দেখছে তার দুই যাত্রী কেনেডি টার্মিনালে ঢুকছে। ওরা দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেলে সিলভা পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল।

'ট্যানার কিংসলে, প্লিজ।'

ডেল্টা এয়ার লাইন্স কাউন্টারে টিকেট এজেন্ট বোর্ডে চোখ বুলাল। 'হ্যাঁ, আপনারা যে ফ্লাইটে যেতে চাইছেন তার দুটো টিকেট আমরা দিতে পারব। পাঁচটা পঞ্চাশে ছাড়বে প্লেন। মাদ্রিদে এক ঘণ্টার লে-ওভার, বার্সেলোনায় পৌছাবে সকাল ন'টা কুড়ি মিনিটে।

'চমৎকার,' বলল ডিয়ানে।

'টিকেটের দাম কীসে শোধ করবেন ক্রেডিট কার্ড নাকি ক্যাশ?'

ডিয়ানে টিকেট এজেন্টকে টিকেটের দাম চুকিয়ে দিয়ে কেলির দিকে ফিরল।

'চলো, লাউঞ্জে গিয়ে বসি।'

ত্রিশ মিনিট পরে, হ্যারি ফ্লিন্ট মোবাইল ফোনে কথা বলছিল ট্যানারের সঙ্গে।

'আপনি যে সব তথ্য জানতে চেয়েছেন সব জোগাড় করেছি। ওরা ডেল্টা এয়ার লাইনে বার্সেলোনা যাচ্ছে। কেনেডি এয়ার পোর্ট থেকে আজ বিকেলে পাঁচটা পঞ্চান্নতে ওদের প্লেন ছাড়বে। মাদ্রিদে এক ঘণ্টার যাত্রা বিরতি। বার্সেলোনা পৌছাবে সকাল ন'টা কুড়ি মিনিটে।'

'গুড। আপনি কোম্পানি জেটে বার্সেলোনা চলে যান, মি. ফ্লিন্ট। ওরা যখন গন্তব্যে পৌছাবে, আপনিও ততক্ষণে ওখানে হাজির হয়ে যাবেন। ওদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেবেন।'

ট্যানার ফোন রেখেছে, অ্যান্ড্রু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর কোটের ল্যাপেলে ফুল গোঁজা।

'কী ব্যাপার?'

অ্যান্ড্রু হতভম্বের গলায় বললেন, 'তুমি বলেছিলে—'

'আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি। কোটের ল্যাপেলে ফুল লাগিয়ে এসেছ কেন?'

উজ্জ্বল দেখাল অ্যান্ড্রুর চেহারা, 'তোমার বিয়ের জন্য।

ভুরু কুঁচকে গেল ট্যানারের। 'কী—?' তারপর মনে পড়ে গেল কথাটা। 'আরে গাধা, সে তো সাত বছর আগের কথা। আমি এখন বিয়ে টিয়ে করছি না।

এখন ভাগো তো!'

অ্যান্ড্রু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, কী বলবেন বুঝতে পারছেন না।

'আউট!'

অ্যান্ড্রু চলে গেলেন। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ট্যানার মনে মনে বলল, ভাইটাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া উচিত ছিল আমার। তবে সে সময় আসছে।

বার্সেলোনার উদ্দেশে উড়াল দিল ডিয়ানেদের বিমান। কেলি জানালা দিয়ে ক্রমে আবছা হয়ে আসা নিউ ইয়র্ক শহর দেখল।

'আমরা কি ওদের কবল থেকে রেহাই পেয়েছি?'

মাথা নাড়ল ডিয়ানে, 'না, ওরা ঠিকই আমাদের খুঁজে বের করবে। তবে ততক্ষণে আশা করি আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাব।' ব্যাগ খুলে একটি কম্পিউটার প্রিন্ট আউট বের করল ও।' সোনজা ভারাক্রুগ, বার্লিন। মারা গেছে মহিলা, তার স্বামী নিখোঁজ...গেরি রেনল্ডস, ডেনভার...' ইতস্তত করল ও। 'মার্ক এবং রিচার্ড...'

প্রিন্ট আউটে চোখ বুলাল কেলি। 'আমরা তাহলে প্যারিস, বার্লিন এবং ডেনভারে যাচ্ছি এবং তারপর আবার ফিরে আসছি নিউ ইয়র্কে?'

'হ্যাঁ। আমরা স্যান সেবাস্টিয়ানের বর্ডার পার হয়ে ফ্রান্সে ঢুকব।'

কেলি প্যারিসে ফিরে যেতে উদগ্রীব। কথা বলতে চায় স্যাম মিডোসের সঙ্গে। ওর মনে হচ্ছে স্যামের সঙ্গে কথা বললে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাওয়া যাবে।

'তুমি কখনও স্পেনে গিয়েছ?' প্রশ্ন করল ডিয়ানে।

'মার্ক একবার নিয়ে গিয়েছিল—' অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কেলি। 'আমার বাকি জীবনটা কীভাবে চলবে জানো, ডিয়ানে? গোটা দুনিয়ায় মার্কের মতো আর কাউকে খুঁজে না পাবার বেদনা বয়ে নিয়ে আমাকে চলতে হবে। ছেলেবেলায় রূপকথার গল্পে নিশ্চয় পড়েছ কিছু মানুষ প্রেমে পড়ার পরে সারা পৃথিবী তার কাছে পরিণত হয় জাদুর দুনিয়ায়। মার্ক এবং আমার বিয়েটাও ছিল সেরকম।' একটু বিরতি দিল সে। 'রিচার্ডের জন্যেও নিশ্চয় একইরকম অনুভূতি হয় তোমার?'

মৃদু গলায় ডিয়ানে বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর জানতে চাইল, 'মার্ক কেমন ছিল?'

হাসল কেলি। 'ওর মধ্যে শিশুতোষ চমৎকার একটি ব্যাপার ছিল। আমার সবসময় মনে হতো ওর অন্তরে বাস করছে একটি শিশু, মস্তিষ্কে একজন জিনিয়াস,' খিলখিল করে হেসে উঠল ও।

'মানে?'

'পোশাক আশাকের ওর রুচিবোধের কোন বালাই ছিল না। খুবই হাস্যকর। আমাদের প্রথম ডেটিং-এর দিন মার্ক ঢলঢলে গ্রে রঙের একটি সুট পরে এসেছিল। পায়ে বাদামী জুতো, গায়ে সবুজ শার্ট, গলায় টকটকে লাল রঙের টাই। বিয়ের পরে আমি ওকে শিখিয়ে দিই কী ধরনের ড্রেস পরা উচিত।' নীরব হয়ে গেল কেলি। যখন মুখ খুলল, ভেজা শোনাল কণ্ঠ। 'একটা কথা কী জানো? মার্ককে আবার দেখার জন্য আমি আমার সবকিছু দিয়ে দিতে রাজি। আবার ওকে সেই ঢলঢলে গ্রে কালারের সুট, বাদামী জুতো সবুজ শার্ট আর কটকটে লাল রঙের টাই পরা অবস্থায় দেখতে চাই।' ডিয়ানের দিকে ফিরল ও, অশ্রু সজল চোখ। 'মার্ক আমাকে প্রায়ই নানান উপহার দিত। তবে ওর সবচেয়ে বড় উপহার ছিল ও আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছল কেলি। 'রিচার্ডের কথা বলে,া শুনি।'

হাসল ডিয়ানে, 'রিচার্ড খুব রোমান্টিক ছিল। রাতে বিছানায় যাওয়ার সময় বলত, 'আমার গোপন বোতামটা টিপে দাও।' ওর গোপন বোতাম হলো টেলিফোনে 'ডু নট ডিসটার্ব' লাগানো চাবি।' ডিয়ানে একটু ভেবে বলল, 'ও ছিল প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানী, বাড়ির সবধরনের মেরামতির কাজ নিজের হাতে করতে চাইত। অবশ্য পরে ইলেকট্রিশিয়ান এনে আমি মেরামতি করিয়ে নিতাম। তবে এ কথা রিচার্ডকে কখনও বলিনি।'

প্রায় মাঝ রাত অবধি গল্প চলল দুজনে।

এই প্রথম ওরা ওদের স্বামীদেরকে নিয়ে কথা বলল। ডিয়ানে টের পেল ওদের ভেতরকার অদৃশ্য দেয়ালটা ভেঙে গেছে।

হাই তুলল কেলি। 'ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কালকের দিনটা বেশ উত্তেজনায় কাটবে।'

পরের দিনটি কতটা উত্তেজক হবে সে ব্যাপারে ওর কোন ধারণাই ছিল না।

হ্যারি ফ্লিন্ট বার্সোলোনার এল প্রাট এয়ার পোর্টে ভিড় ঠেলে, একে তাকে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে ঢুকল। দাঁড়াল রানওয়ের দিকে মুখ করা বৃহদাকারের পিকচার উইন্ডোর সামনে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বোর্ডের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিন। নিউইয়র্ক থেকে আসা বিমানটি গন্তব্যে পৌছাবে। সবকিছুই পরিকল্পনা মাপিক এগোচ্ছে। ফ্লিন্ট বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

আধঘন্টা বাদে নিউইয়র্ক থেকে আসা যাত্রীরা প্লেন থেকে নামতে শুরু করল। সকলেই উত্তেজিত। এদের মধ্যে রয়েছে ট্যুরিস্ট, ভ্রাম্যমান সেলসম্যান, হানিমুনে আসা দম্পতি। ফ্লিন্ট এক্সিট র‍্যাম্প থেকে সাবধানে নিজেকে আড়াল করে টার্মিনালে যাত্রদের স্রোতের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। এক এক করে সকল যাত্রী প্লেন থেকে

নামল। কিন্তু ডিয়ানে কিংবা কেলির কোন চিহ্ন নেই। কপালে ভাঁজ পড়ল ফ্লিন্টের। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সে তারপর পা বাড়াল বোর্ডিং গেটে।

'স্যার, ভেতরে যাওয়া নিষেধ।'

দাবড়ে উঠল ফ্লিন্ট। 'আমি FAA-র লোক। খবর পেয়েছি এ প্লেনের ল্যাভেটরিতে একটি প্যাকেজ লুকানো রয়েছে। আমাকে এখুনি প্যাকেজটি খুঁজে বের করতে হবে।'

ফ্লিন্ট টারমাকে চলে এসেছে। প্লেনে উঠে দেখল ক্রুরা চলে যাচ্ছে।

এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'মে আই হেল্প ইউ?'

'এফ এ এ ইন্সপেকশন,' জানাল ফ্লিন্ট।

প্লেনের দোরগোড়ায় দাঁড়াল সে। ভেতরে কোন যাত্রী দেখা যাচ্ছে না।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট প্রশ্ন করল, 'কোন সমস্যা?'

'হুঁ। এ প্লেনে বোধহয় বোমা পুঁতে রাখা হয়েছে।'

কেবিনের শেষ মাথায় চলে এল ফ্লিন্ট। খুলল ল্যাভেটরির দরজা। খালি।

দুই নারী অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'ওরা প্লেনে নেই, মি. কিংসলে।'

ট্যানারের কণ্ঠ বিপজ্জনক রকম নরম। 'মি. ফ্লিন্ট, আপনি ওদেরকে প্লেনে উঠতে দেখেছেন?'

'জি, স্যার।'

'প্লেন ছাড়ার সময় ওরা প্লেনে ছিল?'

'জি, স্যার।'

'তাহলে ওরা হয় আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে প্যারাসুট ছাড়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে নতুবা মাদ্রিদে নেমে পড়েছে। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?'

'অবশ্যই, মি. কিংসলে। তবে—'

'ধন্যবাদ। তার মানে ওরা মাদ্রিদ থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার মতলব করেছে।' একটু বিরতি দিল সে।

'ওদের সামনে চারটে পছন্দ আছে ওরা আলাদা ফ্লাইটে বার্সেলোনা যেতে পারে অথবা ট্রেন, বাস কিংবা গাড়িতে ওখানে পৌঁছাতে পারে।' ট্যানার একটু চিন্তা করে বলল, 'ওদের কাছে বাস, প্লেন কিংবা ট্রেন ভ্রমণ বিপজ্জনক মনে হবে। আমার যুক্তি বলছে ওরা গাড়িতে স্যান সেবাস্টিয়ান বর্ডার পার হয়ে ফ্রান্সে ঢোকার প্ল্যান করেছে।'

'যদি—'

'কথার মধ্যে কথা বলবেন না, মি. ফ্লিন্ট। মাদ্রিদ থেকে স্যান সেবাস্টিয়ানে গাড়িতে পৌঁছাতে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। আপনি কী করবেন বলছি। মাদ্রিদে ফিরে যান।

এয়ার পোর্ট কার রেন্টালগুলোতে ঢুঁ মারুন। কোন্ গাড়িটি ওরা ভাড়া করেছে তা খুঁজে বের করুন— গাড়ির রং, আকার, সবকিছু।'

'জি, স্যার।'

'তারপর আপনি প্লেনে স্যান সেবাস্টিয়ানে চলে যাবেন। বড় একটি গাড়ি ভাড়া করবেন। হাইওয়েতে ওদের জন্য অপেক্ষা করবেন। ওরা যেন স্যান সেবাস্টিয়ানে পৌঁছাতে না পারে। আর মি. ফ্লিন্ট—'

'জি, স্যার?'

'মনে রাখবেন— ঘটনাটা সাজাতে হবে অ্যাক্সিডেন্টের আদলে।'

পঁয়ত্রিশ

ডিয়ানে এবং কেলি মাদ্রিদের বিমান বন্দর বারাজাসে পৌঁছে গেছে। হার্জ, ইউরোপ কার, এভিসসহ বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা রেন্টাল কারের প্রতিষ্ঠান আছে এখানে। তবে ওরা আলিসা নামে একটি অখ্যাত এজেন্সি থেকে ভাড়া করল গাড়ি।

'কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে সবচেয়ে দ্রুত স্যান সেবাস্টিয়ানে পৌঁছা যাবে?'৲

'N—I ধরে হোভারিবিয়ায় ফরাসি সীমান্তে চলে যান, সিনোরা। তারপর ডানে মোড় নিলেই স্যান সেবাস্টিয়ান। মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ।'

'গ্রাসিয়াস'

রওনা হয়ে গেল ডিয়ানে ও কেলি।

ঘণ্টাখানেক বাদে মাদ্রিদে পৌঁছাল KIG'র প্রাইভেট জেট। হ্যারি ফ্লিন্ট একটির পর একটি রেন্টাল কার বুথে ঢুঁ দিতে লাগল।

'আমার বোন আর তার বান্ধবীর এখানে আসার কথা— বান্ধবীটি এক আফ্রিকান-আমেরিকান সুন্দরী— আমি ওদেরকে একটুর জন্য মিস করেছি। ওরা নিউইয়র্ক থেকে ডেল্টা এয়ার লাইন্সে এখানে এসেছে। এখানে এসে বোধহয় গাড়ি ভাড়া করেছে, না?'

'না, সিনর...'

'না, সিনর...

তবে আলিসা বুথে এসে প্রত্যাশিত খবরটি পেয়ে গেল ফ্লিন্ট।

'জি, সিনর। ওরা এসেছিলেন আমার দোকানে। ওঁরা—'

'কী গাড়ি ভাড়া করেছে ওরা?'

'একটা পিগট।'

'কী রঙয়ের?'

'লাল। ওটা আমাদের একমাত্র—'

'লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার আছে?'

'অবশ্যই। এক মিনিট।'

ক্লার্ক একটি খাতা খুলল। নাম্বারটা লিখে ফ্লিন্টকে দিল। 'আশা করি ওদেরকে পেয়ে যাবেন।'

'পেতে তো হবেই।'

দশ মিনিট পরে, প্লেনে বার্সেলোনার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ফ্লিন্ট। ও ওখানে পৌঁছে একটা গাড়ি ভাড়া করবে। ওদের পিছু নিয়ে নির্জন কোন রাস্তায় চলে যাবে যেখানে মানুষজন থাকবে না। তারপর ওদেরকে হত্যা করবে সে।

ডিয়ানে এবং কেলি বার্সেলোনা থেকে মাত্র ত্রিশ মিনিটের দূরত্বে। নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। হাইওয়েতে লোকজন নেই বললেই চলে। দুপাশে সুন্দর সুন্দর গ্রাম। মাঠে শস্য পেকে টসটস করছে, বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে যোগ হয়েছে নাসপাতি এবং কমলালেবুর সুঘ্রাণ। রাস্তার পরে প্রাচীন বাড়ি, দেয়ালে জেসমিন লতা জড়িয়ে আছে। মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্র শহর বার্গোস পার হয়ে আসার মিনিট কয়েক বাদে পিরেনিজ পর্বতমালার পদদেশের সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হলো ওদের সামনে।

'আমরা প্রায় এসে গেছি,' বলল ডিয়ানে। সামনে তাকাতেই ভাঁজ পড়ল কপালে, দুশো ফিট সামনে দাউ দাউ জ্বলছে একটি গাড়ি। জ্বলন্ত গাড়ি ঘিরে মানুষের জটলা। পুলিশের লোক আটকে রেখেছে রাস্তা।

হতভম্ব ডিয়ানে। 'হচ্ছেটা কী ওখানে?'

'আমরা এখন বাস্ক প্রদেশে।' বলল কেলি। 'এটি একটি ওয়ার জোন। বাস্করা গত পঞ্চাশ বছর ধরে স্প্যানিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।'

সবুজ ইউনিফর্ম গায়ে, কোমরে কালো বেল্ট, ও পায়ে কালো জুতো এবং মাথায় সুতির কালো টুপি, এক লোক হেঁটে এল ডিয়ানেদের গাড়ির সামনে। হাত তুলল। গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে ইঙ্গিত করছে।

কেলি ফিসফিস করে বলল, 'এরা FTA'র লোক। ঈশ্বর জানে কতক্ষণ দাঁড়া করিয়ে রাখবে। গাড়ি থামানো যাবে না।'

অফিসার ওদের গাড়ির পাশে হেঁটে এল। 'আমি ক্যাপ্টেন ইরাদি। অনুগ্রহ করে গাড়ি থেকে নেমে আসুন।'

ডিয়ানে লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আপনাদের যুদ্ধে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের লড়াই নিয়েই অস্থির।'

বলেই অ্যাকসিলেরেটরে পা দাবিয়ে ধরল ও, বিদ্যুৎগতিতে জ্বলন্ত গাড়ির পাশ কাটাল। হৈচৈ, চেঁচামেচি করতে থাকা লোকজনের ফাঁক ফোকর দিয়ে চালিয়ে নিল গাড়ি।

কেলি চোখ বুজে আছে। 'আমরা কি এখনও ওখানে আছি?'

'না। ও জায়গা পার হয়ে এসেছি।'

কেলি চোখ খুলল। সাইড ভিউ মিররে নজর যেতেই জমে গেল বরফ হয়ে। ওদের পেছন পেছন কালো একটি সিত্রো ৰার্লিংগো আসছে। হুইলের পেছনে যে বসে আছে তাকে দেখে আত্মা উড়ে গেছে ওর।

'গডজিলা!' আঁতকে উঠল কেলি। 'আমাদের পেছনের গাড়িতে।'

'কী? আমাদেরকে ও এত তাড়াতাড়ি খুঁজে পেল কী করে?' ডিয়ানে অ্যাকসিলেটর চেপে ধরে প্রায় মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। সিত্রোও গতি বাড়াল। ডিয়ানে দুমুখো স্পিড মিটারে তাকাল। একটি ডায়ালে ফুটে আছে ঘণ্টায় ১৭৫ কিলোমিটার। অপরটিতে ঘণ্টায় ১১০ মাইল।

কাঁপা গলায় কেলি বলল, 'তুমি যে জোরে গাড়ি চালাচ্ছ, বাজি ধরতে পারি, ইনডিয়ানা পোলিস রেস ট্রাকে অংশ নিলে জিতে যাবে।'

মাইল খানেক সামনে ডিয়ানে কাস্টমস চেক পয়েন্ট দেখতে পেল, স্পেন এবং ফ্রান্সের মাঝখানে।

'আমাকে মারো,' বলল ডিয়ানে।

হেসে উঠল কেলি। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম—'

'মারো আমাকে,' ডিয়ানের কণ্ঠে জরুরি সুর।

সিত্রো ক্রমে কাছিয়ে আসছে।

'মানে?'

'এক্ষুনি মারো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেলি চড় মারল ডিয়ানের মুখে।

'না। জোরে ঘুসি মারো।'

সিতো এবং ওদের গাড়ির মাঝখানে এখন শুধু দুটো গাড়ি।

'জলদি,' চেঁচিয়ে উঠল ডিয়ানে।

চোখ মুখ কুঁচকে ডিয়ানের মুখে ঘুসি মারল কেলি।

'আরও জোরে।'

আবার মারল কেলি। এবারে তার হাতের বিয়ের হীরের আংটির খোঁচায় ডিয়ানের গালে গভীর, কাটা দাগ তৈরি করল, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

কেলি আতংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডিয়ানের দিকে। 'আমি খুবই দুঃখিত, ডিয়ানে। আমি আসলে এত জোরে মারতে চাইনি—'

ওরা কাস্টমস চেক পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। ব্রেক কষল ডিয়ানে।

সীমান্ত রক্ষী এগিয়ে এল ওদের গাড়ির দিকে, 'গুড আফটারনুন, লেডিস।'

'গুড আফটারনুন,' ডিয়ানে মাথা ঘোরাল যাতে গার্ড দেখতে পায় ওর কাটা গাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। ক্ষত-বিক্ষত মুখটার দিকে তাকিযে আঁতকে উঠল গার্ড।

'সিনোরা, কী হয়েছে?'

ঠোঁট কামড়াল ডিয়ানে। 'আমার সাবেক স্বামীর কাণ্ড। সে আমার গায়ে হাত তুলে মজা পায়। ওর বিরুদ্ধে মামলা করেও ওকে থামাতে পারিনি। সারাক্ষণ আমার পিছু লেগেই আছে। এ মুহূর্তেও সে আমার পেছন পেছন আসছে। জানি আপনার সাহায্য চেয়ে লাভ হবে না। কারণ কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

ঘুরল গার্ড, এগিয়ে আসা গাড়িগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। চেহারা থমথমে। 'কোন্ গাড়িতে সে আছে?'

'কালো সিত্রোতে, দুগাড়ি পেছনে। ও আমাকে খুন করতে আসছে।'

'তাই, না?' ঘাউ করে উঠল গার্ড। 'আপনারা যান। আপনার স্বামীর ব্যবস্থা আমি করছি।'

ডিয়ানে গার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওহ্, ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ।

একটু পরেই সীমান্ত পার হলো ওরা, ঢুকে পড়ল ফ্রান্সের রাস্তায়।

'ডিয়ানে—'

'হুঁ?'

কেলি ডিয়ানের কাঁধে হাত রাখল। 'আমি খুব দুঃখিত—' ডিয়ানে গালের দিকে ইঙ্গিত করল ও। মুচকি হাসল ডিয়ানে, 'গডজিলার কবল থেকে অন্তত রক্ষা মিলল, নাকি?' কেলির দিকে তাকাল।

'তুমি কাঁদছ?'

'না, কাঁদছি না,' নাক টানল কেলি। 'মাসকারা ঢুকেছে চোখে। তোমার এমন সুন্দর চেহারাটাকে আমি—' ডিয়ানের ক্ষতে টিস্যু বুলাল ও। 'তোমাকে আর সুন্দর লাগছে না, না?'

ডিয়ানে রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে মুখ ভেংচাল।

'না, লাগছে না।'

হ্যারি ফ্লিন্ট বর্ডার চেক পয়েন্টে পৌঁছেছে, গার্ড বলল, 'গাড়ি থেকে নেমে আসুন, প্লিজ।'

'গাড়ি থেকে নামার সময় নেই,' বলল ফ্লিন্ট। 'আমার তাড়া আছে। আমি—'

'গাড়ি থেমে নামুন।'

ফ্লিন্ট গার্ডের দিকে তাকাল। 'কেন? গাড়ি থেকে নামবে কেন?'

'খবর পেয়েছি এ লাইসেন্স নাম্বারের গাড়িতে মাদক বহন করা হচ্ছে। গাড়ি চেক করব।'

ফ্লিন্ট কটমট করে তাকাল। 'আপনার মাথা ঠিক আছে তো? বললাম না আমার তাড়া আছে। আমার গাড়িতে কোন মাদক—' থেমে গেল সে। হাসল। 'বুঝতে

পেরেছি।' পকেট থেকে একশো ডলারের একটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল গার্ডের দিকে।

'এটা রাখুন এবং আমাকে যেতে দিন।'

বর্ডার গার্ড হাঁক ছাড়ল, 'হোসে!'

ইউনিফর্ম পরা এক ক্যাপ্টেন উদয় হল। বর্ডার গার্ড তাকে একশো ডলারের নোটটি দিল। 'এ লোক আমাকে ঘুষ দিতে চাইছে।'

ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টকে বলল, 'গাড়ি থেকে নেমে আসুন। ঘুষ দেয়ার অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

'না, আপনারা আমাকে এখন গ্রেফতার করতে পারেন না। আমি একটা জরুরি কাজে—'

'এবং গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টার অভিযোগও আনা হলো আপনার বিরুদ্ধে,' গার্ডের দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন।

'ব্যাক আপ ডাকো।'

ফ্লিন্ট ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাকাল হাইওয়ের দিকে। পিগটের ছায়াও নেই কোথাও।

ফ্লিন্ট ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল, 'আমি একটা ফোন করব।'

ডিয়ানে এবং কেলির গাড়ি ফরাসি গ্রামগুলোর পাশ কাটিয়ে তীব্র বেগে ছুটছে। ডিয়ানে বরল, 'প্যারিসে না তোমার এক বন্ধু আছে?'

'হ্যাঁ। স্যাম মিডোস। মার্কের সঙ্গে কাজ করত। ও আমাকে বোধহয় সাহায্য করতে পারবে।'

কেলি ব্যাগ খুলে নতুন মোবাইল ফোন বের করল। প্যারিসের একটি নাম্বারে ডায়াল করল।

এক অপারেটর সাড়া দিল, KIG।'

'আমি কি স্যাম মিডোসের সঙ্গে কথা বলতে পারি প্লিজ।'

এক মিনিট পরে স্যামের গলা শুনতে পেল কেলি।

'হ্যালো।'

'স্যাম, আমি কেলি। আমি ফ্রান্সে ফিরে এসেছি।'

'মাই গড! তোমার চিন্তায় আমার অবস্থা কাহিল। তুমি ঠিক আছ তো?'

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল কেলি। 'হুঁ।'

'এটা একটা দুঃস্বপ্ন,' বলল স্যাম মিডোস। 'এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

আমারও না, মনে মনে বলল কেলি। 'স্যাম, তোমাকে একটা কথা বলি। আমার ধারণা মার্ক খুন হয়েছে।'

স্যাম মিডোসের জবাব কেথিলর শিরদাঁড়ায় বরফ জল ঢেলে দিল 'আমারও তাই ধারণা

মুখে রা ফোটাতে রীতিমতো কষ্ট হলো কেলির। 'কী ঘটেছে আমাকে জানতেই হবে। আমাকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে?'

'ফোনে এ বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত হবে না, কেলি।'

কণ্ঠে নিরাসক্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল স্যাম।

'আ—আমি বুঝতে পারছি।'

'আজ রাতে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি না কেন দুজনে? তুমি আমার বাসায় চলে এসো। ডিনার খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

'বেশ।'

'সাতটায়?'

'আচ্ছা.' বলল কেলি।

ফোন অফ করে দিল কেলি। 'আজ রাতে কিছু প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব আশা করছি।'

'তুমি তোমার কাজ সারো আমি এই ফাঁকে বার্লিন থেকে ঘুরে আসি। ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগের সঙ্গে যারা কাজ করত তাদের সঙ্গে কথা বলব।'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল কেলি।

ডিয়ানে আড়চেখে তাকাল ওর দিকে। 'কী হলো?'

'কিছু না। আমরা— আমরা চমৎকার একটা টিম হয়ে গেছি। এখন ছাড়াছাড়িটা মোটেই ভাল্লাগছে না। চলো না, একসঙ্গে প্যারিসে যাই। তারপর—'

হাসল ডিয়ানে। 'আমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না, কেলি। স্যাম মিডোসের সঙ্গে কথা বলার পরে আমাকে ফোন কোরো। বার্লিনে তোমার সঙ্গে দেখা করা যায়। আশা করি ততক্ষণে কিছু খবর আমি পেয়ে যাব। আমাদের কাছে ফোন তো রইলই। কাজেই যোগাযোগে কোন সমস্যা হবে না। তুমি আজ রাতে কী তথ্য জোগাড় করতে পারলে তা শোনার জন্য মুখিয়ে থাকব আমি।'

ওরা পৌঁছে গেল প্যারিসে।

ডিয়ানে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ বুলাল। 'সিত্রোর কোন চিহ্ন নেই। 'যাক অবশেষে ওদের নাগাল থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা, তোমাকে কোথায় নামিয়ে দেব?'

কেলি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওরা লা প্লেন ডি লা কনকর্ডের কাছে চলে এসেছে।

'ডিয়ানে, তুমি আমাকে এখনে নামিয়ে দিয়ে চলে যাও। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাসায় চলে যাই।'

'আর ইউ শিওর, পার্টনার?'

'আয়াম শিওর, পার্টনার।'

'সাবধানে থেকো।'

'তুমিও থেকো।'

দুই মিনিট পরে ট্যাক্সি নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ছুটল কেলি। বাড়ি ফেরার আনন্দে ভরে আছে বুক। খানিক বাদে ও স্যাম মিডোসের বাসায় যাবে ডিনারে।

কেলির অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামল ট্যাক্সি। স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল ও। বাড়ি ফিরেছে কেলি। দারোয়ান খুলে দিল দরজা।

কেলি বলতে যাচ্ছিল, 'আমি এসে পড়েছি, মার্টিন—' থেমে গেল। দারোয়ান নতুন লোক।

'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম।'

'গুড আফটারনুম। মার্টিন কোথায়?'

'মার্টির আর এখানে কাজ করে না। চলে গেছে।'

বিস্মিত কেলি। 'তাই নাকি?'

'ম্যাডাম, আমি জেরোমি মালো।'

মাথা ঝাঁকাল কেলি।

লবিতে পা বাড়াল ও। রিসেপশন ডেস্কে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, রোগা এক লোক। তার পাশে নিকোল পারাডিস সুইচ বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত।

অচেনা লোকটা হাসল। 'গুড ইভনিং, ম্যাডাম হ্যারিস। আমরা আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আলফোনসো গিরুয়ার্ড, বিল্ডিং সুপারিনটেনডেন্ট।'

কেলি চারপাশে চোখ বুলাল। হতভম্ব। 'ফিলিপ্পি সেন্ডর কোথায়?'

'অ. ফিলিপ্পি তার পরিবার নিয়ে স্পেনে চলে গেছে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বোধহয় ব্যবসায়িক কোন কাজে।'

সতর্ক ঘণ্টা বাজল কেলির বুকে। 'আর ওদের মেয়ে?'

'সেও ওদের সঙ্গে গেছে।'

ফিলিপ্পির কথাগুলো মনে পড়ল কেলির। 'জানেন, আমার মেয়ে লা সরবর্নে ভর্তি হওয়ার চান্স পেয়েছে? এ যেন স্বপ্ন সত্যি হলো।' কেলি গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। 'কবে গেল?'

'দিন কয়েক আগে। তবে চিন্তা করবেন না, ম্যাডাম, আপনার যত্-আত্তির কোন ত্রুটি হবে না। আপনার অ্যাপার্টমেন্ট আমরা গুছিয়ে রেখেছি।'

সুইচ বোর্ডে ব্যস্ত নিকোল প্যারাডিস মুখ তুলে চাইল।

'ওয়েলকাম হোম।' কিন্তু মেয়েটার চোখ বলছে অন্য কথা।

'অ্যাঞ্জেল কোথায়?'

'ওহ্, আপনার ছোট্ট কুকুরটা? ওকে ফিলিপ্পি সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

তীব্র ভয়ের একটা ঢেউ কাঁপিয়ে দিল কেলিকে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'তাহলে চলুন যাই, ম্যাডাম? আপনার জন্য ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ আছে।'

তা তো থাকবেই, ঝড়ের গতিতে চলছে কেলির মস্তিস্ক।

'হুঁ। এক মিনিট ট্যাকিএত আমি একটা জিনিস ফেলে এসেছি। আসছি।'

গিরুয়ার্ড কিছু বলার আগেই লবি থেকে এক ছুটে বেরিয়ে এল কেলি, পরক্ষণে রাস্তায়।

জেরোমি মালো এবং আলফানসো পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল কেলির দিকে। কেলিকে এখন আর বাধা দেয়ার উপায় নেই। সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে।

মাই গড! ওরা ফিলিপ্পি আর তার পরিবারের কী হাল করেছে কে জানে! আর অ্যাঞ্জেল? ভাবছে কেলি।

'কোথায় যাবেন, মাদ মোয়াজ্জেল?'

'চালাতে থাকুন,' স্যামের কাছে যাব, কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। কিন্তু হাতে এখনও চার ঘণ্টা সময় আছে...

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফোনে কথা বলছে স্যাম মিডোস। ...জি, ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছি। আমি সবরকম ব্যবস্থা করে রাখব, চিন্তা করবেন না...ও কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে আমার বাসায়। আমরা একসঙ্গে ডিনার করব...জি...ওর লাশ সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাও করে ফেলেছি...ধন্যবাদ...সে আপনার অশেষ দয়া, মি. কিংসলে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল স্যাম মিডোস। ঘড়ি দেখল। ওর ডিনারের অতিথিটি অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে।

ছত্রিশ
বার্লিন, জার্মানী

বার্লিনের টেম্পেলহফ এয়ার পোর্টে পৌঁছল ডিয়ানে। ট্যাক্সির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হলো। পনের মিনিট পরে এল ওর পালা।

ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, *'Wotin?'*

'ইংরেজি জানো?'

'অবশ্যই জানি, ফ্রাউলিন।'

'কেমপিনস্কি হোটেল, প্লিজ।'

'Ja wohl.

পঁচিশ মিনিট পরে হোটেলে উঠল ডিয়ানে।

'আমার একটি গাড়ি দরকার, ড্রাইভার সহ।'

'পাবেন, ফ্রাউলিন,' নীচের দিকে তাকাল ক্লার্ক।

'আপনার ব্যাগেজ?'

'আসছে।'

গাড়ি আসার পরে ড্রাইভার জানতে চাইল, 'কোথায় যাবেন, ফ্রাউলিন?'

একটু ভেবে জবাব দিল ডিয়ানে, 'একটু ঘোরাঘুরি করব।'

'আসুন। বার্লিনে ঘুরে দেখার মতো অনেক কিছু আছে।'

ডিয়ানের কাছে বার্লিন একটি বিস্ময়ের শহর। ও জানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবল বোমা বর্ষণে শহরটি প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বার্লিন এখন লাবণ্যে ঢলঢল একটি শহর। চারপাশে গজিয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়, আধুনিক দালান-কোঠা, বাতাসে সাফল্য ও সমৃদ্ধির গন্ধ।

রাস্তাগুলোর নাম বড় খটোমটো, উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায় Windscheidstrarse, Regensburgerstrasse, Lutzowufer...

গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার পার্ক এবং ভবনগুলোর ইতিহাস বর্ণনা করে চলল। তবে তার কথা কানে যাচ্ছে না ডিয়ানের। ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগ যেখানে কাজ করত সেখানকার লোকজনের সঙ্গে ওর কথা বলা দরকার। ওরা ফ্রাঞ্জের ব্যাপারে কী জানে জানা প্রয়োজন। ইন্টারনেট বলছে, ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগের স্ত্রী খুন হয়েছে আর ফ্রাঞ্জ নিখোঁজ।

ডিয়ানে সামনে ঝুঁকে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'সাইবারলিন কম্পিউটার ক্যাফেটা চেনা?'

'চিনি, ফ্রাউলিন।'

'আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

'ওটা খুব চমৎকার জায়গা। আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ওখানে পেয়ে যাবেন।'

আশা করি, মনে মনে বলল ডিয়ানে।

ম্যানহাটানের ক্যাফের মতো অত বড় নয় সাইবারলিন ক্যাথে। তবে এখানকার ব্যস্ততাও কম নয়।

ডিয়ানে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে, এক মহিলা আবির্ভূত হলো। দশ মিনিটের মধ্যে একটি কম্পিউটার খালি হচ্ছে।'

'ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল ডিয়ানে।

'আমিই ম্যানেজার।'

'ওহ্।'

'কী ব্যাপারে কথা বলতে চাইছেন?'

'সোনজা ভারব্রুগের ব্যাপারে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল মহিলা। 'সোনজা ভারব্রুগ এখানে কাজ করে না।'

'জানি আমি,' বলল ডিয়ানে। 'সে মারা গেছে। সে কীভাবে মারা গেল জানতে এসেছি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডিয়ানেকে লক্ষ করছে মহিলা। 'অ্যাক্সিডেন্টে। পুলিশ তার কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করার পরে দেখতে পায়—' ভীরু একটা ভাব ফুটল চেহারায়। 'আপনি একটু দাঁড়ান, ফ্রাউলিন। আমি একজনকে ফোন করছি। সে আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। আমি আসছি এখুনি।'

মহিলা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই ডিয়ানে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এল। ঢুকল গাড়িতে। এখানে এসে কোন লাভ হলো না। ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল ও।

টেলিফোন বুক ঘেঁটে KIG'র নাম্বার বের করল ডিয়ানে। ডায়াল করল।

' KIG বার্লিন।'

ডিয়ানে বলল, 'আমি কি ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে পারি, প্লিজ?'

'কে বলছেন?'

'সুসান স্টাটফোর্ড।'

'এক মিনিট, প্লিজ।'

৭

ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

ট্যানারের অফিসে জ্বলে উঠল নীল আলোটি। ট্যানার তার বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ডিয়ানে স্টিভেনস ফোন করেছে। দেখা যাক, আমরা ওকে সাহায্য করতে পারি কিনা।' লাউড স্পিকার অন করল সে।

KIG অপারেটরের গলা ভেসে এল। 'ওঁর সেক্রেটারি এখানে নেই। তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলবেন?'

'জি, প্লিজ।'

'এক মিনিট।'

মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল। 'হেইডি ফ্রস্ক বলছি। আপনার জন্য কী করতে পারি, বলুন?'

ডিয়ানে একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি সুসান স্টাট ফোর্ড। আমি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক। সম্প্রতি KIG'র কয়েকজন কর্মীর আকস্মিক মৃত্যুর বিষয়ে আমরা একটি স্টোরী করছি। আপনার একটি ইন্টারভিউ করতে চাই। কথা বলা যাবে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না—'

'কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনের জন্য...'

ট্যানার কান খাড়া করে শুনছে।

'লাঞ্চের সময় আসি? তখন ফ্রি আছেন?'

'দুঃখিত, না।'

'তাহলে ডিনারের সময়?'

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব এল, 'হয়তো তখন ম্যানেজ করতে পারব।'

'রকেনডর্ফে খুব ভালো একটি রেস্টুরেন্ট আছে। ওখানে সাক্ষাৎ করা যায়।'

'আচ্ছা।'

'সাড়ে আটটায়?'

'ঠিক আছে।'

ট্যানার ঘুরল অ্যান্ড্রুর দিকে। 'আগেই যে কাজটি করা উচিত ছিল আমি এখন তা করতে যাচ্ছি। গ্রেগ হলিডেকে বলে দিচ্ছি মেয়েটার ব্যবস্থা নিতে। ও কখনও আমার কাজে ব্যর্থ হয়নি।

সাঁইত্রিশ
প্যারিস, ফ্রান্স

স্যাম মিডোসের বাড়ি ফোর্থ অ্যারন্ডডিসমেন্টের ১৪, রু ডু বুর্গ-টিবুর্গে। দরজর সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে কেলি। অবশেষে একটা উপসংহারে পৌঁছাতে যাচ্ছে ওরা। ধাওয়ার অবসান ঘটতে চলেছে, কয়েকটি প্রশ্নের জবাব পাবে ও। কিন্তু জবাবগুলো শুনতে যে ভয় করছে কেলির!

কেলি ডোরবেল বাজাল। দরজা খুলে দিল স্যাম মিডোস। ওকে দেখেই সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। আনন্দ ও স্বস্তি বোধ হচ্ছে মার্কের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটিকে দেখে।

'কেলি!' ওকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বাঁধল স্যাম।

'ওহ্, স্যাম।'

কেলির হাত ধরল স্যাম। 'এসো, ভেতরে এসো।'

কেলি ঘরে ঢুকল। দু' শয়ন কক্ষের সুন্দর একটি অ্যাপার্টমেন্ট। আগে এখানে এক অভিজাত ফরাসি থাকতেন।

ড্রইংরুমটি সুপ্রশস্ত, দামী ফরাসি আসবাবে সজ্জিত। ওক কাঠের একটি বারও আছে। দেয়ালে ঝুলছে ম্যান রে এবং অ্যাডলফ উলফির আঁকা ছবি।

'মার্কের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার যে কী খারাপ লেগেছে তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না,' ভাঙা গলায় বলল স্যাম।

কেলি ওর হাতে মৃদু চাপড় দিল। ফিসফিস গলায় বলল, 'জানি আমি।'

'এ অবিশ্বাস্য।'

'কী ঘটেছে জানার চেষ্টা করছি আমি,' বলল কেলি।

'এ জন্যেই এখানে এসেছি। আশা করি তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

সোফায় বসল কেলি। স্যামের চেহারা থমথমে। সে বলল, 'আসল ঘটনা কেউ জানে না। মার্ক একটি গোপন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিল। KIG'র আরও দু তিনজন লোকও জড়িত ছিল এ প্রজেক্টে। ওরা বলছে আত্মহত্যা করেছে মার্ক।'

'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না,' তীব্র রোষ নিয়ে বলল কেলি।

'আমিও না,' নরম গলায় বলল স্যাম। 'আসল কারণটা কী জান? আসল কারণ হলে তুমি।'

অবাক কেলি, 'ঠিক বুঝলাম না...

'তোমার মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে মার্ক কী করে ছেড়ে যেতে পারে?'

কেলির দিকে এগিয়ে এল স্যাম। 'যা ঘটেছে তা বিরাটএকটা ট্রাজেডি, কেলি। তবু জীবন তো চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই না?' কেলির হাতে হাত রাখল সে। 'আমাদের সবারই কাউকে না কাউকে প্রয়োজন, ঠিক কিনা? ও চলে গেছে। কিন্তু আমি তো আছি। তোমার মতো মেয়ের দরকার একজন পুরুষ।'

'আমার মতো মেয়ে মানে?'

'মার্ক আমাকে বলেছে তুমি বিছানায় খুব সেক্সি। বলেছে তুমি রমণ খুব পছন্দ কর।'

কেলি বিস্মিত চোখে স্যামের দিকে তাকাল। মার্ক এরকম কথা বলতেই পারে না। মার্ক ওদের যৌনজীবন নিয়ে কারও সঙ্গে শেয়ার করবে না।

স্যাম কেলির কাঁধে হাত রাখল। 'হ্যাঁ, মার্ক আমাকে এসব কথা বলেছে। বলেছে বিছানায় তুমি অসাধারণ।'

কেলি বিপদের গন্ধ টের পেল।

স্যাম বলল, 'আর কেলি, তোমাকে একটু স্বস্তি দেয়ার জন্য বলছি, মার্ক খুব বেশি কষ্ট পেয়ে মারা যায়নি।'

স্যাম মিডোসের চোখের দিকে তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে ফেলল কেলি।

'একটু পরেই ডিনার খাব,' বলল স্যাম। 'তার আগে বিছানায় গিয়ে খিদেটা একটু চাগিয়ে নিই না কেন?'

কেলির মনে হলো ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। বহু কষ্টে মুখে হাসি ফোটাল। 'তা অবশ্য মন্দ হয় না,' দ্রুত চলছে ওর মস্তিস্ক। বিশালদেহী স্যামের সঙ্গে হাতাহাতিতে ও পারবে না। তা ছাড়া মারামারি করার জন্য কোন অস্ত্রও নেই। ওর গায়ে হাত বুলাতে শুরু করেছে স্যাম। 'তোমার পাছাটা দারুণ, বেবী। আগে তোমার পাছা দিয়ে শুরু করব।'

হাসল কেলি। 'তাই?' নাক টানল ও। 'আম্মার খুব খিদে পেয়েছে। খাবারের গন্ধ পাচ্ছি যেন।'

'ডিনারের খুশবু।'

স্যাম বাধা দেয়ার আগেই চট করে উঠে দাঁড়াল কেলি, হনহন করে এগোল কিচেনে। ডিনার টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় লক্ষ করল মাত্র একজনের জন্য খাবার বেড়ে রাখা হয়েছে।

ঘুরল কেলি। স্যাম ড্রইংরুমের দরজায় তালা মারছে। চাবিটা ফেলর একটা দেরাজে।

কিচেনের চারপাশে চোখ বুলাল কেলি। অস্ত্র খুঁজছে। কোন্ ড্রয়ারে ছুরি আছে জানে না ও। কাউন্টারে পাস্তার একটি বাক্স। স্টোভে টগবগ করে ফুটছে পানি, পাশে

ছোট একটি পাত্রে লাল সস রান্না হচ্ছে।

স্যাম ঢুকল কিচেনে। জড়িয়ে ধরল কেলিকে।

কেলি পাত্তা না দেয়ার ভান করল। স্টোভের সসের দিকে তাকাল। 'দেখেই তো খেতে মন চাইছে।'

ওর শরীরে অবাধ্য হয়ে উঠেছে স্যামের হাত।

'তা তো মনে হবেই। বিছানায় তুমি কী করতে চাও, বেবী?'

কেলি মৃদু গলায় বলল, 'সবকিছু। মার্কের সঙ্গে এমন কিছু কাণ্ড করতাম যে ও সুখে পাগল হয়ে যেত।'

চকচক করে উঠল স্যামের চোখ। 'কী করতে শুনি?'

'গরম, ভেজা কাপড় নিতাম—' সিঙ্কের পাশে নরম একখণ্ড কাপড় চোখে পড়ল কেলির। 'দেখাচ্ছি তোমাকে। প্যান্ট খুলে ফেলো।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল স্যাম। 'খুলছি।' ট্রাউজার্স খুলে ফেলল সে। পরনে শুধু বক্সার শর্টস।

'ওটাও খোলো।'

শর্টস খুলে ফেলল স্যাম। ওর পুরুষাঙ্গ প্রকাণ্ড, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

কেলি প্রশংসার গলায় বলল, 'বাহ্, বেশ, বেশ...' বাম হাতে নরম কাপড়টা নিল ও আর ডান হাতে ফুটন্ত পানির পাত্র। পরমুহূর্তে গরম পানির পুরোটা ঢেলে দিল স্যামের দুই উরুর মাঝখানে।

গগনবিদারী চিৎকার দিল স্যাম। কেলি দরজা খুলে বেরুচ্ছে শুনল তীব্র ব্যথায় আহত পশুর মতো তখনও গোঙাচ্ছে স্যাম মিডোস।

আটত্রিশ
বার্লিন, জার্মানী

জার্মানীর অন্যতম প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্ট রকেনডর্ফ। এর অসাধারণ সাজসজ্জা বার্লিনের সমৃদ্ধিরই প্রতীক। ডিয়ানে রেস্টুরেন্টে ঢুকলে এক পরিচারক এগিয়ে এল।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমার একটি রিজার্ভেশন আছে। স্টিভেনস নামে। মিস ফঙ্ক এখানে আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'এই পথে, প্লিজ।'

পরিচারক কিনারের একটি টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল ডিয়ানেকে। ডিয়ানে সতর্ক চোখ বুলাল চারপাশে। রেস্টুরেন্টে খদ্দেরের সংখ্যা জলা চল্লিশ, বেশিরভাগ ব্যবসায়ী। ডিয়ানের টেবিলের ওপাশে দামী পোশাক পরা, সুদর্শন এক পুরুষ একা বসে ডিনার করছে।

ডিয়ানে হেইডি ফ্রঙ্কের কথা ভাবছে। এ মেয়ে ওকে কতটুকু তথ্য দিতে পারবে?

ওয়েটার ডিয়ানেকে মেনু ধরিয়ে দিল। *'Bitte'*

'ধন্যবাদ।'

ডিয়ানে মেনুতে চোখ বুলাল Lebekas, Kanodel Haxen, Labskaus... এসব খাবার ওর একদমই পরিচিত নয়। হেইডি ফ্রঙ্ক এলে অর্ডার দিতে পারবে।

ডিয়ানে ঘড়ি দেখল। হেউডি দেরি করে ফেলছে। ওর কুড়ি মিনিট আগে আসার কথা। টেবিলে আবার উদয় হলো ওয়েটার। 'আপনি কি এখন অর্ডার করবেন, ফ্রাউলিন?'

'না, আমার গেস্ট আসুক। তারপর।'

টিকটিক করে বয়ে চলল সময়। ডিয়ানের আশংকা জাগছে কোথাও কোন ভজকট হয়ে গেল কিনা ভেবে।

পনের মিনিট পরে আবার এল ওয়েটার। 'আপনার জন্য কিছু আনব?'

'না, ধন্যবাদ। আমার গেস্ট যে কোন সময় চলে আসবেন।'

রাত ন'টা বেজে গেল। হেউডি ফ্রঙ্কের তখনও দেখা না পেয়ে হতাশ ডিয়ানে বুঝতে পারল ও মেয়ে আর আসছে না।

ডিয়ানে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল দরজার ধারে একটি টেবিলে দুজন লোক বসেছেথ। সস্তা জামা গায়ে, চোয়াড়ে চেহারা। দেখেই বোঝা যায় গুণ্ডা। এক ওয়েটার লোক দুটোর টেবিলে গেল অর্ডার নিতে। লোকগুলো দূরদূর করে তাড়িয়ে দিল ওয়েটারকে। খেতে আসেনি ওরা। মুখ ঘুরিয়ে বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকাল ডিয়ানের দিকে। প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে ডিয়ানে উপলব্ধি করল ডিয়ানে ও একটা ফাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফাঁদটা পেতেছে হেইডি ফ্রঙ্ক।

বুকের মধ্যে কলজেটা উন্মাদের ত এমন লাফাতে লাগল ডিয়ানের মনে হলো ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। পালাবার রাস্তা খুঁজল। নেই। ও এখানে কতক্ষণ বসে থাকবে, বেরুতে তো হবেই। নইলে ওরা ওপর হামলা চালাবে। মোবাইলে কাউকে ফোন করা যায় কিনা ভাবল একবার। কিন্তু এমন কাউকে মনে পড়ল না যে ওকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

ডিয়ানে মরিয়া হয়ে ভাবছে এখান থেকে আমাকে বেরুতেই হবে। কিন্তু কীভাবে?

ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল ও। নজর আটকে গেল একাকী সুদর্শন পুরুষটির ওপর। সে কফি পান করছে।

ডিয়ানে তার দিকে তাকিয়ে উপহার দিল হাসি। 'গুড ইভনিং।'

অবাক হয়েছে লোকটা, খুশিও। 'গুড ইভনিং।'

ডিয়ানের ঠোঁটে আমন্ত্রণ। 'দেখতে পাচ্ছি আমরা দুজনেই একা।'

'জি।'

'আমার সঙ্গে যোগ দিতে আপত্তি নেই তো?'

একটু ইতস্তত করে লোকটা হাসল। 'নিশ্চয় না।' চেয়ার ছাড়ল সে। চলে এল ডিয়ানের টেবিলে।

'একা একা খেতে মজা নেই, তাই না?' হালকা গলায় বলল ডিয়ানে।

'একদম ঠিক বলেছেন। একদম মজা নেই।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'ডিয়ানে স্টিভেনস।'

'গ্রেগ হলিডে।'

প্যারিস, ফ্রান্স

স্যাম মিডোসের নগ্ন চেহারা হতভম্ব করে তুলেছে কেলি হ্যারিসকে। স্যামের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার পর সারাটা রাত সে মন্টমার্তের রাস্তায় হেঁটে বেরিয়েছে, বারবার তাকিয়েছে পেছন ফিরে, ভয় পাচ্ছিল কেউ ওর পিছু নিয়েছে কিনা। কী ঘটছে তা না জেনে আমি প্যারিস ছাড়ছি না, প্রতিজ্ঞা করল কেলি।

ভোরবেলায় ছোট একটি ক্যাপেতে ঢুকল ও। কফি খেল। হঠাৎ ওর সমস্যার সমাধানের রাস্তা পেয়ে গেল। মার্কের সেক্রেটারি। মার্ককে খুব পছন্দ করত মেয়েটা। কেলি নিশ্চিত এ মেয়ে ওকে জানপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে।

সকাল ন'টায় টেলিফোন বুথ থেকে কেলি ফোন করল। পরিচিত নাম্বারে ডায়াল করতেই ফরাসি উচ্চারণে সাড়া দিল অপারেটর। 'কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ।'

'আমি ইভোন রেনেসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'Un moment, Sil vous Plait.

এক মুহূর্ত পরে কেলি ইভোনের গলা শুনতে পেল।

'ইভোন রেনেস। কে বলছেন, প্লিজ?'

'ইভোন, আমি কেলি হ্যারিস।'

চেঁচিয়ে উঠল ইভোন। 'ওহ্! মিসেস হ্যারিস—'

ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

ট্যানার কিংসলের অফিসে একটি নীল আলো জ্বলে উঠল।

ফোন তুলল ট্যানার। প্যারিসে ইভোনের সঙ্গে কেলির কথোপকথন শুনছে।

'মি. হ্যারিসের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। আপনাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই, মিসেস হ্যারিস।'

'ঠিক আছে, ইভোন। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। কোথাও বসে কথা বলা যায়? লাঞ্চে ফ্রি আছ?'

'জি।'

'কোন পাবলিক প্লেসে?'

'লো সিয়েল ডি প্যারিস চেনেন? ওটা লা টু'র মন্তপারনাসে।'

'চিনি।'

'বেলা বারোটায়?'

'আচ্ছা। ওখানেই দেখা হবে।'

ট্যানার কিংসলের ঠোঁট বেঁকে গেল পাতলা হাসির ভঙ্গিতে।

তোমার জীবনের শেষ লাঞ্চটা খেয়ে নাও, মনে মনে বলল ও। একটি ড্রয়ার খুলল সে, বের করে আনল সোনালি রঙের টেলিফোন।

অপর প্রান্ত থেকে সাড়া এল, 'মর্নিং, ট্যানার।'

'ভালো খবর আছে। ইটস ওভার। ওদের দুজনকেই বাগে পেয়েছি।'

ও প্রান্তের কথা কিছুক্ষণ শুনল সে, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'জানি আমি। যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে একটু বেশি সময় লেগে গেল। তবে এবারে আমরা এগোনোর জন্য প্রস্তুত...আমিও তাই ভাবছি...বিদায়।'

প্যারিস, ফ্রান্স

লা টুর মন্তপারনাস ইস্পাত এবং কাচ দিয়ে তৈরি ৬৯০ ফুট উঁচু একটি ইমারত। ভবনটি নানান অফিসের কর্মব্যস্ততায় ভরপুর।

ছাপ্পান্ন তলায় উঠে এল কেলি। এখানেই বার এবং রেস্টুরেন্ট। ইভোন এল পনের মিনিট পরে। দেরি হবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল।

ইভোনের সঙ্গে কেলির এর আগে মাত্র দু'একবার দেখা হয়েছে। তবে মহিলার কথা মনে আছে ওর। ইভোন ছোটখাট গড়নের, চেহারাটা মিষ্টি। মার্ক প্রায়ই গল্প করত ইভোন সেক্রেটারি হিসেবে খুব দক্ষ।

'তুমি এসেছো বলে ধন্যবাদ,' বলল কেলি।

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। মি. হ্যারিসের জন্য কিছু করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। এত চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন তিনি। অফিসের সবাই তাঁকে খুব পছন্দ করত। যা ঘটেছে— কারও তা বিশ্বাস হবে না।'

'এজন্যই তোমাকে ডেকেছি, ইভোন। তুমি তো আমার স্বামীর সঙ্গে পাঁচ বছর কাজ করেছ তাই না?'

'জি।'

'তাহলে তো তুমি ওকে ভালোই চিনতে, জানতে?'

'তা তো বটেই।'

'গত কয়েক মাসে ওর আচরণে অদ্ভুত কোন কিছু চোখে পড়েছে তোমার? মানে ওর কথাবার্তা কিংবা চালচলনে?'

ইভোন কেলির চোখে তাকিয়ে জবাব দিতে পারল না। 'না মানে...

কেলি ব্যাকুল গলায় বলল, তুমি যা জান বলো। এতে ঘটনাটা বুঝতে পারব আমি।' নিজেকে শক্ত করে পরবর্তী প্রশ্নটি করল ও। 'মার্ক কি ওলগাকে নিয়ে কখনও কথা বলেছে তোমার সঙ্গে?'

ইভোন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কেলির দিকে। 'ওলগা? না তো!'

'ওলগাকে তুমি চেন না?'

'না, তার নামই শুনলাম এই প্রথম।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কেলি। ঝুঁকে এল সামনে।

'ইভোন, তুমি কি কোন কিছু আমার কাছে লুকোচ্ছ?'

'আ, ইয়ে...'

ওয়েটার এল ওদের টেবিলে। চলে গেল অর্ডার নিয়ে।

কেলি তাকাল ইভোনের দিকে। 'তুমি যেন কী বলতে চাইছিলে?'

'মারা যাবার কয়েকদিন আগে, খুব নার্ভাস লাগছিল মি. হ্যারিসকে। আমাকে ওয়াশিংটন যাওয়ার প্লেনের টিকেট করতে বলেছিরেন।'

'সে আমি জানি। আমি ভেবেছি ওটা রুটিন বিজনেস ট্রিপ।'

'কেন ও ওয়াশিংটনে যেতে চেয়েছিল জান?'

'না। হঠাৎ যেন সবকিছু গোপন করতে চাইছিলেন মি. হ্যারিস। আমি এর বেশি কিছু জানি না।'

কেলি আরও ঘণ্টাখানেক জেরা করল ইভোনকে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পেল না। ইভোন শুধু জানাল মার্ককে কয়েকজন বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন করেছিল।'

লাঞ্চ শেষ করে কেলি বলল, 'আমাদের এ মীটিং-এর কথা কাউকে না বললে আমি খুশি হবো, ইভোন।'

'আমি কাউকে বলব না, মিসেস হ্যারিস।' খাড়া হলো সে। 'আমাকে অফিসে ফিরতে হবে।'

চলে গেল ইভোন।

ওয়াশিংটনে কার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চেয়েছিল মার্ক? ভাবছে কেলি। জার্মানী, ডেনভার এবং নিউইয়র্ক থেকে কারা ওকে ফোন করত?

লিফটে চড়ে লবিতে নেমে এল কেলি।

ডিয়ানেকে ফোন করব। দেখি ও কোন খবর-টবর জোগাড় করতে পারল কিনা—কেলির ভাবনাটা বাধা পেল। বিল্ডিংয়ের ফ্রন্ট এন্ট্রান্স এসেছে ও, দেখতে পেয়েছে লোকগুলোকে। দরজার দুপাশে পাহাড়ের মতো বিশাল শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। কেলির দিকে একবার তাকাল তারা, তারপর মুচকি হেসে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। কেলি যদ্দুর জানে কাছে পিঠে বেরুবার কোন রাস্তা নেই। ইভোন কি আমার সঙ্গে বেঈমানি করল? ভাবছে কেলি।

লোক দুটো কেলির দিকে পা বাড়িয়েছে। সামনের লোকজন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে।

কেলি উন্মাদের মতো চারপাশে তাকাল। সেঁধিয়ে গেল দেয়ালে। হাতটা ঠাস করে কীসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেল। তাকাল ফায়ার অ্যালার্ম। লোকদুটো কাছিয়ে এসেছে, কেলি ফায়ার অ্যালার্মের সঙ্গে রাখা ছোট হাতুড়িটা দিয়ে এক বাড়িতে ভেঙে

ফেলল অ্যারার্মের কাচ। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেরে কান ফাটানো আওয়াজ বেজে উঠল অ্যালার্ম।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল কেলি, 'আগুন! আগুন!'

সাথে সাথে গোটা ভবনে ছড়িয়ে পড়ল আতংক। অফিস দোকান এবং রেস্টুরেন্ট থেকে ছুটে বেরুতে লাগল মানুষজন, দরজা লক্ষ্য করে ছুটছে সবাই। মুহূর্তের মধ্যে হলঘর লোকে লোকারণ্য, সবাই একসঙ্গে দরজার দিয়ে বেরুনোর জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। বিশালদেহী লোকদুটো ভিড়ের মধ্যে খুঁজছিল কেলিকে। কেলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ওখনে এসে দেখল নেই সে, অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বার্লিন, জার্মানী

'এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম,' গ্রেগ হডিকে বলল ডিয়ানে। 'মনে হচ্ছে সে আর আজ আসবে না।'

'খুব খারাপ। বার্লিনে কি ঘুরতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শহরটি বেশ সুন্দর। আমি বিবাহিত না হলে সানন্দে আপনাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাতাম। তবে বার্লিনে দেখার মতো অনেক জায়গাই আছে। আমি কয়েকটির নাম বলতে পারি। আপনি ওসব জায়গায় যেতে পারেন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' অন্যমনস্ক গলায় বলল ডিয়ানে। প্রবেশপথে তাকাল আড়চোখে। সেই লোকদুটো বেরিয়ে যাচ্ছে দরজা খুলে। ওরা নিশ্চয় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। এবারে উঠতে হবে ডিয়ানেকে।

'আমি আসলে একটা দলের সঙ্গে এসেছি এখানে,' বলল ডিয়ানে। ঘড়ি দেখল, 'ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতেন—'

'নিশ্চয়।'

ওরা একটু পরে পা বাড়াল দরজায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ডিয়ানে। লোক দুটো ওকে একা পেলে হয়তো হামলা করত কিন্তু সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষকে দেখলে সে সাহস নিশ্চয় করবে না। তাহলে লোকজনের চোখে পড়ে যাওয়ার বিপদ আছে।

ডিয়ানে এবং গ্রেগ হলিডে রেস্টুরেন্টের বাইরে পা রাখল। সেই লোকদুটোর টিকিটির চিহ্নও নেই আশপাশে। রেস্টুরেন্টের সামনে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছনে একটি মার্সিডিস।

ডিয়ানে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল, মি. হলিডে। আশা করি—'

হলিডে হেসে ওর হাত ধরল, এত জোরে চাপ দিল, ডিয়ানে ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

চমকে গেছে ডিয়ানে, 'কী—?'

'গাড়িটা ব্যবহার করি না কেন আমরা?' মৃদু গলায় বলল সে, ডিয়ানেকে টানতে

টানতে নিয়ে চলেছে মার্সিডিসের দিকে। বজ্রমুষ্ঠি আঁকড়ে ধরে রেখেছে ওর হাত।

'না, আমি যাব না—'

মার্সিডিসের সামনে এসে ডিয়ানে দেখর রেস্টুরেন্টের সেই লোকদুটো গাড়ির ফ্রন্ট সীটে বসে রয়েছে। আতংকিত ডিয়ানে তক্ষুনি দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিল, প্রচণ্ড ভয়ে অবশ হয়ে এল শরীর।

'প্লিজ,' বলল ও। 'না, আমি—' ওকে ধাক্কা মেরে তুলে দেয়া হলো গাড়িতে।

গ্রেগ হলিডে ডিয়ানের পাশে বসল, বন্ধ করে দিল দরজা।

'Schnell!'

চলতে শুরু করল গাড়ি, ডিয়ানের সারা শরীরে কাঁপুনি উঠে গেছে। 'প্লিজ—'

গ্রেগ হলিডে ওর দিকে ফিরল। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল। 'তুমি রিল্যাক্স করতে পার। আমি তোমাকে মারব না। কথা দিচ্ছি, কালকের মধ্যে তুমি তোমার বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

সে ড্রাইভারের সীটের সঙ্গে লাগোয়া কাপড়ের পকেট থেকে একটি হাইপডারমিক সিরিঞ্জ বের করল।

'তোমাকে একটা ইনজেকশন দেব। কোন ক্ষতি হবে না।

দু'এক ঘণ্টা শুধু ঘুমাবে।'

ডিয়ানের কব্জির দিকে সে হাত বাড়াল।

'Scheisse!' চেঁচিয়ে উঠল গাড়ির ড্রাইভার। কোত্থেকে ভোজবাজির মতো এক পথচারী উদয় হয়েছে মার্সিডিসের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল ড্রাইভার। হলিডের মাথাটা দুম করে বাড়ি খেল হেডরেস্টের ধাতব কাঠামোয়।

উঠে বসার চেষ্টা করছে গ্রেগ, বোঁ বোঁ ঘুরছে মাথা। ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়ল, 'কী–?'

ডিয়ানে গ্রেগের হাইপডারমিক সিরিঞ্জ ধরা হাতটা খামচে ধরল, কব্জিতে একটা মোচড় দিয়েই সুই ঢুকিয়ে দির মাংসে।

গ্রেগ হলিডে খোঁচা খেয়ে তাকাল ডিয়ানের দিকে। 'না!' আর্তনাদ ছাড়ল সে।

আতংক নিয়ে ডিয়ানে দেখল গ্রেগের শরীরে প্রবল খিঁচনি উঠে গেছে। শরীর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল তার, মুখটা বিকৃত দেখাল প্রবল যন্ত্রণায়। তারপর এলিয়ে পড়ল সিটের গায়ে। মারা গেছে। সামনের সিটে বসা লোক দুটো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কী হচ্ছে দেখার জন্য। ততক্ষণে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়েছে ডিয়ানে। একটু পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বিপরতি দিকে ছুটল ও।

উনচল্লিশ

মোবাইল ফোনের আওয়াজে চমকে গেল কেলি। সাবধানে বলল, 'হ্যালো।'

'হাই, কেলি।'

'ডিয়ানে! কোথায় তুমি?'

'মিউনিখ। তুমি?'

'ফেরিতে। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ডোভার যাচ্ছি।'

'স্যাম মিডোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেমন হলো?'

কেলি যেন এখনও শুনতে পাচ্ছে স্যামের তীব্র চিৎকার।

'দেখা হলে বলব। কোন তথ্য জোগাড় করতে পারলে?'

'তেমন কিছু না। এরপরের করণীয় নিয়ে দুজনে কথা বলা দরকার। আমাদের অপশনগুলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। গেরি রেনল্ডসের প্লেন ডেনভারের কাছে ক্রাশ করেছিল। ওখানে একবার যাওয়া দরকার। হয়তো এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

'ঠিক আছে।'

'অবিচুয়ারি বলছে রেনল্ডসের এক বোন থাকে ডেনভারে। সে হয়তো কিছু জানতে পারে। ডেনভারে ব্রাউন প্যালেস হোটেলে চলে এসো। আমি বার্লিনের শোনফেল্ড এয়ার পোর্ট থেকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উড়াল দিচ্ছি।'

'আমি হিথ্রো থেকে রওনা হবো।'

'গুড। 'হ্যারিয়েট বীচার স্টোয়ি' নামে রুম ভাড়া করব।'

'কেলি—'

'বলো।'

'তুমি জান...'

'জানি, তুমিও...'

ট্যানার নিজের অফিসে বসে সোনালি ফোনে কথা বলছে।

'...ওরা পালিয়ে গেছে...স্যাম মিডোসের অবস্থা সুবিধের নয় আর গ্রেগ হলিডে মারা গেছে।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। ভাবছে। 'লজিকালি, ওদের আর যাবার জায়গা আছে একটা— ডেনভার। ইনফ্যাক্ট, ওটাই ওদের শেষ অপশন...এবারে সরাসরি নিজেকেই নেমে পড়তে হবে দেখছি। ওদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা বাড়ছে।

কাজেই ওদের যত্ন আত্তিটা আমি নিজেই করতে চাই... একটুক্ষণ শুনে হেসে উঠল। 'অফকোর্স...গুডবাই।'

অ্যান্ড্রু তাঁর অফিসে বসে আছেন, টুকরো টাকরা স্মৃতি আবছা মনে পড়ছে, অস্পষ্ট কয়েকটি ছবি ভেসে উঠছে চোখে...তিনি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। ট্যানার বলছে, 'তুমি আমাকে অবাক করেছ, অ্যান্ড্রু। তোমার তো মরে যাবার কথা ছিল। অথচ ডাক্তাররা বলছে কয়েক দিনের মধ্যে নাকি তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। তোমাকে KIG তে একটি অফিসে বসার ব্যবস্থা করব। লোকজনকে দেখাতে চাই কীভাবে আমি তোমার যত্নআত্তি করছি। তোমার কিছুতেই শিক্ষা হয় না, তাই না! এ অফিস আমি সোনার খনিতে পরিণত করব। তুমি শুধু বসে বসে দেখবে। এজন্য সবার আগে তোমার ছাতামাতা প্রজেক্টগুলো আমি বাতিল করে দিয়েছি। অ্যান্ড্রু...অ্যান্ড্রু...অ্যান্ড্রু...'

কণ্ঠস্বর ক্রমে চড়া হলো। 'অ্যান্ড্রু! এত ডাকছি শুনতে পাও না? কালা নাকি?'

ট্যানার ডাকছে ওঁকে। অ্যান্ড্রু শরীরটাকে টেনে তুললেন। ভাইয়ের অফিসে ঢুকলেন।

ট্যানার মুখ তুলে চাইল। বিদ্রুপের গলায় বলল, 'আশা করি তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাইনি।'

'না, আমি...'

ট্যানার ভাইকে এক নজর দেখে নিয়ে বলল, 'তুমি আসলেই একটা অকম্মার ধাড়ি, অ্যান্ড্রু। তোমাকে দিয়ে আমার কোন কাজই হয় না। মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে একতরফা বকরবকর করে যা হোক একটু আরাম পাই। কিন্তু আজকাল তা-ও বিরক্তিকর লাগছে। তোমাকে বোধহয় এবার বিদায় করে দেয়ার সময় হয়েছে...'

ডেনভার, কলোরাডো

কেলি ডিয়ানের আগেই ডেনভার পৌঁছে গেল। চলে এল ব্রাউন প্যালেস হোটেলে।

'বিকেলে আমার এক বান্ধবী আসছে।'

'দুটো রুম নেবেন?'

'না, ডাবল রুম।'

ডেনভার ইন্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্টে নেমে, ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে চলে এল ডিয়ানে। রিসেপশনিস্টকে নিজের নাম বলল।

'ও, হ্যাঁ, মিসেস স্টিভেনস। মিসেস স্টোয়ি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। উনি ৬৩৮ নাম্বার রুমে আছেন।

শুনে স্বস্তি পেল ডিয়ানে।

কেলি ওকে দেখে জড়িয়ে ধরল।

'তোমাকে খুব মিস করেছি।' বলল ডিয়ানে।

'আমিও,' বলল কেলি। 'সফর কেমন হলো?'

'উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। থ্যাংক গড।'

ডিয়ানে জিজ্ঞেস করল, 'প্যারিসে কী হয়েছিল?'

লম্বা একটা দম নিল কেলি, 'ট্যানার কিংসলে... বার্লিনে কী হয়েছিল?'

নীরস গলায় জবাব দিল ডিয়ানে, 'ট্যানার কিংসলে...'

কেলি টেবিলে হেঁটে গেল, একটা টেলিফোন ডিরেক্টরি নিয়ে ফিরে এল ডিয়ানের কাছে। 'গেরির বোন লয়েস রেনল্ডসের নাম লেখা আছে ফোন বুকে। সে ম্যারিয়ন স্ট্রিটে থাকে।'

'গুড,' ঘড়িতে চোখ বুলাল ডিয়ানে। 'অনেক রাত হয়েছে। আমরা কাল সকালে ওখানে যাব।'

ঘরে বসে ডিনার সেরে নিল ওরা। মাঝ রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে বিছানায় গেল।

ডিয়ানে বলল, 'গুড নাইট।' হাত বাড়াল সুইচের দিকে, ঘর ডুবে গেল অন্ধকারে।

চিৎকার দিল কেলি। 'না! বাতি জ্বালাও।'

ডিয়ানে দ্রুত অন করল সুইচ। 'সরি, কেলি। ভুলে গেছিলাম। কেলি হাঁপাচ্ছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মুখে রা ফোটার পরে বলল, 'কবে যে এ অভিশাপের কবল থেকে মুক্তি পাব।'

'পাবে। যখন আর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে না তখন থেকে অন্ধকারে ভয় লাগবে না।'

পরদিন সকালে ডিয়ানে এবং কেলি বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। হোটেলের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি। ওরা একটি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। কেলি ম্যারিয়ন স্ট্রিটে লয়েস রেনল্ডসের বাড়ির ঠিকানা বলল ড্রাইভারকে।

পনের মিনিট পরে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। 'এসে গেছি।'

জানালা দিয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডিয়ানে ও কেলি। দেখছে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া পোড়া বাড়িটি। ছাই, পোড়া কাঠ আর কংক্রিটের এবড়ো খেবড়ো ফাউন্ডেশন ছাড়া আর কিছু নেই।

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো ডিয়ানের।

'হারামজাদারা ওকে মেরে ফেলেছে,' বলল কেলি। হতাশ হয়ে তাকাল ডিয়ানের দিকে। 'রাস্তার এখানেই শেষ।' ভাবছে ডিয়ানে। 'আরও একটি সুযোগ আছে।'

ডেনভার এয়ার পোর্টের বদমেজাজী ম্যানেজার রে ফাউলার কেলি এবং ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে ঘাউ করে উঠল, 'আপনারা একটা প্লেন ক্রাশের খবর নিতে এসেছেন কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি ছাড়াই। এবং জানতে চাইছেন দুর্ঘটনার দিন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার কে ছিল। তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন কিছু তথ্য পাবেন এ আশায়, তাই তো?'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল ডিয়ানে এবং কেলি। কেলি বলল, 'আ, ইয়ে আমরা আশা করছি—'

'কী আশা করছেন?'

'আপনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন।'

'কিন্তু আমি তা করতে যাব কেন?'

'মিস্টার ফাউলার, গেরি রেনল্ডসের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে চাই।'

রে ফাউলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওদেরকে। 'ইট'স ইন্টারেস্টিং।' একটু চিন্তা করে যোগ করল, 'আমিও চিন্তা করছিলাম ওটা আদৌ কোন অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কিনা। আপনারা হাওয়ার্ড মিলারের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। দুর্ঘটনার দিন সে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের দায়িত্বে ছিল। এই নিন তার ঠিকানা। আমি ওকে ফোন করে বলে দিচ্ছি আপনারা ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন।'

'ধন্যবাদ। আপনার অশেষ দয়া,' বলল ডিয়ানে।

খেঁকিয়ে উঠল ফাউলার, 'কাজটা করছি কারণ আমার ধারণা FAA' রিপোর্ট একটা বুলশিট। প্লেনের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছি অথচ ব্ল্যাক বক্সের কোন খবর নেই। স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটা।'

বিমান বন্দর থেকে ছয় মাইল দূরে, একটি ছিমছাম বাড়িতে বাস করে হাওয়ার্ড মিলার। তার বয়স চল্লিশ, ছোটখাট গড়ন, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। দরজা খুলে দিল সে। ডিয়ানে এবং কেলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভেতরে আসুন। রে ফাউলার বলেছেন আপনারা আসবেন। আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, মি. মিলার।'

'বসুন,' ওদেরকে ভেতরে নিয়ে এল মিলার। 'কফি চলবে?'

'না, ধন্যবাদ।'

'গেরে রেনল্ডসের প্লেন ক্রাশ নিয়ে জানতে চাইছেন শুনলাম?'

'জি। ওটা কি সত্যি কোন অ্যাক্সিডেন্ট ছিল নাকি—'

কাঁধ ঝাঁকাল হাওয়ার্ড মিলার। 'সত্যি বলছি আমি জানি না। এরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা জীবনে হয়নি। সবকিছুই প্রটোকল অনুযায়ী চলছিল। গেরি রেনল্ডস ল্যান্ড করার অনুমতি চাইছিল। আমরা তাকে ল্যান্ড করতে বলি। তারপর শুনি, মাত্র দুই মাইল দূরে, সে নাকি ঝড়ের কবলে পড়েছে। ঝড়! আমাদের ওয়েদার মনিটর ছিল ক্লিয়ার। ঝড়ের কোন পূর্বাভাসও ছিল না সেখানে। পরে আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা বলেছে ওই সময় ঝড় দূরে থাক, জোরে বাতাসের ইঙ্গিতও তারা পায়নি। সত্যি বলতে কী আমি ভেবেছি গেরি হয় মাতাল ছিল নতুবা ড্রাগ খেয়ে প্লেন চালাচ্ছিল। ও প্লেন নিয়ে পাহাড়ে আছড়ে পড়ে।'

কেলি বলল, 'শুনলাম ব্ল্যাক বক্স নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'সেটাও একটা রহস্য,' চিন্তিত গলায় বলল মিলার। 'সবকিছুই পেয়েছি আমরা। কিন্তু ব্ল্যাক বক্সটা কই গেল? FAA'র ধারণা আমাদের রেকর্ড ভুল। কী ঘটেছে বললেও ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি। কোথাও কোন ভজকট হলে মনটা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে, জানেনই তো।'

'জি...'

'আমারও তেমন মনে হচ্ছিল কোথাও কিছু একটা ভজকট হয়েছে। তবে ভজকটটা কী বুঝতে পারছি না।

দুঃখিত, আপনাদেরকে এর বেশি সাহায্য করতে পারছি না।'

হতাশ হলো ডিয়ানে ও কেলি। সিধে হলো 'তবু অনেক ধন্যবাদ, মি. মিলার। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।'

'না, না, ঠিক আছে।'

মিলার দুই নারীকে নিয়ে দরজায় পা বাড়াল। বলল, 'আশা করি গেরির বোন সুস্থ হয়ে যাবে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল কেলি। 'কী?'

'মেয়েটা হাসপাতালে। বেচারী। মাঝরাতে আগুন লেগে ওর বাড়িটা পুড়ে গেছে। ডাক্তাররা জানেন না ও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কিনা।'

জমে গেছে ডিয়ানে। 'কী হয়েছিল?'

'ফায়ার ডিপার্টমেন্ট বলছে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট। লয়েস হামাগুড়ি মেরে সদর দরজা দিয়ে লনে বেরিয়ে আসে। দমকল কর্মীরা ওকে মারাত্মক আহত অবস্থায় উদ্ধার করে।'

গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল ডিয়ানে।

'কোন্ হাসপাতালে আছে সে?'

'ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো হাসপাতালে। বার্ন সেন্টারে ভর্তি আছে ও। থ্রী নর্থ।'

থ্রী নর্থ-এর রিসেপশন ডেস্কের নার্স বলল, 'দুঃখিত, মিস রেনল্ডসের সঙ্গে ভিজিটরদের দেখা করতে দেয়া বারণ।'

কেলি প্রশ্ন করল, 'উনি কোন্ রুমে আছেন জানতে পারি?'

'না, বলা যাবে না।'

'বিষয়টি খুব জরুরী,' বলল ডিয়ানে, 'ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে—'

'লিখিত অনুমতি ছাড়া দেখা করতে দেয়া যাবে না।' চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সুরে বলল নার্স।

ডিয়ানে এবং কেলি একে অন্যের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

ওরা চলে এল ওখান থেকে। হাঁটতে হাঁটতে কেলি জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে? এটাই আমাদের শেষ চান্স।'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

ইউনিফর্ম পরা এক মেসেঞ্জার হাতের বড়সড় একটি পার্সেল নিয়ে রিসেপশন ডেস্কে এল। 'মিস লয়েস রেনল্ডসের জন্য একটি জিনিস আছে।'

'আমি সই করে রেখে দিচ্ছি।'

মাথা নাড়ল মেসেঞ্জার, 'দুঃখিত, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে প্যাকেজটি সরাসরি তার হাতে দিতে হবে। খুব দামী জিনিস।'

ইতস্তত করল নার্স। 'তাহলে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

'চলুন।'

মেসেঞ্জার নার্সের পেছন পেছন হল ঘরের শেষ মাথায় চলে এল। ৩৯১ নাম্বার রুমের সামনে চলে এল ওরা। নার্স দরজা খুলছে, মেসেঞ্জার প্যাকেটটি নার্সের হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি এটা ওঁকে পৌঁছে দেবেন।'

নীচের তলার সিঁড়িতে অপেক্ষা করছিল ডিয়ানে এবং কেলি। মেসেঞ্জার এসে ওদেরকে বলল, 'উনি ৩৯১ নাম্বার রুমে আছেন।'

'ধন্যবাদ,' সকৃতজ্ঞচিত্তে বলল ডিয়ানে। লোকটাকে কিছু টাকা দিল।

দুই নারী সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠে এল। তারপর হলঘরে পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ৩৯১ নাম্বার রুমে।

লয়েস রেনল্ডস গায়ে মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য টিউব এবং তার জড়িয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। পুরো শরীর ব্যান্ডেজে মোড়া। চোখ বোজা। ওর দিকে এগিয়ে গেল কেলি এবং ডিয়ানে।

ডিয়ানে মৃদু গলায় ডাকল, 'মিস রেনল্ডস, আমি ডিয়ানে স্টিভেনস। আর আমার সঙ্গে আছেন কেলি হ্যারিস। আমাদের স্বামীরা KIG-তে কাজ করত...'

ধীরে ধীরে চোখের পাতা মেলল লয়েস রেনল্ডস। ওদের দিকে তাকাল। কথা বলল যেন ভৌতিক একটা কণ্ঠ, ফিসফিস করল, 'কী?'

কেলি বলল, 'আমাদের স্বামীরা KIG-তে কাজ করত। দুজনেই খুন হয়েছে। আপনার ভাইয়ের করুণ মৃত্যুর কথা শুনেছি আমরা। ভাবলাম আপনি হয়তো এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

মাথা নাড়ানোর চেষ্টা করল লয়েস। 'আমি কোন সাহায্য করতে পারব না...গেরি মারা গেছে।' চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জল।

ডিয়ানে সামনে ঝুঁকল। 'অ্যাক্সিডেন্টের আগে আপনার ভাই আপনাকে কি কিছু বলেছিলেন?'

'গেরি চমৎকর একটি মানুষ ছিল,' কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে লয়েসের। 'ও প্লেন ক্রাশে মারা গেছে।'

ডিয়ানে ধৈর্য ধরে বলল, 'উনি আপনাকে কি কিছু বলেছেন?'

চোখ মুদে এল লয়েস রেনল্ডসের।

'মিস রেনল্ডস, প্লিজ, ঘুমিয়ে পড়বেন না। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ভাই কি এমন কোন কথা আপনাকে বলেছেন যা শুনলে আমরা উপকৃত হবো?'

আবার চোখ খুলল লয়েস। তাকাল ডিয়ানের দিকে। বিস্মিত চাউনি। 'আপনারা কারা?'

ডিয়ানে বলল, 'আমাদের ধারণা, আপনার ভাই খুন হয়েছেন।'

বিড়বিড় করল লয়েস। 'জানি আমি...

শিরশির করে উঠল ডিয়ানে এবং কেলির গা।

'কেন?' প্রশ্ন করল কেলি।

'প্রাইমা...' ফিসফিসে গলা লয়েসের।

কেলি সামনে ঝুঁকে এল, 'প্রাইমা?'

'গেরি বলেছিল...অল্প কয়েকটা কথা...ও মারা যাবার দিন কয়েক আগে। ওয়েদার মেশিন...আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বেচারী গেরি। ও...ওর আর ওয়াশিংটন যাওয়া হলো না।'

ডিয়ানে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াশিংটন।'

'হ্যাঁ... ওরা সবাই যাচ্ছিল...এক সিনেটরের সঙ্গে দেখা করতে...প্রাইমা খুব খারাপ জিনিস...

কেলি প্রশ্ন করল, 'সিনেটরের নাম মনে আছে?'

'না।'

'প্লিজ মনে করার চেষ্টা করুন।'

বিড়বিড় করছে লয়েস, 'সিনেটরটি সম্ভবত...'

'সিনেটরটি কে?' জানতে চাইল কেলি।

'লেভিন— লুভেন—ভ্যান লুভেন। গেরি ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। ও—'

খুলে গেল দরজা, সাদা জ্যাকেট পরা এক ডাক্তার ঢুকল ঘরে, গলায় স্টেথিস্কোপ। ডিয়ানে এবং কেলিকে দেখে খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল সে, 'আপনাদেরকে কেউ বলেনি যে এখানে ভিজিটর ঢোকা নিষেধ?'

কেলি বলল, 'আমরা দুঃখিত। আমরা একটু কথা বলার জন্য—'

'চলে যান, প্লিজ।'

লয়েস রেনল্ডসের দিকে তাকাল ওরা, 'চলি। সুস্থ্য হয়ে উঠুন।'

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল ডাক্তারের পোশাক পরা লোকটা। এগোল লয়েন্স রেনল্ডসের বিছানায়। একটা বালিশ তুলে নিল হাতে।

চল্লিশ

হাসপাতালের মূল লবিতে চলে এল ডিয়ানে এবং কেলি।

ডিয়ানে বলল, 'এজন্যই রিচার্ড এবং মার্ক ওয়াশিংটন যেতে চাইছিল। সিনেটর ভ্যান লুভেনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে?'

'সহজ,' ডিয়ানে ওর মোবাইল ফোন বের করল।

কেলি ওকে বাধা দিল। 'না, চলো পে ফোন ব্যবহার করি।'

সিনেট অফিস বিল্ডিং থেকে টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করল ওরা। ডিয়ানে ফোন করল।

'সিনেটর ভ্যান লুভেনের অফিস।'

'আমি একটু সিনেটরের সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

'কে বলছেন?'

'আমার নাম বলতে পারব না— ওকে শুধু বলুন খুব জরুরি প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'দুঃখিত, সম্ভব নয়।' কেটে দেয়া হলো লাইন। ডিয়ানে কেলিকে বলল, 'আমাদের নাম বলা যাবে না।' সে আবার ফোন করল।

'সিনেটর ভ্যান লুভেনের অফিস।'

'প্লিজ, আমার কথা শুনুন। এটা কোন ভুয়া কল নয়। সিনেটরের সঙ্গে কথা বলা খুবই দরকার। কিন্তু আমি আমার নাম বলতে পারব না।'

'সেক্ষেত্রে আমিও যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারব না,' কেটে দেয়া হলো লাইন।

আবার ফোন করল ডিয়ানে।

'সিনেটর ভ্যান লুভেনের অফিস।'

'প্লিজ, ফোন রাখবেন না। আমি জানি আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করছেন কিন্তু এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। আমি পে ফোন থেকে ফোন করছি। আপনাকে নাম্বারটা দিচ্ছি। প্লিজ, সিনেটরকে বলুন আমাকে ফোন করতে। ও সেক্রেটারিকে নাম্বার দিল। ও প্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ হলো।

কেলি জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করব?'

'অপেক্ষা করব।'

দুই ঘণ্টা পরে ডিয়ানে বলল, 'নাহ্, কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। চলো—'

বেজে উঠল ফোন। গভীর দম নিয়ে রিসিভার তুলল ডিয়ানে।

'হ্যালো?'

বিরক্তির সুরে একটি মহিলা কণ্ঠ বলল, 'সিনেটর ভ্যান লুভেন বলছি। কে বলছেন?'

ডিয়ানে ফোন তুলে ধরল কেলির দিকে যাতে দুজনেই সিনেটরের কথা শুনতে পায়। ডিয়ানের শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। 'সিনেটর, আমার নাম ডিয়ানে স্টিভেনস। আমার সঙ্গে আছেন কেলি হ্যারিস। আপনি কি আমাদেরকে চেনেন?'

'না, চিনি না। আমি—'

'আমাদের স্বামীরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে খুন হয়ে গেছে।'

আঁতকে ওঠার শব্দ হলো। 'ওহ্, মাই গড। রিচার্ড স্টিভেনস এবং মার্ক হ্যারিস।'

'জ্বী।'

'আপনাদের হাজবেন্ডরা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন, কিন্তু আমার সেক্রেটারিকে ফোনে বলা হয় ওরা ওঁদের প্ল্যান বদলে ফেলেছেন। তারপর তো ওঁরা— মারাই গেলেন।'

'ওই ফোনটা ওরা করেনি, সিনেটর,' বলল ডিয়ানে।

'আপনার সঙ্গে যাতে ওরা দেখা করতে না পারে সেজন্য ফোনটা করা হয়েছিল। তারপর ওরা খুন হয়ে যায়।'

'কী?' সিনেটরের কণ্ঠ শুনে মনে হলো শকড হয়েছেন।

'কেন ওদেরকে—?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে না দেয়ার জন্য ওদেরকে খুন করা হয়। কেলি এবং আমি ওয়াশিংটনে আসব কিছু কথা বলার জন্য। আমাদের হাজবেন্ডরা যে কথা আপনাকে বলার সুযোগ পায়নি সে কথা আমরা আপনাকে জানাব।'

খানিক ইতস্তত করে সিনেটর বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করব, তবে আমার অফিসে নয়। এখানে বহু লোকের আনাগোনা। আপনারা যা বলছেন তা যদি সত্যি হয় তো বলতে হবে খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। লং আইল্যান্ডের সাউদাম্পটনে আমার একটি বাড়ি আছে। ওখানে দেখা করা যায়। আপনারা কোত্থেকে ফোন করেছেন?'

'ডেনভার।'

'এক মিনিট।'

তিন মিনিট পরে লাইনে **ফিরে এলেন** সিনেটর।

'ডেনভার থেকে নিউইয়র্কে আসার নেক্সট ফ্লাইটটি। ছাড়বে রাত সোয়া বারোটায়। লা গুয়ারডিয়া পর্যন্ত ননস্টপ ফ্লাইট। নিউ ইয়র্কে পৌছাবে সকাল ছয়টা নয় মিনিটে। ফ্লাইট যদি যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আরেকটা—

'আমরা ওই ফ্লাইটেই আসব।'

সিনেটর বললেন, 'নিউইয়র্ক পৌছানোর পরে, এয়ার পোর্টে ধূসর রঙের একটি লিংকন টাউন গাড়ি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে। ড্রাইভার এশীয়। নাম কুনিও। সে আপনাদেরকে সরাসরি আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব।'

'ধন্যবাদ, সিনেটর।'

ফোন রেখে দিল ডিয়ানে, বুক ভরে নিশ্বাস টানল, তারপর ফিরল কেলির দিকে। 'কাজ হয়ে গেছে।'

কেলি জিজ্ঞেস করল, 'আমরা ওই ফ্লাইট উঠব কী করে?'

'আমার একটা প্ল্যান আছে।'

হোটেলের দারোয়ান একটি রেন্টাল কারের ব্যবস্থা করেছে। ওই গাড়িতে চেপে ডিয়ানে এবং কেলি এয়ার পোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। কেলি বলল, 'বুঝতে পারছি না আমি উত্তেজিত নাকি ভীত।'

'আর ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই।'

'অনেকেই সিনেটরের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ সফল হয়নি, ডিয়ানে। সবাই খুন হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমরা সাক্ষাত করতে পারব।'

কেলি বলল, 'যদি সঙ্গে একটা—'

'বুঝতে পেরেছি। অস্ত্র। তুমি আগেও বলেছ। বুদ্ধিই আমাদের অস্ত্র।'

'তা ঠিক আছে। তবু হাতে একটা অস্ত্র থাকলে ভালো হতো।'

কেলি জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। 'গাড়ি থামাও।'

ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি থামাল ডিয়ানে। 'কী ব্যাপার?'

'একটু আসছি।'

ওরা একটি হেয়ারড্রেসারের দোকানের সামনে থেমেছে। গাড়ির দরজা খুলল কেলি।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল ডিয়ানে।

'নতুন হেয়ার ড্রু কিনতে।'

ডিয়ানে বলল, 'ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা করছি না।'

'হেয়ার ডু দিয়ে কী করবে? আমরা এয়ার পোর্টে যাচ্ছি প্লেন ধরতে। এখন সময় নেই—'

'ডিয়ানে, সামনে কী আছে জানি না। যদি মরণ লেখা থাকে কপালে, মরার পরেও যেন আমাকে সুন্দর দেখায়।'

ডিয়ানে চুপচাপ বসে রইল গাড়িতে। নাপিতের দোকানে ঢুকে গেল কেলি।

কুড়ি মিনিট পরে দোকান থেকে বেরুল কেলি, মাথায় কালো পরচুলা, খোপার পেছনে গুঁজে দিয়েছে নতুন হেয়ার ডু।

'আমি রেডি,' বলল কেলি। 'লেটস গো কিক সাম অ্যাস।'

একচল্লিশ

'একটা সাদা লেক্সাস আমাদের পিছু নিয়েছে,' বলল কেলি।

'লক্ষ করেছি। ভেতরে আধ ডজন মানুষ।'

'ওদেরকে কাটাতে পারবে?'

'দরকার হবে না।'

কেলি অবাক, 'মানে?'

'দেখোই না কী হয়।'

এয়ার পোর্ট গেটের দিকে চলেছে ওরা। গেটে সাইন বোর্ড লাগানো Deliveries only। গেটের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড ওদের গাড়ি দেখে খুলে দিল গেট।

লেক্সাসে বসা লোকগুলো দেখছে গাড়ি থেকে নামল কেলি এবং ডিয়ানে, একটি অফিশিয়াল এয়ার পোর্ট কারে উঠে পড়ল। গাড়িটি চলল টারমাক ধরে।

লেক্সাস গেটে পৌঁছাল। গার্ড বলল, 'এটা প্রাইভেট এন্ট্রান্স।'

'কিন্তু তুমি তো ওই গাড়িটাকে ঢুকতে দিয়েছ।'

'এটা প্রাইভেট এন্ট্রান্স,' গেট বন্ধ করে দিল গার্ড।

অফিশিয়াল এয়ার পোর্ট কার টারমাক অতিক্রম করে একটি জাম্বো জেটের পাশে এসে থামল। ডিয়ানে এবং কেলি নামল গাড়ি থেকে। হাওয়ার্ড মিলার ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। 'আসতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'না,' বলল ডিয়ানে। 'আপনি খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার,' বলল মিলার। পরক্ষণে গম্ভীর হলো চেহারা। 'আশা করি সব ভালোয় ভালোয় শেষ হবে।'

কেলি বলল, 'লয়েস রেনল্ডসকে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন আর বলবেন—'

হাওয়ার্ড মিলারের মুখের ভাব বদলে গেল। 'লয়েস রেনল্ডস গত রাতে মারা গেছে।'

দুই নারী চমকে উঠল। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে কেলি বলল, 'আয়াম সরি।'

'কীভাবে মারা গেল?' জিজ্ঞেস করল ডিয়ানে।

'হার্ট অ্যাটাকে,' বিমানের দিকে চোখ ফেরাল মিলার।

'প্লেন ওড়ার জন্য প্রস্তুত। দরজার কাছে আপনাদের বসার ব্যবস্থা করেছি।'

'আবারো ধন্যবাদ।'

প্লেনে উঠে পড়ল ডিয়ানে এবং কেলি। ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট বন্ধ করে দিল দরজা। টারমাকে দৌড় শুরু করল জেট।

কেলি ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমরা পেরেছি। মহা আঁতেলদের বুদ্ধির দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছি। সিনেটর ভ্যান লুভেনের সঙ্গে কথা বলার পরে তুমি কী করবে?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি,' বলল ডিয়ানে।

'তুমি কি প্যারিসে ফিরে যাবে?'

'এটা অনেক কিছুর ওপরে নির্ভর করবে। তুমি কি নিউ ইয়র্কেই থাকছ?'

'হুঁ।'

কেলি বলল, 'তাহলে মাঝে সাঝে নিউইয়র্কে ঢুঁ মারব। তারপর একসঙ্গে প্যারিসে যাওয়া যাবে।'

ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ডিয়ানে বলল, 'ভাবছি রিচার্ড আর মার্ক কত গর্ব করত যদি জানত ওদের শুরু করা কাজটা শেষ করতে যাচ্ছি।'

'তা তো হতোই।'

ডিয়ানে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। মৃদু গলায় বলল, 'থ্যাংক ইউ, রিচার্ড।'

কেলি ওর দিকে আড়চোখে তাকাল শুধু, কোন মন্তব্য করল না।

ডিয়ানে রিচার্ডের কথা ভাবছে। আমি জানি তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ডার্লিং, তোমাদের কাজটা আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। তোমার এবং তোমার বন্ধুদের হয়ে আমরা প্রতিশোধ নেব। জানি তোমাকে ফিরে পাব না, তবু তো শোধ নিতে পারলে একটু সান্ত্বনা আসবে মনে। তুমি কি জান তোমার কোন্ জিনিসগুরো আমি সবচেয়ে মিস করছি, মাই লাভ? তোমার সবকিছু...

সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে লা গুয়ারডিয়া এয়ার পোর্টে অবতরণ করল বিমান। ডিয়ানে এবং কেলি নেমে এল প্লেন থেকে। সিনেটর ভ্যান লুভেনের কথা মনে পড়ল ডিয়ানের।

'এয়ার পোর্টে ধূসর রঙের একটি লিংকন টাউন কার আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে।'

টার্মিনালের গেটের সামনে অপেক্ষা করছিল গাড়িটি। শোফারের ইউনিফর্ম গায়ে এক বুড়ো জাপানী দাঁড়িয়ে আছে গাড়িতে হেলান দিয়ে। কেলি এবং ডিয়ানেকে আসতে দেখে খাড়া হলো সে।

'মিসেস স্টিভেনস? মিসেস হ্যারিস!'

'হ্যাঁ।'

'আমি কুনিও,' সে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ওরা ভেতরে ঢুকল। গাড়ি ছুটল সাউদাম্পটনের উদ্দেশে।

'দুঘণ্টা লাগবে,' জানাল কুনিও। 'এখানকার দৃশ্যপট খুব মনোহর।'

কিন্তু মনোহর দৃশ্যপট দেখার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করল না ওরা। সিনেটরের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলার জন্য অস্থির হয়ে আছে দুজনে।

কেলি ডিয়ানেকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যা জানি তা সিনেটরকে বলে দিলে ওঁর কি কোন বিপদ হতে পারে?'

'উনি নিশ্চয় প্রটেকশনের ব্যবস্থা করবেন। এসব কীভাবে সামাল দিতে হয় তা ওঁর জানা আছে।

টাউন কার এসে থামল অস্টাদশ শতকে নির্মিত বৃহদায়তনের লাইমস্টোনের তৈরি ইংলিশ স্টাইলের একটি ম্যানসনের সামনে। স্লেট পাথরের ছাদ, লম্বা, সুগঠিত চিমনি। পরিপাটি বাগান। ভৃত্যদের জন্য আলাদা ঘর এবং গ্যারেজও রয়েছে।

গাড়ি থামিয়ে কুনিও বলল, 'আমাকে যদি আপনাদের দরকার হয়, আমি এখানেই আছি।'

'ধন্যবাদ।'

সদর দরজা খুলে দিল একজন বাটলার। 'সুপ্রভাত। ভেতরে আসুন, প্লিজ। সিনেটর আপনাদেরকে আশা করছেন।'

ওরা ঘরে ঢুকল। এন্ট্রান্স হলটি অভিজাত এবং ক্যাজুয়াল। অ্যান্টিক এবং আরামদায়ক সোফা ও চেয়ার দিয়ে সুসজ্জিত। দেয়ালে, প্রকাণ্ড ফায়ার প্লেসের ওপরে একটি বারোক ম্যান্টেল। সেই সঙ্গে মোমদানিও আছে থরে থরে সাজানো।

বাটলার বলল, 'এই পথে, প্লিজ।'

ওরা বাটলারের সঙ্গে বড়সড় একটি ড্রইংরুমে ঢুকল।

সিনেটর ভ্যান লুভেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরনে হালকা নীল রঙের সিল্ক সুট এবং ব্লাউজ, চুল আলগাভাবে পড়ে আছে দু'কাঁধে। ভদ্রমহিলা দেখতে বেশ ভালো। বয়সও বেশি নয়।

'আমি পলিন ভ্যান লুভেন।'

'ডিয়ানে স্টিভেনস।

'কেলি হ্যারিস।'

'তোমাদেরকে একসঙ্গে পেয়ে আমি খুশি। অনেক সময় লাগল তোমাদেরকে পেতে।'

বিস্মিত গলায় কেলি বলল, 'মানে?'

ওদের পেছন থেকে ভেসে এল ট্যানার কিংসলের কণ্ঠ।

'মানে হলো তোমরা খুব ভাগ্যবতী। তবে তোমাদেরকে ভাগ্য আর সহায়তা করবে না।'

পাঁই করে ঘুরল ডিয়ানে এবং কেলি। ঘরে ঢুকেছে ট্যানার কিংসলে এবং হ্যারি ফ্লিন্ট।

ট্যানার বলল, 'এবার, মি. ফ্লিন্ট।'

একটা পিস্তল তুলল হ্যারি ফ্লিন্ট। কোন কথা না বলে সে ওদেরকে লক্ষ করে দুটো গুলি করল। ঝাঁকি খেয়ে পেছনে হেলে গেল ডিয়ানে এবং কেলি তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

ট্যানার হেঁটে গেল সিনেটর ভ্যান লুভেনের কাছে। তাঁকে আলিঙ্গন করল। 'অবশেষে সব শেষ হলো, প্রিন্সেস।'

বিয়াল্লিশ

ফ্লিন্ট জানতে চাইল, 'লাশগুলোর কী করব?' জবাবটা যেন তৈরিই ছিল ট্যানারের মুখে। 'গোড়ালিতে পাথর বেঁধে, দুশো মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে আটলান্টিকে ফেলে দিয়ে আসুন।'

'নো প্রবলেম,' বলে চলে গেল ফ্লিন্ট।

ট্যানার ফিরল সিনেটর ভ্যান লুভেনের দিকে। 'খেল খতম, প্রিন্সেস। এবারে আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারি।'

পলিন ট্যানারকে চুম্বন করল। 'তোমাকে আমি সাংঘাতিক মিস করেছি, বেবী।'

'আমিও।'

'মাসে তোমার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হওয়াটা আমাকে হতাশ করে তুলেছিল। কারণ জানতাম তোমাকে চলে যেতে হবে।'

প্রেমিকাকে কাছে টানল ট্যানার। 'এখন থেকে আমরা আবার একত্রে থাকব। তোমার মৃত স্বামীর শোক সামলে ওঠার জন্য তোমাকে তিন/চার মাস সময় দেয়া গেল। তারপর আমরা বিয়ে করছি।'

হাসল পলিন, 'অতদিন তর সইবে না আমার। এক মাসের বেশি শোক করতে পারব না।'

ট্যানার হেসে বলল, 'তাহলে তো আমার জন্য ভালোই হলো।'

'আমি গতকাল সিনেট থেকে পদত্যাগ করেছি। ওরা বুঝতে পেরেছে স্বামীর শোকে আমি এতটাই মুহ্যমান যে আমার পক্ষে আর অফিশিয়াল কোন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।' মুচকি হাসল পলিন।

'বাহ্, চমৎকার। এখন থেকে আমরা ফ্রিভাবে দেখা করতে পারব। KIG'র কিছু জিনিস তোমাকে আমি দেখাতে চাই যা আগে দেখানো সম্ভব হয়নি।'

লাল ইটের ভবনে পলিনকে নিয়ে চলে এল ট্যানার। দাঁড়াল ইস্পাতের দরজার সামনে। দরজার মাঝখানে একটা কুলুঙ্গির মতো। ট্যানারের হাতে একটি ক্যামিও

রিং। সে রিংটি কুলুঙ্গির ভেতরে ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরের ঘরটি বিশালায়তনের। ঘর জুড়ে কম্পিউটার আর টিভি স্ক্রীন। দূর প্রান্তে জেনারেটর এবং ইলেকট্রনিক নানান যন্ত্রপাতি। সবগুলো সংযুক্ত ঘরের মাঝখানে রাখা একটি কন্ট্রোল প্যানেলের সঙ্গে।

ট্যানার বলল, 'এ হলো গ্রাউন্ড জিরো। এখানে যে জিনিসটি আছে তা মানুষের জীবন সারা জীবনের জন্য বদলে দেবে। এ ঘরটি একটি স্যাটেলাইট সিস্টেমের কমান্ড সেন্টার যা দিয়ে পৃথিবীর যে কোন দেশের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমরা যে কোন জায়গায় যে কোন মুহূর্তে ঝড়ের সৃষ্টি করতে পারি। আমরা বৃষ্টিপাত থামিয়ে দিয়ে নামিয়ে দিতে পারি খরা। আমরা পৃথিবীর প্রতিটি এয়ার পোর্ট ঢেকে দিতে পারি গভীর কুয়াশায়। আমরা জন্ম দিতে পারি হারিকেন এবং সাইক্লোন যা থামিয়ে দেবে বিশ্ব-অর্থনীতি।' হাসল সে। 'আমি ইতিমধ্যে আমাদের শক্তির খানিকটা প্রয়োগও করেছি। বেশ কয়েকটি দেশ আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করছে কিন্তু কেউই এখন পর্যন্ত সফল হতে পারেনি।'

একটা বোতাম টিপল ট্যানার। বড় একটি টিভি পর্দা আলোকিত হয়ে উঠল। 'তুমি এখানে যা দেখবে এরকম দৃশ্যই সেনাবাহিনী দেখতে চেয়েছিল।'

পলিনের দিকে ফিরল সে মুখে হাসি ধরে রেখে। 'গ্রীনহাউজ এফেক্টের কারণে প্রাইমাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছিল না। তবে সে সমস্যার সমাধান তুমি করেছ চমৎকারভাবে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ট্যানার।

'জানো এ প্রজেক্ট কার তৈরি? অ্যান্ড্রু। ও সত্যি একটা জিনিয়াস।'

পলিন বিস্ময়াভিভূত চোখে যন্ত্রের বিরাট জটের দিকে তাকিয়ে আছে। 'এ জিনিস কী করে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবে বুঝতে পারছি না আমি।'

'বেশ। বুঝিয়ে বলছি। সরল ব্যাখ্যা হলো উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর দিকে ধাবিত হয় আর যদি আর্দ্রতা থাকে—'

'বলো শুনছি।'

'বিষয়টি একটু টেকনিক্যাল। কাজেই মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমার ভাইয়া ন্যানো-টেকনোলজির সাহায্যে যে মাইক্রোওয়েভ লেজার তৈরি করেছে তা যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছুঁড়ে দেয়া হয়, তখন তৈরি হয় ফ্রি অক্সিজেন। হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ধনের সাহায্যে জন্ম নেয় ওজোন এবং পানি। আবহমণ্ডলে ফ্রি অক্সিজেন জোট বাঁধে—তাই একে বলা হয় 0_2— আমার ভাই আবিষ্কার করেছে শূন্য থেকে বায়ুমণ্ডলে লেসার ছুঁড়ে দিলে অক্সিজেন দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে মিশে ওজোন 0_3 এবং পানি H_20 তৈরি করে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না এগুলো কীভাবে—'

'পানি বাতাসকে তাড়া করে। অ্যান্ড্রু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে সে বাতাস প্রবাহিত করতে পারে। যত বেশি লেসার ছুঁড়বে সে, তত বেশি বাতাস প্রবাহিত হবে। পানি এবং বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।'

একটু চিন্তা করে ট্যানার বলল, 'যখন জানলাম টোকিওতে আকিরা ইসো এবং জুরিখে মেডেলিন স্মিথ একই সমস্যা নিয়ে কাজ করছে এবং সমস্যার সমাধানের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, ওদেরকে আমার প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রস্তাব দিলাম। তোমাকে বলেছি আমার চার প্রধান আবহাওয়াবিদ এ প্রজেক্টে আমার সঙ্গে কাজ করছিল।'

'হ্যাঁ, বলেছ।'

'ওরাও খুব ভালো কাজ রছি। বার্লিনে ফ্রাঞ্জ ভারব্রুগ, প্যারিসে মার্ক হ্যারিস, ভ্যাংকুভারে গেরি রেনল্ডস এবং নিউইয়র্কে রিচার্ড স্টিভেনস। ওরা প্রত্যেকে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের আলাদা সমস্যা নিয়ে কাজ করছি। আমি ভেবেছি যেহেতু ওরা বিভিন্ন দেশে কাজ করছে কাজেই দুইয়ে দুইয়ে কখনও চার মেলাতে পারবে না। এবং প্রজেক্টের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যও বুঝতে পারবে না। কিন্তু কীভাবে যেন ওরা ব্যাপারটা বুঝে গেল। ওরা আমার কাছে এসে জানতে চাইল বিষয়টি নিয়ে আমি কী পরিকল্পনা করেছি। ওদেরকে প্ল্যানটা বললাম আমি। ওই মুহূর্তে আমাদের সরকারকে এ প্ল্যানের বিষয়ে জানানোর কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু ওরা এতে আপত্তি করে বসল এবং বলল ওয়াশিংটনে যাবে, প্রাইমা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলবে। ওরা অন্য কারও সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে আমি এ নিয়ে মাথা ব্যথা করতাম না। কারণ ওরা ওয়াশিংটনে পৌঁছার আগেই সেই ব্যক্তিকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতাম। কিন্তু মাথা ব্যথাটা শুরু লো যখন জানলাম ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কারণ তুমি পরিবেশ বিষয়ক সিনেট সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান। যাক গে, এবার এটা দ্যাখো।'

কম্পিউটারের পর্দায় বিশ্ব মানচিত্রের ছবি ফুটল। তাতে নানান বিন্দু আর প্রতীক। ট্যানার কথা বলতে বলতে একটি সুইচ টিপল। পর্দায় বড় করে ফুটে উঠল পর্তুগালের ম্যাপ।

'পর্তুগালের কৃষি উপত্যকার পানি আসে আটলান্টিকের দিকে প্রবাহিত নদী থেকে। এসব নদীর উৎপত্তিস্থল স্পেন। এখন কল্পনা করো পর্তুগালে অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে এবং উপত্যকাগুলো বানের জলে ভেসে গেছে। পর্তুগালের তখন কী দশা হবে?'

ট্যানার একটি বোতাম টিপল, বিশাল একটি পর্দায় প্রকাণ্ড একটি গোলাপী প্রাসাদ উদয় হলো। প্রাসাদের সামনে পাহারা দিচ্ছে রক্ষীর দল। প্রাসাদের সুন্দর বাগানগুলো ঝলমল করছে সূর্যালোকে।

'ওটা হলো প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ।'

ছবি বদলে গেল। এবারে দেখা গেল ডাইনিংরুমের দৃশ্য। ওখানে সপরিবারে নাশতা খাচ্ছেন পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি।

'উনি হলেন পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে তার স্ত্রী এবং দুই সন্তান। ওঁরা পর্তুগীজ। ভাষায় কথা বললেও তুমি তা শুনতে পাবে ইংরেজিতে। আমি প্রাসাদে ডজন খানেক ন্যানো-ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন লাগিয়েছি। প্রেসিডেন্ট অবশ্য এ কথা জানেন না। প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা রক্ষী কাজটি করেছে।'

একজন এইড প্রেসিডেন্টকে বলছে, 'আজ সকাল এগারোটায় দূতাবাসে আপনার মীটিং আছে, লেবার ইউনিয়নে বক্তৃতাও দিতে হবে। বেলা একটায় জাদুঘরে লাঞ্চ। সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় ভোজসভা।'

ব্রেকফাস্ট টেবিলের ফোন বেজে উঠল। প্রেসিডেন্ট ফোন তুললেন। 'হ্যাঁলো।'

ট্যানার কথা বলল। তার কথা পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত হয়ে গেল। 'মি. প্রেসিডেন্ট?'

বিস্মিত দেখাল প্রেসিডেন্টকে। 'কে বলছেন?' তাঁর কথা ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে গেল।

'আমি আপনার এক বন্ধু।'

'কে— আপনি কীভাবে আমার ব্যক্তিগত নাম্বার পেলে?'

'সেটা জরুরি বিষয় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন। আমি আপনার দেশটিকে পছন্দ করি এবং চাই না এটি ধ্বংস হয়ে যাক। ভয়ংকর ঝড়ে আপনার দেশটিকে মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখতে না চাইলে আমাকে দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা পাঠিয়ে দেবেন। তবে আমার কথা যদি পাত্তা দিতে না চান, তিনদিন পরে আবার আপনাকে ফোন করছি।'

পর্দায় দেখা গেল ঠকাশ করে ফোন নামিয়ে রেখেছেন প্রেসিডেন্ট। স্ত্রীকে বলছেন, 'কোন্ এক উন্মাদ আমার নাম্বার জোগাড় করেছে। বোধহয় কোন পাগলা গারদ-টারদ থেকে পালিয়েছে।'

ট্যানার ফিরল পলিনের দিকে। 'তিন দিন আগের দৃশ্য ওটা। এবার দ্যাখো গতকাল আমাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে।'

গোলাপি প্রাসাদ এবং তার অপূর্ব সুন্দর বাগান আবার উদ্ভাসিত হলো পর্দায়। তবে এবারে অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি, আকাশে ঘনঘন চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বাজ পড়ছে।

ট্যানার একটি বোতাম টিপতে টিভি পর্দার দৃশ্য বদলে গিয়ে ওখানে প্রেসিডেন্টের অফিসের দৃশ্য ফুটে উঠল। তিনি কনফারেন্স টেবিলে বসে আছেন, আধডজন সহকারী একসঙ্গে হাউকাউ লাগিয়ে দিয়েছে। প্রেসিডেন্টের মুখ থমথমে।

প্রেসিডেন্টের ডেস্কের ফোন বাজল।

'এবার মজা দ্যাখো,' মুচকি হাসি ট্যানারের ঠোঁটে! প্রেসিডেন্ট ফোন তুললেন 'হ্যালো।'

'গুড মর্নিং, মি. প্রেসিডেন্ট। কেমন—?'

'তুমি আমার দেশটাকে ধ্বংস করছ। সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিয়েছ। মাঠঘাট ভেসে গেছে বন্যায়। গ্রামগুলো থেমে গিয়ে গভীর একটা শ্বাস নিলেন তিনি। 'এরকম আর কদ্দিন চলবে?' আতংক প্রেসিডেন্টের কণ্ঠে।

'আমার চাওয়া দুই বিলিয়ন ডলার না পাওয়া পর্যন্ত।'

প্রেসিডেন্ট দাঁতে দাঁত ঘষলেন। এক সেকেন্ডের জন্য মুদলেন চোখ। 'টাকা পেলে ঝড় বৃষ্টি বন্ধ করে দেবে?'

'জ্বী।'

'কীভাবে টাকাটা ডেলিভারি পেতে চাও?'

টিভি সেট অফ করে দিল ট্যানার। 'দেখলে তো কাজটা কত সহজ, প্রিন্সেস? আমরা ইতিমধ্যে টাকা পেয়ে গেছি। প্রাইমা আর কী কী করতে পারে দেখাচ্ছি। এগুলো আমাদের আগে করা টেস্ট।'

আরেকটি বোতাম টিপতে পর্দায় প্রবল ঝড়ের দৃশ্য দেখা গেল। 'জাপানে ঝড়টা হচ্ছে,' বলল ট্যানার। 'অথচ এ সময় ও দেশে আবহাওয়া থাকে শান্ত।'

আরেকটি বোতাম টিপল ট্যানার। ভয়ানক শিলাবৃষ্টিতে বাতাবি লেবুর বাগান ছারখার হয়ে যাচ্ছে। 'ফ্লোরিডার লাইভ দৃশ্য দেখছ। এই জুন মাসে এখন ওখানে তাপমাত্রা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। ফসল সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

আরেকটি বোতাম টিপতে টর্নেডো ঝড় দেখা গেল। ঝড়ের তাণ্ডবে বাড়িঘর উড়ে যাচ্ছে।

'ব্রাজিলে ঝড় হচ্ছে,' জানাল ট্যানার গর্বিত গলায়।

'প্রাইমার পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব।'

ট্যানার টিভির সুইচ অফ করল। তিনটে ডিভিডি নিয়ে দেখাল পলিনকে। 'এতে পেরু, মেক্সিকো এবং ইটালির রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে কথোপকথনের দৃশ্য রেকর্ড করা আছে। সোনা কীভাবে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে জানো? আমরা ওদের ব্যাংকে ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা ট্রাকে সোনা ভর্তি করে দিয়েছে। সোনাগুলো কোথায় যাচ্ছে, জানার আগ্রহ যদি ঘুর্ণাক্ষরেও জাগে ওদের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের দেশে এমন ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে যে আর জীবনেও থামবে না।'

পলিন উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল, 'ট্যানার, ওরা যদি তোমার ফোন কল ট্রেস করার চেষ্টা করে?' হেসে উঠল ট্যানার। 'আমিও তাই চাই। ফোন কল ট্রেস করার কেউ চেষ্টা করলে প্রথমে চার্চের রিলে শুনতে পাবে, দ্বিতীয় রিলেটি ওদেরকে নিয়ে

যাবে একটি স্কুলে। আর তৃতীয় রিলেতে এমন ঝড় বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাবে যা কহতব্য নয়। এবং চতুর্থ রিলে গিয়ে শেষ হবে হোয়াইট হাউজে।'

হেসে উঠল পলিন।

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন অ্যান্ড্রু।

ঘুরল ট্যানার। 'এই যে আমার ভাইয়া এসে গেছে।'

অ্যান্ড্রু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পলিনের দিকে, চোখ বিস্ময়।' তোমাকে কি আমি চিনি?' প্রায় মিনিট খানেক তাকিয়ে রইলেন তিনি, মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তুমি— তুমি এবং ট্যানার—বিয়ে করতে যাচ্ছিলে। তুমি—তুমি প্রিন্সেস।'

পলিন বলল, 'ঠিক ধরেছ, অ্যান্ড্রু।'

'কিন্তু—কিন্তু তুমি চলে গিয়েছিলে। তুমি ট্যানারকে ভালোবাসতে না।'

কথা বলল ট্যানার। 'বিষয়টি আমি খোলাসা করছি। ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল কারণ ও আমাকে ভালোবাসত।' পলিনের হাত মুঠোয় তুলে নিল সে। 'বিয়ের পরদিনই ও আমাকে ফোন করেছিল। পলিন অত্যন্ত ধনী এবং ক্ষমতাবান এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিল যাতে ওর স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে KIG'র জন্য বড়বড় ক্লায়েন্ট জোগাড় করতে পারে। ওর জন্যই আমাদের কোম্পানির এত দ্রুত প্রসার ঘটেছে,' গর্ব ট্যানারের কণ্ঠে। 'তারপর ও রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়ে এবং হয়ে ওঠে একজন সিনেটর।'

ভুরু কোঁচকালেন অ্যান্ড্রু, 'কিন্তু— কিন্তু সেবাস্টিয়ানা— সেবাস্টিয়ানাশ্ছ'

'সেবাস্টিয়ানা করটেজ,' হেসে উঠল ট্যানার। 'ওকে একটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম আমি যাতে সবার সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে পারি। অফিসের সবাই মেয়েটার কথা জানত। প্রিন্সেস এবং আমি চাইনি আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কারও মনে সন্দেহ হোক।

অ্যান্ড্রু আবছা গলায় বললেন, 'ও, আচ্ছা।'

'এদিকে এসো, ভাইয়া,' ট্যানার বড় ভাইকে কন্ট্রোল সেন্টারে নিয়ে গেল। বসল প্রাইমার সামনে।

ট্যানার বলল, 'এটার কথা তোমার মনে আছে? এটা বানাতে তুমি সাহায্য করেছিলে। এখন এটার কাজ শেষ অ্যান্ড্রুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'প্রাইমা...

ট্যানার একটা বোতামে ইঙ্গিত করে বলল, 'হ্যাঁ, ওয়েদার কন্ট্রোল। 'আরেকটা বোতাম দেখাল সে। 'লোকেশন।' ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'দেখলে কত সহজভাবে এটাকে আমরা বানিয়েছি?'

শ্বাস চেপে রেখে অ্যান্ড্রু বললেন, 'মনে পড়ছে আমার...

ট্যানার ফিরল পলিনের দিকে 'এ মাত্র শুরু, প্রিন্সেস।' ওকে জড়িয়ে ধরল।

'আমি ত্রিশটিরও বেশি দেশ নিয়ে রিসার্চ করছি। তুমি যা চেয়েছ পেয়ে গেছ। ক্ষমতা এবং টাকা।'

পলিন খুশি খুশি গলায় বলল, 'এরকম একটা কম্পিউটার—'

'একটা নয়, দুটো,' বলল ট্যানার। 'তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের টামোয়া দ্বীপের নাম কখনও শুনেছ?'

'না।'

'ও দ্বীপটি আমরা কিনে নিয়েছি। ষাট বর্গমাইলের একটি দ্বীপ। অবিশ্বাস্য সুন্দর। এটি ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, রয়েছে একটি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ এবং ইয়ট হার্বার। সবই আছে ওখানে—' নাটকীয়ভাবে বিরতি দিল সে, '—প্রাইমা দুইসহ।'

পলিন বলল, 'তারমানে আরও একটা—?'

মাথা ঝাঁকাল ট্যানার। 'হ্যাঁ। তবে ওটা আছে মাটির তলায়। কেউ প্রাইমা দুই' চেহারা আজতক দেখেনি। ওই দুই মাগী মরেছে। ঝামেলা শেষ। এখন দুনিয়াটা আমাদের।'

তেতাল্লিশ

প্রথমে চোখ মেলে চাইল কেলি। একটি কংক্রিটের বেসমেন্টের নগ্ন মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও। গায়ে সুতোগাছটি নেই। দেয়ালের আট ইঞ্চি লম্বা চেইনের হ্যান্ডকাফে বাঁধা হাত। ঘরের দূর প্রান্তে ছোট, গরাদঅলা জানালা, ভারী একটি দরজা। বন্ধ।

কেলি ঘুরল। পাশেই ন্যাংটো অবস্থায় শুয়ে আছে ডিয়ানে। ওরও হাতে হ্যান্ডকাফ। ওদের জামাকাপড় ঘরের কোনায় স্তূপ করা।

ঘরঘরে গলায় ডিয়ানে বলল, 'আমরা কোথায়?'

'জাহান্নামে, পার্টনার।'

কেলি হ্যান্ডকাফ পরীক্ষা করে দেখল। কব্জিতে শক্তভাবে এঁটে আছে। বাম হাতটা মেঝে থেকে মাত্র চার/পাঁচ ইঞ্চি ওপরে তুলতে পারল ও। 'আমরা সরাসরি ওদের ফাঁদে পা দিয়েছি,' তিক্ত গলা ওর।

'আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কীসে জানো?' বলল ডিয়ানে।

'কীসে?' জানতে চাইল কেলি।

'ওরা যে জিতে গেল। আরা এখন জানি ওরা কেন আমাদের স্বামীদেরকে হত্যা করেছে, কেন আমাদেরকে খুন করতে যাচ্ছে, কিন্তু এ কথা পৃথিবীর কাউকে জানাতে পারছি না। ওরা এতসব দুষ্কর্ম করেও পার পেয়ে যাবে। কিংসলে ঠিকই বলেছে। ভাগ্য আর আমাদের সহায়তা করছে না।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল কেলি।

খুলে গেল দরজা। দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল হ্যারি ফ্লিন্ট। মুখে হাসি। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসিটি চওড়া হলো। দরজা বন্ধ করে চাবি রাখল পকেটে।

'তোমাদেরকে জিলোকেন বুলেট দিয়ে গুলি করেছিলাম। তোমাদেরকে হত্যার নির্দেশ ছিল আমার ওপর। তবে ভাবলাম আগে একটু মজা করে নিই না কেন।'

পা বাড়াল ফ্লিন্ট।

ভয়ার্ত দৃষ্টি বিনিময় করল দুই নারী। দেখছে ফ্লিন্ট দাঁত বের করে হাসতে হাসতে জামাকাপড় খুলে ফেলছে। 'দ্যাখো, তোমাদের জন্য কী জিনিস অপেক্ষা করছে।' সে শর্টর্স খুলে ফেলল। ওর পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে গেছে। শক্ত এবং স্ফীত। ফ্লিন্ট

দুজনের দিকে পালাক্রমে তাকাল তারপর এগোল ডিয়ানের দিকে। 'তোমাকে দিয়েই শুরু করি না কেন, বেবী, তারপর—'

কেলি বলে উঠল, 'দাঁড়াও, হ্যান্ডসাম। আমাকে আগে নাও। আমার সেক্স উঠে গেছে।'

ডিয়ানে তাকাল কেলির দিকে। স্তম্ভিত। 'কেলি—'

ফ্লিন্ট ঘুরল কেলির দিকে। নির্বোধের মতো হাসল।

'শিওর, বেবী। তুমি খুব উপভোগ করবে ব্যাপারটা।'

ফ্লিন্ট বসে পড়ল। হাত বাড়াল কেলির নগ্ন দেহে।

'ওহ্, ইয়েস,' গুঙিয়ে উঠল কেলি। 'কদিন ধরে আমি মজা উপভোগ করি না।'

চোখ বুজল ডিয়ানে। ও দৃশ্য সে দেখতে পারবে না।

কেলি দু'পা ফাঁক করল। ফ্লিন্ট ওর শরীরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, কেলি ডান হাতটা কয়েক ইঞ্চি উঁচু করল, নাগালে পেয়ে গেল খোপায় বাঁধা হেয়ার ড্রু। ওটা ইঁদুরের লেজের মতো একটা চিরুনি, ডগাটা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বিদ্যুৎগতিতে হেয়ার ড্রুটা হ্যারি ফ্লিন্টের ঘাড়ে বসিয়ে দিল কেলি, পুরো পাঁচ ইঞ্চি ফলা ঢুকে গেল মাংসে।

চিৎকার দেয়ার জন্য মুখ খুলল ফ্লিন্ট, বদলে গলা দিয়ে ঘরঘরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ঘাড় দিয়ে ঝর্নার মতো কলকল করে রক্ত বেরুচ্ছে। ডিয়ানে চোখ মেলে চাইল। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। কেলি ডিয়ানের দিকে তাকাল। 'তুমি— তুমি এখন রিল্যাক্স করতে পার,' গায়ের ওপর পড়ে থাকা নিস্তেজ শরীরটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ও। 'ও মারা গেছে।'

ডিয়ানের কলজে এমন ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে, যেন খাঁচা ছেড়ে লাফিয়ে আসবে। মুখখানা কাগজের মতো সাদা।

কেলি বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ভাবছিলাম, ও—' গলা শুকিয়ে গেছে ডিয়ানের ফ্লিন্টের রক্তাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল।

'তুমি আমাকে ওটার কথা বলনি কেন—?' ফ্লিন্টের ঘাড়ে বেঁধা হেয়ার ড্রুর দিকে ইশারা করল।

'বলিনি যদি ওটা কাজে না লাগত...আমি চাইনি তুমি ভাব আমি ব্যর্থ হয়েছি। যাকগে, এখন চলো এখান থেকে কেটে পড়ি।'

'কীভাবে?'

'দেখাচ্ছি তোমাকে।' কেলি ওর লম্বা, সুগঠিত পা বাড়িয়ে দিল ফ্লিন্টের প্যান্টের দিকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরল ট্রাউজার্স। হাসি ফুটল মুখে।

'*ভোয়ালা!* ধীরে ধীরে টাউজার্স কাছে টেনে নিয়ে এল কেলি। তারপর প্যান্টের পকেট হাতড়ে বের করে নিল হ্যান্ডকাফের চাবি। খুলে ফেলল হ্যান্ডকাফ। পরের মুহূর্তে মুক্ত করল ডিয়ানেকে।

'মাই গড, ইউ আর আ মিরাকল,' বলল ডিয়ানে।

'আমার নতুন হেয়ার ডুকে ধন্যবাদ দাও। এখন চলো ভাগি।'

মেঝে থেকে নিজেদের কাপড় কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পরে ফেলল ওরা। কেলি দরজার চাবি নিল ফ্লিন্টের পকেট থেকে।

দরজার সামনে এসে ওরা কান পাতল। কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দরজা খুলল কেলি। সামনে লম্বা, শূন্য করিডর।

'এখান থেকে বেরুবার পেছনের দিকে কোন রাস্তা নিশ্চয় আছে,' মন্তব্য করল ডিয়ানে।

মাথা ঝাঁকাল কেলি। 'হুঁ, তুমি ওই রাস্তা দিয়ে যাও আমি অন্য রাস্তা দিয়ে যাই—'

'না, প্লিজ। এক সঙ্গে থাকব, কেলি।'

কেলি ডিয়ানের বাহুতে চাপ দিল। 'ঠিক আছে, পার্টনার।'

কিছুক্ষণ পরে একটা গ্যারেজ চোখে পড়ল ওদের। গ্যারেজে দুটো গাড়ি। একটি জাগুয়ার, অপরটি টয়োটা।

'কোনটা নেবে ঠিক করো,' বলল কেলি।

'জাগুয়ার সহজেই লোকের চোখ কাড়বে। টয়োটাই নিই বরং।

চাবি গাড়িতেই পাওয়া গেল। হুইলে বসল ডিয়ানে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল কেলি।

'ম্যানহাটান। ঘুমাবার একটা জায়গা আগে খুঁজে নেব। কিংসলে যখন জানবে আমরা পালিয়েছি, স্রেফ উন্মাদ হয়ে যাবে সে। কোথাও নিরাপদে থাকার জো আমাদের নেই।'

কেলি ভাবছে। 'আছে।'

ডিয়ানে তাকাল ওর দিকে। 'মানে?'

কেলি বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

চুয়াল্লিশ

ম্যানহাটান থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে নিবিড়, শান্ত, টিপিক্যাল একটি শহর হোয়াইট প্লেনস। ওই শহরে চলেছে কেলি এবং ডিয়ানে। গাড়ি চালাতে চালাতে ডিয়ানে মন্তব্য করল, 'শহরটিকে দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখানে কী করছি আমরা?'

'এখানে আমার এক বন্ধু আছে। সে আমাদের টেক কেয়ার করবে।'

'তার কথা বলো তো শুনি।'

কেলি আস্তে আস্তে বলল, 'আমার মা এক মাতালকে বিয়ে করেছিল। সে মাকে ধরে শুধু মারত। আমি বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরে মাকে বলেছিলাম লোকটার সঙ্গে যেন আর সংসার না করে। আমার পরিচিত এক মডেল এ জায়গাটির কথা আমাকে বলেছিল। এটি একটি বোর্ডিং হাউজ। গ্রেস সিডেল নামে এক দেবদূতি এ হাউজ চালায়। আমি আমার মাকে নিয়ে এই ভদ্রমহিলার কাছে গিয়েছিলাম। মা'র জন্য একটি বাড়ি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই মা ছিল। আমি গ্রেসের বোর্ডিং হাউজে প্রতিদিন যেতাম। মা'রও পছন্দ হয়েছিল বোর্ডিং হাউজটি। কয়েকজন বোর্ডারের সঙ্গে তার খাতিরও হয়ে যায়। আমি ইতিমধ্যে মা'র জন্য একটি বাড়ির ব্যবস্থা করি এবং তাকে নিয়ে আসতে যাই।' থেমে গেল কেলি।

ডিয়ানে ওর দিকে তাকাল। 'তারপর কী হলো?'

'গিয়ে দেখি মা তার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে।'

ওরা পৌঁছে গেল বোর্ডিং হাউজে।

'আমরা চলে এসেছি।'

গ্রেস সিডেলের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। চেহারায় মা মা ভাব আছে, দেখলেই মনে হয় শক্তির প্রচণ্ড একটি আধার। সে নিজেই দরজা খুলে দিল। কেলিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ মুখ।

'কেলি!' ওকে জড়িয়ে ধরল মহিলা। 'তোমাকে কতদিন পরে দেখলাম!'

কেলি পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ আমার বন্ধু ডিয়ানে।'

ওরা পরস্পর 'হ্যালো' বিনিময় করল।

'তোমার ঘর তোমার জন্য রেডি হয়ে আছে,' বলল গ্রেস। 'মানে তোমার মা'র ঘরটা আরকি। আমি এক্সট্রা একটি বিছানা পেতে দিচ্ছি।'

গ্রেস সিডেল ওদেরকে নিয়ে পা বাড়াল বেডরুমের দিকে। লিভিংরুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডজনখানেক মহিলা দেখতে পেল ওরা। কেউ তাস খেলছে, কেউ বা অন্য কাজে ব্যস্ত।

'কদ্দিন আছ?' জানতে চাইল গ্রেস।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল কেলি এবং ডিয়ানে। 'ঠিক জানি না।'

হাসল গ্রেস সিডেল। 'কোন সমস্যা নেই। যদ্দিন ইচ্ছা থাকো।'

ওদের ঘরটি খুব সুন্দর— পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

গ্রেস সিডেল চলে যাওয়ার পরে কেলি ডিয়ানেকে বলল, 'এখানে আমরা নিরাপদে থাকব। আমার মনে হয় কি জানো আমরা ইতিমধ্যে গিনেস বুক অভ রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছি। ওরা আমাদেরকে কতবার খুন করার চেষ্টা করেছে জানো?'

'জানি,' জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডিয়ানে। কেলি শুনল ও বিড়বিড় করে বলছে, 'ধন্যবাদ, রিচার্ড।'

কেলি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে রইল। লাভ কী বলে...

অ্যান্ড্রু নিজের টেবিলে বসে ঝিমাচ্ছেন, স্বপ্ন দেখছেন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। একটা গলা শুনে জেগে গেলেন...আমরা অ্যান্ড্রুর সেফটি ইকুইপমেন্ট দূষণমুক্ত করার সময় ব্যাপারটা দেখতে পাই। আপনাকে দেখানো উচিত হবে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি।'

'হারামজাদা আর্মি বলেছিল ওটা নিরাপদ, কোন ভয় নেই।'

ট্যানারের পাশে দাঁড়ানো এক লোক আর্মি এক্সপেরিমেনেটর জন্য দেয়া একটি গ্যাস মাস্ক ওর হাতে তুলে দিল।

'মাস্কের তলায় একটা ফুটো আছে। কেউ ইচ্ছে করে ফুটোটা তৈরি করেছে। এ জন্যই আপনার ভাইয়ার এমন দশা।'

ট্যানার মাস্কের দিকে তাকিয়ে ফেটে পড়ল রাগে। 'যে এ কাজ করেছে তাকে এজন্য অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।'

সে লোকটির দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'আমি ব্যাপারটা দেখছি। এটা নিয়ে এসেছ বলে ধন্যবাদ।'

বিছানায় শুয়ে অ্যান্ড্রু আবছা চোখে দেখলেন লোকটা চলে গেল। ট্যানার মাস্কের দিকে একবার তাকিয়ে হেঁটে গেল ঘরের কিনারে। ওখানে হাসপাতালের বড় একটি আবর্জনার গাড়ি।

ট্যানার কার্টের নিচে, লিনেনের স্তূপের মধ্যে কবর দিল গ্যাস মাস্ক।

অ্যান্ড্রু তার ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন কী হয়েছে কিন্তু এমন ক্লান্ত অনুভব করছিলেন তিনি যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ট্যানার, অ্যান্ড্রু এবং পলিন ফিরে এল ট্যানারের অফিসে।

ট্যানার তার সেক্রেটারিকে হুকুম দিল ভোরের কাগজগুলো নিয়ে আসতে। সে কাগজগুলোর প্রথম পাতায় চোখ বুলাল। 'দ্যাখো, কী লিখেছে "গুয়াতেমালা, পেরু, মেক্সিকো এবং ইতালিতে আকস্মিক ঝড় ঝঞ্ঝা হতবুদ্ধি করে তুলেছে বিজ্ঞানীদেরকে...' উল্লাস নিয়ে পলিনের দিকে চাইল সে। 'এ তো মাত্র শুরু। ওদের ঘনঘন হতবুদ্ধি হওয়ার সময় আসছে।'

'ভিন্স কারবাল্লো ঢুকলল ঘরে। 'মি. কিংসলে—'

'আমি এখন ব্যস্ত আছি। কী ব্যাপার?'

'ফ্লিন্ট মারা গেছে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ট্যানারের, 'কী? কী বলছ তুমি? কী হয়েছে?'

'স্টিভেনস এবং হ্যারিস তাকে খুন করেছে।'

'এ অসম্ভব!'

'সে মারা গেছে। ওরা সিনেটরের গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা গাড়ি চুরি গেছে বলে পুলিশে অভিযোগ করেছিলাম। পুলিশ গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে হোয়াইট প্লেনসে।'

থমথমে শোনাল ট্যানারের কণ্ঠ। 'কী করতে হবে, শোনো। তুমি তোমার ডজনখানেক লোক নিয়ে হোয়াইট প্লেনসে চলে যাও। প্রতিটি হোটেল, বোর্ডিং হাউজ সব তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। ওদেরকে যে খুঁজে পাবে তাকে আমি পাঁচ লাখ ডলার পুরস্কার দেব। যাও!'

'জ্বী, স্যার।'

ভিন্স কারবাল্লো দ্রুত বেরিয়ে গেল।

গ্রেস সিডেলের বোর্ডিং হাউজে, ওদের ঘরে বসে গল্প করছিল কেলি এবং ডিয়ানে। ডিয়ানে বলল, 'ওরা কি তোমার প্যারিসের বাড়ির সুপারিনটেন্ডেন্টকে হত্যা করেছে!'

'তা বলতে পারব না। তবে ওর পরিবার হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

'আর তোমার কুকুর অ্যাঞ্জেল?'

শক্ত গলায় কেলি জবাব দিল, 'আমি ওকে নিয়ে কথা বলতে চাই না।'

'আয়াম সরি। কী ঘটেছে আমরা জানি। কিন্তু সমস্যা হলো কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। KIG'র বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে ওরা আমাদেরকে ধরে পাগলা গারদে পাঠাবে।'

মাথা ঝাঁকাল কেলি। 'ঠিকই বলেছ তুমি। এ ঘটনা মানুষকে জানাবার কোন উপায় নেই।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ডিয়ানে বলল, 'আছে, উপায় আছে।

ভিন্স কারবাল্লোর লোকজন শহরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, চেক করছে প্রতিটি হোটেল, বোর্ডিং হাউজ এবং ফ্লপ হাউজ। তার এক লোক এসপ্ল্যানেড হোটেলের রিসেপশনিস্টকে ডিয়ানে এবং কেলির ছবি দেখাল।

'এ দুই মহিলার কাউকে দেখেছেন? এদের খোঁজ দিতে পারলে পাঁচ লাখ ডলার পুরস্কার পাবেন।'

মাথা নাড়ল রিসেপশনিস্ট। 'দেখলে তো অবশ্যই জানাব।'

রেনেসাঁ ওয়েস্টচেস্টার হোটেলের আরেক লোক ডিয়ানে এবং কেলির ছবি দেখে বলল, 'পাঁচ লাখ ডলার? আহ্, এদের যদি খোঁজ পেয়ে যেতাম!'

ক্রাউলি প্লাজার রিসেপশনিস্ট বলল, 'এদেরকে কোথাও চোখে পড়লেই সাথে সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব।'

ভিন্স কারবাল্লো নিজে এল গ্রেস সিডেলের বোর্ডিং হাউজে।

'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং। আমার নাম ভিন্স কারবাল্লো' দুই নারীর ছবি দেখাল। 'এদেরকে আপনি দেখেছেন? এদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ লাশ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।'

গ্রেস সিডেলের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, 'কেলি!'

ট্যানারের অফিসে বিমোহিত হয়ে বসে আছে ক্যাথি ওর্ডোনেজ। একের পর এক ফ্যাক্স আসছে, আর ওর ই-মেইল ইনবক্সে তো চিঠির বন্যা শুরু হয়ে গেছে। একতাড়া কাগজ তুলে নিয়ে সে বসের ঘরে ঢুকল। ট্যানার এবং পলিন ভ্যান লুভেন সোফায় বসে কথা বলছে। সেক্রেটারিকে দেখে মুখ তুলে চাইল ট্যানার। 'কী ব্যাপার?

হাসল ক্যাথি। 'সুখবর আছে। আপনার ডিনার পার্টিটি দারুণ সফল হতে যাচ্ছে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ট্যানারের। 'মানে।'

কাগজগুরো দেখাল সে। 'এরা সবাই পার্টিতে আসছেন বলে জানিয়েছেন।'

সোফা ছাড়ল ট্যানার। 'কোথায় আসছে! দেখি তো কাগজগুলো।'

ক্যাথি কাগজের তাড়া ট্যানারকে দিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে গেল।

প্রথম ই-মেইলটি জোরে জোরে পড়ল ট্যানার, 'আমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় KIG সদর দপ্তরে আপনার ডিনার পার্টিতে সানন্দে আসছি আপনার আবিষ্কৃত ওয়েদার কন্ট্রোল মেশিন প্রাইমা'র উদ্বোধনীতে।' চিঠিটি এসেছে টাইম সাময়িকীর সম্পাদকের কাছ থেকে। ট্যানারের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল। সে আরেকটি চিঠি পড়ল। "KIG সদরদপ্তরে আপনার ওয়েদার কন্ট্রোল কম্পিউটার প্রাইমা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।' নিচে নিউজউইক পত্রিকার সম্পাদকের স্বাক্ষর।

বাকি চিঠিগুলোতেও চোখ বুলাল ট্যানার সিবিএস, এনবিসি, সিএনএন, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, শিকাগো ট্রিবিউন এবং লন্ডন টাইমস। সকলেই প্রাইমা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার জন্য অধীর আগ্রহী।

পলিন স্থানূর মতো বসে রইল। মুখে রা নেই।

এমন রেগে গেছে ট্যানার, গলা দিয়ে স্বর প্রায় বেরুলই না। 'এসব হচ্ছেটা কী—?' থেমে গেল সে।

'ওই মাগীগুলোর কাণ্ড!'

ইরমা'র ইন্টারনেট ক্যাফেতে ডিয়ানে একটি কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত! সে কেলির দিকে তাকাল। 'আর কেউ বাকি আছে?'

কেলি বলল, 'এলি, কসমোপলিটান, ভ্যানিটি ফেয়ার, মাদমোয়াজেল, রিডার্স ডাইজেস্ট...'

হেসে উঠল ডিয়ানে। 'এতেই চলবে। আশা করি কিংসলে ক্যাটারার হিসেবে ভালো। বিরাট এক পার্টির আয়োজন করতে হবে তাকে।'

ভিন্স কারবাল্লো গ্রেস সিডেলকে উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি কেলিকে চেনেন?'

'ও, হ্যাঁ,' জবাব দিল গ্রেস, 'সে পৃথিবীর সেরা মডেলদের একজন।'

উজ্জ্বল দেখাল কারবাল্লোর মুখ। 'ও কোথায় আছে জানেন?'

গ্রেস চেহারায় নিখাঁদ বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, 'তা কী করে জানব? ওর সঙ্গে তো আমার জীবনে দেখাই হয়নি।'

লাল হয়ে গেল কারবাল্লোর বদন। 'আপনি বললেন না আপনি ওকে চেনেন?'

'মানে— সবাই তো ওকে চেনে। খুব বিখ্যাত মানুষ, না? খুব সুন্দরী, তাই না?'

'ও কোথায় আছে জানেন না?'

চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলল গ্রেস, 'কেলির মতো চেহারার এক মহিলাকে আজ সকালে বাসে উঠতে দেখেছি। তবে তার মতো বিখ্যাত মানুষের তো লিমোজিনে চলাফেরা করার কথা। সে—'

'কোন্ বাস?'

'ভারমন্টের বাস। আপনার কি মনে হয় মহিলা কি সত্যি কেলি হ্যারিস ছিল?'

'জানি না।' বলে দ্রুত চলে গেল ভিন্স কারবাল্লো।

ফ্যাক্স এবং ই-মেইলের বস্তা মেঝেতে ছুড়ে ফেলল ট্যানার। ঘুরল পলিনের দিকে। 'এই মাগীগুলো আমার কী সর্বনাশ করেছে বুঝতে পারছ? প্রাইমা কাউকে দেখতে দেয়া যাবে না।' অনেকক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইল সে। 'পার্টি দেয়ার আগের দিন উড়িয়ে দেব প্রাইমাকে।'

পলিন ট্যানারের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'প্রাইমা দুই।'

মাথা ঝাঁকাল ট্যানার। 'ঠিক ধরেছ। আমরা রেডি হয়ে সাড়া পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। টামোয়া দ্বীপে যাব, প্রাইমা দুই অপারেটিং শুরু করব।'

ক্যাথি ওর্ডোনেজের গলা ভেসে এল ইন্টারকমে। উন্মাদের মতো স্বর তার। 'মি. কিংসলে, ফোনগুলো পাগল হয়ে গেছে। নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট এবং ল্যারি কিং ফোন করেছেন। আপনাকে চাইছেন।'

'ওদেরকে বলো আমি মীটিং-এ আছি,' ট্যানার ঘুরল পলিনের দিকে। 'চলো, বেরুই।' অ্যান্ড্রুর কাঁধ চাপড়ে দিল। 'ভাইয়া, আমাদের সঙ্গে এসো।'

'ইয়েস, ট্যানার।'

লাল ইটের ভবনের দিকে পা বাড়াল তিনজনে।

'তোমাকে খুব জরুরি একটা কাজ করতে হবে, অ্যান্ড্রু।'

'তুমি যা বলো,' বললেন অ্যান্ড্রু।

ওদেরকে নিয়ে প্রাইমার সামনে চলে এল ট্যানার। ঘুরল ট্যানারের দিকে। 'প্রিন্সেস এবং আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তুমি ছ'টার সময় কম্পিউটার অফ করে দেবে। কাজটা খুব সহজ।' আঙুল দিয়ে দেখাল সে। 'বড় লাল বোতামটা দেখতে পাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যান্ড্রু। 'হুঁ।'

'ছ'টার সময় বোতামটা পরপর তিনবার টিপে দেবে। তিনবার। মনে থাকবে কথাটা?'

অ্যান্ড্রু বলল, 'মনে থাকবে, ট্যানার। ছ'টার সময়। তিনবার।'

'ঠিক। পরে দেখা হবে।'

ট্যানার এবং পলিন চলে যেতে পা বাড়াল।

অ্যান্ড্রুর ডাক দিলেন। 'আমাকে সঙ্গে নেবে না?'

'না। তুমি এখানে থাকো। মনে রেখো ছ'টার সময়। তিনবার।'

'মনে থাকবে।'

ওরা বেরিয়ে আসার পরে পলিন বলল, 'ওর যদি মনে না থাকে?'

হাসল ট্যানার। 'তাতে কিছু আসে যায় না। আমি ওটাকে এমনভাবে সেট করে রেখেছি, ছ'টার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরিত হবে প্রাইমা। আমি শুধু চাই ঘটনা ঘটার সময় অ্যান্ড্রু যেন ওখানে থাকে।'

পঁয়তাল্লিশ

আকাশে ওড়ার জন্য দিনটি চমৎকার। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে, মাথায় আকাশ নীল রঙের আকাশ নিয়ে উড়ে চলেছে KIG'র 757 বোয়িং। মূল কেবিনের একটি সোফায় জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে পলিন এবং ট্যানার।

পলিন বলল, 'ডার্লিং, আফশোসের কথা কি জানো, লোকে কোনদিন জানতে পারবে না তুমি কতটা প্রতিভাবান।'

'জানতে পারলে আমি মহাবিপদে পড়ে যাব।'

পলিন বলল, 'নো প্রবলেম। আমরা একটি দেশ কিনে নেব। সেখানকার শাসনকর্তা হিসেবে নিজেদেরকে ঘোষণা করব। তারপর ওরা আর আমাদেরকে স্পর্শও করতে পারবে না।'

হেসে উঠল ট্যানার।

পলিন ওর হাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'জানো কি, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিন থেকে তোমাকে আমি কামনা করছিলাম?'

'না। আমার তো মনে পড়ে তুমি খুব প্রগলভ স্বভাবের ছিলে।'

'এবং সে স্বভাবটা কাজে লেগেছে, তাই না? তুমি আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ আমাকে একটা শিক্ষা দেয়ার জন্য।'

ওরা চুমু খেল। লম্বা, যৌনগন্ধ মেশানো চুম্বন।

দূরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ।

ট্যানার বলল, 'টামোয়া ভাল লাগবে তোমার। আমরা ওখানে দুতিন হপ্তা কাটাব, রিল্যাক্স করব। তারপর বেরিয়ে পড়ব বিশ্ব ভ্রমণে। এতদিন একত্রিত হতে না পারার সমস্ত লস সুদে-আসলে মিটিয়ে নেব।'

কামনা মদির হাসি উপহার দিল পলিন।

'তা তো নেবই।'

'প্রতি মাসে টামোয়া ফিরে এসে প্রাইমা দুইকে কাজে লাগাব। দুজনে মিলে ঠিক করব টার্গেট।'

পলিন বলল, 'আমরা ইংল্যান্ডে ঝড় সৃষ্টি করব কিন্তু ওরা আসল কারণ বুঝতেই পারবে না।'

হাসল ট্যানার। 'পছন্দ করার জন্য গোটা পৃথিবী আছে আমাদের কাছে।'

দূরের আকাশে আবার লকলক করে উঠল বিদ্যুৎ।

'ঝড়টর না হলেই হয়,' বলল পলিন। 'আকাশে ওড়ার সময় ঝড়বৃষ্টি আমার একদম সহ্য হয় না।'

তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ট্যানার বলল, 'ভয় নেই, ডার্লিং। আকাশে ঝড়ো মেঘটেঘ নেই।' কী মনে পড়তে হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আর আবহাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করারও কিছু নেই। আমরা তো আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করি!' ঘড়ি দেখল সে।

'প্রাইমা ঘণ্টাখানেক আগে বিস্ফোরিত হয়েছে—'

অকস্মাৎ বিমানের জানালায় টপটপ করে পড়তে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা।

ট্যানার পলিনকে কাছে টেনে নিল। 'ইট'স অলরাইট। সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে।'

ট্যানারের কথা শেষ হয়েছে মাত্র, আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে গেল। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ডাকতে লাগর বাজ। ঝাঁকি খেতে লাগল বিশাল বিমান। ট্যানার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। বৃষ্টির সঙ্গে এবার বড় বড় শিলাখণ্ড পড়তে শুরু করেছে।

ট্যানার বলল, 'দ্যাখো—' হঠাৎ আসল ঘটনা বুঝতে পেরে কেঁপে উঠল সে। 'প্রাইমা!' প্রায় উল্লসিত চিৎকারের মতো শব্দটা বেরিয়ে এল গলা চিরে। চোখে বিজয়ের অহংকার। 'আমরা—'

ঠিক তখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া আঘাত হানল প্লেনের গায়ে, ওটাকে ধরে ইচ্ছেমতো ঝাঁকাতে লাগল।

চিৎকার শুরু করে দিল পলিন।

KIG'র লাল ইটের বিল্ডিংয়ে অ্যান্ড্রু কিংসলে প্রাইমা নিয়ে ব্যস্ত, তাঁর আঙুল প্রজাপতির ছন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে চাবিগুলোর ওপরে। পর্দায় টার্গেটকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তাঁর ছোট ভাইয়ের বিমান ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে প্রবাহিত হারিকেন ঝড়ে পড়েছে। তিনি একটি বোতামে চাপ দিলেন।

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের ডজনখানেক শাখা অফিসের আবহাওয়াবিদরা, তাঁরা ছিটিয়ে আছেন অ্যাংকোরেজ, আলাস্কা, মায়ামি, ফ্লোরিডা ইত্যাদি জায়গায়, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন কম্পিউটারের পর্দায়। যা ঘটছে বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু সত্যি ওটা ঘটছে।

লাল ইটের ভবনে একা কাজ করে চলেছেন অ্যান্ড্রু। দেখছেন একটি F6 টর্নেডো ক্রমে ওপর থেকে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে...

ট্যানার জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। প্লেন ঝাঁকি খাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে।

ফ্রেইট ট্রেনের ভয়ানক গর্জন তুলে ঝড়ো বাতাস ছুটে আসছে এদিকেই। ট্যানারের মুখ লাল, উত্তেজনায় কাঁপছে। দেখছে টর্নেডো হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে তার প্লেনটাকে গিলে খেতে। উল্লসিত চিৎকার দিল ট্যানার। 'দ্যাখো! কখনও আকাশের এত উঁচুতে কোন টর্নেডো উঠতে পারেনি। কক্ষনো নয়! আমি এটা সৃষ্টি করেছি! এটা একটা মিরাকল! একমাত্র ঈশ্বর এবং আমি—'

লাল ইটের ভবনে অ্যান্ড্রু একটি সুইচ ধরে টান দিলেন, পর্দায় দেখলেন বিস্ফোরিত হয়েছে প্লেন, ধ্বংসাবশেষ ছিটকে পড়ছে শূন্যে।

অ্যান্ড্রু এবার লাল বোতামে পরপর তিনবার চাপ দিলেন।

ছেচল্লিশ

কেলি এবং ডিয়ানে পোশাক পরছে, দরজায় নক করল গ্রেস সিডেল। 'ব্রেকফাস্ট রেডি।'

'আসছি,' হাঁক ছাড়ল কেলি।

ওরা ড্রেস পরে ঘর থেকে বেরুল, ঢুকল টিভি এবং গেমস রুমে। অল্প কয়েকজন মানুষ টিভি দেখছে। কেলি এবং ডিয়ানে ডাইনিং রুমে যাচ্ছে, টিভির সংবাদপাঠকের গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল...

'...রিপোর্ট অনুযায়ী কেউ প্রাণে বাঁচেননি। ট্যানার কিংসলে এবং সিনেটর পলিন ভ্যান লুভেন ওই প্লেনে ছিলেন। তাদের সঙ্গে পাইলট, কো-পাইলট এবং একজন স্টুয়ার্ডও নিহত হয়েছেন।'

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দুই নারী। তাকাল পরস্পরের দিকে, ঘুরল। ফিরে এল টিভি সেটের সামনে। পর্দায় KIG ভবনের বহিরাংশ দেখাচ্ছে।

কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ বিশ্বের বৃহত্তম থিংক-ট্যাংক বলে বিবেচিত। এর অফিস রয়েছে পৃথিবীর ত্রিশটি দেশে। আবহাওয়া দপ্তর জানায় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় অকস্মাৎ একটি বৈদ্যুতিক ঝড় ওঠে আর ট্যানার কিংসলের ব্যক্তিগত বিমান ওইদিকেই যাচ্ছিল...

ডিয়ানে এবং কেলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে।

'...আরেকটি রহস্যের সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। KIG' তৈরি নতুন ওয়েদার কন্ট্রোল কম্পিউটার প্রাইমা দেখানোর জন্য ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় KIG-তে এক বিস্ফোরণে প্রাইমা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। দমকল বাহিনী ধ্বংসস্তুপের মধ্যে অ্যান্ড্রু কিংসলের লাশ খুঁজে পেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভিক্টিম।

ডিয়ানে বলল, 'ট্যানার কিংসলে মারা গেছে।'

'আবার কথাটা বলো। আস্তে আস্তে।'

'মারা গেছে ট্যানার কিংসলে।'

স্বস্তির গভীর নিশ্বাস ফেলল কেলি। ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এবারে জীবনটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে উঠবে।'

'হুঁ,' বলল ডিয়ানে। 'চলো, আজ রাতটা ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টেরিয়া টাওয়ার্সে কাটাই।'

মুচকি হাসল কেলি, 'প্রস্তাব মন্দ নয়।'

গ্রেস সিডেলের কাছে বিদায় নিতে গেল ওরা। ভদ্রমহিলা ওদেরকে আলিঙ্গন করল। ওদের জন্য যে ট্যানার পাঁচ লাখ ডলার ঘোষণা করেছিল সে কথা সে কখনও বলেনি।

ওয়ালডর্ফ— অ্যাস্টোরিয়া টাওয়ার্সে ডিনার করছে ডিয়ানে এবং কেলি।

ডিয়ানে বলল, 'কেলি, আমার মনে হয় না কাজটা আমরা একাকী করতে পেরেছি।' সে হাতের শ্যাম্পেনের গ্লাস উঁচু করে ধরল, পাশের খালি চেয়ারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'থ্যাংক ইউ, রিচার্ড, ডার্লিং, আই লাভ ইউ।'

ডিয়ানে মদের গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়াতে যাচ্ছে, বাধা দিল কেলি, 'এক মিনিট।'

সে শ্যাম্পেনের গ্লাস উঁচু করে ধরে, ওর পাশের খালি চেয়ারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মার্ক, আই লাভ ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।'

ওরা টোস্ট করল।

কেলি হেসে বলল, 'এরপরে কী?'

'আমি ওয়াশিংটনে এফবিআই'র কাছে যাব। ওদেরকে সব খুলে বলব।'

কেলি ওকে শুধরে দিল, 'আমি নই আমরা যাব। আর আমরা যা জানি সব ওদেরকে খুলে বলব।'

হাসল ডিয়ানে, 'রাইট, পার্টনার।'

ডিনার শেষে ওরা টিভি দেখছে। প্রতিটি চ্যানেলে ট্যানার কিংসলের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করছে। কেলি খবর দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'জানো কী, যখন সাপের মাথাটা কাটা যায় বাকি শরীরটাও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।'

'মানে!'

'মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি,' কেলি টেলিফোনের কাছে হেঁটে গেল। 'আমি প্যারিসে একটা ফোন করব।'

পাঁচ মিনিট পরে নিকোল প্যারাডিসের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। 'কেলি! কেলি! কেলি! তুমি ফোন করেছ খুব খুশি হয়েছি।' তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারিনি যোগাযোগ করতে।'

'খবর শুনেছ?'

'গোটা পৃথিবী খবরটা জানে। জেরোমি মালো আর আলফানসো গিরুয়ার্ড তাদের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

পরের প্রশ্নটা করতে ভয় লাগল কেলির। 'আর সিভর পরিবার, অ্যাঞ্জেল—?'

'ফিলিপ্পি এবং তার পরিবার ভালোই আছে। অ্যাঞ্জেল আছে আমার ঘরে। তুমি সহায়তা না করলে ওই গুণ্ডাগুলো অ্যাঞ্জেলকে টোপ হিসেবে ব্যবহারের প্ল্যান করেছিল।'

বুকে খুশির কাঁপন জাগল কেলির। 'ওহ্, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল।'

'অ্যাঞ্জেলের কী করব?'

'নেক্সট এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইটে ওকে নিউইয়র্ক পাঠিয়ে দাও। ও কখন পৌঁছাবে আমাকে জানিও আমি এয়ার পোর্ট থেকে ওকে তুলে নেব। আমি ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টোরিয়া টাওয়ার্সে আছি।'

'আচ্ছা, আমি ফোন করব।'

'ধন্যবাদ,' রিসিভার রেখে দিল কেলি।

ডিয়ানে জানতে চাইল, 'অ্যাঞ্জেল ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, সিন্ডর পরিবারও নিরাপদে রয়েছে।'

'বাহ্, খুব ভালো কথা!'

'সত্যি আমার খুব স্বস্তি লাগছে। ভালো কথা, তোমার অর্ধেক টাকা দিয়ে কী করবে?'

ডিয়ানের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'মানে?'

'KIG আমাদেরকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পাঁচ লাখ ডলার ঘোষণা করেছে না? টাকাটা তো এখন আমাদের পাওয়া উচিত।'

'কিন্তু কিংসলে মারা গেছে।'

'KIG তো আর মরেনি।'

ওরা হিহি করে হেসে উঠল।

জিজ্ঞেস করল কেলি, 'ওয়াশিংটনের পাট চুকানোর পরে কী করবে ভাবছ?

ছবি আঁকা শুরু করবে?'

একটু ভেবে জবাব দিল ডিয়ানে। 'না।'

'তাহলে?'

'একটা ছবি অবশ্য আমি আঁকব। সেন্ট্রাল পার্কের পিকনিকের দৃশ্য। 'ওর গলা ধরে এল। 'দুই প্রেমিক-প্রেমিকা বৃষ্টিতে ভিজে পিকনিক করছে। তারপর...তারপরেরটা দেখা যাবে। তুমি? তুমি কি মডেলিংয়ে ফিরে যাবে?'

'না, মনে হয় না...তবে ফিরতেও পারি। কারণ যখন রানওয়েতে থাকি, মনে হয় মার্ক আমাকে দেখছে, ছুঁড়ে দিচ্ছে উড়ন্ত চুমু। ও হয়তো চাইছে আমি কাজে ফিরে যাব।'

হাসল ডিয়ানে। 'গুড।'

ওরা আরও ঘন্টাখানেক টিভি দেখল। তারপর ডিয়ানে বলল, 'এখন ঘুমাবার সময়।'

পনের মিনিট পরে ওরা ড্রেস ছাড়ল, শুয়ে পড়ল বিশাল খাটে।

হাই তুলল কেলি। 'আমার ঘুম আসছে, ডিয়ানে। প্লিজ, আলোটা নিভিয়ে দাও।'



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেস*কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট, ব্লাড লাইন, রেজ অভ এঞ্জেলস, ইফ টুমরো কামস, দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি, মাস্টার অব দ্য গেম, দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস, মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

ISBN 978 984 414 205 3